উপনিষদের উপদেশ।

তৃতীয় খণ্ড।

শ্রীকোকিলেশ্বর।

এই গ্রন্থ কলিকাতা, ২০১ নং কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে, ৮।১ নং রামকুমার রক্ষিতের লেন বড়বাজারে, এবং কোচবিহারে গ্রন্থকারের নিকটে পাওয়া যায়।

উপনিষদের উপদেশ।

(ঈশ, কেন, প্রশ্ন, ঐতরেয় ও
তৈত্তিরীয়)

বিস্তৃত ব্যাখা ও তাৎপর্য্য সহ শঙ্কর-ভাষ্যের অনুবাদ
এবং অবতরণিকায় উপনিষদের উপদেশের
মূল-নির্ণয় ও ঋগ্বেদের দেবতাবর্গের
বিস্তৃত আলোচনা।

কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয় ও সংস্কৃত উপাধি-পরীক্ষার
পরীক্ষক।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য-
বিদ্যারত্ন, এম-এ, প্রণীত।

তৃতীয় খণ্ড।

কলিকাতা—
৮।১ নং রামকুমার রক্ষিতের লেন বড়বাজার হইতে
শ্রীযুক্ত ভবনাথ আশ কর্ত্তৃক,
তাঁহারি বিশেষ সাহায্যে
প্রকাশিত।
১৯১০।

মূল্য ২৲ মাত্র।

তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ,

একত্বমনুপশ্যতঃ ?

কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ,

যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ ?

সূচীপত্র।

অবতরণিকা।

উপনিষদের অদ্বৈত-বাদ ও সাধন-প্রণালী

এবং

ঋগ্বেদের দেবতাবর্গের বিস্তৃত আলোচনা।

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।

প্রথম অধ্যায়। (ঈশ)।

দ্বিতীয় অধ্যায়। (কেন)।

তৃতীয় অধ্যায়। (প্রশ্ন)।

চতুর্থ অধ্যায়। (ঐতরেয়)।

পঞ্চম অধ্যায়। (তৈত্তিরীয়)।

পরিচ্ছেদ। পৃষ্ঠা।

অবতরণিকা।

অবতরণিকা।

১। "উপনিষদের উপদেশ" তৃতীয় খণ্ড,—প্রকাশিত হইল। এই খণ্ডে ঈশ, কেন, প্রশ্ন ও ঐতরেয় এবং তৈত্তিরীয় নামক পাঁচ

খণ্ড-প্রকাশের উদ্দেশ্যাদি।

খানি প্রাচীন ও প্রামাণিক উপনিষদ্ অনূদিত হইয়াছে। এই পাঁচ খানি উপনিষদের শঙ্করভাষ্যও যথাযথ ভাবে অনূদিত ও বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভারতের উপনিষদ্-গ্রন্থ-সমূহে যে সমুন্নত ব্রহ্ম-বিদ্যা উপদিষ্ট হইয়াছে, সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে উহা এক অমূল্য সম্পত্তি। পৃথিবী হইতে, কাল-প্রভাবে, অপর সমস্তই মুছিয়া যাইতে পারে, কিন্তু এই উপনিষদে উপদিষ্ট ব্রহ্ম-বিদ্যা কখনও বিলুপ্ত হইবে না, ইহাই আমাদের দৃঢ় ধারণা। মহাত্মা শ্রী শঙ্করাচার্য্য উপনিষদ্-গ্রন্থ-সমূহের যে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, উহাও ভারতের এক অমূল্য সম্পদ। এই ভাষ্য না থাকিলে, উপনিষদের নানাস্থানে নানাভাবে বিক্ষিপ্ত তত্ত্বগুলির একটী ধারাবাহিক দার্শনিক শৃঙ্খলা

আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিত না এবং যে "অদ্বৈত-বাদ" ভারতে এত প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, তাহাও বুঝিতে পারা যাইত না। কিন্তু শাঙ্কর-ভাষ্য বড় দুরূহ; স্থানে স্থানে শঙ্করাচার্য্যের গভীর মন্তব্যগুলির তাৎপর্য্য নির্ণয় করাও বড়ই কঠিন।

এই মহামূল্য সম্পদের অধিকারী হইয়াও, বঙ্গদেশের সাধারণ জনগণ ইহার ব্যবহারে বঞ্চিত। উপনিষদ্ ও উপনিষদের ভাষ্য সংস্কৃত-ভাষায় নিবদ্ধ এবং দার্শনিক বিবিধ জটিলতত্ত্বে পরিপূর্ণ। সুতরাং সাধারণ পাঠকের একরূপ অগম্য। আমরা এই দেশের এই গুরুতর অভাব উপলব্ধি করিয়া, উপনিষদ্ প্রচারে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। এবং এই অসাধারণ প্রতিভাশালী মহাপুরুষের ভাষ্য বঙ্গভাষায় ব্যাখ্যা করিবার জন্য মনোনিবেশ করিয়াছি। দশখানি প্রাচীন ও প্রামাণিক উপনিষদের মধ্যে, বিধাতার কৃপায়, নয়খানি উপনিষদই শঙ্কর-ভাষ্যানুবাদসহ প্রকাশিত হইল। মাণ্ডুক্য-উপনিষদের শঙ্কর-ভাষ্যে যাহা আছে, তাহাও আমরা এই খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ পরিচ্ছেদে গ্রথিত করিয়া দিয়াছি। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে আর একখানি উপনিষদও অবশিষ্ট রহিল না।*

---

* শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের শঙ্কর-ভাষ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই উপনিষদ্‌খানি বেদান্তদর্শনে প্রচুররূপে উল্লিখিত ও উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহার ভাষ্যটী শঙ্কর কৃত কিনা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ আছে। এইজন্য আমরা, শঙ্কর-ভাষ্যসহ এই উপনিষদ্‌খানি পৃথক্‌গ্রন্থে পরিশিষ্টরূপে প্রকাশ করিয়া দিব, ইচ্ছা আছে।

পাঠকবর্গ অবশ্যই দেখিয়াছেন যে, যাহাতে শঙ্কর-ভাষ্য উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়, সেই উদ্দেশ্য লইয়াই, আমরা এই সকল গ্রন্থপ্রচারে ব্রতী হইয়াছি। এ দেশে এই প্রণালী অতীব নূতন। অপর দুই খণ্ডের ন্যায়, বর্ত্তমান খণ্ডেও আমরা একটী 'অবতরণিকা' দিতেছি। যদিও মূলগ্রন্থে শঙ্কর-মত বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করা হইয়াছে, তথাপি— উপনিষদ্-গ্রন্থগুলিতে বিক্ষিপ্তরূপে উপদিষ্ট দার্শনিক-মত ও ধর্ম্ম-মতের একটী ধারাবাহিক ও শৃঙ্খলাবদ্ধ মত ও বিবরণ একত্র নিবদ্ধ না থাকিলে, উপনিষদের ও ভাষ্যের নানা স্থানে বিপ্রকীর্ণ বিষয়গুলি সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবার সম্ভাবনা কম। এইজন্য প্রথম-খণ্ডের অবতরণিকায়, উপনিষদের দার্শনিক-মত ও ধর্ম্ম-মতের একটী সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য যে অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা ও পুষ্টি-সাধন করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন; ভারতে আবিষ্কৃত যে অদ্বৈত-বাদ শনৈঃ শনৈঃ ইউরোপীয় বিদ্বন্মণ্ডলীমধ্যেও উচ্চস্থান অধিকার করিতে ও প্রকৃষ্টরূপে সমাদৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছে;—সেই অদ্বৈত-বাদ ও মায়া-বাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয় ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদান করা অতীব আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হওয়াতে, দ্বিতীয়-খণ্ডের অবতরণিকায় আমরা অতি বিস্তৃত-ভাবে উহার ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য্যনির্ণয় করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি। আহ্লাদের বিষয় এই যে, আমাদের ব্যাখা-প্রণালী বিদ্বন্মণ্ডলী কর্ত্তৃক অনুমোদিত ও প্রভূতরূপে প্রশংসিত হইয়াছে। দ্বিতীয়-

খণ্ডের অবতরণিকায় শঙ্করাবলম্বিত অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, আমরা শঙ্কর-মত-সম্বন্ধে যে সকল অপসিদ্ধান্ত ও অপব্যাখ্যা প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে এবং তাঁহার উপরে মায়া-বাদের যে কলঙ্ক আরোপিত হইয়াছে ;—সেই সকল অপসিদ্ধান্তের ভ্রম দেখাইতেও যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি।

উপনিষদের উপদেশ-গুলির মূল কোথায়?

কিন্তু একটী কথা আছে। শঙ্করাচার্য্য যে অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—উহার প্রকৃত মূল কোথায়? কোথা হইতে ঐ সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে? এই মূল নির্ণয় করা নিতান্তই আবশ্যক। উপনিষদে ও বেদান্তদর্শনে যে উন্নত, বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সৃষ্টিতত্ত্বের মূল ঋগ্বেদের মধ্যেই নিহিত আছে ;— এ কথা আমরা দ্বিতীয়-খণ্ডের অবতরণিকায় দেখাইয়াছি। কিন্তু অদ্বৈতবাদ বা মায়া-বাদের মূল কোথায় এবং সাধন-প্রণালীরই বা মূল কোথায়, তাহা প্রদর্শিত হয় নাই। তৃতীয় খণ্ডের অবতরণিকায়, সেই মূল-সম্বন্ধেই আলোচনা করা যাইতেছে। এই মূল নির্ণয় করিতে পারিলে একটী গুরুতর লাভের সম্ভাবনা আছে। অনেকে যে না বুঝিয়া শঙ্করাচার্য্যের উপরে দোষারোপ করেন যে, তিনি এই জগৎকে মায়াময় বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন এবং নির্গুণ ব্রহ্মের নামে এক প্রকার শূন্যবাদেরই স্থাপন করিয়াছেন, শঙ্কর-সম্বন্ধে এই ধারণা যে নিতান্ত ভিত্তিশূন্য, এতদ্দ্বারা তাহাও আরো উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

এইজন্যই মায়াবাদের মূল নির্ণয় করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

আর একটী গুরুতর কারণে এই মূল নির্ণয় করা আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। অনেক সুপণ্ডিত ব্যক্তিরও এইরূপ একটা ধারণা জন্মিয়াছে যে, ঋগ্বেদে যে "দেব-তত্ত্ব" উপদিষ্ট আছে,—অগ্নি, সোম, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশ্যে যে সকল সূক্ত আছে—সেগুলি জড়-পদার্থের প্রতি বিস্ময়-প্রকাশক মাত্র!! প্রকৃতির বিস্ময়কর কার্য্য ও দৃশ্য-দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া আদিম মানুষের মনে যে ভাব উদিত হয়, সেই ভাব-তাড়িত হইয়া, বৈদিক ঋষির মুখে যে সকল ভীতি-বিহ্বল ও বিস্ময়-প্রকাশক স্তুতি-গাথা উচ্চারিত হইয়াছিল, ঋগ্বেদ তাহারই দ্বারা পরিপূর্ণ!! কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ-নির্ণয়, শক্তির মৌলিক একত্ব, ব্রহ্ম-চৈতন্যের একত্বের পরিস্ফুট ধারণা—এই সকল সমুন্নত তত্ত্ব নাকি বৈদিক যুগে আদৌ আবিষ্কৃত হয় নাই! তাঁহারা বলেন যে, জড়-প্রকৃতির জড়ীয়-দৃশ্যাবলীকেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র "দেবতা" মনে করিয়া বৈদিক ঋষিগণ স্তুতি উচ্চারণ করিতেন। বহু বৎসর এইরূপে দেবোপাসনা করিতে করিতে,—অনেক দিন অতিবাহিত হইয়া যাইবার পর, অরণ্যচারী কতিপয় মাত্র ঋষির চিত্তে ব্রহ্ম-বিদ্যার তত্ত্ব সমুদিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। উপনিষদ্ গ্রন্থগুলি সেই ব্রহ্ম-বিদ্যার গ্রন্থ। আরো পরে, বেদান্ত-দর্শনে এই ব্রহ্ম-তত্ত্বই সমালোচিত হইয়াছে!

২। কিন্তু আমরা বহুদিন হইতে ঋগ্বেদের আলোচনা করিয়া অন্য প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। আমাদের এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়াছে যে, ভারতের অদ্বৈত-বাদ ও মায়াবাদ অতি প্রাচীন। ঋগ্বে-দের প্রথম হইতেই এই অদ্বৈতবাদ সুস্পষ্টরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। উপনিষদ্ এবং বেদান্ত-দর্শনে যে মায়াবাদ ও সাধন-প্রণালীর বিবরণ দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হই, উহা ঋগ্বেদেরই আবিষ্কার--উহা ঋগ্বেদেরই সম্পত্তি—উহা ঋগ্বেদ হইতেই গৃহীত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য সেই অদ্বৈতবাদেরই প্রাঞ্জল ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন মাত্র; নূতন কিছু আবিষ্কার করেন নাই। আমরা এই অবতরণিকায় অদ্বৈতবাদ ও সাধন-প্রণালীর সেই মূল-আকর নির্ণয় করিবারই চেষ্টা করিব।

উপনিষদ-কথিত অদ্বৈত-বাদ ও মায়াবাদের মূল—ঋগ্বেদে।

উপনিষদ্-গ্রন্থ-সমূহে জগতের যে কার্য্যকারণতত্ত্ব আলো-চিত হইয়াছে এবং কার্য্য-কারণ-বাদ অবলম্বন করিয়া যে ব্রহ্ম-তত্ত্বের মূলে উপনিষদ্ প্রবেশ করিয়াছেন, উহা ঋগ্বেদেরই আবিষ্কৃত সম্পত্তি। মনুষ্যের চিত্তবৃত্তির বিকাশের তারতম্য-নিবন্ধন, উপাস্য-বস্তুর ধারণারও ভিন্নতা হইয়া থাকে। ঋগ্বেদ —সেই উপাস্য বস্তু এবং উপাস্য বস্তুর সাধনার প্রণালী-ভেদ অবলম্বন করিয়া যে তত্ত্বগুলি কেবলমাত্র সাধন-প্রণালীর মধ্যেই আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, উপনিষদ-গ্রন্থ সেই তত্ত্বগুলিকে

দুইভাগে বিভক্ত করিয়া লইয়াছেন মাত্র। যাহা ঋগ্বেদে কেবল সাধন-প্রণালীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, উপনিষদে তাহা দুইটী বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ঋগ্বেদের সাধন-প্রণালীর মধ্য হইতে—একটী শৃঙ্খলাবদ্ধ দার্শনিক-মত এবং একটী শৃঙ্খলাবদ্ধ ধর্ম্ম-মত পৃথক্ করিয়া লইয়া, উপনিষদ্-গ্রন্থগুলিতে এই উভয় মত-সম্বন্ধে পৃথক্‌ভাবে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ঋগ্বেদে ও উপনিষদে কেবল ইহাই পার্থক্য। নতুবা ঋগ্বেদে যে আদৌ ব্রহ্মতত্ত্ব ও কার্য্যকারণতত্ত্ব নাই;—উহাতে যে দার্শনিক-অংশ আদৌ নাই;—উহা যে কেবল ভৌতিক কার্য্যাবলীর উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত স্তুতিগীতির গ্রন্থমাত্র;—এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রকৃত সিদ্ধান্ত নহে। এ সকল কথা আমরা ক্রমে পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব। কি কি যুক্তির ও প্রমাণের বলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহাও ক্রমে প্রকাশিত হইবে।

উপনিষদের দার্শনিকমত ও ধর্ম্মমতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

৩। কিন্তু এই মূল আবিষ্কারের অগ্রে, পাঠকবর্গের বুঝিবার সুবিধার নিমিত্ত, উপনিষদ্-গ্রন্থ-সমূহের প্রতিপাদ্য সমুন্নত দার্শনিক-মত এবং ধর্ম্ম-মত কি প্রকারে উপদিষ্ট হইয়াছে, সংক্ষেপে, সর্ব্বাগ্রে, তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

(ক) কার্য্য-কারণ-তত্ত্বই দর্শন-শাস্ত্রের মূলভিত্তি। কার্য্য ও কারণের সম্বন্ধ-বিচার হইতেই, দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়া

থাকে। বেদান্ত-দর্শনে যে কার্য্য-কারণ-বাদ নির্ণীত হইয়াছে, উহা "সৎকার্য্যবাদ" নামে প্রসিদ্ধ।

(১) দার্শনিক মত।

ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য এই বিশাল বিশ্ব এক সদ্বস্তু হইতেই অভিব্যক্ত হইয়াছে*। একান্ত অসৎ বা শূন্য কাহারই "কারণ" হইতে পারে না। কেননা, কার্য্যবর্গে কারণ সত্তা অনুস্যূত - অনুগত হইয়া থাকে। অসৎই যদি

কার্য্য ও কারণের সম্বন্ধ নির্ণয়।

কারণ হয়, তবে কার্য্যগুলির মধ্যে অসৎই অনুস্যূত হইয়া উঠে এবং তাহা হইলে এই জগৎকে অসদন্বিত বলিয়াই প্রতীতি হইত†। তাহা কিন্তু প্রতীত

---

* "প্রাগুৎপত্তেঃ—আত্মৈক শব্দ প্রত্যয়গোচরং জগৎ। ইদানীং আত্মৈকশব্দ-প্রত্যয়গোচরং অনেকশব্দ-প্রত্যয়গোচরঞ্চেতি বিশেষঃ"—ঐতরেয়-ভাষ্যে। "সর্ব্বত্র দ্বে বুদ্ধী সর্ব্বৈরুপলভ্যেতে সমানাধিকরণে।... সন্ ঘটঃ সন্ পটঃ, সন্ হস্তী ইত্যেবং সর্ব্বত্র। তয়োঃ বুদ্ধ্যোর্ঘটাদি-বুদ্ধির্ব্যভিচরতি...নতু 'সদ্বুদ্ধিঃ'।...তথাচ 'সতশ্চ' আত্মনঃ অবিদ্যমানতা ন বিদ্যতে, সর্ব্বত্র অব্যভিচারাৎ।...যেন সর্ব্বমিদং জগৎ ব্যাপ্তং সদাখ্যেন ব্রহ্মণা...নৈতৎ সদাখ্যং ব্রহ্ম স্বেন রূপেণ ব্যভিচরতি"—গীতা-ভাষ্য, ২।১৬। "কার্য্যমপি জগৎ ত্রিষু কালেষু 'সত্ত্বং' ন ব্যভিচরতি, একঞ্চ পুনঃ সত্ত্বং"—বেদান্তভাষ্য, ২।১।১৬ "নামরূপে সর্ব্বাবস্থে ব্রহ্মণৈব আত্মবতী"—তৈত্তিরীয়-ভাষ্য, ২।৬।২॥

† "অসতশ্চেৎ কার্য্যং গৃহ্যমাণমপি অসদন্বিতমেব স্যাৎ, নচৈবং তস্মাদস্তি ব্রহ্ম"। "সত্তৈক্যেব সত্যত্বমুচ্যতে। যস্মাচ্চ জায়তে কিঞ্চিৎ তদস্তীতি দৃষ্টং লোকে, ঘটাঙ্কুরাদি-কারণং মৃদ্বীজাদি। তস্মাদাকাশাদি-

হয় না, তাহা হইতেও পারে না। যাহা অসৎ বা শূন্য বা কিছু-না, তাহা কোন বস্তুর কারণ হইতে পারে না, তাহা কোন বস্তুতে অনুস্যূত হইতে পারে না। এইজন্য এক সদ্বস্তুই বিশ্বের মূলে অবস্থিত; উহাই বিশ্বের উপাদান; উহাই বিশ্বের তাবৎপদার্থে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে*। এই উপাদান-সত্তাই বিবিধ নামে ও বিবিধ রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে এবং বিবিধ নাম ও বিবিধ রূপের মধ্যে এই উপাদান-সত্তাই অনুস্যূত হইয়া আসিতেছে।

সৃষ্টির অর্থ কি? সৃষ্টির অর্থ—আধিক্য। যাহা পূর্ব্বে

কারণাদস্তি ব্রহ্ম"।—তৈত্তিরীয়-ভাষ্য ২.৬.২॥ "যদি হি অসতামেব জন্ম স্যাৎ ব্রহ্মণো ব্যবহার্য্যস্য গ্রহণদ্বারাঽভাবাৎ অসত্ত্ব-প্রসঙ্গঃ।—মাণ্ডুক্য কারিকা, শঙ্কর-ভাষ্য, ১।৬।* * "শূন্যজত্বে নাম শূন্যং রূপং শূন্যমিতীদৃশঃ। শূন্যানুবেধো ভাসেত, সদ্বেধ-স্বভাসতে"।—বিদ্যারণ্যকৃত 'অনুভূতি-প্রকাশ'; ২.৩৭।

* "নচ অসতো অধিষ্ঠানত্বং, আরোপিতানুবেধাভাবাৎ। তদনুবেধাৎ 'সতো'ঽধিষ্ঠানত্বমেষ্টব্যম্। তথাচ প্রাণাদি-ভাবানাং ..সত্ত্বেন ব্যবহারসিদ্ধিঃ"।—মাণ্ডুক্যকারিকাভাষ্য ব্যাখ্যায় আনন্দগিরিঃ, ৩।৩২॥ "স্বাধ্যস্ত-সকলবিকারানুস্যূত-সত্তাস্ফূর্ত্তিরূপঃ বিকারোপমর্দ্দেন অনুসন্ধেয়ঃ"—উপদেশ-সাহস্রী, ১৫.৯। "সন্মূলাঃ সকলা দেহাঃ, ইদানীঞ্চ সতি স্থিতাঃ। অন্তে সত্যেব লীয়ন্তে বিদ্যাৎ সত্ত্বমদ্বয়ম্"—অনুভূতি-প্রকাশ, ২।১৬॥ "নামরূপমসত্ত্বং স্যাৎ, 'সত্তায়া' ব্রহ্মরূপতা"—অনুভূতি প্রকাশ, ২,১৯। "সত্ত্বুদ্ধ্যানুবৃত্তেঃ সত্তাঽনিবৃত্তিরিতি সত্ত্বাদিনাং সতএব সদুৎপত্তিঃ সেৎস্যতি"—ছান্দোগ্য ভাষ্য ৬।২।১।

ছিল, তাহা অপেক্ষা আর কিছু অধিক ;—ইহারই নাম সৃষ্টি*। সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল মাত্র ব্রহ্ম-সত্তা ছিলেন। সৃষ্টির পরে, সেই ব্রহ্ম-সত্তাকে অবলম্বন করিয়া—আশ্রয় করিয়া—কতকগুলি নাম ও রূপের অভিব্যক্তি হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মসত্তা এবং সেই সত্তার আশ্রয়ে কতকগুলি নাম ও রূপ,—ইহারই নাম সৃষ্টি। যেমন প্রাণ-বায়ুকে নিরোধ করিয়া কুম্ভক করিলে, কেবল-মাত্র জীবনের ক্রিয়া হইতে থাকে, কিন্তু দৈহিক হস্ত-পদ-বিক্ষেপাদিক্রিয়া তখন আর হয় না ; কিন্তু কুম্ভক ছাড়িয়া দিলে, জীবন-ক্রিয়ার উপরেও আবার হস্তপদ-বিক্ষেপাদি কতকগুলি অধিক ক্রিয়াও হইতে থাকে†, এইরূপ সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম-সত্তামাত্র থাকেন, সৃষ্টির পরে সেই সত্তাকে আশ্রয় করিয়া কতকগুলি নাম ও রূপ ব্যক্ত হয়‡। এই নামরূপ লইয়াই

---

* "...প্রকর্ষেণ জনিঃ (সৃষ্টিঃ) স্মৃতা। প্রকর্ষোনাম পূর্ব্বস্মাদাধিক্য, যধিকা তু যা। সা মায়া ..."।—অনুভূতি-প্রকাশ, ২।৪০।

† যথাচ লোকে প্রাণাপানাদিষু প্রাণভেদেষু প্রাণায়ামেন নিরুদ্ধেষু ... জীবনমাত্রং কার্য্যং নির্বর্ত্ত্যতে, ন আকুঞ্চন-প্রসারণাদিকং কার্য্যান্তরং ; তেষ্বেব প্রাণভেদেষু পুনঃ-প্রবৃত্তেষু জীবনাদধিক মাকুঞ্চন-প্রসারণাদিকমপি কার্য্যান্তরং নির্বর্ত্ত্যতে"।—বেদান্তদর্শন, শঙ্কর-ভাষ্যম, ২।১।২০।

‡ "ইদং জগৎ নামরূপযুক্তমদা সদাত্মকাতে। সৃষ্টেঃ পুরা সদেবাসীৎ নামরূপবিবর্জ্জিতম্॥ মৃদ্ধেমলোহবস্তূনি বিকারোৎপত্তিতঃ পুরা। নির্ব্বিকারাণ্যুপাদানমাত্রাণ্যাসন্ যথা, তথা। একমেবাদ্বিতীয়ং তৎ সর্ব্বাস্তিত্ব্যবগম্যতাম্"।—অনুভূতি-প্রকাশ, ৩।২৬-৩০।

জগৎ। জগতের যত কিছু পদার্থ, সকলেরই কোন না কোন নাম আছে, কোন না কোন রূপ আছে। এই নাম-রূপগুলি ব্রহ্মসত্তাকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। ইহাদের নিজের কোন সত্তা নাই। ব্রহ্ম-সত্তাই যখন এই নাম-রূপগুলিতে অনুপ্রবিষ্ট—অনুস্যূত—হইয়া আছে; তখন ব্রহ্ম-সত্তা দ্বারাই নাম-রূপেরও সত্তা। নামরূপগুলির মধ্যে অনুস্যূত সত্তা দ্বারাই আমরা ব্রহ্মের সত্তা বুঝিতে পারি। কেন না, ইহাদের নিজেরত কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই; ব্রহ্ম-সত্তাতেই ইহাদের সত্তা। ইহাই কারণ-সত্তা। এই সত্তা স্বীকার না করিলে ব্রহ্মই অসৎ হইয়া উঠেন *।

পরমার্থ দৃষ্টি ও ব্যবহারিক দৃষ্টি:

(খ) আমরা বেদান্তদর্শনে সর্ব্বপ্রথমেই দুইটী কথা দেখিতে পাই। এক পরমার্থ দৃষ্টি; অপর—ব্যবহারিক দৃষ্টি। ভিন্ন ভিন্ন দুই প্রকার অনুভব হইতে এই দুই প্রকার দৃষ্টির কথা বলা

---

* "মৃদো ঘট-শরাবাদ্যা বিকারাস্তদাকৃতিঃ।...আধারো মৃত্তিকাপেয় আকারশ্চোভয়ং—ঘটঃ। আকৃত্যাধারয়ো স্তুলাং ভাগস্তং; ন মৃদং বিনা। কেবলাকৃতিমাত্রঃ সন্ ঘটঃ ক্বাপি সমীক্ষ্যতে"।—অনুভূতিপ্রকাশ, ৩।৭,১০॥ "স্থাণাবারোপিত শ্চৌরঃ যথা, মৃদি ঘট স্তথা।...দ্বিবিধ-ব্যবহারস্থ সদ্ভাবেঽপি বিবেকিনঃ। সত্যায়াং মৃদি তাৎপর্য্যাৎ, নানৃতেঽস্তি ঘটাদিকে। ৩।১৯।২০॥ রজ্জু দৈর্ঘ্যং যথা সর্পধারাদিষনুগচ্ছতি। ব্রহ্ম-'সত্বং' তথা ব্যোমবায়্বাদিষ্বধিগচ্ছতি। ২।১৩॥ "কার্য্যমাকাশাদিকং বহু-প্রপঞ্চং জগৎ। কারণং পরং ব্রহ্ম। তস্মাৎ কারণাৎ পরমার্থতঃ ব্যতিরেকেণ অভাবঃ কার্য্যস্যাবগম্যতে"। বেদান্তভাষ্য, ২।১।১৪।

হইয়াছে। সুতরাং এই দুই প্রকার দৃষ্টির মধ্যে প্রকৃত কোন বিরোধ নাই।* অজ্ঞ সাধারণ লোক যে ভাবে এই জগৎকে অনুভব করিয়া থাকে, তাহার নাম 'ব্যবহারিক দৃষ্টি'। আর, তত্ত্বজ্ঞ দার্শনিক যে ভাবে এই জগৎকে দেখিয়া থাকেন, তাহার নাম 'পরমার্থ দৃষ্টি'। সুতরাং উভয়ে কোন বিরোধ নাই; বরং উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রহিয়াছে।

তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি, এই নামরূপাত্মক জগতে কেবলমাত্র এক ব্রহ্ম-সত্তাই অনুস্যূত দেখিতে পান। সূর্য্য চন্দ্র, তরুলতা, কীট পতঙ্গ, দেহেন্দ্রিয়াদি—বিবিধ ও অসংখ্য নামরূপাত্মক পদার্থ লইয়াই এই জগৎ। তত্ত্বদর্শিগণ, এই সকল বস্তুর কাহারই 'স্বতন্ত্র', স্বাধীন সত্তা অনুভব করিতে পারেন না। তাঁহারা ভাবেন যে, সকল পদার্থের মধ্যেই এক কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তা অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছেন। এই কারণ-সত্তাতেই কার্য্যবর্গের সত্তা;—ব্রহ্মসত্তাতেই নামরূপগুলির সত্তা। উহাদের কাহারই নিজের কোন স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তা নাই।

---

* যথা পুরোবর্ত্তিনি ভুজগাভাবমনুভবন্ বিবেকী—'নাস্তি ভুজঙ্গো রজ্জুরেষা কথং বৃথৈব বিভেষীতি'—ভ্রান্তমভিদধাতি। ভ্রান্তস্তু স্বকীয়াপরাধাদেব ভুজঙ্গং পরিকল্প্য ভীতঃ সন্ পলায়তে; নচ তত্র বিবেকিনো বচনং মূঢ়দৃষ্ট্যা বিরুধ্যতে। তথা পরমাত্মকূটস্থাত্মদর্শনং ব্যবহারিকজনাদি-বচনেন অবিরুদ্ধম্।—মাণ্ডূক্যকারিকাভাষ্যে আনন্দগিরি।৪।৫৭ তৈঃ (দ্বৈতৈঃ) সর্ব্বানন্যত্বাৎ আত্মৈকত্বদর্শনপক্ষো ন বিরুধ্যতে।" মাণ্ডুক্যকারিকার শঙ্করভাষ্য ৩।১৭—১৮।

কিন্তু, যাহারা সাধারণ অজ্ঞ লোক, তাহারা এ ভাবে জগৎকে অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। তাহারা প্রত্যেক পদার্থকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তা-বিশিষ্ট বলিয়া মনে করিয়া লয়। ইহাদের চিত্তে ভেদ-বুদ্ধি বড় প্রবল। ইহারা কারণ-সত্তার কোন সংবাদ রাখে না; ইহারা কার্য্যবর্গ লইয়াই—নামরূপাত্মক অংশ লইয়াই—যাবজ্জীবন মহাব্যস্ত থাকে।

আমরা একটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে কথাটা পরিষ্কৃত করিয়া লইব।

মনে করুন্—স্বর্ণ হইতে হার, বলয়, কুণ্ডল, মুকুট নির্ম্মিত হইল। এস্থলে স্বর্ণকে ‘কারণ’ বা উপাদান এবং হার, বলয়, কুণ্ডল, মুকুটকে উহার ‘কার্য্য’ বলা যায়। কারণ ও কার্য্য এই উভয়ের সম্বন্ধ কি প্রকার? কার্য্যগুলি—কারণেরই একটা বিশেষ-অবস্থা, একটা রূপান্তর, একটা আকার-বিশেষ। হার, বলয়, কুণ্ডল, মুকুট—ইহারা স্বর্ণেরই একটা বিশেষ-অবস্থা, একটা রূপান্তর, একটা আকার-বিশেষ।

(১) অজ্ঞ সাধারণ লোক মনে করে যে, স্বর্ণই ত হার, বলয়, কুণ্ডলাদি পদার্থে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং হার, বলয়, কুণ্ডলাদি পদার্থ প্রত্যেকেই এক একটা স্বতন্ত্র, স্বাধীন পদার্থ। স্বর্ণ-সত্তাই যে হারাদির মধ্যে অনুস্যূত সে দিকে আর এ সকল লোকের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় না। হারাদি আকার ধারণ করাতেও, স্বর্ণ-সত্তার যে কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় নাই,—এ কথাটা অজ্ঞ লোকে বুঝিতে পারে না। তাহারা ঐ সকল হারাদিকে

স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্র পদার্থ রূপেই অনুভব করিয়া থাকে। ইহাই ব্যবহারিক দৃষ্টি।

(২) কিন্তু যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ পরমার্থ-দর্শী, তাঁহারা এরূপ ভ্রম করেন না। তাঁহারা হার, বলয়, কুণ্ডলাদিকে স্বতন্ত্র স্বাধীন বস্তু বলিয়া অনুভব করিতে পারেন না। ইহাদিগকে তাঁহারা স্বর্ণ-সত্তারই একটা 'আকার'-মাত্র বলিয়াই মনে করেন। স্বর্ণেরই সত্তা ইহাদের মধ্যে অনুস্যূত; উহারা স্বর্ণ-সত্তারই অবস্থান্তর, বিশেষ-আকার মাত্র, এইরূপ অনুভব করিয়া থাকেন। স্বর্ণ-সত্তাকে তুলিয়া লইলে, হার, বলয়, কুণ্ডলাদি থাকে না: সুতরাং ইহারা স্বতন্ত্র কোন বস্তু হইতে পারে না। স্বর্ণ-সত্তাতেই ইহাদের সত্তা। স্বর্ণ-সত্তাই প্রকৃত সত্তা; হারাদি-আকারগুলি একটা 'আগন্তুক' অবস্থামাত্র। এই অবস্থার ভেদে, প্রকৃতপক্ষে, স্বর্ণ-সত্তার কোন ভেদ হয় না। উহা পূর্ব্বেও যে স্বর্ণ-সত্তা, এখনও সেই স্বর্ণ-সত্তাই রহিয়াছে*। ইহারই নাম পরমার্থ-দৃষ্টি।

---

* "ঘটে মৃদঃ পৃথক্-ভূতে কীদৃক্ তত্ত্বমুদীর্যতাম্। বাচৈবারভ্যতে তত্ত্বং কিঞ্চিন্ন স্যাৎ খপুষ্পবৎ। কারণ-ব্যতিরেকেণ বাচৈবারভ্যতে বৃথা"—অনুভূতি-প্রকাশ। "আকৃত্যাধারয়োস্তুল্যং ভাগত্বং; ন মৃদং বিনা, কেবলাকৃতিমাত্রঃ সন্ ঘটঃ ক্বাপি সমীক্ষ্যতে। স্থাণাবারোপিতশ্চৌরো যথা, মৃদি ঘটস্তথা। আরোপাৎ পূর্ব্ব মূর্দ্ধঞ্চ তদভাবাৎ অসত্যতা"। "সদেব সংস্থানান্তরেণ অবতিষ্ঠতে"।—ছান্দোগ্য-উপনিষদ্-ভাষ্য, ৬।২।১

সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, পদার্থ মাত্রেরই দুইটা অংশ। একটী নাম-রূপাত্মক অংশ; আর একটি নাম-রূপগুলিতে অনুস্যূত ব্রহ্ম-সত্তার অংশ*। অজ্ঞ লোকেরা এই স্থূল, বিকারী, নামরূপাত্মক অংশ লইয়াই নিমগ্ন থাকে। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ-গণ এই অংশটাকে—নিয়ত রূপান্তরশীল, চঞ্চল, উৎপত্তি-বিনাশ-বিশিষ্ট বলিয়াই জানেন। তাঁহারা আরও জানেন যে, এই অংশটার নিজের কোন স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তা নাই;—সুতরাং এই অংশটী 'অসত্য', 'মিথ্যা' †। শঙ্করাচার্য্য এই ভাবেই নাম-রূপাত্মক অংশকে 'মিথ্যা', 'অসত্য' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই ভাবেই শঙ্করাচার্য্য অনেক স্থলে এই নামরূপাত্মক জগৎকে

নাম-রূপগুলি 'অসত্য'। কারণ সত্তাই 'সত্য'।

* "······বিকারে হনুস্যূতং জগৎ-কারণং ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টং—'তদিদং সর্ব্ব'মিত্যুচ্যতে। যথা 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেতি'। কার্য্যঞ্চ কারণাদব্যতিরিক্তমিতি বক্ষ্যামঃ।—বেদান্তদর্শন-ভাষ্য, ১।১।২৫॥

† "প্রপঞ্চ-জাতস্য দৃষ্টনষ্টস্বরূপত্বাৎ, স্বরূপেণ তু অনুপাখ্যত্বাৎ"—বেদান্তভাষ্য, ২।১।১৪॥ 'কার্য্যবর্গস্য পরস্পর-ব্যভিচারিতয়া দৃষ্টনষ্ট-স্বরূপত্বং"—উপদেশ-সাহস্রী, ১৮ ৯৭। বিকারগুলি সর্ব্বদা রূপান্তর গ্রহণ করিতেছে; এক আকার ছাড়িয়া নিয়ত অন্য আকার ধরিতেছে, সুতরাং ইহারা 'দৃষ্টনষ্টস্বরূপ'। "বিবেকিভির্দৃষ্টং বিশ্বং তচ্চ অতীব চঞ্চলং নাশপ্রায়ং, বর্ত্তমান-কালেহপি তদ্‌যোগ্যতাসত্ত্বাৎ...তচ্চ নাশগ্রস্তং নাশাদূর্দ্ধমসত্ত্বমেবাপগচ্ছতি; ন তস্য তর্হি পরমার্থত্বম্"—মাণ্ডুক্যকারিকা-ভাষ্যে আনন্দগিরি, ৩।৩২॥

ইন্দ্রজালের ন্যায় অসত্য, গন্ধর্ব্ব-নগরের ন্যায় কল্পিত, মরু-মরীচিকার ন্যায় আগন্তুক, খ-পুষ্পের ন্যায় মিথ্যা—বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই উক্তিগুলি কেবল নাম-রূপাত্মক বিকারি-অংশকে লক্ষ্য করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে। নাম-রূপে অনুস্যূত—বিকারবর্গে অনুপ্রবিষ্ট—ব্রহ্মসত্তাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় নাই *। শঙ্কর মীমাংসা করিয়াছেন যে, 'নাম-রূপের দ্বারা, আকারের দ্বারাই, জগৎ অসত্য; ব্রহ্ম-সত্তা দ্বারা জগৎ সত্য'†। জগতের ক্রমোচ্চ বিকাশে‡—জগতের প্রত্যেক পদার্থে—যে কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তা অনুস্যূত হইয়া আসিতেছেন, উহা চির-সিদ্ধ, উহা পরমার্থতঃ সত্য§। কেবল নামরূপগুলিই অস্থির, পরিবর্ত্তনশীল—অসত্য। যদি কেবল ঐ আকার-

* "সর্ব্বত্র দ্বে বুদ্ধী সর্ব্বৈরুপলভ্যেতে সমানাধিকরণে।...সন্ ঘটঃ, সন্ পটঃ, সন্ হস্তী ইত্যেবং সর্ব্বত্র। তয়োর্বুদ্ধ্যোঃ ঘটাদিবুদ্ধি-ব্যভিচরতি...নতু সদ্বুদ্ধিঃ"।—গীতাভাষ্য, ২।১৬।

† "বিশেষাকারমাত্রেস্তু সর্ব্বেষাং মিথ্যা: স্বতঃ সন্মাত্ররূপতয়া চ সত্যম্"—ছান্দোগ্যভাষ্য, ৮।৫।৪

‡ "স্থাবরাদারভ্য 'উপর্য্যুপরি' আবিস্তরত্বমাত্মন···আত্মপ্রকাশনায়"—ঐতরেয়ারণ্যকভাষ্য, ২।৩।

§ "যৎ প্রাগেব সিদ্ধং···পশ্চাদপ্যবশিষ্যমাণং, তন্ন 'কল্পিতম্', কিন্তু 'স্বতঃসিদ্ধম্'। যন্ন স্বতঃ সিদ্ধং তৎ 'কল্পিতম্'—উপদেশ-সাহস্রী। "যদ্বিষয়া বুদ্ধির্ন ব্যভিচরতি তৎ 'সৎ'। যদ্বিষয়া ব্যভিচরতি তৎ 'অসৎ'।···ঘটাদি-বুদ্ধি ব্যভিচরতি, নতু সদ্বুদ্ধিঃ"—গীতাভাষ্য।

গুলি লইয়াই ব্যস্ত হও এবং আকারগুলিতে অনুস্যূত ব্রহ্ম-সত্তার স্বাতন্ত্র্যের কথাটী ভুলিয়া যাও, তবেই তুমি ভুল বুঝিলে। ভ্রমের প্রকৃত বীজ এই স্থানে *।

সুতরাং অজ্ঞের দৃষ্টিতে ও তত্ত্বজ্ঞের দৃষ্টিতে আকাশ পাতাল প্রভেদ। অজ্ঞেরা যে ভাবে জগৎকে অনুভব করে, সে ভাবে জগৎকে 'সত্য' বলা যাইতে পারে না। সে ভাবে জগৎ নিশ্চয়ই 'অসত্য', 'কল্পিত'। কারণ-সত্তা ব্যতীত কাহারই স্বতন্ত্র, স্বাধীন সত্তা থাকিতে পারে না। ইহাই শঙ্করের সিদ্ধান্ত। ইহাই উপনিষদের অদ্বৈত বাদ। কিন্তু এই অদ্বৈতবাদ অতি প্রাচীন। ইহা শঙ্করের নিজের আবিষ্কার নহে। ঋগ্বেদের মধ্যেই এই অদ্বৈতবাদ অতীব পরিস্ফুট। ঋগ্বেদে যে সাধন-প্রণালী আছে, ঋগ্বেদে যে যজ্ঞানুষ্ঠানের পদ্ধতি আছে,—সেই পদ্ধতির মধ্যেই অতি সুস্পষ্টরূপে এই অদ্বৈতবাদ নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু তাহা দেখাইবার অগ্রে আমরা, উপনিষদে উপদিষ্ট ধর্ম্মমতের প্রণালীটীও পাঠক বর্গের স্মৃতি-পটে আরূঢ়

* স্বরূপেণ অকল্পিতস্য, 'সংসৃষ্ট'-রূপেণ কল্পিতত্বমিষ্টম্" ।—মাণ্ডুক্যকারিকা, আনন্দগিরি, ৩।৩২। "নহি কারণব্যতিরেকেণ কার্য্যং নাম বস্তুতোঽস্তি, যতঃ কারণ-বুদ্ধি র্বিনিবর্ত্তেত"—তৈত্তিরীয় ভাষ্য, ২।১। "সতএব দ্বৈতভেদেন অন্যথা গৃহ্যমানত্বাৎ নাসত্বং কস্যচিদ্বস্তুনো বয়ং ব্রূমঃ"—ছান্দোগ্যভাষ্য, ৬।২।১। ঘটকে প্রকৃত-পক্ষে মৃত্তিকা বলিয়াই অনুভব করা কর্ত্তব্য; কিন্তু অজ্ঞলোক তাহা না করিয়া, ঘটকে মৃত্তিকা হইতে 'স্বতন্ত্র' একটা বস্তু বলিয়াই মনে করে। ইহাই ভ্রম।

করাইয়া দিতে ইচ্ছা করি। সুতরাং অগ্রে উপনিষদের ধর্ম্মমতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

(২) ধর্ম্মমত ও ... প্রণালী।

(গ)। সকল কালে, সকল সমাজেই দেখা যায় যে, সকলের চিত্তের ধারণাশক্তি সমান নহে। সকলেই যে সহসা নির্গুণ, সর্ব্বব্যাপী, নিত্য পরব্রহ্মের নির্বিবশেষ স্বরূপটীকে ধারণা করিতে সমর্থ হইবে, এমন হইতে পারে না। আবার, সকলেই যে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়সুখ-পরায়ণ এবং ঐহিক বিষয়-বিভবের ভাবনা লইয়াই সমগ্র জীবন কাটাইয়া দিবে, এমনও হইতে পারে না। আবার সেই সমাজে ঈদৃশ বিশুদ্ধ-চিত্ত লোকেরও অভাব হয় না, যাঁহাদের চিত্ত এই ভূলোকের চঞ্চল শব্দ-স্পর্শাদির গণ্ডী অতিক্রম করিয়া, ঊর্দ্ধ রাজ্যের চিন্তায় নিয়ত তৎপর। মনুষ্য-চিত্তের বিকাশের ইহাই স্বাভাবিক ইতিহাস।

সমাজ-ভুক্ত কতকগুলি লোকের চিত্ত এতই নিকৃষ্ট যে, উহারা প্রকৃতির অতীত রাজ্যে কোনমতেই প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। ইহারা নিতান্তই সংসার-মগ্ন, স্বার্থপর, ইহলোক-সর্ব্বস্ব। ইহারা আপনার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকেই একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া মনে করে এবং এইলক্ষ্য সম্মুখে লইয়াই যাবজ্জীবন সাংসারিক কার্য্যে নিমজ্জিত থাকে। ইহারা স্বাভাবিক অন্ধ-প্রবৃত্তি-বশে পরিচালিত হইয়া, পরপীড়াদি কার্য্যে নিমগ্ন থাকে। ইহারা এই পৃথিবী ছাড়া, অন্য কোন উন্নত লোক বা বিষয়ের

কোন সংবাদ রাখেনা—রাখিতে চায়না *। ঈদৃশ স্বাভাবিক-প্রবৃত্তি-পরিচালিত মূঢ়ব্যক্তিদিগের চিত্তে ঈশ্বর-তত্ত্ব ও পর-লোকের কথা মুদ্রিত করিয়া দিতে হইলে, উহারা যে সকল পদার্থদ্বারা নিয়ত পরিবৃত রহিয়াছে সেই সকল পদার্থেরই সাহায্যে এবং উহাদের স্বার্থ-সাধক ও ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর প্রণালীর মধ্য দিয়াই, ক্রমে ক্রমে উহাদিগের চিত্তে ঐ সকল উন্নত তত্ত্ব পরিস্ফুট করিয়া দিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে হয়। তাহাদিগের সম্মুখে প্রথমতঃ মনুষ্যোচিত গুণ-বিশিষ্ট উপাস্যের আদর্শ ধরিতে হয়। নতুবা এ প্রকার জড় লোকের নিকট হঠাৎ পরার্থ-পরতার গুণকীর্ত্তন বা আত্মসুখ-বিসর্জ্জনের কথা এবং নির্গুণ নির্বিকার ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ উত্থাপন করিলে, সুফল লাভের আশা করা যায় না। মনুষ্য-চিত্তের এই প্রকার তথ্য (Psychological) সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল ইহলোকসর্ব্বস্ব ব্যক্তির নিমিত্ত সর্ব্ব-প্রথমে উপনিষদে সকাম দ্রব্যাত্মক যজ্ঞ সমুপদিষ্ট হইয়াছে, দেখা যায় †। মনুষ্যাপেক্ষা সমধিক জ্ঞান ও শক্তিশালী, অথচ

কেবল-কর্ম্মী।

* "রাগদ্বেষাদি-স্বভাবিক-দোষ-প্রযুক্তঃ, শাস্ত্রবিহিত-প্রতিষিদ্ধাতি-ক্রমেণ বর্ত্তমানঃ, অধর্ম্ম-সংজ্ঞকানি কর্ম্মাণি চ আচিনোতি বাহুল্যেন, স্বাভাবিক-দোষ বলীয়স্ত্বাৎ।...এতেষাং স্থাবরান্তা অধোগতিঃ স্যাৎ"—শঙ্কর-ভাষ্য, ঐতরেয়ারণ্যক উপক্রমণিকা। "অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী। পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে"—ইত্যাদি কঠ-উপনিষদ্।

† "অনাত্মজ্ঞতয়া আত্মগ্রহণাশক্তস্য ইদং (কর্ম্মকাণ্ডং) উপদিশ্যতি

মনুষ্যোচিত গুণবিশিষ্ট, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সত্তা-বিশিষ্ট দেবতাবর্গকে উপাস্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া *, ইহলোকে ধনমানাদিলাভ এবং জীবনান্তে পর-লোকে স্বর্গে অধিকতর সুখলাভ হইবে এই আশা দিয়া, ঈদৃশ জড়বুদ্ধির চিত্তে সংসারাসক্তির স্থলে দেবভক্তি, এবং ইহলোক হইতে স্বর্গলোকের প্রতি ইহাদিগের চিত্ত উত্থিত করিবার উদ্দেশে, যজ্ঞাদি-বহুল সকাম ক্রিয়াকাণ্ড উপদিষ্ট হইয়াছে। এই প্রকার সাধন করিতে করিতে ক্রমে ইহাদিগের ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয় †।

যাঁহাদের চিত্ত সমধিক উন্নত, যাঁহারা অপেক্ষাকৃত উন্নত বিষয়ের ধারণায় সমর্থ, তাঁহাদিগের পক্ষে জ্ঞানকাণ্ড উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞানকাণ্ডের স্তর আছে। একেবারেই নির্গুণ, নিরুপাধিক ব্রহ্মের তত্ত্ব না বলিয়া দিয়া, কর্ম্মের সঙ্গে জ্ঞানের সমুচ্চয় বা

কর্ম্ম ও জ্ঞানের সমুচ্চয়কারী।

শাস্ত্রম্'—ঈশ-ভাষ্য। "কদাচিৎ শাস্ত্র-কৃতবলায়স্থং, তেন বাহুল্যেন উপচিনোতি ধর্ম্মাখ্যাম্। তচ্চ দ্বিবিধম—

(ক) কেবলং (খ) জ্ঞান পূর্ব্বকঞ্চ। কেবলং পিতৃলোকফলম্"—ঐতরেয়ারণ্যক-ভাষ্য উপক্রমণিকা।

*"অথ যোহন্যাং দেবতামুপাস্তে, অন্যোহসাবন্যোঽহমস্মীতি, ন স বেদ"—ইত্যাদি, বৃহদারণ্যক ভাষ্য। "দেবান্ দেবযজো যান্তি, মদ্-ভক্তা যান্তি মামপি" ইত্যাদি গীতা।

† "সর্ব্বৈর্হি যজ্ঞদানতপোভিঃ পুণ্যৈঃ কর্ম্মভিঃ···আত্মজ্ঞান মুৎ-পাদ্যম্"—ঐতরেয়ভাষ্য। "কর্ম্মণা অগ্নিহোত্রাদিনা স্বাভাবিকং কর্ম্ম হিত্বা, বিদ্যয়া দেবজ্ঞানেন দেবাত্মভাবমশ্নুতে"—ঈশভাষ্য, ১১মন্ত্র।

যোগ করিয়া লইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে *। ক্রমে, উপাস্য দেবতাবর্গ কেহই স্বতন্ত্র, স্বাধীন পদার্থ নহেন; ইঁহারা সকলেই এক কারণ-সত্তারই বিকাশমাত্র; উঁহাদের মধ্যে এক ব্রহ্মসত্তাই অনুপ্রবিষ্ট এবং ব্রহ্ম-সত্তাতেই উঁহাদের সত্তা;—এই প্রকার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে †। এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে কার্য্যবর্গের প্রতি আর চিত্ত আকৃষ্ট হয় না, কাহাকেই স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া মনে হয় না;—এক কারণ-সত্তার প্রতিই চিত্ত অভিনিবিষ্ট হইতে থাকে। ঈদৃশ সাধক, দেবতাবর্গের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তারই অনুসন্ধানে তৎপর থাকেন। ক্রমেই ইঁহাদের চিত্তে কাহারই আর স্বাতন্ত্র্য-বোধ থাকে না। জ্ঞান-কাণ্ডের যাহা চরম লক্ষ্য—সর্ব্বত্র এক ব্রহ্ম-সত্তার অনুভব—তাহাই সুসিদ্ধ হইয়া উঠে ‡।

---

* "কর্ম্মচ জ্ঞানঞ্চ সম্যগনুষ্ঠিতং নিষ্কামস্য মুমুক্ষোঃ সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং ভবতি"—কেনোপনিষদের উপক্রমণিকা। "ব্রহ্মবিদ্যায়াং কার্য্যৈকদেশ-বর্জ্জিতং কৃৎস্নং কর্ম্মকাণ্ডং তাদর্থ্যেন বিনিযুজ্যতে"—বৃহ ভাষ্য, ৬।৫। ২৪। "যেষাং নিত্যানি সংস্কারার্থানি ক্রিয়ন্তে, তৈষাং জ্ঞানোৎপত্ত্যর্থানি তানি। সংস্কৃতস্য তস্য ইহ বা জন্মান্তরে বা আত্মদর্শনমুৎপদ্যতে"—বৃহ ভাং ৫।৩।১। 'মুমুক্ষূণাং নিত্যাদিষু অধিকারো, ন কাম্যেষু'।—আনন্দগিরি। "...তচ্চ দ্বিবিধং—(ক) কেবলং (খ) জ্ঞানপূর্ব্বকঞ্চ।...জ্ঞানপূর্ব্বকন্তু দেবলোকাদি-ব্রহ্মলোকান্তফলম্"। ঐতরেয়ারণ্যক ভাষ্যের উপক্রমণিকা।

† "সর্ব্বমেব নামরূপকর্ম্মাখ্যং বিকারং...পরমার্থ-সত্যাত্মভাবনয়া ত্যক্তং স্যাৎ"—ঈশ-ভাষ্য।

‡ "স্বাভাবিক্যা অবিদ্যয়া...নামরূপোপাধিদৃষ্টিরেব ভবতি স্বাভাবিকী

সাধকের চিত্ত-বিকাশের তারতম্যানুসারে, এই প্রকারে আমরা উপনিষদে দুইটী অংশ—কর্ম্মকাণ্ড এবং জ্ঞান-কাণ্ড উপদিষ্ট দেখিতে পাই। এইজন্য উপনিষদে দ্রব্যাত্মক ও ভাবনাত্মক, উভয়বিধ যজ্ঞ ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। যাঁহাদিগের চিত্তে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের পক্ষে, দ্রব্যাত্মক যজ্ঞের মধ্যেই প্রথমে ভাবনাত্মক যজ্ঞের প্রণালী কথিত হইয়াছে। তাঁহারা যজ্ঞীয় অগ্ন্যাদিতে, যজ্ঞের উপকরণ-দ্রব্যে এবং যজ্ঞীয় মন্ত্রাদিতে এক কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তারই ভাবনা ও অনুসন্ধান করিবেন। বাহিরেও ভিতরে সকল পদার্থে, সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বত্র, ব্রহ্ম-সত্তারই অনুভব করিবেন। এই প্রকার অনুভবের ফলে, ক্রমে দেবতাবর্গের 'স্বতন্ত্র' সত্তার প্রতীতি অন্তর্হিত হইতে থাকিবে। চিত্ত সুমার্জ্জিত হইয়া উঠিলে, আর তাঁহাদের পক্ষে দ্রব্যাত্মক যজ্ঞের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকিবেনা। তাঁহারা কোন যজ্ঞানুষ্ঠানের অবলম্বন ব্যতীতও, অন্তরে ও বাহিরে সকল পদার্থে, কেবল মাত্র কারণ-সত্তা বা চৈতন্য-সত্তাকেই অনুস্যূত দেখিতে পাইবেন। ইহাই ভাবনাত্মক যজ্ঞ*। ইঁহারা

তদা সর্ব্বোয়ং বস্তন্তরাস্তিত্ব-ব্যবহারোঽস্তি। অয়ং বস্তন্তরাস্তিত্বাভিনিবেশস্তু বিবেকিনাং নাস্তি"—বৃহভাঃ ২।৪।১৩-১৪॥

* সর্ব্বপ্রকার অবস্থাতেই এই ভাবনাত্মক-যজ্ঞের ব্যবস্থা উপদিষ্ট হইয়াছে। মনুষ্য যখন জাগ্রদবস্থায় বিষয়-বিজ্ঞান লাভ করে, তখনও যজ্ঞ ভাবনা উপদিষ্ট আছে। শব্দস্পর্শাদি বিষয়েন্ধন যোগে প্রবুদ্ধ আত্মাগ্নিতে যেন ইন্দ্রিয়বর্গ হোম করিতেছে, এইরূপ ভাবনা করিতে

সকাম দ্রব্যাত্মক-যজ্ঞ বর্জ্জন করতঃ কেবল ব্রহ্মোদ্দেশে ভাবনাময় অন্তর্যাগের অনুষ্ঠানে রত থাকেন। তখন আর নামরূপাত্মক অংশকে 'স্বতন্ত্র', স্বাধীন-বলিয়া অনুভূত করিতে পারা যায় না। তখন নামরূপগুলিকে,

কেবল-জ্ঞানী।

সেই ব্রহ্ম-সত্তারই ঐশ্বর্য্য বা মহিমার পরিচায়করূপেই,—অনুভব করিয়া থাকেন*। এই সাধনা বা সর্ব্ব পদার্থে ব্রহ্মসত্তার অনুভব— অত্যন্ত দৃঢ় হইলে, অবশেষে কিঞ্চিৎমাত্রও ভেদ-বুদ্ধি থাকে না;—ঐশ্বর্য্যরূপেও আর অনুভূতি থাকে না। একেবারে পূর্ণ ব্রহ্মাত্মবোধ হইতে থাকে। ঈদৃশ

হয়। এমন কি সুষুপ্তি-সময়েও যেন আত্মাগ্নিতে প্রাণশক্তি হোম নির্ব্বাহ করিতেছে, এইরূপ উপদেশও দৃষ্ট হয়। কি জাগরণে, কি নিদ্রায়,—সর্ব্বাবস্থায় ও সর্ব্বক্রিয়ায় এইরূপে ব্রহ্মসত্তার অনুভব করিতে থাকিলে ক্রমেই অদ্বৈত-বোধ গাঢ় হয় ও বিষয়াসক্তি কমিয়া যায়। ঋগ্বেদ, জগৎ-সৃষ্টি-ব্যাপারকে একটী 'পুরুষমেধ-যজ্ঞে' পরিবর্ত্তন করিয়া ভাবনার উপদেশ দিয়াছেন।

* "তথা মনুষ্যাদিষ্বেব হিরণ্যগর্ভপর্য্যন্তেষু জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদ্যভিব্যক্তিঃ পরেণ পরেণ ভূয়সী ভবতি"—বেদান্ত ভাষ্য, ১৷৩৷১০ ছান্দোগ্য-উপনিষদে আছে যে, ব্রহ্মলোকে যাইয়া সাধক পুত্রভ্রাতাপিতামাতা প্রভৃতির সঙ্কল্প করেন এবং তাহাদিগকে স্বতন্ত্র বস্তুরূপে প্রতীতি না করিয়া, উহাদিগকে ব্রহ্ম-সত্তারই ঐশ্বর্য্যরূপে অনুভব করতঃ, ব্রহ্মানন্দে মগ্ন থাকেন। এই প্রকার অনুভবে কোন বস্তুরই স্বাতন্ত্র্য-বোধ, ভেদবুদ্ধি থাকে না। সকল বস্তুই ব্রহ্ম-সত্তারই ঐশ্বর্য্যরূপে, পরিচায়ক-চিহ্নরূপে অনুভূত হইতে থাকে। বিজ্ঞানভিক্ষু বেদান্ত-ভাষ্যে বলিয়াছেন যে,

সাধক, 'কেবল-জ্ঞানী' বলিয়া কথিত। উপনিষদে এই প্রকারে সাধনার বিভাগ লক্ষিত হয়। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য এই প্রকারে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের বিরোধ ভঞ্জন করিয়া দিয়াছেন †।

দ্রব্যাত্মক-যজ্ঞ ও ভাবনাত্মক-যজ্ঞ।

(ঘ)। প্রায় প্রত্যেক উপনিষদেই এই দুই প্রকার যজ্ঞের— দ্রব্যাত্মক ও ভাবনাত্মক যজ্ঞের—উল্লেখ আছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, ঋগ্বেদে কেবলমাত্র পুত্রপশুস্বর্গাদি-কামনায় সকাম যজ্ঞ উপদিষ্ট হইয়াছে এবং উপনিষদে কেবলমাত্র ঘোরতর অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে,—এই ধারণা যে ভ্রমাত্মক, তাহা উপনিষদ-গ্রন্থগুলির প্রতি মনোযোগ দিলেই বুঝিতে পারা যায়। উপনিষদ্ যদি কেবলই ব্রহ্মজ্ঞানেরই গ্রন্থ হইত, তাহা হইলে আমরা উপনিষদে দ্রব্যাত্মক-যজ্ঞের কথা দেখিতে পাইতাম না। ছান্দোগ্যের প্রায় অর্দ্ধাংশ, বৃহদারণ্যকের প্রথম অংশ—এই

তখন জগতের সকল বস্তুই ব্রহ্মের 'বিশেষণরূপে' প্রতিভাত হইতে থাকে। সুতরাং বস্তুগুলির 'স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধি' বিলুপ্ত হইয়া যায়।

† "এবং কর্ম্ম-কাণ্ডেন সহ জ্ঞানস্য একবাক্যতাবগতিঃ"—বৃহদারণ্যক ভাষ্য।

"বিদুষো বিদ্যাবস্থায়াং সর্ব্বমাত্মমাত্রং নাতিরিক্তমস্তীতি; বিদ্যাস্বারা দ্বৈতস্য আত্মমাত্রত্বাৎ"—মাণ্ডুক্য, ২।

শঙ্করাচার্য্য যেমন, দ্বৈতসত্ত্বেও অদ্বৈতদর্শনের ব্যবস্থা দিয়া, দ্বৈতে ও অদ্বৈতে বিরোধ ভঞ্জন করিয়াছেন, তদ্রূপ তিনি কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে যে বিরোধ লক্ষিত হয়, তাহার ও ভঞ্জন করিয়াছেন।

দ্রব্যাত্মক-যজ্ঞের বিবরণে পূর্ণ। ঈশোপনিষদের প্রথমেই—"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ"—বলিয়া দ্রব্যাত্মক যজ্ঞই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সকল উপনিষদেই প্রথমে সকাম দ্রব্যাত্মক-যজ্ঞ এবং এই সকাম দ্রব্যাত্মক-যজ্ঞ অবলম্বন করিয়াই ক্রমে ভাবনাত্মক-যজ্ঞ, অবশেষে খাঁটী অদ্বৈত-তত্ত্ব সমুপদিষ্ট হইয়াছে। কেন এরূপ হইল? এরূপ হইবার কারণ এই যে, এই সাধন-প্রণালী ভারতের অতি প্রাচীন সম্পত্তি; ইহার মূল ঋগ্বেদে। ঋগ্বেদই সর্ব্বাগ্রে এই দ্রব্যাত্মক ও ভাবনাত্মক, উভয় প্রকার যজ্ঞের তত্ত্ব বলিয়া দিয়াছিলেন। উপনিষদ্‌-গ্রন্থগুলিতে তাহাই অবিকল গৃহীত হইয়াছে।

উপনিষদে কি প্রকারে এই উভয়বিধ যজ্ঞের প্রণালী এবং উভয় প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল নির্দ্দেশিত হইয়াছে, পাঠক-বর্গের সুবিধার জন্য, অগ্রে তাহারই সংক্ষিপ্ত প্রণালীর উল্লেখ করিয়া, তৎপরে আমরা ঋগ্বেদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

ঐতরেয় আরণ্যকের ভাষ্য করিতে গিয়া, ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য এইরূপে যজ্ঞের বিবরণ দিয়াছেন—

(১) যে সকল মনুষ্য স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশে পরিচালিত, তাহারা স্বাভাবিক রাগ-দ্বেষ দ্বারা প্রেরিত হইয়া, নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি-কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। ইহারা কদাচিৎ শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। ইহাদের কর্ম্ম-মাত্রই প্রায়ই পর-পীড়াদি দ্বারা আত্ম সুখার্থ অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং ইহারা একেবারেই সংসার-পরায়ণ ও অধর্ম্মাচারী।

(২) ইহাদের অপেক্ষা উন্নততর-চিত্ত কতকগুলি ব্যক্তি ইহলোকে

পুত্র বিত্ত-মান-যশের লাভাশায় বা পরলোকে সুখ প্রাপ্তির আশায়, যাগ-যজ্ঞাদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় এবং দেবতাদিগের স্বতন্ত্র অস্তিত্বে ও ফলদাতৃত্বে বিশ্বাস করে। এই শ্রেণীর লোককে "কেবল-কর্ম্মী" বলা যায়।

(৩) ইহাদের অপেক্ষাও যাঁহারা উন্নততর-চিত্ত, তাঁহারা "কর্ম্মের সঙ্গে জ্ঞানের সমুচ্চয়" করিয়া লন। ইঁহারা দেবতাবর্গকে স্বতন্ত্র বস্তু বোধ না করিয়া, দেবতাবর্গ যে কারণ-সত্তারই বিকাশ, ইহাই অনুভব করিতে থাকেন। ইঁহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্তঃ—(ক) দ্রব্যাত্মক-যজ্ঞের আচরণকালে, যজ্ঞের মন্ত্রে ও উপকরণে এবং যজ্ঞের উপাস্য অগ্ন্যাদি দেবতার মধ্যে—অনুস্যূত ব্রহ্ম-সত্তার অনুভব করিতে অভ্যাস করেন। (খ) কেহ কেহ বা দ্রব্যাত্মক যজ্ঞানুষ্ঠান বর্জ্জন করতঃ, অন্তরে ও বাহিরে কেবল ভাবনাত্মক-যজ্ঞে নিরত থাকেন। সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-সত্তার অনুভবই ইঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠে।

(৪) এইরূপে সর্ব্বত্র ব্রহ্মসত্তার ধারণা পরিপক্ক হইয়া উঠিলে, কেবল এক অদ্বৈত-তত্ত্বই সর্ব্বদা জাগরূক হইতে থাকে। ভেদবুদ্ধি একেবারে তিরোহিত হয়। ইঁহাদিগকে "কেবল-জ্ঞানী" বলা যায়।

দেব-যান ও পিতৃযানমার্গ।

শঙ্কর এইরূপে সাধনের শ্রেণীবিভাগ করিয়া, সাধনের ফলেরও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেনোপনিষদের অবতরণিকায় আমরা সাধনের শ্রেণী-ভেদ এবং সাধনের ফল-সম্বন্ধে উল্লেখ দেখিতে পাই। তথায় ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে,—যাহারা কেবল মাত্র স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-বশে চালিত হইয়া, কেবল সাংসারিককর্ম্মে নিমজ্জিত হইয়া, পাপাচরণে জীবন ক্ষয় করে, তাহারা মৃত্যুর পরে অন্ধতমসাবৃত স্থাবর বা নিকৃষ্ট পশু-পক্ষ্যাদি-লোকে অধঃপতিত হয়। কিন্তু যাঁহারা "কেবল কর্ম্মী",—যাঁহারা এখনও দেবতার প্রকৃত

স্বরূপ চিত্তে ধারণ করিতে পারেন নাই; যাঁহারা স্বর্গ-সুখাদির আশায় দেবতাবর্গকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বস্তুবোধে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন; যাঁহারা এখনও কারণ-সত্তার ধারণা আরম্ভ করেন নাই; তাঁহারা "পিতৃযান" পথে নিকৃষ্ট স্বর্গে* দেহান্তে গমন করেন। আর, যাঁহাদের চিত্তে কারণ-সত্তার তত্ত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে—যাঁহারা দেবতার মধ্যে অনুস্যূত ব্রহ্ম-সত্তারই অনুসন্ধান করেন এবং যাঁহাদের চিত্ত হইতে ক্রমশঃ দেবতাবর্গের স্বাতন্ত্র্য-বোধ তিরোহিত হইয়া, সর্ব্বত্র এক ব্রহ্ম-সত্তাই অনুভূত হইতে থাকে; তাঁহারা "দেবযান" পথ দিয়া, সূর্য্যমণ্ডলের উর্দ্ধদিকে অবস্থিত উন্নত স্বর্গলোকগুলিতে, দেহান্তে প্রস্থান করেন। ইঁহাদিগকে আর এই মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিতে হয় না। সর্ব্বোচ্চ ব্রহ্ম-লোকপ্রাপ্তি, এই সাধনের উৎকৃষ্ট ফল। ঐ লোকগুলিতে ইঁহারা সর্ব্বত্র ব্রহ্মৈশ্বর্য্য অনুভব করেন। আর যাঁহাদের ভেদ-বুদ্ধি একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—অদ্বৈত-বোধ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে—তাঁহাদের আর কোন লোক-বিশেষে গতি হয় না। ইঁহারা সর্ব্বদাই জীবন্মুক্ত †।

---

* এই সকল স্বর্গ বা 'লোক' সূর্য্যমণ্ডলের নিম্ন দিকে অবস্থিত।

† ঐতরেয়ারণ্যক ভাষ্যের উপক্রমণিকায় ভাষ্যকার এইরূপ বলিয়াছেন—"যাবদ্ধি তন্নাপনীয়তে, তাবদয়ং কর্ম্মফল-রাগ-দ্বেষাদি-স্বাভাবিক-দোষ-প্রযুক্তঃ শাস্ত্রবিহিত-প্রতিষিদ্ধাতিক্রমেণ বর্ত্তমানঃ মনোবাক্‌কায়ৈ দৃষ্টাদৃষ্টানিষ্টসাধনানি অধর্ম্মসংজ্ঞকানি কর্ম্মাণি উপচিনোতি বাহুল্যেন। স্বাভাবিক-দোষবলীয়স্ত্বাৎ॥ ততঃ স্থাবরান্তা অধোগতিঃ। কদাচিৎ

৪। এই প্রকারে উপনিষদে সাধনা ও সাধকের শ্রেণী-বিভাগ উল্লিখিত হইয়াছে*। কি প্রণালীতে এই "ভাবনাত্মক-যজ্ঞ" উপনিষদে বিবৃত হইয়াছে, এখন তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত হইবে।

শাস্ত্রকৃত সংস্কার-বলীয়স্ত্বম্; ততো মন-আদিভিরিষ্টসাধনং বাহুল্যেন উপচিনোতি ধর্ম্মাখ্যাম্। তদ্দ্বিবিধম্। (ক) জ্ঞান-পূর্ব্বকং (খ) কেবলঞ্চ। তত্র কেবলং—পিতৃলোকাদিফলম্। জ্ঞানপূর্ব্বকন্তু—দেবলোকাদি ব্রহ্ম-লোকান্তফলম্। তথাচ—'আত্মযাজী শ্রেয়ান্ দেবযাজী ন' ইত্যাদি, স্মৃতিশ্চ দ্বিবিধং কর্ম্ম বৈদিকমিত্যাদি চ। সাম্যে চ ধর্ম্মাধর্ম্ময়োর্মনুষ্যত্ব-প্রাপ্তিঃ। ... দেবতাপায়লক্ষণমপি—সংসার এব। তস্মাৎ জ্ঞান-সংযুক্তা-দপি কর্ম্মণো ন আত্যন্তিকা সংসার-নিবৃত্তিঃ। আত্মজ্ঞানাদেব 'কেব-লাৎ' সংসার-নিবৃত্তিঃ' ইত্যাদি।

কেনোপনিষদের উপক্রমণিকায় ভাষ্যকারের মন্তব্য এই—"কর্ম্মচ জ্ঞানঞ্চ সম্যগনুষ্ঠিতং নিষ্কামস্য মুমুক্ষোঃ সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং ভবতি। সকামস্য তু জ্ঞানরহিতস্য 'কেবলানি' শ্রৌতানি স্মার্ত্তানি চ কর্ম্মাণি দক্ষিণ-মার্গ-প্রতিপত্তয়ে পুনরাবৃত্তয়ে চ ভবন্তি; স্বাভাবিক্যা তু অশাস্ত্রীয়য়া প্রবৃত্ত্যা পশ্বাদিস্থাবরান্তা অধোগতিঃ স্যাৎ। বিশুদ্ধসত্ত্বস্য তু......বিরক্তস্য প্রত্যগাত্মবিষয়া জিজ্ঞাসা ভবত্যেব,—ইত্যাদি। [জ্ঞানবিশিষ্ট-কর্ম্মোপা-সনার দৃষ্টান্ত স্বরূপে এই স্থলে, আনন্দগিরি বলিয়াছেন—"পাঞ্চভক্তিকং সাপ্তভক্তিকঞ্চ সাম, তদ্বিষয়কানি উপাসনানি পৃথিব্যাদিদৃষ্ট্যা উক্তানি; প্রাণ-দৃষ্ট্যা গায়ত্রসামোপাসনঞ্চ'।] এ সম্বন্ধে ছান্দোগ্য দেখ।

* "আশ্রমিণো বর্ণিনশ্চ 'কার্য্য' -ব্রহ্মোপাসকাঃ—হীনদৃষ্টয়ঃ। 'কারণ-ব্রহ্মোপাসকাঃ'—মধ্যমদৃষ্টয়ঃ। অদ্বিতীয়-ব্রহ্ম-দর্শনশীলাস্তু—উত্তম-দৃষ্টয়ঃ।...ত্রিবিধেষু মধ্যে তেষাং মন্দানাং মধ্যমানাঞ্চ উত্তমদৃষ্টি-

ভাবনাত্মক-যজ্ঞের প্রণালী।

ভাবনাত্মক যজ্ঞের উদ্দেশ্য কি? যে বিশাল কারণ-সত্তা এই বিশ্বের অসংখ্য কার্য্য-বর্গের মধ্যে—নামরূপগুলির মধ্যে—অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে, সেই কারণ-সত্তার জ্বলন্ত অনুভবই, এই ভাবনাত্মকযজ্ঞের একমাত্র লক্ষ্য। মনুষ্য যাহাতে পুত্র-পশু-বিত্ত-স্বর্গাদির কামনায় প্রলুব্ধ না হইয়া, সর্ব্ব পদার্থে ব্রহ্ম-সত্তার অনুভবে এবং সর্ব্ব-ক্রিয়ায় ব্রহ্ম-কর্ত্তৃত্বের অনুভবে—সর্ব্বদা প্রবুদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে; যাহাতে সকাম দ্রব্যাত্মক-যজ্ঞ নিষ্কাম ভাবনাত্মক-যজ্ঞে পরিণত * হয়—ইহাই এই "ভাবনাত্মক যজ্ঞের" একমাত্র লক্ষ্য। এই লক্ষ্য-সাধনার্থ উপনিষদে অতি চমৎকার পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য-উপনিষদের প্রায় অর্দ্ধাংশ এই পদ্ধতিরই বিবিধ উদাহরণে পরিপূর্ণ। বৃহদারণ্যকেও তাহাই দৃষ্ট হয়।

ছান্দোগ্যের ও বৃহদারণ্যকের এই সকল অংশে; যজ্ঞের উপাস্য অগ্ন্যাদিতে, যজ্ঞীয় মন্ত্রে ও সামগানে এবং যজ্ঞের অন্যান্য

প্রবেশার্থং দয়ালুনা বেদেন উপাসনা উপদিষ্টা"—মাণ্ডুক্যকারিকা-ভাষ্যব্যাখ্যায়াং আনন্দগিরিঃ, ৩।১৬।

* ফলকামিনাং...অনুষ্ঠীয়মানং কামিত-ফলায় ভবতি। ফলানভিসন্ধিনাতু অনুষ্ঠীয়মানং ব্রহ্মবিদ্যার্থং ভবতি—তৈত্তিরীয়-ভাষ্যব্যাখ্যায়াং জ্ঞানামৃতযতিঃ। "মনুষ্যলোক-পিতৃলোক-দেবলোক-সাধনত্বেন হি পুত্রাদি-সাধনানি শ্রুতানি। ন আত্মপ্রাপ্তিসাধনেত্বেন॥ ন চ ব্রহ্মবিদো বিহিতানি কামাত্ব শ্রবণাৎ। ব্রহ্মবিদশ্চ অকামত্বাৎ।—বৃহদারণ্যক ভাষ্য ৪।১।

"আত্মনোহন্যবিষয়া বিলক্ষণা এষণা—" বৃ ৫।৫

উপকরণে সর্ব্বত্র 'প্রাণ-শক্তির' অনুভব উপদিষ্ট হইয়াছে। দ্রব্যাত্মক-যজ্ঞে পঞ্চাবয়ব ও সপ্তাবয়ব-বিশিষ্ট সাম-মন্ত্র উচ্চারিত হইয়া থাকে। এই সকল মন্ত্রে পৃথিব্যাদি-দৃষ্টি করিতে হইবে, ইহাই উপনিষদের উপদেশ। এই উপদেশের তাৎপর্য্য কি? আকাশ, অন্তরীক্ষ, অগ্নি, আদিত্য, বিদ্যুৎ প্রভৃতি আধিদৈবিক পদার্থ-সকল; বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মন প্রভৃতি আধ্যাত্মিক বস্তু-সকল;—ইহারা সকলেই এক প্রাণ-শক্তির স্পন্দন হইতেই অভিব্যক্ত হইয়াছে। সামগান বা সাম-মন্ত্রও সেই প্রাণশক্তিরই অভিব্যক্তি। কেননা, প্রাণশক্তিই তালু, কণ্ঠ, জিহ্বা প্রভৃতি অষ্টস্থানে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বাক্য বা স্বর-রূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। সামগানের মন্ত্রগুলিতে পৃথিবী-সূর্য্যাদির দৃষ্টির* যে উপদেশ ছান্দোগ্যে পরিদৃষ্ট হয়, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, সাম-মন্ত্রে ও পৃথিবী প্রভৃতিতে অভেদ-দৃষ্টি হইয়া উঠিবে। আকাশে, নক্ষত্রে, অন্তরীক্ষে; বিদ্যুতের নিনাদে, মেঘের গর্জ্জনে, বৃষ্টি-ধারার বর্ষণ-শব্দে, সর্ব্বত্রই যেন এক সাম-গান নিয়ত উত্থিত হইতেছে। পশু-পক্ষী, কীট-মনুষ্য, যেন সর্ব্বদা গ্রীষ্ম-বর্ষা-শিশির-হেমন্তে—সাম-গানে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে। এইরূপে যজ্ঞীয় মন্ত্র-সকল-পদার্থের মৌলিক একত্ব-বোধ স্মরণ করাইয়া দেয়। যজ্ঞীয়

* আদিত্যাদি-মতয়এব উদ্গীথাদয় উপাস্যাঃ।...ঋগাদিস্বপি পৃথিব্যাদি দৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা।...এবং প্রাণাত্ম... সাম উপাস্যম্।—বেদান্ত ভাষ্য ৩।৩।৪২-৫০। প্রাণএব মন্ত্রশব্দাকারেণ পরিণমতে...সূক্তাদিরূপাঃ সর্ব্বাবাচঃ...প্রাণএব—ঐ ঐ ভাষ্য।

অগ্নি-সূর্য্যাদি উপাস্য দেবতাও সেই মূল প্রাণ-শক্তির কথা মনে করিয়া দেয়। কি বাহ্যিক, কি আন্তর—সকল বস্তুরই মৌলিক একত্ব-বোধ, এই সকল উপদেশের উদ্দেশ্য। অন্যভাবেও এই মহাতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। ঋগ্বেদের মন্ত্রই—সাম-গানের মূল। ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলিই তান-লয়-যুক্ত গীতিতে নিবদ্ধ হইয়া সাম-মন্ত্রে পরিণত হয়। সুতরাং সাম-মন্ত্র—ঋক্-মন্ত্রেরই আশ্রিত। অতএব যজ্ঞে সাম-মন্ত্র উচ্চারিত হইবামাত্র, সাধকের চিত্তে এই তত্ত্বটী উদিত হওয়া আবশ্যক। সেই তত্ত্বটী কি? আকাশে সূর্য্য, অন্তরীক্ষে বায়ু, পৃথিবীতে অগ্নি—আশ্রিত, প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সাম-মন্ত্রেরও স্বরূপ এই যে, উহারা ঋক্-মন্ত্রেই আশ্রিত, প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং সাম-মন্ত্র উচ্চারিত হইবামাত্র, যেন সূর্য্য-বায়ু প্রভৃতির আকাশাদিতে আশ্রয়ের কথাটা সাধকের চিত্তে উদিত হয়;—এই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। তৎপরে, ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে যে, সূর্য্যমণ্ডলস্থ সত্তা এবং চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয়-মধ্যস্থ সত্তা একই—ভিন্ন নহে। অর্থাৎ সামমন্ত্র উচ্চারিত হইবামাত্রই যেন ভিতরে ও বাহিরে মূল প্রাণশক্তির কথা চিত্তে জাগিয়া উঠে। আবার, আমরা এরূপ উপদেশও দেখিতে পাই যে, সূর্য্য, প্রাণ এবং অন্নই—যজ্ঞে উচ্চারিত 'প্রস্তাবাদি মন্ত্রের' দেবতা। ইহারও তাৎপর্য্য এই যে, প্রাণশক্তিই প্রথমে সূর্য্য-চন্দ্রাদিবিশিষ্ট সৌর-জগৎ উৎপন্ন করিয়াছে এবং প্রাণশক্তি অন্নের (Matter) আশ্রয়ে সর্ব্বত্র ক্রিয়াশীল। এই প্রাণশক্তিই দেহে বাক্-চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-শক্তিরূপে ক্রিয়া করিয়া থাকে। যজ্ঞে যে মন্ত্র বাক্য-

দ্বারা উচ্চারিত হয়, তাহারও মূল প্রাণশক্তি। সুতরাং প্রাণই— যজ্ঞীয় মন্ত্রের উপাস্য দেবতা। ইহা দ্বারা শক্তির বিকাশের একত্ব-বোধই উপদিষ্ট হইয়াছে। যে প্রাণশক্তি হইতে সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি অভিব্যক্ত হইয়াছে, সেই প্রাণশক্তির ক্রিয়াই যজ্ঞে উচ্চারিত সাম-গানাত্মক স্তোত্রে ব্যক্ত হইয়া থাকে। 'সংবর্গ-বিদ্যায়' প্রদর্শিত হইয়াছে যে, জৈব প্রাণশক্তি হইতেই— চক্ষু, শ্রোত্র, বাক্, মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ব্যক্ত হয়; আবার উহাতেই লীন হইয়া যায়। বাহিরেও চন্দ্র-সূর্য্য-অগ্নি-জলাদি বস্তু প্রাণশক্তি হইতেই ব্যক্ত হয়, আবার উহাতেই বিলীন হইয়া যায়। বাহিরে ও ভিতরে একই প্রাণ-স্পন্দন—নানা আকারে ক্রিয়া করে। এইরূপে, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক পদার্থ সকলের মৌলিক একত্ব-বোধ উপদিষ্ট হইয়াছে। বৃহদারণ্যকের 'মধু-বিদ্যাতে' এবং অন্তর্যামি-ব্রাহ্মণে আমরা, এই একত্বই উদ্‌ঘোষিত দেখিতে পাই। সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্ন্যাদিতে অনুপ্রবিষ্ট সত্তা এবং চক্ষু, প্রাণ, শ্রোত্র, মন প্রভৃতির মধ্যগত সত্তা— উভয়ই এক, অভিন্ন। 'ইন্দ্রিয় বর্গের কলহে' এবং 'দেবতাবর্গের কলহেও' প্রদর্শিত হইয়াছে যে, প্রাণশক্তিই সকল ইন্দ্রিয়ের মূলে অবস্থিত এবং প্রাণশক্তিই সকল দেবতার মূলে অবস্থিত। "বৈশ্বানর-বিদ্যায়" অন্যভাবে এই মহাতত্ত্বই প্রদর্শিত হইয়াছে। সূর্য্য, চন্দ্র, আকাশাদি আধিদৈবিক পদার্থগুলিকে বিরাট্ পুরুষ-চৈতন্যের অবয়ব বা অঙ্গরূপে কল্পনা করিয়া ভাবনা করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। এই কল্পনার ফলে সূর্য্যাদি পদার্থকে আর স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া

বোধ থাকে না ; ইহারা পুরুষ-চৈতন্যেরই অঙ্গ বলিয়া প্রতিভাত হইতে থাকে। আবার, নিজের চক্ষুঃ-কর্ণাদি আধ্যাত্মিক অঙ্গ-গুলিতে ঐ সকল সূর্য্য, চন্দ্রাদি আধিদৈবিক পদার্থগুলির অভেদ আরোপ করিয়া ভাবনা করিবার ব্যবস্থাও প্রদত্ত হইয়াছে। এই ভাবনার ফলে, ব্যষ্টিদেহ অন্তর্হিত হইয়া, তৎপরিবর্ত্তে বিশ্ব-রূপই জাগিতে থাকে এবং বিশ্বকেও বিরাট্ পুরুষ-চৈতন্যের অঙ্গ বলিয়া—দেহ বলিয়া অনুভব হইতে থাকে। এইরূপে, সকল পদার্থেরই স্বতন্ত্রতা-বোধ তিরোহিত হইয়া যায় *। বৃহদারণ্যকের "দেবাসুর সংগ্রামের" আখ্যায়িকায়, এই প্রাণ-সত্তা বা কারণ-সত্তার অনুভূতি দৃঢ় করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এক প্রাণশক্তিই আধিদৈবিক সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতিরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে ; উহাই আবার জীব-দেহে, আধ্যাত্মিক প্রাণ, উষ্মা, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি রূপেও অভিব্যক্ত হইয়াছে। আবার, ইহার মধ্যে আর একটী চমৎকার ভাবনা-প্রণালী উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রাণের এই যে ইন্দ্রিয়াদিরূপে আধ্যাত্মিক বিকাশ, এগুলি দেহবদ্ধ, সসীম, পরিচ্ছিন্ন। আর, প্রাণের যে সূর্য্য চন্দ্রাদিরূপে আধিদৈবিক বিকাশ, এগুলি বিশ্বব্যাপ্ত, অসীম, অপরিচ্ছিন্ন (কেননা, তেজ, আলোক, বায়ু প্রভৃতি স্পন্দনাকারে বিশ্বব্যাপ্ত)। সাধক যদি দেহমধ্যস্থ পরিচ্ছিন্ন প্রাণাদি বায়ুকে —অপরিচ্ছিন্ন, বিশ্বব্যাপ্ত আধি-

* বেদান্তদর্শনে এইরূপেই এই "বৈশ্বানর বিদ্যা' ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ১।২ ২৮—৩২ সূত্রগুলি দেখ।

দৈবিক বায়ুর সহিত অভিন্ন বলিয়া ভাবিতে পারেন, তবে উহারই নাম ইন্দ্রিয়াদির "দেব-ভাব"। যতদিন ইন্দ্রিয়গুলিকে দেহবদ্ধরূপে, পরিচ্ছন্ন ক্রিয়াত্মক রূপে, বোধ করা যায়,—ততদিনই ইন্দ্রিয়াদির "অসুর ভাব"। এই প্রকারে, ইন্দ্রিয়গুলির "দেব-ভাব" লইয়া আসিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা এই আখ্যায়িকার ইহাই তাৎপর্য্য ও ভাবনা-প্রণালী প্রাপ্ত হই যে, দেহ-মধ্যস্থ সকল ইন্দ্রিয়শক্তিকেই একে একে বাহিরের আধিদৈবিক সূর্য্য-চন্দ্রাদি অপরিচ্ছিন্ন শক্তির সহিত এক ও অভিন্ন বলিয়াই ভাবনা করিতে হয়। এই ভাবনার ফলে, ভিতরে ও বাহিরে, সকল পদার্থের মূলে যে একই প্রাণ-স্পন্দন বা কারণ-সত্তা নিহিত আছে এবং ভিতরে ও বাহিরে সকল বস্তুই যে সেই প্রাণ-স্পন্দন বা কারণ-সত্তারই অভিব্যক্তি ;—এই মহান্ একত্ব-বোধই প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠে এবং সর্ব্বদা জাগরূক থাকে। মাণ্ডুক্য-উপনিষদেও, আধিদৈবিক বস্তুগুলির সহিত আধ্যাত্মিক বস্তুগুলির অভেদ-ভাবনা উপদিষ্ট হইয়াছে। এবং উভয়বিধ বস্তুগুলির মূলে যে এক প্রাণশক্তি বা কারণ-সত্তা অনুস্যূত আছে এবং এই কারণ-সত্তাদ্বারাই যে উভয়বিধ পদার্থগুলি এক,—এই সুমহতী শিক্ষা, এই সুমহান্ একত্ব-বোধই, এই সকল উপদেশের লক্ষ্য। আমরা আর অধিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া, গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না। উপনিষদের পাঠকগণ মূল গ্রন্থ দেখিলেই ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া লইতে পারি-বেন। আমাদিগের কথিত দৃষ্টান্তগুলি হইতেই, পাঠক-বর্গ

উপনিষদে উপদিষ্ট "ভাবনাত্মক-যজ্ঞের" প্রণালী নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

৫। বেদান্ত-দর্শনে, এই 'ভাবনাত্মক-যজ্ঞই'—"প্রতীকোপাসনা" নামে বিখ্যাত। প্রতীক শব্দের অর্থ অঙ্গ বা অবয়ব। "ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ" প্রভৃতি সূত্রে এই প্রতীকোপাসনার তত্ত্ব উল্লিখিত আছে। নিকৃষ্ট পদার্থে উৎকৃষ্টের আরোপ করিয়া লইয়া উপাসনা করিতে হয়। সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, আকাশ প্রভৃতি কার্য্য-বর্গে ব্রহ্ম-দৃষ্টি করিয়া উপাসনা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। এতদ্দারা কার্য্যবর্গে অনুস্যূত কারণ-সত্তার অনুভব দৃঢ় হইতে থাকে। দেহের 'পঞ্চ কোষে' ও আত্ম-দৃষ্টি উপদিষ্ট হইয়াছে। অন্নময়াদি পঞ্চকোষে ক্রমশঃ স্থূল হইতে সূক্ষ্ম-ভাবে যে ব্রহ্মদৃষ্টির উপদেশ উপনিষদে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাও এই প্রতীকোপাসনা ব্যতীত অন্য কিছু নহে*। একেবারে সহসা নিগুর্ণ নিরুপাধিক ব্রহ্মদর্শনের উপদেশ না দিয়া, অভিব্যক্ত পদার্থ অবলম্বন করিয়া সেই সকল পদার্থে

বেদান্ত-কথিত 'প্রতীকোপাসনা'।

---

* "নিগুর্ণজ্ঞানার্থং সমারোপিত-প্রপঞ্চমাশ্রিত্য তত্ত্বফলার্থানি উপাসনানি বিধীয়ন্তে"—রত্নপ্রভা। "বাহ্যবিশেষেষু অনাত্মসু আত্ম-ভাবিতা বুদ্ধিঃ অনালম্ব্য বিশেষং কঞ্চিৎ, সহসা অন্তরতমপ্রত্যগাত্মবিষয়া নিরালম্বনা কর্ত্তুমশক্যেতি, দৃষ্টশরীরাত্মসামান্য কল্পনয়া (অন্নময়কোষা-লম্বনেন) শাখাচন্দ্রনিদর্শনন্যায়বৎ অন্তঃ প্রবেশয়ন্নাহ"—শঙ্কর-ভাষ্য॥

অনুস্যূত সত্তার প্রতি চিত্তাভিনিবেশের উপদেশ, বেদান্তদর্শনে কথিত হইয়াছে। ভাবনার দৃঢ়তা জন্মিলে তখন আর বাহ্য কোন অবলম্বনের আবশ্যকতা থাকে না। তখন অবলম্বনটী তিরোহিত হইয়া গিয়া, কেবল এক ব্রহ্ম-সত্তাই জাগিতে থাকে। এই উদ্দেশ্যেই বেদান্ত-দর্শন প্রতীকোপাসনার তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উপনিষদের ভাবনাত্মক-যজ্ঞে নানাস্থানে আমরা বেদান্ত-কথিত প্রতীকোপসনার মূলই দেখিতে পাই। কিন্তু এই ভাবনাত্মক যজ্ঞ ও প্রতীকোপসনার মূল—ঋগ্বেদেই নিহিত আছে। কিন্তু সেই মূল-আকরের আলোচনার পূর্ব্বে বেদান্ত-দর্শনের অপর একটী সিদ্ধান্তের উল্লেখ করা আবশ্যক হইতেছে। নতুবা আমাদের সিদ্ধান্ত অসম্পূর্ণ থাকিবে।

কার্য্যবর্গের মধ্যে কারণ-সত্তার অনুসন্ধানই—ভাবনাত্মক-যজ্ঞ ও প্রতীকোপাসনার লক্ষ্য।

আমরা বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে ২২ সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া এই পাদের শেষ পর্য্যন্ত কতকগুলি সূত্র দেখিতে পাই। এই সূত্রগুলি রচিত হইবার কারণ কি? এই সূত্রগুলিতে কি মীমাংসাই বা প্রদত্ত হইয়াছে? এই মীমাংসার উল্লেখ করা এ স্থলে নিতান্তই আবশ্যক।

আকাশ, প্রাণ, আদিত্য, জ্যোতিঃ (সূর্য্য ও অগ্নি), গায়ত্রী-ছন্দঃ,—এই সকল শব্দ প্রায় প্রত্যেক উপনিষদেই প্রচুররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। সকলেই জানেন যে, এই শব্দগুলি জড় ভৌতিক সূর্য্য প্রভৃতি পদার্থকেই বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু

উপনিষদের নানাস্থানে, এই সকল শব্দের সহিত এমন কতক-গুলি বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে যে, সেই সকল বিশেষণ একমাত্র ব্রহ্ম-চৈতন্যের প্রতিই প্রয়োগ করা যাইতে পারে; কোন ভৌতিক জড়-পদার্থে ঐ সকল বিশেষণ ব্যবহার করা যাইতে পারে না। শ্রুতির অনেক স্থলে এইরূপ কথা দৃষ্ট হয়ঃ—

"আকাশ হইতেই ভূতসকল উৎপন্ন হইয়াছে, আকাশেই অবস্থান করিতেছে, আবার (প্রলয়ে) আকাশেই অস্তমিত হইবে—বিলয়-প্রাপ্ত হইবে"। "পৃথিবী, দেহ, বাক্য, মন প্রভৃতি সকল-ই গায়ত্রীরই পাদ বা অংশ, গায়ত্রীই এই জগৎ"। "এই সকল পরিদৃশ্যমান্ স্থূল ভূত—প্রাণেই বিলীন হইয়া যায় এবং উৎপত্তি কালে প্রাণ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে"। "এই যে আকাশে একটী প্রদীপ্ত জ্যোতিঃ দেখা যাইতেছে, এই জ্যোতি সকল প্রাণীর উপরে অবস্থিত এবং ভূরাদি লোকগুলিরও অতীত"। "আকাশই তাবৎ নাম-রূপের অভিব্যক্তি-কর্ত্তা; ইহাই ব্রহ্ম"।—ইত্যাদি।

এখন কথা হইতেছে এই যে, এই সকল বিশেষণ কি প্রকারে জড় আকাশ, সূর্য্য প্রভৃতি পদার্থের প্রতি প্রযুক্ত হইল? তবে কি শ্রুতির আকাশ, প্রাণ, সূর্য্য প্রভৃতি শব্দ,—সকলের পরিচিত ভৌতিক পদার্থগুলিকে বুঝাইতেছে না? এই গুরুতর সন্দেহের একটা মীমাংসা আবশ্যক। এই মীমাংসার জন্যই বেদান্ত-দর্শনে অতগুলি সূত্র রচিত হইয়াছে। ভাষ্যকার এই সকল সূত্রের ভাষ্যে যে মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, তাহা এস্থলে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে। তিনি

বলিয়াছেন যে, আকাশ, সূর্য্য প্রভৃতি শব্দ অবশ্যই সকলের সুপরিচিত ভৌতিক আকাশাদি পদার্থকেই বুঝাইতেছে; উহারা অপর কোন বস্তুকে বুঝাইতেছে না। কিন্তু একটী কথা আছে। কিন্তু উহাদিগের প্রতি যে সকল বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারা আকাশ, সূর্য্যজ্যোতিঃ, প্রাণ প্রভৃতি জড়বর্গের মধ্যে অনুস্যূত কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তাকেই বুঝিতে হইবে। সকল কার্য্যের মধ্যেই কারণ-সত্তা অনুস্যূত, অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে। কেন না, কারণ-সত্তা হইতে কার্য্যবর্গের স্বতন্ত্র সত্তা থাকিতে পারেনা *। কিন্তু কথা এই যে, যদি অনুপ্রবিষ্ট কারণ-সত্তাকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ সকল শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তবে তাহা স্পষ্টতঃ না বলিয়া আকাশ, সূর্য্য প্রভৃতি জড় বস্তুই বা উল্লিখিত হইল কেন? ভাষ্যকার ইহার উত্তরে বলিয়াছেন যে,—'কোন কার্য্যেরই কারণ-সত্তা হইতে 'স্বতন্ত্র' সত্তা নাই'। তত্ত্বদর্শীর নিকটে, কার্য্যবর্গ উহার কারণ হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে। সুতরাং, স্বতন্ত্র নহে বলিয়াই, ঐ সকল শব্দ দ্বারা কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তাই বুঝিতে হইবে। কিন্তু এ প্রকার সিদ্ধান্তেরই বা কারণ কি? কারণ এই যে, আকাশাদি শব্দে প্রচুর পরিমাণে "ব্রহ্ম-লিঙ্গ" বা ব্রহ্মের পরিচায়ক চিহ্ন বর্ত্তমান

---

* "বিকারে হনুগতং জগৎকারণং ব্রহ্মনির্দ্দিষ্টং—তদিদং সর্ব্বম্" ইত্যুচ্যতে; যথা "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেতি"। কার্য্যঞ্চ কারণাদব্যতিরিক্তমিতি বক্ষ্যামঃ"।—১।১।২৫ ॥

আছে। যে সকল পদার্থে 'ব্রহ্ম-লিঙ্গ' বা ব্রহ্মের পরিচায়ক চিহ্ন থাকে, সেই সকল শব্দ দ্বারা সেই পদার্থগুলিকে না বুঝাইয়া, সেই সকল পদার্থে অনুস্যূত কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তাকেই বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকারের এই মন্তব্যটী বিশেষ-রূপে মনে রাখিতে হইবে। "আকাশ হইতে ভূত সকল উৎপন্ন হয়, আকাশেই লীন হইয়া যায়"—এই সকল কথা ত 'ব্রহ্ম-লিঙ্গ' বা ব্রহ্মেরই পরিচায়ক চিহ্ন। সুতরাং আকাশাদি শব্দ কোন ভৌতিক পদার্থকে বুঝাইতেছে না। ঐ সকল শব্দ, আকাশাদির মধ্যে অনুস্যূত কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তাকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। ইহাই বেদান্ত-দর্শনের মীমাংসা। কিন্তু বেদান্তের এই মীমাংসারও মূল ঋগ্বেদেই নিহিত আছে। আমরা ঋগ্বেদের দেবতাবর্গে প্রচুর "ব্রহ্ম-লিঙ্গ" বা ব্রহ্মের পরিচায়ক চিহ্ন দেখিতে পাই। কিন্তু সে কথা পরে দেখা যাইবে।

ঋগ্বেদের দেবতত্ত্বের আলোচনা।

৬। এখন আমরা ঋগ্বেদের আলোচনা করিতেই অগ্রসর হইব। এই আলোচনা হইতে বেদান্ত-দর্শনে ও উপনিষদে যে অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ আলোচিত হইয়াছে এবং যে দ্রব্যাত্মক ও ভাবনাত্মক যজ্ঞের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে,—তাহার মূল যে ঋগ্বেদ, ইহাও স্পষ্টীকৃত হইবে, আশা করি।

আমরা উপরে বলিয়া আসিয়াছি যে, উপনিষদে দুইটী বিভাগ লক্ষিত হয়—একটী দার্শনিক অংশ বা অদ্বৈতবাদ;

অপরটী ব্রহ্মোপাসনা বা সাধন-প্রণালী। বেদান্তদর্শনে এই দুইটী অংশই পৃথক্ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ঋগ্বেদে এ প্রকার সুস্পষ্ট বিভাগ নাই। ঋগ্বেদে কেবল এক উপাসনা বা সাধন-প্রণালীই নিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এই সাধনপ্রণালীর মধ্যেই যেমন অতি আশ্চর্য্য কৌশলে দ্রব্যাত্মক ও ভাবনাত্মক উভয়বিধ যজ্ঞ নিবদ্ধ হইয়াছে; ততোধিক আশ্চর্য্য কৌশলে এই দেবোপাসনার মধ্যেই খাঁটী ব্রহ্মজ্ঞান বা অদ্বৈত-তত্ত্ব সুস্পষ্টরূপে প্রকটিত রহিয়াছে। ঋগ্বেদের সূক্তগুলি গাঢ় অভিনিবেশ-সহকারে পড়িয়া দেখিলেই, একথা দৃঢ়রূপে হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া যায়। বেদান্তের ভাষ্যকার শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ও ঋগ্বেদ-সম্বন্ধে এই বিশ্বাসই পোষণ করিতেন। আমরাও তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, তাঁহারই বিশ্বাসানুযায়ী ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিতে, অগ্রসর হইতেছি। কিন্তু এই পথে একটী বাধা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

ঋগ্বেদ-সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্যপণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত।

পাশ্চাত্ত্য দেশের পণ্ডিতবর্গ বহুকালব্যাপক অক্লান্ত অধ্যবসায় ও আশ্চর্য্য পরিশ্রম সহকারে ঋগ্বেদের বিপুল আলোচনা ও তত্ত্বনির্ণয়ে জীবন ব্যয়িত করিয়াছেন। আমরা উপরে যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছি, সে তত্ত্ব তাঁহারা কিন্তু ঋগ্বেদে দেখিতে পান নাই। তাঁহারা ঋগ্বেদের যে আলোচনা করিয়াছেন এবং সেই আলোচনার ফলে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা অন্যরূপ। তাঁহারামনে করেন যে, ঋগ্বেদ আদিম-কালের

মানব-সমাজের প্রাথমিক গ্রন্থ। ইহাতে সেই আদিম মানব-সমাজের অতি আদিম ধর্ম্ম-বিশ্বাসের অঙ্কুরমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। জড় প্রকৃতির জড়ীয় কার্য্য-পরম্পরা দর্শনে বিস্মিত, ভীত ও চকিত হইয়া, সেই আদিম মানব-বর্গের হৃদয়ে যে ভীতি-বিহ্বল বিস্ময়-গাথা উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাই বাক্যে প্রকাশিত হইয়া, বিবিধ মধুর পদ্য-চ্ছন্দে ঋগ্বেদে গ্রথিত হইয়াছে। পূর্ব্বগগনের রুদ্ধ-দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া, সুঘটিত-অবয়ব-সম্পদে সমুজ্জ্বলা বালিকা উষা, যখন সুললিত আস্যে লোহিত হাস্য-চ্ছটা বিকীর্ণ করিতে করিতে, লোক-লোচনের সম্মুখে আত্ম-সৌন্দর্য্যের বিকাশ করিয়াছিল, তখন সেই মনোহর ও অদ্ভুত দৃশ্যে বিমুগ্ধ-চিত্ত মানবমণ্ডলীর সরল হৃদয়ে যে ভীতি-মিশ্রিত বিস্ময়ের উদ্রেক হইয়াছিল, তাহাই উষার প্রতি প্রযুক্ত সূক্তরূপে ঋগ্বেদে নিবদ্ধ হইয়াছে। আদিম অর্দ্ধ-সভ্য যুগে, আদিম ঋষি-বর্গ, ভারতের জড়ীয় প্রকৃতির এবংবিধ নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, বিবিধ বিস্ময়কর ও ভীষণ-মধুর কার্য্য-পরম্পরা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা সরল-প্রাণে, সরল বিশ্বাসে, ঐ সকল জড়ীয় কার্য্য-পরম্পরাকেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র "দেবতা" জ্ঞান করিতে লাগিলেন এবং বৈদিকগাথা উচ্চারণ করিতে করিতে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতায় উহাদের সম্মুখে প্রণত হইলেন!

সূর্য্যের উদগ্র করধারা, বর্ষার বিদ্যুৎ ও ঘন-গর্জ্জন, প্রবল ঝটিকার সময়ে বায়ুর গভীর উন্মাদ তাণ্ডব-নৃত্য,—সকলই অসীম শক্তিশালী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেবতার স্থান গ্রহণ করিল।

এবং তাঁহারা ইহাদিগের উদ্দেশ্যে যে সকল সরল ললিত কবিতা উচ্চারণ করিলেন, তাহাই ঋগ্বেদের সূক্ত! দুই বা ততোধিক শুষ্ক কাষ্ঠের ঘর্ষণে অকস্মাৎ অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল! বৈদিক ঋষি এই অদ্ভুত দৃশ্য দর্শনে চমকিয়া উঠিলেন এবং উহাকেই স্তবস্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন!! পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতবর্গ অনেকেই ঋগ্বেদ সম্বন্ধে এই প্রকার ধারণাই পোষণ করেন। এক অদ্বিতীয় পূর্ণ পরমেশ্বরের ধারণা, প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য-পরম্পরার মধ্যগত একত্ব, একই মূলশক্তি যে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিবিধ ক্রিয়ার আকারে আত্ম-বিকাশ করিয়া থাকে,—এই সকল সমুন্নত বৈজ্ঞানিক-রহস্য বৈদিক ঋষিগণের চিত্তে তখনও উদিত হয় নাই। প্রকৃতির এই সকল গম্ভীর, সুন্দর, ভীষণ দৃশ্য-পটের অন্তরালে যে এক অনন্তপূর্ণ মহাসৌন্দর্য্যের "উৎস" অবস্থিত রহিয়াছে এবং সেই মহান্ উৎস হইতেই যে, চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত বারিবিন্দুবৎ, এই সকল ভিন্ন ভিন্ন বহুসংখ্যক সুন্দর দৃশ্যগুলি বহির্গত হইতেছে, সেই মৌলিক একত্বের সংবাদ—সেই এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের ধারণা—তখনও বৈদিক ঋষিগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন না। ঋগ্বেদে এই একত্বের কোন কথা নাই, এই সকল সমুন্নত দার্শনিক তত্ত্বের কোন নির্দ্দেশ নাই। আর, যদি বা কোথাও এক আধটুকু থাকে,—তাহা অতি অস্পষ্ট, ভাসা-ভাসা, কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন এবং স্ববিরোধী আভাস মাত্র!! কার্য্য-কারণ-বাদ, সৃষ্টিরহস্য, অদ্বৈত-বাদ, নৈতিক-জীবন-গঠনোপযোগী নীতি-বিদ্যা,—এ সকল তৎকালে বিদিত

ছিল না বলিলেই চলে! ঋগ্বেদ-সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য জগতে এই প্রকার নিম্ন ধারণাই পরিপোষিত হইয়া আসিতেছে।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্তই কি প্রকৃত সিদ্ধান্ত?

৭। কিন্তু ইহাই কি প্রকৃত কথা? ইহাই কি প্রকৃত সিদ্ধান্ত? সত্যই কি ঋগ্বেদ—অৰ্দ্ধসভ্য, ভীতি-বিহ্বল, বিস্ময়-বিমূঢ় মানবের, সরল-প্রাণের সহজ-ধারণা-প্রসূত পদ্যাবলী মাত্র? পাশ্চাত্ত্য দেশের সিদ্ধান্তের ন্যায়, ভারতবর্ষেও কি ঋগ্বেদ সম্বন্ধে এই প্রকার নিম্ন ধারণাই পরিপোষিত হইত? আমরা এস্থলে ইহারই পরীক্ষা করিব।

ভারতীয় সিদ্ধান্ত অন্য প্রকার।

প্রাচীন কালের বহু গ্রন্থে এরূপ বহু প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, ঋগ্বেদের উপরে ভারতীয় বিদ্বজ্জনগণের অসাধারণ অনুরাগ ও ভক্তি ছিল। জননী যেমন আপন নিরাশ্রয় শিশুটীকে সযত্নে আপন বক্ষে আবরণ করিয়া রাখেন; বৈদিক কালের ঋষিগণ ও তৎপরবর্ত্তী পণ্ডিতগণ—ততোধিক মমতা, যত্ন ও আদরের সহিত বেদ-গ্রন্থের রক্ষা ও পালন করিতেন। ঋগ্বেদ যদি কেবল মাত্র জড় প্রকৃতির দৃশ্যাবলীর প্রতি ভীতি-বিমুগ্ধ হৃদয়ের বিস্ময়-প্রকাশক স্তুতি-গাথামাত্রই হয়, তাহা হইলে, এ প্রকার অসামান্য আদর ও ভক্তির কোন কারণ আবিষ্কার করিতে পারা যায় না। পাঠকবর্গকে এই আদরের একটী দৃষ্টান্ত দেখাইব। যাহাতে ঋগ্বেদে ব্যবহৃত একটী বর্ণ, একটী অক্ষর, একটী শব্দও এদিক্ ওদিক্ না হয়,—যাহাতে সূক্ত হইতে একটীমাত্র বর্ণও কেহ স্থান-

চ্যুত করিতে না পারে বা সূক্ত-মধ্যে নূতন-ভাবে প্রবেশ করিয়া না দিতে পারে, এই নিমিত্ত তৎকালে অসাধারণ সতর্কতা অবলম্বিত হইত। এ প্রকার সতর্কতা অন্য কোন জাতির ধর্ম্ম-গ্রন্থে অবলম্বিত হইয়াছে কিনা, তাহা আমরা অবগত নহি। পদ-পাঠ, ক্রম-পাঠ, জটা-পাঠ, প্রভৃতি প্রণালী সেই সতর্কতার জ্বলন্ত নিদর্শনরূপে অদ্যাপি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কেন এ প্রকার সতর্কতা অবলম্বিত হইল? হিন্দুদিগের ব্যবস্থা-শাস্ত্রে ও সংহিতা-গ্রন্থে এই কথা স্পষ্ট নির্দ্দেশিত হইয়াছে যে, যে গৃহে নিত্য বেদ-গ্রন্থ পঠিত না হয়, যে গ্রামে নিত্য বেদ-মন্ত্রের ধ্বনি না শুনা যায়, সেই গৃহ—সেই গ্রাম শ্মশান-সদৃশ। যে ব্রাহ্মণ নিত্য বেদগ্রন্থ পাঠ না করেন, তিনি পুত্র পৌত্রাদি সহ পতিত হন। এমন কি, যদি কেহ অন্য কিছুরই আচরণ না করিয়া, কেবল বেদ-পাঠেই নিযুক্ত থাকে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে উহাই যথেষ্টরূপে বিবেচিত হইত। ধর্ম্মসংহিতাতেই বা কেন এরূপ অদ্ভুত ব্যবস্থা প্রদত্ত হইল? বেদ যদি কেবলমাত্র ভৌতিক জড়ীয় বস্তুর গুণ-প্রকাশক গ্রন্থমাত্রই হয়, তবে তাহার জন্য এপ্রকার বিধানের আবশ্যকতা কি? যাঁহারা জগতের অন্তস্তলদর্শী তত্ত্বজ্ঞ,—যাঁহারা ঘোরতর অদ্বৈতবাদ পোষণ করিতেন; এবং যাঁহারা ব্রহ্মব্যতীত অপর সকল পদার্থকে স্বপ্নতুল্য, ইন্দ্রজালবৎ বলিয়া অনাস্থা প্রদর্শন করিতেন, ঈদৃশ মহাকূটতর্ক-পরায়ণ, দার্শনিক-মনীষা-সম্পন্ন, শঙ্করাচার্য্য-প্রমুখ পণ্ডিতবর্গও ঋগ্বেদের নামে অসাধারণ ভক্তি ও সম্ভ্রম প্রকাশ

করিয়া গিয়াছেন। জড়-বিজ্ঞানের মূল আবিষ্কর্ত্তা, সাংখ্য-প্রণেতা, মহাপুরুষ কপিল—তর্কমুখে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, কিন্তু, তিনি হৃদয়ের ভক্তির সহিত বেদ-গ্রন্থের উপরে শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ইহারই বা কারণ কি ? ইঁহারাও কি তবে নিতান্ত মূঢ়-চিত্ত ছিলেন ? অপরের কথা যাহাই হউক, দার্শনিক পণ্ডিতগণের পক্ষে, বেদ-গ্রন্থের প্রতি ঈদৃশ আচরণ কি নিতান্তই বিস্ময়কর নহে ?

পাশ্চাত্ত্য-দেশের ধারণা যাহাই হউক্, ভারতে চতুর্দ্দশ পুরুষ হইতে কেহই এ প্রকার ধারণা পোষণ করেন নাই। অদ্যাপি হিন্দুর গৃহে যে সকল ধর্ম্ম-ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে.--বিবাহে, শ্রাদ্ধে, সর্ব্বত্র—এগুলি সেই ঋগ্বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াই সম্পাদিত হইযা থাকে। অদ্যাপি হিন্দুগণ—প্রাতে ও সায়াহ্নে -প্রাত্যহিক উপাসনায়, ঋগ্বেদেরই গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পরমেশ্বরের স্তুতি ও উপাসনা করিয়া থাকেন। ইহারই বা কারণ কি ? জড়ীয় বস্তুর প্রতি প্রযুক্ত কবিতাগুলি, হিন্দু-গৃহে এতকাল পর্য্যন্ত এ প্রকার উচ্চ-আসন কোন্ গুণে পাইল ? তাই বলিতেছিলাম, ঋগ্বেদ জড়ীয় পদার্থের গুণ-প্রকাশক গ্রন্থ নহে। ইহাতে কিছু অসাধারণত্ব নিশ্চয়ই আছে।

ঋগ্বেদ হইতেই ব্রহ্ম-বিদ্যা উপনিষদে গৃহীত হইয়াছে।

৮। উপনিষদ্ বা বেদান্তদর্শন—নূতন কিছু আবিষ্কার করেন নাই। বেদান্ত-দর্শনের যে অদ্বৈত-বাদ আজ ইউরোপে পর্য্যন্ত অত্যন্ত সমাদর লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে—

সেই, অদ্বৈত-বাদও বেদান্তের নিজের আবিষ্কার নহে। যদি আবিষ্কারের গৌরব প্রদান করিতে হয়, তবে সে গৌরব—সে আসন—ঋগ্বেদেরই প্রাপ্য।

কিন্তু কোন্ প্রমাণের বলে, আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি?

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডল হইতে দশম মণ্ডল পর্য্যন্ত, একটা বিশাল একত্বের সমাচার, একটা প্রকাণ্ড অদ্বৈত-বাদ,—সুস্পষ্টরূপে প্রকটিত রহিয়াছে। সর্ব্বাত্মক, সর্ব্বব্যাপী চেতন ব্রহ্ম-সত্তাই ঋগ্বেদের উপাস্য-বস্তু। কার্য্যবর্গের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট 'কারণ-সত্তার' অনুসন্ধানই ঋগ্বেদের লক্ষ্য। বর্ত্তমান-কালে, অনেকের নিকটেই এই সকল কথা নূতন বলিয়া—ভিত্তিহীন বলিয়া—বিবেচিত হইতে পারে, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা কোন্ কোন্ প্রমাণের বলে এরূপ নূতন কথা বলিতে সাহসী হইতেছি, পাঠকবর্গকে আমরা তাহার উপহার দিব। পাঠক ক্রমে তাহা দেখিতে পাইবেন।

কার্য্যবর্গের মধ্যে অনুস্যূত 'কারণ-সত্তা'—ঋগ্বেদের লক্ষ্য। ঋগ্বেদের দেবতত্ত্ব ইহাই।

৯। আমরা উপরে উপনিষদের ধর্ম্ম-মত আলোচনার সময়ে যে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের উল্লেখ করিয়াছি, দ্রব্যাত্মক ও ভাবনাত্মক উভয়বিধ যজ্ঞের বিবরণ দিয়াছি,—ঋগ্বেদই যে উহার মূল, একথা আমরা উপরে বলিয়া আসিয়াছি।

ঋগ্বেদে দুইপ্রকার যজ্ঞ উপদিষ্ট আছে।

বৈদিক ঋষিগণ জড়ীয় কার্য্য পরম্পরাকেই দেবতা-বোধ করিয়া, পুত্র-পশু-বিত্ত ও স্বর্গপ্রাপ্তির আশায়, ভৌতিক অগ্নিতে আজ্য ও সোম-ধারা ঢালিয়া দিয়া, কেবল যে দ্রব্যাত্মক যজ্ঞেরই আচরণ করিতেন,—ইহা প্রকৃত সিদ্ধান্ত নহে। সাধকের চিত্ত-বিকাশের তারতম্য-নিবন্ধন, কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞান-কাণ্ড, উভয়ই একসঙ্গে ঋগ্বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে। যাহাদের চিত্ত সংসার-নিমগ্ন, তাহারা সকাম দ্রব্যাত্মক যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে থাকিলে, যখন তাহাদের ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা ও কারণ-সত্তার অনুসন্ধান চিত্তে জাগিয়া উঠে, তখন তাঁহারা দ্রব্যাত্মক-যজ্ঞের মধ্যেই ভাবনাত্মক-যজ্ঞের অনুশীলন করেন। চিত্তের আরও বিকাশ হইলে, দ্রব্যাত্মক যজ্ঞের অবলম্বন ব্যতীত, বিশ্বের সকল পদার্থের মধ্যেই কারণ-সত্তার অনুসন্ধানে ও ভাবনায় নিযুক্ত হইবেন। ক্রমে সকল পদার্থের স্বতন্ত্রতা চলিয়া গিয়া, সর্ব্বত্র কেবল এক ব্রহ্ম-সত্তাই জাগিতে থাকিবে। পাঠক দেখিয়াছেন, কর্ম্ম-কাণ্ড ও জ্ঞান-কাণ্ডের ইহাই দার্শনিক রহস্য। ঋগ্বেদের সূক্ত-গুলিতে এই রহস্য অতিশয় স্পষ্ট-রূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। বেদান্ত দর্শনের ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যও এই বিশ্বাসই পোষণ করিতেন, ইহাও আমরা উপরে বলিয়াছি। শঙ্কর মনে করিতেন যে, ঋগ্বেদে একত্রে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড, দ্রব্যাত্মক যজ্ঞ ও ভাবনাত্মক যজ্ঞ—

কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড—উভয়ই আছে।

শঙ্করাচার্য্যও ঋগ্বেদ সম্বন্ধে এই মতই পোষণ করিতেন।

উভয়ই উপদিষ্ট হইয়াছে। বেদান্তদর্শনে যে পরমার্থ-দৃষ্টির ও ব্যবহারিক-দৃষ্টির কথা আছে, তাহাও ঋগ্বেদেরই সম্পত্তি। শঙ্করাচার্য্য ইহাই বিশ্বাস করিতেন। আমরা সর্ব্বাগ্রে ইহাই দেখাইব।

শঙ্কর-ভাষ্য হইতে দৃষ্টান্ত।

বেদান্ত ভাষ্যের প্রথম-পাদে শঙ্করাচার্য্য,—আকাশ, সূর্য্য, প্রাণ প্রভৃতি শব্দ যে জড়ীয় ভৌতিক পদার্থকে বুঝায় না; উহাদের মধ্যে অনুস্যূত কারণ-সত্তাই যে ঐ সকল শব্দের লক্ষ্য,—এই সিদ্ধান্ত করিয়া দিয়া, শঙ্করাচার্য্য ১।১।২৫ সূত্রের ভাষ্যে একটা নিজের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেই মন্তব্যটীর অর্থ এই;—

"যাঁহারা ঋগ্বেদী—ঋগ্বেদানুসারে যজ্ঞকারী, তাঁহারা তাঁহাদের শাস্ত্রে সকল বিকারে অনুস্যূত, জগৎ-কারণ ব্রহ্মেরই উপাসনা করিয়া থাকেন। যাঁহারা যজুর্ব্বেদী, তাঁহারা যজ্ঞীয় অগ্নির মধ্যে এই ব্রহ্মসত্তাকেই উপাসনা করেন। যাঁহারা সামবেদী, তাঁহারাও মহাব্রত নামক যজ্ঞে এই ব্রহ্মেরই উপাসনা করেন" *।

* "এতং হ্যেব বহ্বৃচ মহত্যুক্থে মীমাংসন্তে, এতমগ্নাবধ্বর্য্যবঃ, এতং মহাব্রতে ছন্দোগাঃ" ইতি। এই ভাষ্যাংশের ব্যাখ্যা রত্নপ্রভা এই ভাবে করিয়াছেন।—"এতং পরমাত্মানং বহ্বৃচ ঋগ্বেদিনঃ মহত্যুক্থে শাস্ত্রে তদনুগতমুপাসতে। এতমেবাগ্নিরহস্যে তমেতমগ্নিরিতি অধ্বর্য্যব উপাসতে ইতি শ্রুতেঃ যজুর্ব্বেদিনোঽগ্নৌ উপাসতে। এতমেব ছন্দোগাঃ সামবেদিনো মহাব্রত ক্রতৌ উপাসতে"।

শঙ্করাচার্য্যের এই মন্তব্য অনিবার্য্যরূপে এই তত্ত্বই প্রকাশ করিতেছে যে—যাঁহারা তত্ত্বদর্শী, যাঁহারা উন্নত সাধক, তাঁহারা যজ্ঞে ও যজ্ঞীয় অগ্ন্যাদিতে এক জগৎকারণ ব্রহ্ম-সত্তারই ভাবনা করেন—ব্রহ্মকেই অনুসন্ধান করেন। এই মন্তব্য হইতেই শঙ্করাচার্য্যের হৃদয়-গত বিশ্বাস বুঝা যাইতেছে। ঈশোপনিষদের ভাষ্যেও তাঁহার এইরূপ একটী মন্তব্য আছে। ঈশোপনিষদের ১৪ মন্ত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন যে,—"বেদের যে দুই প্রকার প্রয়োজন প্রসিদ্ধ আছে,—প্রবৃত্তিমূলক কর্ম্মকাণ্ড এবং নিবৃত্তি-মূলক জ্ঞান-কাণ্ড,—এই দুই প্রকার বেদার্থই এস্থলে প্রকাশিত হইতেছে"*। এতদ্ব্যতীত, কেনোপনিষদের শেষ-মন্ত্রের ভাষ্যেও শঙ্করাচার্য্য, বেদের যে দুইটী বিভাগ আছে, তাহাই বলিয়া দিয়াছেন। স্পষ্টতই তিনি সে স্থলে বলিয়াছেন যে—"বেদের দুইটী বিভাগ। বেদ—কর্ম্ম এবং জ্ঞান উভয়েরই প্রকাশক"।—

"বেদানাং তদঙ্গানাঞ্চ অর্থপ্রকাশকত্বেন কর্ম্ম-জ্ঞানোপায়ত্ব-মিত্যেবং হ্যয়ং 'বিভাগঃ' যুজ্যতে।......কর্ম্ম-জ্ঞান প্রকাশকত্বাৎ বেদানাম্"।

এই সকল মন্তব্য হইতে বেদ-সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্যের মনোগত বিশ্বাস বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, ঋগ্বেদাদি বেদগ্রন্থের দুইটী বিভাগ আছে;—একটী কর্ম্ম-কাণ্ড, অন্যটী জ্ঞান-কাণ্ড। এই কর্ম্ম ও জ্ঞান—উভয় কাণ্ড প্রকাশ করাই বেদের একমাত্র প্রয়োজন এবং উদ্দেশ্য। উপনিষদেও

* "এবং দ্বিপ্রকারঃ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-লক্ষণঃ "বেদার্থঃ"—অত্র প্রকাশিতঃ"।

যেমন কর্ম্ম-কাণ্ড ও জ্ঞান-কাণ্ড উভয়েরই উপদেশ আছে; ঋগ্বেদেও তদ্রূপ কর্ম্ম-কাণ্ড ও জ্ঞান-কাণ্ড উভয় তত্ত্বই আছে।

কিন্তু শঙ্করাচার্য্য কেবল যে এইরূপ বিশ্বাস পোষণ করিয়াই নীরব ছিলেন, তাহা নহে। তিনি উপনিষদের শ্লোক-ব্যাখ্যায়, স্থানে স্থানে, একই শ্লোকের কর্ম্ম-পক্ষে ও জ্ঞান-পক্ষে—উভয় পক্ষেই ব্যাখা করিয়াছেন। আমরা এক আধটী দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। কঠোপনিষদে দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ বল্লীর ৮ম শ্লোকটী * শঙ্কর দুই প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। একই শ্লোকে দ্রব্যাত্মক ও ভাবনাত্মক যজ্ঞের ব্যাখ্যা দিয়াছেন। একই উপাস্য অগ্নিকে যে সাধকেরা অধিকার-ভেদে, দুই প্রকারে অনুভব করেন, শঙ্কর তাহাই বলিয়া দিয়াছেন। কর্ম্মীগণ যজ্ঞীয় অগ্নিকেই ঘৃতাদি দ্বারা উপাসনা করেন, কিন্তু জাগরণ-শীল তত্ত্বদর্শীগণ সেই অগ্নিকেই 'হৃদয়ে' হিরণ্যগর্ভরূপে ভাবনা করেন —সেই অগ্নিতেই কারণ-সত্তার ধ্যান করেন। কঠোপনিষদের এই শ্লোকটী ঋগ্বেদেরই একটী মন্ত্র। এই মন্ত্রের মধ্যে যে সকল শব্দ আছে, সেই শব্দগুলিই দুই প্রকার সাধককে লক্ষ্য করে। "হবিষ্মদ্ভিঃ" শব্দদ্বারা কেবল-কর্ম্মীকে বুঝাইতেছে; "জাগৃবদ্ভিঃ" শব্দদ্বারা মনন-পরায়ণ, জাগরণশীল, তত্ত্বদর্শীকে বুঝাইতেছে। সুতরাং

* শ্লোকটী এই—"অরণ্যোর্নিহিতো জাতবেদাঃ, গর্ভইব সুভৃতো গর্ভিনীভিঃ। দিবে দিবে ইড্যো জাগৃবদ্ভিঃ, হবিষ্মদ্ভির্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ"। 'উপনিষদের উপদেশ,' দ্বিতীয় খণ্ডে, কঠোপনিষদ্ প্রদত্ত হইয়াছে। সেই স্থলে ভাষ্যের ব্যাখ্যা বিস্তৃতভাবে দেওয়া হইয়াছে।

আমরা দেখিতেছি যে ঋগ্বেদের মন্ত্রের মধ্যেই স্পষ্ট করিয়া দুই শ্রেণীর সাধক ও সাধনের কথা উল্লিখিত রহিয়াছে। শঙ্করও ঋগ্বেদের এই রহস্যই গ্রহণ করিয়াছেন। পাঠক যদি মনে করেন যে, শঙ্কর হয়ত দৈবাৎ একটীমাত্র শ্লোকের এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—এইজন্য আমরা আরো দুই একটী স্থল দেখাইতেছি। ঈশোপনিষদের চতুর্দ্দশ শ্লোকটীর অর্থ শুনুন্—"হে সূর্য্য! তোমার দুইরূপ। একটী তোমার জ্যোতির্ম্মালামণ্ডিত বাহিরের মূর্ত্তি। কিন্তু এতদ্ব্যতীত, ইহারই মধ্যে তোমার আর একটী কল্যাণময়ী মূর্ত্তি আছে,—যাহা জ্যোতিঃ দ্বারা আবৃত হইয়া রহিয়াছে। আমি তোমার সেই কল্যাণময় রূপটী দেখিতে চাই; বাহিরের ঐ জ্বালাময় আবরণ সরাইয়া লও"*। প্রিয় পাঠক! এটীও ঋগ্বেদ হইতেই গৃহীত। এই মন্ত্রটীতে অতি স্পষ্টরূপে সূর্য্যের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট গূঢ় কারণ-সত্তার নির্দ্দেশ আছে। কর্ম্মীগণ সূর্য্যের ঐ তেজঃ-সংকুল স্থূল রূপেরই উপাসনা করেন। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞগণ, ঐ স্থূল তেজোমণ্ডলের মধ্যে অনুস্যূত যে কল্যাণময় রূপটী আছে—যে কারণ-সত্তা আছে—তাহাই দেখিতে ইচ্ছা করেন। কঠোপনিষেদের অন্যত্রও আমরা এই তত্ত্বই বুঝিতে পারি। নচিকেতা যখন প্রথমে স্বর্গপ্রাপ্তি-সাধক "অগ্নি-বিদ্যার" উপদেশ চাহিয়াছিল; তখন প্রথমে উহাকে অগ্নি-বিদ্যার রহস্য বলিয়া দিয়া যমরাজ, তৎপরে নির্গুণ ব্রহ্ম-তত্ত্বের উপদেশ

* "পূষন্। একর্ষে। সূর্য্য! যম! প্রাজাপত্য! ব্যূহ, রশ্মীন্ সমূহ। যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি। যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি"।

দিয়াছিলেন। এই অগ্নি যে কর্ম্মীদিগের উপাস্য কেবল মাত্র ভৌতিক অগ্নি নহে; এই অগ্নির মধ্যে যে কারণ-সত্তা—হিরণ্য-গর্ভই অবস্থিত, ভাষ্যকার আমাদিগকে তাহা বলিয়া দিয়াছেন। তিনি আরো বলিয়াছেন যে, অগ্নি—আকাশে, অন্তরীক্ষে ও পৃথিবীতে যথাক্রমে সূর্য্য, বায়ু ও অগ্নিরূপে অবস্থান করিতেছেন। কারণ-সত্তাই তিনস্থানে তিন আকার ধারণ করিয়া বিকাশিত। এতদ্ব্যতীত, শঙ্কর অন্য উপনিষদেও একই শ্লোকের দুই পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন: বাহুল্য-ভয়ে উদ্ধৃত হইল না।

কর্ম্মী ও জ্ঞানীভেদে—দুই প্রকার উপাসনা ঋগ্বেদে আছে।

১০। তবেই আমরা দেখিতেছি যে, বৈদিক সূক্তগুলি যে কর্ম্মীর পক্ষে এবং জ্ঞানীর পক্ষে, উভয় পক্ষেই ব্যবহৃত হইত,—শঙ্করাচার্য্য ইহাই বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার ইহাই ধারণা ছিল যে বেদে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড উভয়ই উপদিষ্ট আছে। কর্ম্মী ও জ্ঞানীভেদে একই সূক্ত বা মন্ত্র দুই প্রকার উপাসনাতেই ব্যবহৃত হইত। তিনি জানিতেন যে, ঋগ্বেদে যে অগ্ন্যাদিতে হোম বা যজ্ঞ করিবার ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা দুই প্রকার। কর্ম্মীগণের পক্ষে উহা দ্রব্যাত্মক; তত্ত্বজ্ঞের পক্ষে উহা ভাবনাত্মক। কেবল-কর্ম্মীগণ অগ্ন্যাদি উপাস্য বস্তুকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেবতা-বোধে ঘৃতাদিদ্বারা উপাসনা করেন; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞগণ অগ্ন্যাদির স্বতন্ত্র সত্তা অনুভব করেন না,—তাঁহারা অগ্ন্যাদিতে অনুস্যূত কারণ-সত্তাকেই উপাসনা করিয়া থাকেন।

ঋগ্বেদের সকল মণ্ডল হইতেই প্রচুর সূক্ত উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, ভাষ্যকারের এই বিশ্বাসের মূলে গভীর সত্য নিহিত আছে। ঋগ্বেদে দ্রব্যাত্মক ও ভাবনাত্মক উভয়বিধ যজ্ঞই পাশাপাশি উপদিষ্ট হইয়াছে। "কেবল-কর্ম্মীগণ" দেবতার প্রকৃত স্বরূপটী বুঝিতে পারে না; ইহারা দেবতাবর্গকে স্বতন্ত্র, স্বাধীন কার্য্য-রূপেই বোধ করিয়া থাকে। দেবতা-বর্গে অনুস্যূত কারণ-সত্তা'র অনুভব ইহারা করিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা পরমার্থদর্শী, তাঁহারা দেবতাবর্গকে স্বতন্ত্র, স্বাধীন বস্তু বলিয়া মনে করেন না; উঁহারা সর্ব্বত্র এক কারণ-সত্তারই অনুভব করিয়া থাকেন *। ঋগ্বেদের এই মন্ত্রটি দেখুন—

"তদ্বিপ্রাসো বিপণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে,
বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্॥১।২২।২১॥

ঋগ্বেদের বিষ্ণুনামক দেবতা সূর্য্যেরই রূপান্তরমাত্র †। যে সকল সাধক সতত জাগরণ-শীল এবং মনন-পরায়ণ, কেবল তাঁহারাই বিষ্ণুদেবতার পরম-পদটীকে অনুভব করিতে পারেন। ঋগ্বেদের অন্যত্র বিষ্ণুর এই পরম পদকে অমৃত, অবিনশ্বর, নিগূঢ় বলিয়া কথিত হইয়াছে। আরো বলা হইয়াছে যে বিষ্ণুর যে

---

* ছান্দোগ্যে 'উষস্তির উপাখ্যানে' ভাষ্যকার স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, দেবতার স্বরূপ না বুঝিয়াও যজ্ঞানুষ্ঠান করা যাইতে পারে।

† নিরুক্তের ব্যাখ্যায় দুর্গাচার্য্য বলিয়াছেন—"বিষ্ণুরাদিত্যঃ।... পার্থিবোঽগ্নির্ভূত্বা পৃথিব্যাং যৎকিঞ্চিদস্তি, তদ্বিক্রমতে, তদধিতিষ্ঠতি। অন্তরীক্ষে বৈদ্যুতাত্মনা। দিবি সূর্য্যাত্মনা"।

স্থূল পদ তিনটী আকাশ, অন্তরীক্ষ ও ভূলোককে ব্যাপিয়া আছে, তাহাকে সকলেই দেখিতে পায়; কিন্তু বিষ্ণুর এই পরম-পদটীকে সকলে দেখিতে পায় না। *

কেবল মননশীল, জাগরূক সাধকগণই উহা দেখিতে পান। এস্থলে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, কেবল—কর্ম্মীগণই বিষ্ণুর স্থূলরূপের উপাসনা করেন; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞগণই কেবল বিষ্ণুর নিগূঢ় পরম-পদের উপাসনা করেন। দ্রব্যাত্মক ও ভাবনাত্মক—উভয়-বিধ যজ্ঞই এই শ্লোকে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। এইরূপ সর্ব্বত্র।

কেবলমাত্র সংসার-পরায়ণ লোকদিগের নিন্দা।

১১। আমরা উপনিষদের ধর্ম্ম-মতের আলোচনা করিতে গিয়া দেখিয়াছি যে, এমন অনেক মনুষ্য আছেন যাঁহারা নিতান্তই সংসার-নিমগ্ন। ইঁহারা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি এবং আপনার সুখ লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত। ইঁহারা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-বশে চালিত হইয়া, অশুভ কর্ম্মে রত থাকেন। উপনিষদ্ বলেন যে, ঈদৃশ যজ্ঞবিমুখ, আত্ম-সুখার্থী, জড়-বুদ্ধি ব্যক্তিগণ মৃত্যুর পরে, অজ্ঞানাবৃত স্থাবরাদি নিকৃষ্ট যোনিতে অধঃপতিত হন। আমরা ঋগ্বেদেও এই প্রকার লোকের উল্লেখ ও নিন্দা দেখিতে পাই। আমরা পাঠকবর্গের সুবিধার নিমিত্ত, ঋগ্বেদের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে

* "বিষ্ণুর পরমপদসম্বন্ধে—"বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ" (১।১৫৪।৫)। "তৃতীয়মস্তন কিরা দধর্ষতি" ইত্যাদি (১।১৫৫।৫-৬)

এই প্রকার লোকের সম্বন্ধে কি বলা হইয়াছে, সেই অংশগুলি একত্র সংগ্রহ করিয়া নিম্নে দেখাইতেছি—

মোঘমন্নং বিন্দতে অপ্রচেতাঃ
সত্যং ব্রবীমি, বধ ইৎ স তস্য।
নার্য্যমণং পুষ্যতি নো সখায়ং
কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী॥ ১০।১১৭।৬

পাপাসঃ সন্তো অনৃতা অসত্যাঃ,
ইদং পদমজনতা গভীরম্॥ ৪।৫।৫

অনাপক্ষাসো বধিরা অহাসত,
ঋতস্য পন্থাং ন তরন্তি দুষ্কৃতঃ॥ ৯।৭৩।৬

অনিরেণ বচসা ফল্গ্বেন
প্রতীত্যেন কৃধুনা অতৃপাসঃ।
অধা তে অগ্নে! কিমিহা বদন্তি?
অনায়ুধাস আসতা সচন্তাম্॥ ৪।৫।১৪

অন্যব্রত মমানুষ মযজ্বানমদেবয়ুম্।
অব স্বঃ সখা দুধুবীত পর্ব্বতঃ,
সুঘ্নায় দস্যুং পর্ব্বতঃ॥ ৮।৭০।১১

দ্রুহো বি যাহি বহুলা অদেবীঃ॥ ৩।৩১।১৯

মহান্ অসুন্বতো বধো,
ভূরি জ্যোতীংষি সুন্বতঃ,
ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ॥ ৮।৬২।১২

য ইন্দ্র! সস্তাব্রতো অনুষ্বাপমদেবয়ুঃ।
স্বৈঃ ষ এবৈর্ম্মুমুরৎ পোষ্যং রয়িং, সনুতর্ধেহিতং ততঃ॥
যমিন্দ্র! দধিষে ত্বমশ্বং গাং, ভাগমব্যয়ম্।

যজমানে সুন্বতি দক্ষিণাবতি, তস্মিন্ তংধেহি,
না পণৌ॥ ৮।৯৭।৩,২
দক্ষিণাবতামিদিমানি চিত্রা,
দক্ষিণাবতাং দিবি সূর্য্যাসঃ।
দক্ষিণাবন্তো অমৃতং ভজন্তে
দক্ষিণাবন্তঃ প্রতিরন্ত আয়ুঃ॥ ১।১২৫।৬
অন্তস্তেষাং পরিধিরস্তু কশ্চিৎ,
অপৃণন্তমভি সংযন্তু শোকাঃ॥ ১।১২৫।৭

"যাহারা, মনুষ্যের সখাস্বরূপ অর্য্যমাদেবকে অন্ন প্রদান করে না,—অর্থাৎ যাহারা দেবোদ্দেশে হবিরাদি দ্রব্য দেয় না ;—ঈদৃশ অজ্ঞানীরা বৃথা অন্ন ভোজন করে! আমি সত্যই বলিতেছি, ইহাদের এই অন্ন-ভোজন মৃত্যুর তুল্য*! ইহারা কেবল নিজেই ভোজন করে, ইহাদের কেবল পাপই ভোজন করা হয়।

যাহারা পাপরত ; যাহারা অনৃত ও অসত্যের সেবক ; তাহারা (যজ্ঞের) এই গভীর, পরমগুহ্য পদটাকে জানে না!

যাহারা অন্ধ, যাহারা বধির ;—যাহারা দুষ্কর্ম্মান্বিত ; তাহারা সত্যের পথ—যজ্ঞের পথ—পরিত্যাগ করে। তাহারা সংসারের অপর-পারে উত্তীর্ণ হইতে পারে না।

---

* যজ্ঞরহিত, স্বার্থান্ধ ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে গীতাতেও অবিকল এই প্রকার কথা আছে। "অঘায়ু রিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ! স জীবতি"—ইত্যাদি ।

হে অগ্নি! এই সকল লোক হবির্দান-বিহীন বাক্য দ্বারা কিছুই ফললাভ করিতে পারিবে না। কেবল মন্ত্র উচ্চারণ করিলে কি হইবে? যাহারা আয়ুধ-বর্জ্জিত,—অর্থাৎ যাহারা ঘৃতাদি দ্বারা অগ্নিতে যজ্ঞানুষ্ঠান করে না, ঈদৃশ সাধনবিহীন ব্যক্তিগণ দুঃখ প্রাপ্ত হয়।

যাহারা দেব-ব্রত আচরণ না করিয়া, অন্য ব্রতাচরণ করে (কেবল সাংসারিক কার্য্যে মগ্ন থাকে); যাহারা যজ্ঞানুষ্ঠান করে না; যাহারা দেব-দ্বেষী; ঈদৃশ অমানুষদিগকে হে ইন্দ্র! তোমার সখা পর্ব্বত, স্বর্গ হইতে নিম্নে নিক্ষিপ্ত করিয়া থাকে। পর্ব্বত দস্যুদিগকে মৃত্যুমুখে প্রেরণ করে।

যাহারা দেব-রহিত—যাহারা দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞাদি করে না; হে মঘবন্! এই দেব-দ্রোহকারী, দেব-রহিত লোক-দিগকে মারিয়া ফেল!

যাহারা যজ্ঞানুষ্ঠান করে না, তাহাদিগকে ইন্দ্র বিশেষ-রূপে বধ করেন। কিন্তু যাঁহারা যজ্ঞানুষ্ঠানকারী, তাঁহাদিগকে প্রভূত জ্যোতিঃ প্রদান করেন। ইঁহাদিগের প্রতি ইন্দ্রের দান-সকল মঙ্গল ময়।

হে ইন্দ্র! যাহারা ব্রত-রহিত, যাহারা দেবাভিলাষী নহে, যাহারা স্বপ্নাচ্ছন্ন হইয়া নিদ্রা যায়; তাহারা স্বকীয় গতি দ্বারাই পোষণীয় ধনকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। তুমি তাহাদিগকে কর্ম্ম-রহিত প্রদেশে স্থাপন করিয়া থাক*। হে ইন্দ্র! তুমি

* শঙ্করও বলিয়াছেন—"তেষাং স্থাবরান্তা অধোগতিঃ স্যাৎ"।

গো-অশ্বাদি পার্থিবধন এবং অবিনশ্বর মুক্তিধন—ধারণ কর। হে ইন্দ্র! যে ব্যক্তি যজ্ঞানুষ্ঠান করে এবং যজ্ঞে দক্ষিণা দেয়; কেবল তাহাদিগকেই তুমি এই সকল ধন দিয়া থাক। কিন্তু যাহারা যজ্ঞ-বিহীন, তাহাদিগকে তুমি এই সকল ধন দেও না।

যাহারা যজ্ঞানুষ্ঠানকারী, তাহারাই বিচিত্র ধনের অধিকারী হইয়া থাকে। যজ্ঞানুষ্ঠানকারীদিগের নিমিত্তই সূর্য্য আকাশে উদিত হইয়া থাকে। যজ্ঞানুষ্ঠানকারীগণই জরামরণ-বর্জ্জিত অমর-ধাম প্রাপ্ত হয়। যজ্ঞানুষ্ঠানকারীগণই দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু যে সকল লোক, দেবতাদিগের স্তুতি করে না, পাপ তাহাদিগকে আশ্রয় করে। যাহারা দেবতাদিগকে প্রীত করে না, তাহারা শোক প্রাপ্ত হয় *।"

যজ্ঞকারীদিগের প্রশংসা।

১২। পাঠকবর্গ, এই সকল উদ্ধৃতাংশ হইতে, ইন্দ্রিয়-সুখ-পরায়ণ, সংসার-মগ্ন, যজ্ঞ-বিহীন লোকের প্রচুর নিন্দা দেখিতে পাইতেছেন। উপনিষদে যেমন কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়সুখার্থীর নিন্দা করিয়া, উহাদিগকে ধীরে ধীরে দেবোপাসনায় উন্নীত করা হইয়াছে,

* পঞ্চমমণ্ডলে আছে—"হে অগ্নি! ধনবান্ হইয়াও যাহারা তোমায় হব্য প্রদান করে না, তাহারা বলহীন হয়। যাহারা বৈদিক ব্রতানুষ্ঠান করে না, তাহারা তোমার বিদ্বেষভাজন ও দণ্ডনীয় হয়"। এই প্রকার বহু ঋক্ আছে। "দেবশূন্য লোককে ধনদান করিও না" —১।১৫০।৫০।২-৩।

ঋগ্বেদেও আমরা অবিকল এই প্রণালী দেখিতে পাই। ঋগ্বেদ, এইরূপে যজ্ঞবিহীনের নিন্দা করিয়া, দেব-ভক্ত যজ্ঞকারী লোকের প্রশংসা নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে, জড়বুদ্ধির চিত্তে ধীরে ধীরে ব্রহ্মজ্ঞান ও পরলোকের তত্ত্ব ফুটাইয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে, পার্থিব ধনাদি ও পারলৌকিক স্বর্গসুখের আশা দিয়া প্রথমতঃ সকাম যজ্ঞ বিহিত হইয়াছে। এই সকল সাধক কেবল-কর্ম্মী। ইহারা দেবতা-বর্গকে 'স্বতন্ত্র' বস্তু বোধেই উপাসনা করে। কিন্তু, ক্রমে দেবতাবর্গের স্বতন্ত্রতা চলিয়া যাইতে থাকে এবং জ্ঞানের আলোক চিত্তে প্রবেশ করে। তখন দেবতাবর্গের মধ্যে অনুস্যূত কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। তখন ইঁহাদিগকে জ্ঞানবিশিষ্ট কর্ম্মী বলা যায়। ইঁহারা ভাবনাত্মক-যজ্ঞকারী। কেন না ইঁহারা অগ্ন্যাদির মধ্যে ব্রহ্ম-সত্তারই অনুসন্ধান করিতে থাকেন। এইরূপে ক্রমে ইঁহাদের সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-সত্তার বোধ উদিত হয় এবং মুক্তিলাভের যোগ্যতা জন্মে। ঋগ্বেদে আমরা এই দুই প্রকার যজ্ঞ-সম্বন্ধে প্রচুর শ্লোক দেখিতে পাই। ঋগ্বেদ কেমন করিয়া দ্রব্যাত্মক-যজ্ঞকে ভাবনাত্মক যজ্ঞে পরিণত করিয়াছেন, তাহা পাঠক ক্রমে দেখিতে পাইবেন। সর্ব্ব-প্রথমে, এইরূপে 'দ্রব্যাত্মক' যজ্ঞের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে—

১। দ্রব্যাত্মক-যজ্ঞ।

ত্বমগ্নে! প্রয়তদক্ষিণং নরং,
বর্ম্মেব স্যূতং পরিপাসি বিশ্বতঃ।

স্বাদুক্ষদ্মা বসতৌ স্যোনকৃৎ,
জীবযাজং যজতে, সোপমা দিবঃ ॥১।৩১।১৫
অহরহ র্জায়তে মাসি মাসি
অথা দেবা দধিরে হব্যবাহম্ ॥১০।৫২।৩
অগ্নি বিদ্বান্ যজ্ঞং নঃ কল্পয়াতি
পঞ্চযামং ত্রিবৃতং সপ্ততন্তুম্ ॥১০।৫২।৪
যস্তে যজ্ঞেন সমিধায় উক্থৈরর্কেভিঃ
সূনো! সহসো দদাশৎ।
স মর্ত্ত্যেষু অমৃতঃ প্রচেতাঃ
রায়া দ্যুম্নেন শ্রবসা বিভাতি ॥৬।৫।৫
নাকস্য পৃষ্ঠে অধিতিষ্ঠতি শ্রিতো
যঃ পৃণাতি, সহ দেবেষু গচ্ছতি ॥১।১২৫।৫

"হে অগ্নি! লৌহ-সূত্র-গ্রথিত বর্ম্ম যেমন রণক্ষেত্রে যোদ্ধৃ-পুরুষকে রক্ষা করে, হে অগ্নি! তুমিও যজ্ঞানুষ্ঠানকারী লোকদিগকে সেইরূপে রক্ষা করিয়া থাক। যে সকল ব্যক্তি, গৃহে অতিথি উপস্থিত হইলে সুস্বাদু অন্ন দ্বারা তাঁহার পরিচর্য্যা করে এবং নিত্য 'ভূত-বলি' প্রদান করিয়া থাকে, তুমি তাহা-দিগকেও রক্ষা করিয়া থাক। যাহারা যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ সম্পাদন করে, তাহারা স্বর্গের উপমাস্থল *।

* মনুসংহিতায় যে পঞ্চ মহাযজ্ঞের দৈনিক বিধান আছে, তাহার মূল এই মন্ত্র। পশুপক্ষ্যাদি জীবদিগের উদ্দেশে অন্ন ত্যাগই— 'ভূত-বলি'।

নিত্য নিত্য এবং মাসে মাসে যজ্ঞ সম্পাদিত হইয়া থাকে। দেবতাগণ এই সকল যজ্ঞে অগ্নিকেই হব্যবহনকারীরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন।

বিদ্বান্ অগ্নি, আমাদিগের যজ্ঞ কল্পনা করিয়াছেন। যজ্ঞে তিনবার সোমলতা নিপীড়িত হয় এবং সপ্ত প্রকার ছন্দে স্তব উচ্চারিত হইয়া থাকে। এই যজ্ঞ পাঁচ প্রহরে সম্পাদিত হয়।

যে ব্যক্তি—যাগ, ইন্ধন, স্তোত্র-উচ্চারণ এবং উপাসনা দ্বারা অগ্নির পরিচর্য্যা করে, সেই ব্যক্তিই মর্ত্ত্যলোকে প্রকৃত জ্ঞানবান্ এবং অমৃত। এই ব্যক্তিই অন্ন, ধন ও যশোলাভ করতঃ উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

যে সকল ব্যক্তি নিয়ত যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকে, মৃত্যুর পরে, সেই ব্যক্তি স্বর্গ-পৃষ্ঠে, দেবতাদিগের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হয়।”

ঋগ্বেদ এই প্রকারে সংসার-মত্ত, সাধনবিহীন লোকের নিন্দাবাদ উদ্‌ঘোষণ করিয়া, প্রথমেই ‘দ্রব্যাত্মক’ সকাম যজ্ঞের ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। পার্থিব ধন-জন-যশের লোভ দেখাইয়া এবং পরকালে স্বর্গ-সুখের আশা দিয়া, দ্রব্যাত্মক যজ্ঞের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। পাঠক তাহা দেখিতে পাইতেছেন। ইহাদিগকেই উপনিষদে ‘কেবল-কর্ম্মী’ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই সকল সাধক অবশ্যই, কেবল মাত্র সংসার-পরায়ণ, ইন্দ্রিয়-সুখার্থী, প্রবৃত্তি-চালিত লোক অপেক্ষা উন্নত, তাহাতে সন্দেহ নাই। সংসার-নিমগ্নতার হস্ত হইতে উদ্ধারের জন্যই ত যজ্ঞের

ব্যবস্থা। কিন্তু তথাপি, ইঁহারা নিকৃষ্ট সাধক। ইঁহাদের অন্তঃকরণে এখনও জ্ঞানের আলোক ফুটে নাই *। ইঁহারা এখনও দেবতার স্বরূপ-সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে পারেন নাই †।

কিন্তু দেবতাবর্গের স্বরূপ-চিন্তা করিতে করিতে ইহাদের চিত্ত, ক্রমেই দেবতাবর্গে অনুস্যূত কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম—সত্তার দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকে। ইঁহারা ক্রমেই বুঝিতে পারেন যে, দেবতাবর্গ এক কারণ-সত্তারই ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ মাত্র। তখন এই কারণসত্তার বিষয়েই জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়। দ্রব্যাত্মক যজ্ঞ—ভাবনাত্মক-যজ্ঞে পরিণত হয়। ভাবনাত্মক যজ্ঞকারীগণকে "জ্ঞানবিশিষ্ট কর্ম্মী" বলিয়া উপনিষদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

১৩। কেহ কেহ মনে করেন যে, ঋগ্বেদে জ্ঞানকাণ্ডের কথা

---

* ইঁহারা দেবোপাসনা করেন বটে, কিন্তু দেবতার প্রকৃত অর্থ ইঁহারা জানেন না। এই জন্যই ইঁহাদিগকে 'কেবল-কর্ম্মী' বলা হইয়া থাকে। আমরা ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদে, উষস্তি প্রভৃতির উপাখ্যানে দেখি যে, যজ্ঞের দেবতা কে, দেবতার অর্থ কি,—এ সকল কিছুই জানেন না, অথচ পুরোহিত যজ্ঞ সম্পাদন করিতেছেন। উষস্তি, এই পুরোহিতগণকে যজ্ঞীয় দেবতার প্রকৃত অর্থ বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

† ইঁহারা 'কার্য্য'-ব্রহ্মের উপাসনাকারী। ইঁহারা নিকৃষ্ট সাধক। অগ্নি-সূর্য্যাদি দেবতাকে ইঁহারা স্বতন্ত্রস্বতন্ত্র পদার্থবোধেই উপাসনা বা যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

অতি অল্পই আছে। ঋগ্বেদ সকাম ও আড়ম্বরপূর্ণ কর্ম্মকাণ্ডেই পরিপূর্ণ। এই ধারণা অতীব ভ্রান্ত।

২। ভাবনাত্মক-যজ্ঞ বা জ্ঞানকাণ্ড।

আমরা প্রায় সকল মণ্ডল হইতেই নিম্নে শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠক দেখিতে পাইবেন, জ্ঞানকাণ্ড বা ভাবনাত্মক-যজ্ঞের বিবরণ ও উপদেশও ঋগ্বেদে প্রচুর পরিমাণে নিবদ্ধ আছে। বৈদিক সূক্তগুলি, কর্ম্মী ও জ্ঞানী—উভয় প্রকার সাধকের উদ্দেশ্যেই বিহিত হইয়াছে। কর্ম্মীগণের পক্ষে যাহা দ্রব্যাত্মক যজ্ঞ-মাত্র, জ্ঞানী-গণের পক্ষে তাহাই ভাবনাত্মক যজ্ঞ। কর্ম্মীগণ,—অগ্ন্যাদি দেবতাকে স্বতন্ত্র, স্বাধীন পদার্থ-বোধে, যজ্ঞে অনুভব করিয়া থাকেন। কিন্তু জ্ঞানীগণ,—অগ্ন্যাদি দেবতাকে কারণ-সত্তারই বিকাশ বলিয়া অনুভব করেন, সুতরাং তাঁহারা অগ্ন্যাদি দেবতার মধ্যে ব্রহ্ম-সত্তারই ভাবনা করেন। ঋগ্বেদে একই সূক্তে আমরা এই দুই প্রকার যজ্ঞ বা উপাসনার উল্লেখ এই জন্যই দেখিতে পাই। ঋগ্বেদে নানাভাবে এই তত্ত্বের বিকাশ বিবৃত হইয়াছে।

(ক)। জ্ঞান-বিহীন কর্ম্মীগণকে দেবতারা জ্ঞান প্রদান করেন এবং স্বর্গে লইয়া যান, প্রথমতঃ এই প্রকার কথা আমরা নানা স্থানে দেখিতে পাই।

ইমে মিত্রো বরুণো দূলভাসা
অচেতসং চিৎ চিতয়ন্তি দক্ষৈঃ।
অপি 'ক্রতুং সুচেতসং' বতন্ত
তিরশ্চিদংহঃ সুপথা নয়ন্তি ॥৭।৬০।৬

বিশ্বস্মা ইৎসুকৃতে বারমিম্বতি, অগ্নির্দ্বারা ব্যৃণ্বতি ॥১।১২৮।৬।

ত্বংবিশো অনয়ো দীদ্যানো

দিবো অগ্নে! বৃহতা রোচনেন ॥৬।১।৭

স্বাদুঃ পবস্ব দিব্যায় জন্মনে ॥৯।৮৫।৬

ইমে দিবো অনিমিষা পৃথিব্যা

শ্চিকিত্বাংসো অচেতসংনয়ন্তি ॥৭.৬০।৭

ইমং যজ্ঞং দিবি দেবেষু ধেহি ॥৭।১১।৫

আদেবান্ বক্ষি অমৃতান্ ঋতাবৃধো, যজ্ঞং দেবেষু পিস্পৃশঃ ॥৬।১৫।১৮

এতা নো অগ্নে! সৌভগা দিদীহি,

অপি 'ক্রতুং সুচেতসং' বতেম ॥৭।৪।১০

দিবিস্পৃশং যজ্ঞমস্মাকমশ্বিনা! জীরাধ্বরং কৃণুতম্ ॥১০।৩৬।৬

যাভিস্ত্রিমন্তুরভবৎ বিচক্ষণঃ, তাভিরূষু উতিভি রশ্বিনা গতম্ ॥১।১১২.৩

আগ্নিরগামি ভারতো বৃত্রহা পুরুচেতনঃ

দিবোদাসস্য সৎপতিঃ ॥৬ ১৬।১৯

যদ্বাক্ বদন্তি অবিচেতনানি

রাষ্ট্রী দেবানাং নিষসাদ মন্দ্রা ॥৮।১০০।১০

ত্রিককুদ্রেষু চেতনং দেবাসো যজ্ঞমত্নত,

তমিদ্বর্দ্ধন্তু নো গিরঃ॥ ৮।৯২।২১

অতারিষ্ম তমসস্পারমস্য

প্রতি স্তোমং দেবয়ন্তো দধানাঃ॥ ৭।৩৭।১

অরঙ্কুর্বন্তু বেদিং, সমগ্নিমিন্ধতাং পুরঃ।

তত্রামৃতস্য 'চেতনং যজ্ঞং' তে তনবাবহৈ॥ ১।১৭০ ৪।*

---

* দেবাভিলাষী মনুষ্যগণ অগ্নিকে চেতনের মধ্যে প্রথম চেতন

"মিত্র ও বরুণ আত্ম-সামর্থ্য দ্বারা, যাহারা অজ্ঞানী তাহা-দিগকে জ্ঞান দান করেন। যাহারা জ্ঞান-যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী, তাঁহাদিগের নিকট গমন করিয়া মিত্র ও বরুণ, তাঁহাদিগকে সুপথে লইয়া যান এবং তাঁহাদের পাপনাশ করেন। ['সুচেতসং ক্রতুং' শব্দ দ্বারা স্পষ্টই 'জ্ঞান-যজ্ঞের' কথা বলা হইয়াছে]।

অগ্নি, সমস্ত সৎকর্ম্মকারীর নিমিত্ত বরণীয় ধন খুলিয়া দেন এবং স্বর্গের দ্বার বিশেষরূপে উন্মুক্ত রাখেন।

হে সমুজ্জ্বল অগ্নি! তুমি স্বীয় জ্যোতিঃ দ্বারা মনুষ্যগণকে স্বর্গে লইয়া যাও।

হে সোম! তুমি মনুষ্যদিগের দেবলোকে জন্মলাভের নিমিত্ত, সুস্বাদু হইয়া ক্ষরিত হও।

মিত্র ও বরুণ অনিমেষনেত্রে, অজ্ঞানীদিগকে পৃথিবী হইতে স্বর্গলোকে লইয়া যান।

হে অগ্নে! এই যজ্ঞকে স্বর্গে দেবতাদের মধ্যে লইয়া যাও।

হে অগ্নি! যাঁহারা অবিনাশী সত্তা দ্বারা পরিপুষ্ট (ঋতাবৃধঃ), সেই অমর দেবতাদিগকে, এই যজ্ঞে লইয়া আইস এবং এই যজ্ঞকে দেবতাদিগের মধ্যে বহন কর।

হে অগ্নি! আমাদিগকে সৌভাগ্য দান কর এবং আমরা যেন 'চেতন যজ্ঞকে' (ভাবনাত্মক-যজ্ঞ) লাভ করিতে পারি।

বলিয়া স্তুতি করেন। "তংমেধেষু প্রথমং দেবযন্তীর্বিশঃ উপক্রবতে"—১।৭৭।৩

হে অশ্বিদ্বয়! আমাদের এই যজ্ঞ যাহাতে দেবলোককে স্পর্শ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিও। এবং যে উপায়ে ত্রিবিধ কর্ম্মজ্ঞ* ঋষি কক্ষিবান্ জ্ঞানলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই উপায়ের সহিত আইস!

দিবোদাস যে অগ্নিকে 'পুরুচেতন' ভাবিয়া স্তব করিতেন সেই দিবোদাসের পালক চেতন অগ্নিকে আমরা এই যজ্ঞে আনিয়াছি। [এ স্থলে উপাস্য অগ্নিকে চৈতন্য-সত্ত্বা রূপে অনুভব করা হইতেছে]

দেবতাদিগের উন্মাদকর বাক্য, জ্ঞানরহিত ব্যক্তিদিগের জ্ঞান প্রদান করিয়া, যজ্ঞে উপবেশন করে।

হে দেবগণ! তোমরা ত্রিককুদ্রের নিকটে জ্ঞান-সাধন যজ্ঞের বিস্তার করিয়াছিলে। আমাদের বাক্য (স্তুতি) সেই জ্ঞান-সাধন যজ্ঞকে প্রবর্দ্ধিত করুক্।

হে অশ্বিদ্বয়! আমরা দেবাভিলাষী হইয়া স্তুতিদ্বারা এই অজ্ঞানান্ধকারের অপর-পারে উত্তীর্ণ হইব।

—হে ঋত্বিক্‌গণ! তোমরা বেদি পরিষ্কৃত করিয়া, সম্মুখে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর। এই স্থানে আমরা অমৃতের প্রজ্ঞাপক জ্ঞান-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব।"

---

* এস্থলে স্পষ্টই ত্রিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা জ্ঞান লাভের কথা আছে। ত্রিবিধ কর্ম্ম কি কি? দ্রব্যাত্মক যজ্ঞ; দ্রব্য ও জ্ঞান উভয় বিশিষ্ট যজ্ঞ; এবং কেবল-জ্ঞানাত্মক যজ্ঞ।

(খ)। এই প্রকারে কেবল-কর্ম্মের স্থলে জ্ঞান-সাধন যজ্ঞের ব্যবস্থা দিয়া, ঋগ্বেদ প্রায় সর্ব্বত্রই দুই প্রকার যজ্ঞের—দ্রব্যাত্মক ও ভাবনাত্মক, উভয় প্রকার যজ্ঞের—কথা নিবদ্ধ করিয়াছেন। নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রগুলি পাঠকবর্গকে 'উভয় প্রকার যজ্ঞের' তত্ত্ব বলিয়া দিবে।

উভয়াসো জাতবেদ ! স্যাম তে,
স্তোতারো অগ্নে, সূরয়শ্চ শর্ম্মণি ॥ ২।২।১১
মনুষ্বৎত্বা নি ধীমহি, মনুষ্বৎ সমিধীমহি ॥ ৫।২১।১
দ্বিতাভবৎ—রয়িপতিঃ রয়ীনাম্. ঋতংভরৎসুভৃতম্ ॥ ৯।৯৭।২৪
বিভূবণ্ অগ্নে ! উভয়ান্ অনুব্রতান্
দেবো দেবানাং রজসী সমীয়সে,
ত্রিবরূথঃ শিবোভব ॥ ৬।১৫।৯
ভূরি হি তে সবনা মানুষেষু
ভূরি মনীষী হবতে ত্বামিৎ ॥ ৭।২২।৬
অস্য শাসুরুভয়াসঃ সচন্তে,
হবিষ্মন্তঃ, উশিজো যে চ মর্ত্ত্যাঃ ॥ . ১।৬০।২
অরণ্যোর্নিহিতো জাতবেদা
গর্ভ ইব সুভৃতো গর্ভিণীভিঃ।
দিবে দিবে ইড্যো, জাগৃবদ্ভিঃ
হবিষ্মদ্ভি র্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ ॥ ৩।২৯।২
সংজাগৃবদ্ভি জর্রমান ইধ্যতে,
দমে দমূনা ইষয়ন্ ইলস্পদে ॥ ১০।৯১।১
স্বদন্তি দেবা উভয়া নি হব্যা— ॥ ৭।২।২

ত্বামীলে অধ দ্বিতা, ভরতো বাজিভিঃ শুনম্।
ঈজে যজ্ঞেষু যজ্ঞিয়ম্॥ ৬।১৬।৪

ভরদ্বাজায় ধুক্ষত দ্বিতা। ধেনুঞ্চ বিশ্বদোহসং,
ইষঞ্চ বিশ্বভোজনম্॥ ৬।৪৮।১৩

কবিমিব প্রচেতসং যং দেবাসো অধ দ্বিতা
নি মর্ত্ত্যেষু আদধুঃ॥ ৮।৮৪।২ ; ৮।৭০।১১

দ্বিতা যদীং কী স্তাসো অভিদ্যবোনমস্যন্ত উপবোচন্ত
ভৃগবঃ মথ্নন্তঃ॥ ১।১২৭।৭॥*

বিদ্বাংসা বিদ্দুরঃ পৃচ্ছেদবিদ্বান্ ইথাপরো অচেতাঃ।
নু চিন্নু মর্ত্তো অক্রৌ॥ ১।১২০।২

তা বিদ্বাং সো হবামহেবাং তা নো বিদ্বাংসা
মন্ম বোচেতমদ্য॥ ১।১২০।৩

"সোম, উভয় প্রকার ধনের দাতা—পার্থিব ধনও দেন, ঋত বা নিত্য ধনও দেন।

হে জাতবেদাঃ! হে অগ্নি! আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত, আমরা তোমার দুই প্রকার সাধকই হইব;—স্তবকারী যজমান এবং তত্ত্বদর্শী মেধাবী। অর্থাৎ দ্রব্যাত্মক যজ্ঞে মন্ত্রাদি উচ্চারণ

* যজ্ঞের দুইটী পথ আছে। একটী মহামার্গ। অপরটী ক্ষুদ্র পথ। অগ্নি এই দুই পথই জানেন। "বেথা হি বেধো! অধ্বনঃ পথশ্চ দেব! অঞ্জসা! অগ্নে! যজ্ঞেষু সুক্রতো!"। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যজ্ঞ—মুক্তিমার্গে লইয়া যায়; আবার, যজ্ঞ—পার্থিব ও নিকৃষ্ট স্বর্গের সুখাদিও প্রদান করিতে সমর্থ।

করতঃ তোমার সেবা করিব এবং ভাবনাত্মক যজ্ঞে হৃদয়মধ্যে তোমার ধ্যান করিব।

হে অগ্নি! পূর্ব্বকালে মনুর ন্যায়, আমরা বর্ত্তমানে তোমাকে আত্ম-হৃদয়ে ভাবনাও করিব, আবার তোমায় প্রজ্জ্বলিত করিয়াও হবিরাদি দ্বারা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব।

হে অগ্নি! তুমি দুই প্রকার ব্রতকেই (দ্রব্যাত্মক এবং ভাবনাত্মক উভয় প্রকার) বিভূষিত করিয়া থাক। হে দেব! দেবতাদিগের যে দুই প্রকার লোক বা স্থান আছে, তুমি যজ্ঞকারীকে সেই দুই লোকে লইয়া গিয়া থাক। তোমার যে তিনটী অবস্থা আছে, তদনুযায়ী মঙ্গল বিধান কর;—অর্থাৎ কার্য্যাত্মক, কারণাত্মক এবং কার্য্যকারণের অতীত অবস্থা,—এই তিন অবস্থানুযায়ী কল্যাণ বিধান কর।

হে অগ্নি! মনুষ্যগণ বহু প্রকার দ্রব্যাত্মক সাধন বা যজ্ঞ দ্বারা তোমাকে হবন করে। আবার কেবল বুদ্ধি বা জ্ঞান দ্বারাও তোমাকে হবন করে। [দ্রব্যাত্মক ও জ্ঞানাত্মক, উভয় বিধ যজ্ঞই কথিত হইল]।*

---

* মননপরায়ণ ধীরগণ, জরারহিত অগ্নিকে নানা প্রকারে আত্ম-হৃদয়ে গূঢ়স্থানে রক্ষা করিয়া থাকেন। আবার, যজ্ঞ-ফলভোগের নিমিত্ত ফলদায়ী অগ্নির সেবা করিয়া থাকেন। "ধীরাসঃ পদংকবয়োনয়ন্তি, নানা হৃদা রক্ষমানা অজুর্যাম্। সিষাসন্তঃ পর্য্যপশ্যন্ত সিন্ধুম্" (১।১৪৬।৪)।

যাহারা অজ্ঞ, কেবল-কর্ম্মী ;—তাহারা হবিরাদি দ্বারা অগ্নির সেবা করেন। যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারাও অগ্নির সেবা করেন।

গর্ভিণীগণ যেমন অতি যত্নে আপন গর্ভের রক্ষা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ যত্নে উভয়বিধ সাধক,—অগ্নির সেবা করিয়া থাকে। যাহারা কেবল-কর্ম্মী, তাহারা প্রতিদিন ঘৃতাদি দ্বারা অগ্নির যাগ নির্ব্বাহ করেন। কিন্তু যাঁহারা সতত জাগরণশীল, মননপরায়ণ, তত্ত্বদর্শী, তাঁহারা প্রতিদিন ধ্যানাদি দ্বারা আপন হৃদয়ে অগ্নির সেবা করেন।

সতত জাগরণশীল স্তোতাগণ অগ্নির স্তুতি করিতেছেন। আবার অন্নাদি লাভের জন্য, বেদি মধ্যেও অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করা হইতেছে। [এ মন্ত্রেও, ধ্যানাদি দ্বারা আত্ম-হৃদয়ে অগ্নির ভাবনা এবং বেদির উপরে সকাম দ্রব্যাত্মক যজ্ঞ, এই উভয়ই বলা হইয়াছে।

সকল দেবতাই উভয় প্রকার হব্যের স্বাদ গ্রহণ করেন। [এ স্থলেও দ্রব্যাত্মক ও ভাবনাত্মক উভয় প্রকার যজ্ঞ নির্দ্দেশিত হইয়াছে]।

হব্যদাতা ঋত্বিক্‌গণের সহিত ভরত, দুই প্রকারে তোমার সেবা করিয়াছিলেন। তিনি (বুদ্ধিদ্বারা) তোমার স্তবও করিয়াছিলেন ; আবার (দ্রব্যাত্মক যজ্ঞে) হবিরাদি দ্বারা যাগও করিয়াছিলেন।

হে অগ্নি ! ভরদ্বাজের উদ্দেশ্যে, দুই প্রকারে দোহনকর।

বিশ্বদোহনকারী ধেনু এবং বিশ্ব ভোজন নির্ব্বাহক অন্ন—উভয়ই ভরদ্বাজকে দাও।

হে অগ্নি! তুমি জ্ঞানবিশিষ্ট, তুমি চেতন। দেবতারা মনুষ্যের মধ্যে তোমাকে দুই প্রকারে স্থাপন করিয়াছেন।

নমস্কার-কুশল, হব্যদাতা ভৃগুবংশীয়গণ—উভয় প্রকার অগ্নির গুণ কীর্ত্তন করিয়া, অগ্নিমন্থন করিতেছেন এবং স্তব করিতেছেন। [উভয় প্রকার অগ্নি --কার্য্যাত্মক এবং কারণাত্মক, এই উভয় প্রকার]

অজ্ঞ লোকেরা অশ্বিদ্বয়কে পথ জিজ্ঞাসা করে। অশ্বিদ্বয় ভিন্ন সকলেই অজ্ঞ। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা অভিজ্ঞ; তোমরাই মননীয়---স্তোত্রের উপদেশ কর। সেই স্তোত্র দ্বারা আমরা হবি প্রদান করিব*।”

(গ)। এই সকল এবং অন্যান্য বহু মন্ত্রে, দুই প্রকার যজ্ঞের উল্লেখ করা হইয়াছে। যাহারা অগ্ন্যাদি দেবতাকে স্বতন্ত্র পদার্থ বোধে অর্চ্চনা করেন, ইহা দ্রব্যাত্মক যজ্ঞ। আর যাঁহারা অগ্ন্যাদির মধ্যে অনুস্যূত কারণ-সত্তার ভাবনা করেন, ইহা জ্ঞানাত্মক যজ্ঞ। জ্ঞানাত্মক যজ্ঞে অগ্নি প্রভৃতি দেবতা যে সাধক-হৃদয়ে ধ্যানাদি দ্বারা উপাসিত হন, একথারও নির্দ্দেশ আছে।

---

* এস্থলে অজ্ঞ এবং বিদ্বান্ উভয়বিধ সাধকের কথা স্পষ্ট বলা হইয়াছে।

যামথর্ব্বা মনুষ্পিতা দধ্যঙ্‌ ধিয়মত্নত। তস্মিন্‌
ব্রহ্মাণি পূর্ব্বথা ইন্দ্র!
উক্‌থা সমগ্মত। অর্চ্চন্ননু স্বরাজম্‌॥ ১।৮০।১৬
ক্রতূয়ন্তি ক্রতবো, হৃৎসু ধীতয়ো,
বেনন্তি বেনাঃ॥ ১০।৬৪।২
বিবেষ যন্মা ধিষণা জজান,
স্তবৈ, পুরা পার্য্যাদিন্দ্রমহ্নঃ।
অংহসো যত্র পীপরৎযথানো,
নাবেব যান্ত মুভয়ে হবন্তে॥ ৩।৩২।১৪
অন্তরিচ্ছন্তি তংজনে রুদ্রং পরোমনীষয়া।
গৃভ্ণন্তি জিহ্বয়া সসম্‌॥ ৮।৭২।৩
কো বিপ্রো বিপ্রবাহসা,
কো যজ্ঞৈঃ বাজিনীবসূ?॥ ৫।৭৪।৭
অগ্নিং বো দেবযাজ্যয়া, অগ্নিং প্রয়ত্যধ্বরে।
অগ্নিং ধীষু প্রথমমগ্নিম্‌,
অর্ব্বতি ক্ষৈত্রায় সাধসে॥ ৮।৭১।১২
অগ্নিং ধীভির্মনীষিণো মেধিরাসো বিপশ্চিতঃ।
অদ্মসদ্যায় হিন্বিরে॥ ৮।৪৩।১৯
ভূরি হি তে সবনামানুষেষু,
ভূরি মনষী হবতে ত্বামিৎ॥ ৭।২২।৬
তং বোধিয়া পরময়া পুরাজামজরমিন্দ্র মভ্যনূষি অর্কৈঃ।
ব্রহ্মা চ গিরো দধিরে সমস্মিন্‌॥ ৬।৩৮।২
হস্তে দধানো নৃম্মাবিশ্বানি অমে দেবান্‌ধাৎ গুহা নিষীদন্‌।
বিদন্তীমত্র নরোধিয়ন্ধা, হৃদা যত্তষ্টান্‌ মন্ত্রান্‌অশংসন্‌॥১।৬৭।২

ভজন্ত বিশ্বে দেবত্বং নাম, ঋতংশপন্তো
অমৃতমেবৈঃ ॥১।৬৮।২
যুবোঃ···অপশ্যাম হিরণ্ময়ং।
ধীভিশ্চন মনসা স্বেভিরক্ষভিঃ,সোমস্ত
স্বেভিরক্ষভিঃ ॥১।১৩৯।২
আতে অগ্নে! ঋচা হবি হৃর্দা তষ্টং ভরামসি ॥৬।১৬।৪৭
যদ্বাং হবন্ত উভয়ে অধ স্পৃধি নরঃ ॥৭।৮২।৯
সমিধা যো নিশিতী দাশৎ অদিতিং, ধামভিরস্থমর্ত্ত্যঃ।
বিশ্বেৎস ধীভিঃ স্নুভগো জনানতি···তারিষৎ ॥৮।১৯।১৪

"অথর্বা, মনু এবং দধ্যঙ্—ইঁহারা পূর্ব্বকালে যে জ্ঞান-যজ্ঞের আচরণ করিয়া ছিলেন, সেই যজ্ঞের প্রযুক্ত স্তুতি ও মন্ত্র সকল ইন্দ্রের উদ্দেশ্যেই ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ইন্দ্র স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত করিয়াছিলেন।

যজ্ঞ সকল সম্পাদিত হইতেছে। দেবতাবর্গের স্তুতিসকল হৃদয়-মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। মনের প্রার্থনা সকল দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে ধাবিত হইতেছে।

আমি যখনই আত্মহৃদয়ে ইন্দ্রের স্তব করিতে ইচ্ছা করি, তখনই স্তব করিয়া থাকি। ভবিষ্যৎ অশুভ দিবস আসি-বার পূর্ব্বেই ইন্দ্রের স্তব করিয়া থাকি। যেরূপ উভয় তীরবর্ত্তী লোক সকল চলনশীল নৌকারোহীকে তীরে লাগাইবার জন্য আহ্বান করে, তদ্রূপ আমরা—উভয় প্রকার যজ্ঞকারী সাধকগণ —ইন্দ্রকে আহ্বান করিয়া থাকি।

তাঁহারা রুদ্রকে আপন বুদ্ধিদ্বারা হৃদয়ের অভ্যন্তরে ধ্যান করিতে ইচ্ছা করেন, এবং জিহ্বা দ্বারাও তাঁহার প্রতি স্তুতি উচ্চারণ করেন।

হে মেধাবিব্যক্তি দ্বারা বাহিত অশ্বিদ্বয়! কোন্ মেধাবী ব্যক্তি বুদ্ধি দ্বারা অদ্য তোমার উপাসনা করিবে? আর, কোন্ যজমানই বা যজ্ঞ দ্বারা অদ্য তোমায় ডাকিবে?

যজ্ঞ আরব্ধ হইলে, দেবতাদিগের উপযোগী যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা অগ্নিকে স্তব করিয়া থাকি। আর, অশ্বলাভের নিমিত্ত ও ক্ষেত্রের লাভার্থ, আপনার হৃদয়ে বুদ্ধি-যোগে অগ্নির স্তব করিয়া থাকি।

যাঁহারা পণ্ডিত, মেধাবী, এবং বুদ্ধিমান্; -তাঁহারা আপন বুদ্ধিদ্বারা হৃদয়ে, অগ্নিকে, অন্নলাভার্থ, প্রীত করিয়া থাকেন।

"হে অগ্নি! মনুষ্যগণের মধ্যে বহু প্রকারে তোমার যজ্ঞানুষ্ঠান আচরিত হইয়া থাকে। আবার, তোমাকে মেধাবী সাধকগণ প্রচুররূপে আত্মহৃদয়ে যাজনা করিয়া থাকেন।

সেই প্রাচীন এবং জরারহিত ইন্দ্রকে নানাবিধ স্তুতি দ্বারা পরম বুদ্ধিযোগে আহ্বান কর। স্তব, মন্ত্র, প্রভৃতি ইন্দ্রেই নিহিত আছে।

অগ্নি, সমুদয় ধন হস্তে লইয়া গুহামধ্যে লুকায়িত হইলে, দেবতারা ভীত হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন দেবতাগণ আত্মহৃদয়ে স্তুতি ও মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অগ্নির স্তুতি করিতে লাগিলেন,

তখনই তাঁহারা এই গূঢ় অগ্নিকে লাভ করিলেন—জানিতে পারিলেন।

এই অমৃত অগ্নিকে স্তুতি দ্বারা সেবা করিলে, লোকে প্রকৃত দেবত্ব লাভ করিয়া থাকে।

সোমরসে আসক্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা, এবং বুদ্ধি, মন, ও ইন্দ্রিয় দ্বারা,—আমরা হে মিত্রাবরুণ! তোমাদের প্রকাশময় স্বরূপকে দেখিতে ইচ্ছা করি।

হে অগ্নি! আমরা আত্মহৃদয় দ্বারা সুসংস্কৃত মন্ত্ররূপ হবিঃ দ্বারা তোমাকে পূর্ণ করিতেছি; গ্রহণ কর।

উভয় প্রকার নেতৃগণই অগ্নিকে আহ্বান করিয়া থাকে। —কেহবা দ্রব্যাত্মক-যজ্ঞযোগে, কেহবা আত্মহৃদয়ে ধ্যান-যোগে অগ্নিকে আহ্বান করে।

যে সকল লোক, এই স্থূল অগ্নির অবয়বের সহিত অখণ্ডনীয় অগ্নির সেবা করে; তাহারা সমস্ত লোককে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়।”

পাঠক দেখিতেছেন, এই সকল উদ্ধৃতাংশে, আত্মহৃদয়ে ধ্যান ও বুদ্ধি-যোগে অগ্নির উপাসনা কথিত হইয়াছে। এই সকল উক্তি ‘ভাবনাত্মক-যজ্ঞ’কেই লক্ষ্য করিতেছে।

(ঘ)। দ্রব্যাত্মক যজ্ঞকারীগণের চিত্তে ক্রমে যে দেবতা-বর্গের স্বতন্ত্রতা-বোধ তিরোহিত হইয়া, সকল দেবতার মধ্যে কারণ-সত্তার অনুভূতি জন্মিতে থাকে, ইহাই কর্ম্মকাণ্ড হইতে জ্ঞানকাণ্ডে আরোহণ। একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আমরা

দেখিয়াছি, কেবল-কর্ম্মীগণ, অজ্ঞ নিকৃষ্ট জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু ভাবনাত্মক জ্ঞানানুশীলনকারীগণ, উন্নত স্বর্গে দৈব জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন *। ঋগ্বেদে এই উভয় প্রকার 'জন্মের' কথাও নিবদ্ধ আছে।—

ত্বং তমগ্নে! অমৃতত্ব উত্তমে,
মর্ত্ত্যং দধাসি শ্রবসে দিবে দিবে।
যস্তাতৃষাণঃ উভয়ায় জন্মনে
ময়ঃ কৃণোষি প্রয় আচ সূরয়ে॥ ১।৩১।৭
বনেম পূর্ব্বীরর্য্যো মনীষা,
সুশোকো বিশ্বানি অশ্যাঃ।
আ দৈব্যানি এতা চিকিত্বান্
আ মানুষস্য জনস্য জন্ম॥ ১।৭০।১
অস্মাকং দেবা! উভয়ায় জন্মনে
শর্ম্ম যচ্ছত দ্বিপদে চতুষ্পদে॥ ১০।৩৭।১১
অন্তর্হ্যগ্ন ঈয়সে বিদ্বান্ জন্মোভয়া কবে॥২।৬।৭
কদাচন প্রযুচ্ছসি,
উভে নি পাসি জন্মনী॥৮। ৫২।৭

* যাহারা দেবতাজ্ঞানবর্জ্জিত কেবল-কর্ম্মী, তাহারা চন্দ্রলোক-শাসিত নিকৃষ্ট স্বর্গে গমন করেন; এবং পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় তাঁহাদিগকে মর্ত্ত্য-লোকে ফিরিয়া আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু যাঁহারা কারণ-সত্তার অনুসন্ধান কারী, তাঁহারা সূর্য্যালোকশাসিত উন্নতস্বর্গে গমন করেন। আর তাঁহাদিগকে ফিরিয়া আসিতে হয় না। ক্রমোন্নত লোক-গুলিতে ক্রমোন্নত গতি হয়।

আ দৈব্যানি পার্থিবানি জন্ম আপশ্চাচ্ছা সুমখায় বোচম্ ॥৫।৪১।১৫
যো দৈব্যানি মানুষা জনূংষি, অন্তর্বিশ্বানি বিদ্মনা জিগাতি ॥৭।৪।১
অথা দেবানামুভয়স্ত জন্মনো বিদ্বান্ অশ্নোতামৃত ইতশ্চযৎ ॥৯।৮১।২
এতা চিকিত্বো ভূমানি পাহি
দেবানাং জন্ম মর্ত্ত্যাংশ্চ বিদ্বান্ ॥১।৭০।৩
তে অস্ম সন্ত কেতবো অমৃতাবো
অদাভ্যাসো জনুষী উভে অনু ॥৯।৭০।৩
বেদ জনিমা জাতবেদাঃ, দেবানামুত যো মর্ত্ত্যানাম্ ॥৬।১৫।১৩

"হে অগ্নি! তুমি প্রতিদিন মনুষ্যকে উত্তম অমৃতত্বে উন্নীত করিয়া থাক। যে সকল ব্যক্তি উভয় প্রকার জন্মলাভার্থ—মানুষজন্ম ও দৈব জন্মলাভার্থ—ব্যাকুল, তুমি তাহাদিগকে যথাক্রমে 'প্রয়' এবং 'ময়' বিতরণ করিয়া থাক। যাহারা মনুষ্যোচিত জন্মলাভার্থ ব্যাকুল, তাহাদিগকে তুমি পার্থিব ভোগ (প্রয়) দান করিয়া থাক। কিন্তু যাহারা সূরি (বিদ্বান্), তাহাদিগকে তুমি পরম মঙ্গল (নিঃশ্রেয়স্) বিতরণ করিয়া থাক।

যে অগ্নি মনুষ্যের—মনুষ্যোচিত জন্ম এবং দৈবজন্ম—উভয় প্রকার জন্মের বিষয় অবগত আছেন; যে অগ্নি জ্ঞান দ্বারা প্রাপ্য; যে অগ্নি বিশ্বের তাবৎ বস্তুতে ব্যাপ্ত আছেন;—সেই অগ্নিকে আমরা বুদ্ধি দ্বারা ভজনা করি।

হে দেবগণ! আমাদের উভয় প্রকার জন্মের নিমিত্ত—মনুষ্য লোকে জন্ম ও দৈবলোকে জন্মের নিমিত্ত—আমাদের দ্বিপদপ্রাণী ও চতুষ্পদ জন্তুর মঙ্গল বিধান কর।

হে অগ্নি! তুমি আমাদিগের অন্তরকে নিযমিত করিয়া থাক এবং তুমি আমাদিগের উভয় প্রকার জন্মের তত্ত্ব অবগত আছে।

হে অগ্নি! তুমি কদাপি প্রমত্ত হও না। তুমি আমাদিগের উভয় প্রকার জন্মকেই নিরন্তর রক্ষা করিতেছ।

আমি স্বর্গজ এবং পৃথিবীজ জন্মলাভ করিবার নিমিত্ত, এবং স্বচ্ছ জললাভ কামনায়, মরুদ্গণের উপাসনা করিতেছি।

অগ্নি, আত্ম-প্রজ্ঞা দ্বারা সমুদয় দৈবজন্ম ও পার্থিব জন্মের মধ্যে গমন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ উভয় প্রকার জন্মই অগ্নি দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে।

হে অগ্নি! তুমি দৈবজন্ম ও মনুষ্য-জন্ম—উভয় জন্মই অবগত আছ। তুমি আমাদিগকে নিরন্তর রক্ষা কর।

সোমের অক্ষয় ঔজ্জ্বল্য দ্বারা আমাদের উভয় প্রকার জন্ম অনুব্যাপ্ত হউক্।

সর্ব্ববিৎ অগ্নি—মনুষ্য-লোকোচিত জন্ম এবং দেব-লোকোচিত জন্ম—উভয় জন্মের কথাই অবগত আছেন”।

পাঠক! আমরা এই সকল উদ্ধৃত অংশ হইতে সাধকের দুই প্রকার লোকে জন্ম গ্রহণের কথা পাইতেছি। যাহারা কেবল-কর্ম্মী, তাহারাই মনুষ্যলোকে জন্ম গ্রহণ করে এবং পার্থিব ভোগ লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা দেবতাদের মধ্যে অনুস্যূত কারণ-সত্তার অনুসন্ধানে রত, তাঁহাদের উন্নত-স্বর্গে গতি হয়; এবং তাঁহারা ক্রমেই মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হন। উপনিষদের এই সিদ্ধান্ত আমরা ঋগ্বেদের মধ্যেই নিহিত দেখিতেছি।

(৬) যজ্ঞ দ্বারা যে অমৃত, অভয় জ্যোতিঃ লাভ করা যায়, তাহারও নির্দ্দেশ আছে। এই অমৃত, অভয় জ্যোতিঃ কি? ইহা ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কি হইতে পারে?

অপাম সোম মমৃতা ভবাম, অগন্ম জ্যোতিঃ ॥৮।৪৮।৩
যত্বাং হৃদা কীরিণা মন্যমানো,
অমর্ত্তাং মর্ত্ত্যো জোহবীমি।
জাতবেদো যশোহস্মাসু ধেহি,
প্রজাভিরগ্নে! অমৃতত্ব মশ্যাম্ ॥৫।৪।১০
ভব ক্রতুভিরমৃত ত্বমায়ন্ ॥৬।৭।৪
যুস্মানীতো অভয়ং জ্যোতিরশ্যাম্ ॥২।২৭।১১
শিক্ষানো অস্মিন্ পুরুহূত যামনি
জীবা জ্যোতিরশীমহি ॥৭।৩২।২৬
জ্যোতির্বিপ্রায় কৃণুতে বচস্যবে ॥১।১৮২।৩
কদাতে মর্ত্ত্যা অমৃতস্য ধামে
যক্ষস্তো ন মিনন্তি স্বধাবঃ ॥৬।২১।৩
যস্তভ্যমগ্নে! অমৃতায় মর্ত্তাঃ
সমিধা দাশদুত বা হবিস্কৃতি।
তস্য হোতা ভবসি যাসি দূত্যং
উপক্রাষে যজসি অধ্বরীয়সি ॥১০।৯৬।১১
উরুং নোলোক মনুনেষি বিদ্বান্
সর্ব্বজ্যোতিরভয়ং স্বস্তি ॥৬।৪৭।৮
ভবা সুপারো অতিপারয়ো নো
ভবা সুনীতি রুত বামনীতিঃ ॥৬।৪৭।৭

সুবিজ্ঞানং চিকিতুষে জনায়,
সচ্চাসচ্চ বচসী পস্পৃধাতে ॥৭।১০৪।১২
ইন্দ্রাণী !···
অশ্বমেধে সুবীর্য্যং ক্ষত্রং ধারয়তং বৃহৎ দিবি
সূর্য্যমিবাজরম্ ॥৫।২৭।৬
যত্র জ্যোতিরজস্রং, যস্মিন্ লোকে স্বর্হিতম্।
তস্মিন্ মাং ধেহি পবমান ! অমৃতে লোকে ॥৯।১১৩।৭
যত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ মুদঃ প্রমুদ আসতে।
যত্রাপ্তাঃ কামাঃ, তত্র মামমৃতং কৃধি ॥৯।১১৩।১১

আমরা সোম পান করিতেছি এবং অমর হইয়া যাইতেছি। আমরা অমৃত জ্যোতিকে প্রাপ্ত হইতেছি।

হে অগ্নি ! আমি মর্ত্ত্যলোকবাসী মানব এবং তুমি অমর। আমি সতত মনন-পরায়ণ হইয়া, আত্মহৃদয়ে তোমাকে স্তুতি দ্বারা পরিচর্য্যা করিতেছি। হে সর্ব্বজ্ঞ অগ্নি ! প্রজার সহিত আমাদিগকে যশঃ প্রদান কর। আমরা যেন অমৃত-পদবী লাভে সমর্থ হই।

হে বহু লোক দ্বারা আহুত ইন্দ্র ! আমাদিগকে সুশিক্ষা দাও। আমরা জীব ; আমরা যেন জ্যোতিকে প্রাপ্ত হইতে পারি।

হে অশ্বিদ্বয় ! আমি মেধাবী—তত্ত্বদর্শী ; আমি স্তুতি করিবার জন্য অভিলাষী। আমাকে জ্যোতিঃ প্রদান কর।

হে ইন্দ্র ! কবে তোমাকে মনুষ্যগণ 'অমৃতের স্থানে' যজ্ঞ করিবে ? তখন ইহারা আর পরস্পরকে হিংসা করিবে না।

[অমৃতের স্থান—কারণ-সত্তা। ইন্দ্রাদি দেবতাবর্গ কারণ-সত্তাতেই অবস্থিত]।

হে অগ্নি! যে ব্যক্তি অমৃত-লাভের উদ্দেশ্যে তোমাকে, হবির্দ্বারাই হউক্ বা অন্যপ্রকারেই হউক্, সেবা করে; তুমি তাহারই সম্বন্ধে দেবতাগণের দূতরূপে কার্য্য করিয়া থাক। কেবল তাহারই সম্বন্ধে তুমি যজ্ঞের হোতারূপে কার্য্য কর *।

হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে বিস্তীর্ণ লোকে লইয়া যাও। আমাদিগকে সুখময় এবং ভয়-শূন্য আলোকে লইয়া যাও।

তুমি সম্যক্‌রূপে ও সহজে আমাদিগকে দুঃখ হইতে পার কর। আমাদিগকে এই সংসারের অপরপারে উত্তীর্ণ কর। আমাদিগের প্রতি সম্যক্ নীতি ও মঙ্গলকর নীতির বিধান কর।

যাঁহারা বিদ্বান্, তাঁহারা ইহা সম্যক্ বিদিত আছেন যে, সৎ ও অসৎ উভয় প্রকার বাক্য পরস্পর বিরোধী;—পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে। যাহা সত্য, যাহা ঋজু, সেই বাক্যকেই সোম

* এই মন্ত্রটীর তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা অগ্নির মধ্যে অবিনাশী কারণ সত্তার লাভার্থ যজ্ঞ নির্ব্বাহ করেন, অগ্নি কেবল তাহাদের সম্বন্ধেই যজ্ঞের 'হোতা' স্বরূপে কার্য্য করেন। অর্থাৎ তাঁহারাই কেবল বুঝিতে পারেন যে, সাধকের সত্তায় ও দেবতার সত্তায় কোন ভেদ নাই। এবং তাহারাই বুঝিতে পারেন যে, দেবতাবর্গের মধ্যে যে কারণ-সত্তা অনুস্যূত তাহাই অগ্নিতে অনুস্যূত।

পালন করিয়া থাকেন। সোম, অসত্য বাক্যকে হিংসা করেন।

হে ইন্দ্রাগ্নী! তোমরা অশ্বমেধ যজ্ঞে (সাধককে) বীর্য্য, বল দিয়া থাক এবং আকাশস্থ সূর্য্যের ন্যায় বৃহৎ ও অক্ষয় জ্যোতিঃ প্রদান করিয়া থাক।

হে সোম! যে স্বর্গলোকে অজস্র জ্যোতিঃ ক্ষরিত হইতেছে, সেই অমৃতলোকে আমাকে লইয়া যাও।

হে সোম! যে লোকে মোদ, প্রমোদ, ও আনন্দ অবস্থান করে; যে লোকে সকল কামনা পূর্ণ হয়;—সেই অমৃত লোকে আমায় অমর কর।"

(চ) এই ভাবনাত্মক যজ্ঞের কথা ঋগ্বেদে অন্যপ্রকারেও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। প্রায় সকল স্থানেই বলা হইয়াছে যে, যজ্ঞের একটী 'নিগূঢ় পদ' আছে। অগ্ন্যাদি দেবতারও একটি নিগূঢ় পদ আছে *। যজ্ঞ দ্বারা কেবল যে পার্থিব ধন-জনাদি লাভ করিতে পারা যায় তাহা নহে; যজ্ঞদ্বারা

* "পদং...গুহাদধানঃ"। অগ্নি গূঢ় পদ ধারণ করেন। ৫।১৫।৫ "বরুণস্য...ধ্রুবং সদঃ," ৮।৪১।৯ "দূরে তন্নাম গুহ্যং পরাচৈঃ...মহত্তন্নাম গুহ্যং পুরুস্পৃক্, যেন ভূতং জনয়ো যেন ভব্যং। প্রত্নং জাতং জ্যোতিঃ"—১০।৫৫।১,২ ॥ পরম গূঢ় নামটী অতি দূর প্রদেশে আছে। অগ্নির এই গূঢ় নামটী অতি মহৎ এবং ইহা সকল বস্তুকেই স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। এ গূঢ় পদটী অতি পুরাতন জ্যোতিঃ স্বরূপ।

নিগূঢ় ব্রহ্ম-পদ—মুক্তি—লাভ করিতে পারা যায়। সুতরাং এই সকল উক্তি ভাবনাত্মক গূঢ় যজ্ঞকেই নির্দ্দেশ করিতেছে।

আমরা এই সম্বন্ধে চতুর্থ মণ্ডলের পঞ্চম সূক্তের প্রতি পাঠক-বর্গের দৃষ্টি বিশেষরূপে আকর্ষণ করিতেছি।

'অগ্নি আমাকে একটী গভীর গূঢ় পদ বলিয়া দিয়াছেন; যাহারা পাপপরায়ণ, তাহারা এই গূঢ় পদটীর কোন সংবাদ রাখেনা'—প্রথমতঃ এই প্রকার উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। নবম মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে,—"একটী ক্ষীর-প্রসবিনা গাভী অগ্নির সেবা করিয়া থাকে। এই অগ্নি মহান্‌দেবগণের সমষ্টি-স্বরূপ। এই অগ্নি, পরম-গূঢ় অবিনাশী পদে (ঋতস্য পদে) দীপ্তি পাইতেছেন"। অষ্টম মন্ত্রে আছে—"গাভীর মধ্যে যেমন গূঢ় ভাবে দুগ্ধ থাকে, দোহন করিলে বাহির হয়; অগ্নির মধ্যেও তদ্রূপ গূঢ় দুগ্ধ গূঢ় ভাবে অবস্থান করিতেছে। আমার এই বাক্যের পর, আর কি বক্তব্য থাকিতে পারে"? আবার বলা হইয়াছে যে,—"মাতৃস্বরূপিণী গাভীর পরম-পদে নিগূঢ়-ভাবে স্থিত দুগ্ধ পান করিবার জন্য, অগ্নির জিহ্বা ব্যস্ত"! এ সকল কথায় অর্থ কি? সায়ন অন্যত্র এই গাভীটীকে যজ্ঞস্বরূপিণী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই পরম গূঢ় ক্ষীর কি মুক্তিধন নহে? এস্থলে অতি সুস্পষ্ট ভাবে গূঢ় মুক্তির কথা বলা হইয়াছে। যজ্ঞ-কারিগণ অগ্নির মধ্য হইতেই এই মুক্তি-ধন প্রাপ্ত হইতে পারেন। কিন্তু ইহা বড় নিগূঢ়। ইহাকে সকল যজ্ঞকারীই জানিতে পারেনা। যাঁহারা যজ্ঞের গূঢ় তত্ত্ব জানেন, কেবল তাঁহারাই

এই ধনের বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। এই জন্যই দ্বাদশ মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে,—"হে অগ্নি! তুমি অভিজ্ঞ। তুমিই আমাদিগকে বলিয়া দাও। তুমিই আমাদিগকে এই ধন-প্রাপ্তি-মার্গের গূঢ় ও উৎকৃষ্ট উপায় বলিয়া দাও"। এইজন্য দশম-মণ্ডলে বলা হইয়াছে যে—

"যৎ পাকত্রা মনসা দীনদক্ষা
ন যজ্ঞস্য মন্যতে মর্ত্তাসঃ।
অগ্নিষ্টদ্ধোতা ক্রতুবিৎ বিজানন্ ॥১০।২।৫

মনুষ্যগণ দুর্ব্বল; ইহাদের বুদ্ধি পরিপক্ব নহে; সুতরাং ইহারা যজ্ঞের প্রকৃত তত্ত্ব জানে না। অগ্নিই যজ্ঞের তত্ত্ব অবগত আছেন। অশ্বিদ্বয়কে বলা হইয়াছে যে,—"হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের রহস্য যেন অজ্ঞানার্থ না হয়; তোমাদের গূঢ় পদটী যেন আমাদের জ্ঞানার্থই হয়"!

অনেক স্থলে এই অভিপ্রায়েই "যজ্ঞের গূঢ় পদের" উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"যজ্ঞস্য জিহ্বামবিদাম গূঢ়াম্ ॥১০।৫৩।৩
তাসাং নিচিক্যুঃ কবয়ো নিদানং, পরেষু যা গুহ্যেষু ব্রতেষু ॥১০।১১৪।২
"বিদ্বাংসঃ পদা গুহ্যানি কর্ত্তন
যেন দেবাসো অমৃতত্বমানশুঃ ॥১০।৫৩।১০
অবিদন্তে অতিহিতং যদাসীৎ
যজ্ঞস্য ধাম পরমং গুহা যৎ ॥১০।১৮১।২
যানি স্থানানি অসৃজন্ত ধীরা
যজ্ঞং তন্বানা স্তপসাঽভ্যপশ্যম্ ॥৮।৫৯।৬

কো অদ্ধা বেদ ? কইহ প্রবোচৎ ? দেবান্ অচ্ছা পথ্যা কা সমেতি ?
দদশ্র এষামবমা সদাংসি, পরেষু যা গুহ্যেষু ব্রতেষু ॥৩।৫৪।৫
যইং চিকেত গুহা ভবন্ত, মা যঃ সসাদ ধারাঽমৃতস্য ।
বি যে চৃতন্তি ঋতা সপন্ত, আদিৎ বসূনি প্রববাচ অস্মৈ ॥১।৬৭।৪
যত্রাবদেতে অবরঃ পরশ্চ যজ্ঞন্যোঃ কতরো নৌ বিবেদ ? ॥১০৮৮।১৭
যমৃত্বিজো বহুধা কল্পয়ন্তঃ, সচেতসো যজ্ঞমিমং বহন্তি ।
যো অনূচানো ব্রাহ্মণো যুক্ত আসীৎ, কাস্বিত্তত্র যজমানস্য সংবিৎ ?
॥৮।৫৮।১

"যজ্ঞের যে একটী অতি নিগূঢ় জিহ্বা আছে, সেই গূঢ় জিহ্বাটীকে আমরা লাভ করিয়াছি।

যাঁহারা তত্ত্বদর্শী, তাঁহারা দেবতাদিগের মূল-নিদান (যে মূল কারণ-সত্তা হইতে দেবতারা উৎপন্ন) অবগত আছেন। এবং দেবতারা যে পরম-গূঢ় যজ্ঞের মধ্যেই অবস্থান করেন, তাহাও অবগত আছেন।

হে তত্ত্বদর্শী বিদ্বান্‌গণ ! যদ্দ্বারা তোমরা দেবতা হইয়া অমরত্ব লাভ করিতে পার, ঈদৃশ পরম গুহ্য (যজ্ঞের) পদকে নির্ম্মাণ কর।

যে অতি নিগূঢ় "বৃহতের" দ্বারা যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, এবং যাহার বিষয়ে অপর কেহই জানিতনা, তাহা সবিতা প্রভৃতি দেবতারাই আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ভরদ্বাজ,— সবিতা, অগ্নি ও বিষ্ণুর নিকট হইতে যজ্ঞের নিগূঢ় স্থানকে বুঝিয়া লইতে পারিয়াছিলেন।

হে ইন্দ্র ও বরুণ! পূর্ব্বকালে তোমরা যজ্ঞের যে সকল স্থির স্থানকে সৃষ্টি করিয়াছিলে, আমরা অদ্য যজ্ঞে ব্যাপৃত হইয়া, তপোযোগে, সেই স্থানগুলি দর্শন করিব।

প্রকৃত তত্ত্ব কে জানে? কেই বা প্রকৃত তত্ত্ব-সম্বন্ধে বলিতে পারে? কোন্ পথ দেবতাদিগের নিকটে লইয়া যায়? আমরা দেবতাদিগের অবর স্থানকে দেখিতে পাই। দুর্জ্ঞেয় গূঢ় যজ্ঞে যে স্থান অবস্থিত আছে, আমরা তাহাও দেখিতে পাই।

যে ব্যক্তি নিশ্চিতরূপে গূঢ় অগ্নিকে জানিতে পারে এবং অমৃতযজ্ঞের ধারক অগ্নির নিকটে যে ব্যক্তি উপস্থিত হয়, এবং যে ব্যক্তি ঋত দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করতঃ অগ্নির স্তব করিয়া থাকে;—ঈদৃশ ব্যক্তির নিকটেই অগ্নি ধনের কথা বলিয়া দেন।

অগ্নি দুই প্রকার। এক অগ্নি নিকৃষ্ট স্থানে অবস্থিত (স্থূল); অপর অগ্নি পরম-স্থানে অবস্থিত (সূক্ষ্ম)। এই উভয় প্রকার যজ্ঞীয় অগ্নির মধ্যে প্রকৃত পক্ষে কোন্ অগ্নি যজ্ঞের যোগ্য?

তত্ত্বদর্শী ঋত্বিক্‌বর্গ যে অগ্নিকে বহুপ্রকারে কল্পনা করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন; যিনি মন্ত্র উচ্চারণ না করিলেও ধ্যানযুক্ত হইয়া থাকেন; তদ্বিষয়ে যজমানের প্রজ্ঞা কি প্রকার?”

আর অধিক অংশ উদ্ধৃত করিবার আবশ্যক নাই। সর্ব্বত্রই যজ্ঞের একটী গূঢ় স্থানের কথা এবং একটী গূঢ়-যজ্ঞের কথা

নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যজ্ঞের গূঢ় পদের ন্যায়, অগ্ন্যাদি দেবতারও একটী "গূঢ় পদের" উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এ প্রকার উক্তির উদ্দেশ্য কি? যদি দেবতাবর্গের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ কেবল মাত্র সকাম দ্রব্যাত্মক যজ্ঞই হইত, তাহা হইলে আমরা যজ্ঞ-সম্বন্ধে ও দেবতা-সম্বন্ধে এপ্রকার 'গূঢ়' পদের উল্লেখ ঋগ্বেদের প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইতাম না। অগ্ন্যাদি দেবতা সম্বন্ধে গূঢ় পদের উল্লেখ এই ভাবে আছে—

বিদ্বান্ পদস্য গুহ্যান্ অবোচৎ
যুগায় বিপ্র উপরায় শিক্ষন্ ॥৭।৮৭।৪
বুনা হি সন্তা প্রথমং বিজগ্মতু
গুহাহিতং জনিম নেম মুদ্যতম্ ॥৯।৬৮।৫।

যাহারা যোগ্য অন্তেবাসী (শিষ্য) তাহাদিগকেই বরুণ, একটী পরম-গূঢ় পদের সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়া বলিয়া দিয়াছেন।

সোম দুই প্রকার। একটী স্থূল; অপরটী অতি নিগূঢ়। এই দুইপ্রকার সোমই একত্র অভিব্যক্ত হইয়াছিলেন।

এই ভাবে গূঢ় যজ্ঞের এবং গূঢ় দেবতাদের কথা ঋগ্বেদে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। প্রথম-মণ্ডলের ৭২ সূক্তে একটী মন্ত্রে আমরা দেখিতে পাই—"দেবতারাও অগ্নির এই গূঢ়-পদটীকে প্রথমে জানিতে সমর্থ হন নাই। ইহাঁরা অতি কষ্টে এবং বহু শ্রম স্বীকারের পর, ধ্যানযোগে অগ্নির এই গূঢ় স্বরূপটীকে জানিতে

পারিয়াছিলেন"*। পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন, অগ্ন্যাদির এই পরম-গূঢ় পদটী—কার্য্যবর্গে অনুস্যূত 'কারণ-সত্তা' বা ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত অন্য কিছুই হইতে পারেনা। কার্য্যবর্গের মধ্যে ভাবনা ও অনুসন্ধান করিতে করিতে, এই 'কারণ-সত্তা' সাধকের অনুভব-গোচরে আইসে। ইহাই জ্ঞান-যজ্ঞের লক্ষ্য। ঋগ্বেদ আমা-দিগকে তাহাই বলিয়া দিয়াছেন। এই জন্যই যজ্ঞের সাধন-স্বরূপ অগ্নিকে সুস্পষ্টরূপে "জ্ঞানাকার" বলিয়াই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে †।

(ছ)। ইন্দ্রাদি দেবতারা সকলেই যজ্ঞকারী মনুষ্যকে দুইপ্রকার 'ধন' দিতে সমর্থ। একপ্রকার ধন—পার্থিব ধন-জন-সুখাদি ; অপর প্রকার ধন—পরম শ্রেষ্ঠ অবিনাশী মুক্তিধন। ঋগ্বেদের সর্ব্বত্র এই দুইপ্রকার ধনের উল্লেখ আছে। আমরা এতদ্দ্বারাও দ্রব্যাত্মক ও ভাবনাত্মক, উভয় যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান বুঝিতে পারি। কেননা, উপনিষদের আলোচনা-কালে আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে, অজ্ঞ কর্ম্মীগণই 'দৃষ্ট' পুত্র-পশু-বিত্তাদির জন্য দ্রব্যাত্মক যজ্ঞের আচরণ করে, অথবা ইহারা নিকৃষ্ট 'অদৃষ্ট' স্বর্গাদিপ্রাপ্তির আশায় দ্রব্যাত্মক যজ্ঞে রত হয়। কিন্তু যাঁহারা অগ্ন্যাদিদেবতার মধ্যে কারণ-সত্তার অনুসন্ধান করিয়া

---

* অস্মে বৎসং পরিষন্তং ন বিন্দন্, ইচ্ছন্তো বিশ্বে অমৃতা অমূরাঃ শ্রমযুজঃ পদব্যো ধিয়ন্ধাঃ, তস্থুঃ পদে পরমে চার্ব্বগ্নেঃ" (১।৭২।২)।

† মেধাকারং বিদথস্য প্রসাধন মগ্নিং...মতিম্) (১০।৯১।৮)॥

ভাবনাত্মক যজ্ঞানুচরণ করিয়া থাকেন, ব্রহ্মপ্রাপ্তিই তাঁহাদের লক্ষ্য; তাঁহারা উন্নত স্বর্গলোকে ও ব্রহ্মৈশ্বর্য্য দর্শন করিতে করিতে মুক্তিলাভে সমর্থ হন। সুতরাং ঋগ্বেদ এই দুই প্রকার ধনদানের কথা বলিয়া, দ্রব্যাত্মক ও জ্ঞানাত্মক, এই উভয় যজ্ঞেরই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ত্বমগ্নে! উরুশংসায় বাঘতে
স্পার্হং যদ্রেক্ণঃ পরমং বনোষিতৎ।
আধ্রস্য চিৎ প্রমতিরুচ্যসে পিতা,
প্র পাকং শাস্সি প্র দিশো বিদুষ্টরঃ ॥১।৩১।১৪
ত্বাং বর্দ্ধন্তি ক্ষিতয়ঃ পৃথিব্যাং,
ত্বং রায় উভয়াসো জনানাম্।
ত্বং ত্রাতা তরণে চেত্যো ভূঃ,
পিতামাতা সদমিন্মানুষাণাম্ ॥৬।১।৫
যস্য বিশ্বানি হস্তয়ো—
রূচু র্বসূনি নি দ্বিতা ॥৬।৪৫।৮
যমিন্দ্র! দাধষে ত্বমশ্বংগাং, ভাগমব্যয়ম্।
যজমানে সুন্বতি দক্ষিণাবতি, তস্মিন্ তং ধেহি;
মা পণৌ ॥৮।৯৭।২

যজ্ঞিয়েভ্যো অমৃতত্বং সুবসি ভাগমুত্তমং...সবিতঃ!
॥৪।৫৪।২।

ঈশানো বস্ব উভয়স্য কারব—
ইন্দ্রাবরুণা সুহবা হবামহে ॥৭।৮২।৪
শ্রবঃ সূরিভ্যো অমৃতং বসুত্বনং,
বাজান অস্মভ্যং গোমতঃ চোদয়িত্রী ॥৭।৮১।৬

ঈশে হি অগ্নিরমৃতস্য ভূরে—
রায়ঃ সুবীর্য্যস্য দাতোঃ ॥৭।৪।৬
ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
উর্বারুকমিব বন্ধনাৎ মৃত্যোর্মুক্ষীয়, মামৃতাৎ ॥৭।৫৯।১২
উভয়ং তে ন ক্ষীয়তে বসব্যং
দিবে দিবে জায়মানস্য দস্ম ॥২।৯।৫
ত্বমস্য ক্ষয়সি যদ্ধ বিশ্বং,
দিবি যচ্চ দ্রবিণং, যৎ পৃথিব্যাম্ ॥৪।৫।১১
বি যো রত্না ভজতি মানবেভ্যঃ,
শ্রেষ্ঠং নো অত্র দ্রবিণং যথা দধৎ ॥৪।৫৪।১
তবেদিন্দ্র! অবমং বসু, ত্বং পুষ্যসি মধ্যমং,
সত্রা বিশ্বস্য পরমস্য রাজসি ॥৭।৩২।১৬
কিংনো অস্য দ্রবিণং? কদ্ধ রত্নং?
বিনো বোচো জাতবেদশ্চিকিত্বান্।
গুহাধ্বনঃ পরমং যন্নো অস্য রেকু
পদং ন নিদানা অগন্ম ॥৪।৫।১২
তচ্চিত্রং রাধ আভর উষো! বদ্দীর্ঘশ্রুত্তমম্।
যত্তে দিবো দুহিতঃ! মর্ত্ত্য-ভোজনং তৎ রাস্ব।
ভুনজাবহৈ ॥৭।৮১।৫

নি তদ্দধিষে অবরং পরঞ্চ,
যস্মিন্নাবিথাবসা দুরোণে ॥ ১০।১২০।৭
ত্বং বসূনি পার্থিবা, দিব্যাচ সোম! পুষ্যসি ॥ ৯।১০০।৩
তানঃ শক্তং পার্থিবস্য, মহো রায়ো দিব্যস্য ॥ ৫।৬৮।৩
ময়ঃ কৃণোষি, প্রয় আচ, সূরয়ে ॥

ভরদ্বাজায় ধুক্ষত দ্বিতা

ধেনুঞ্চ বিশ্বদোহসম্, ইষঞ্চ বিশ্বভোজসম্॥ ৬।৪৮।১৩

আবির্গুহা বসু করৎ, সুবেদা নো বসু করৎ॥ ৬।৪৮।১৫

ঈক্ষে হি বস্ব উভয়স্য রাজন্! ॥ ৬।১৯।১০

যা বহসি পুরু স্পার্হং বনন্বতি, রত্নং ন দাশুষে ময়ঃ॥ ৭।৮১।৩

অশ্যাম তং কামমগ্নে!···অশ্যাম দ্যুম্নমজর! অজরংতে॥

৬।৫।৭

দধৎ রয়িং ময়িং পোষম্ (সোমঃ)॥৯।৬৬।২১

"হে অগ্নি! যে ব্যক্তি তোমার স্তবকারী, তুমি তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা স্পৃহণীয় পরম ধন প্রদান করিয়া থাক। তুমি প্রসন্নমতি হইয়া, দুর্ব্বল সাধকগণের পিতৃবৎ পালনকারী। তুমি অভিজ্ঞতম; তুমি সাধকবর্গের শিক্ষাদাতা এবং তাহাদিগকে প্রকৃষ্টরূপে আদেশ দিয়া থাক।

হে অগ্নি! তুমি মনুষ্যগণকে উভয় প্রকার ধন (পার্থিব ধন ও স্বর্গীয় পরম ধন) প্রদান কর বলিয়াই, মনুষ্যগণ স্তব স্তুতি দ্বারা তোমার সংবর্দ্ধনা করিয়া থাকে। তুমিই মনুষ্যদিগের রক্ষক এবং পিতা মাতার ন্যায় তুমি সর্ব্বদাই মনুষ্যদিগের পালক ও বিপদে ত্রাণকারী।

ইন্দ্রের হস্তদ্বয়ে দিব্য ও পার্থিব উভয়বিধ ধন আছে বলিয়া ঋষিগণ কীর্ত্তন করেন।

যে সকল ব্যক্তি তোমার উদ্দেশ্যে যজ্ঞানুষ্ঠান করে, হে ইন্দ্র! তুমি তাহাদিগকে যেমন গো, অশ্বাদি পার্থিব ধন দান করিয়া

থাক; তদ্রূপ তুমি উহাদিগকে অব্যয় ধনকেও (মুক্তিধন) দান করিয়া থাক।

হে সবিতঃ! তুমি যজ্ঞকারীদিগকে অত্যুত্তম অমৃতধনকে প্রদান করিয়া থাক।

হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা উভয়বিধ ধনের ঈশ্বর। আমরা তোমাদের স্তবকারী, তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি।

হে উষা! তত্ত্বদর্শী সাধকদিগকে অমৃত, অক্ষয় যশ প্রদান কর। আমাদিগকে বহু গো বিশিষ্ট অন্নও প্রদান কর।

অগ্নি যেমন বীর্য্যবান্ অন্নসমূহের ঈশ্বর, তদ্রূপ তিনি প্রচুর অমৃত-ধনেরও ঈশ্বর।

পুষ্টিবর্দ্ধনকারী ত্র্যম্বকের (রুদ্রের) যাগানুষ্ঠান করি। তিনি আমাদিগকে মৃত্যু হইতে (সংসার-বন্ধন হইতে) মোচন করুন্।

উন্নত হইতে উন্নততর লোকগুলিতে যে উভয়বিধ ধন (উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্টধন) আছে, তাহার ক্ষয় নাই।

হে অগ্নি! পৃথিবীতে যে সকল ধন আছে, তুমি সেই সকল পার্থিব ধনের প্রভু। এবং দেবলোকগুলিতে যে উৎকৃষ্ট ধন আছে, তুমি তাহারও স্বামী।

যে সবিতা মানব-গণকে (পার্থিব) ধন প্রদান করেন; তিনিই আমাদিগকে যজ্ঞে শ্রেষ্ঠ দ্রবিণ (মুক্তিধন) প্রদান করুন্।

হে ইন্দ্র! তুমি ত্রিবিধ ধনকে পোষণ করিতেছ। নিকৃষ্ট, মধ্যম এবং অত্যুৎকৃষ্ট—এই তিন প্রকার ধনের তুমি রাজা।

রত্নই বা কি? রত্নাপেক্ষাও সারভূত ধনই বা কি? হে জাতবেদা অগ্নি! তুমিই অভিজ্ঞ; তুমিই আমাদিগকে ইহা বলিয়া দাও। তুমি আমাদিগকে ধনপ্রাপ্তি-সাধক মার্গের যে গূঢ় উপায় আছে, তাহা বলিয়া দাও। আমরা যেন নিন্দনীয় গন্তব্য-স্থান প্রাপ্ত না হই,—যেন পরম-পদে যাইতে পারি। [পরম-পদ ও গূঢ়-উপায়—এস্থলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি]।

হে উষা! মর্ত্ত্যলোকের ভোগের উপযুক্ত ধন আমাদিগকে বিতরণ কর। আর, অতিদীর্ঘ শ্রবণতম (পরমদূর স্থানে যাহা আছে এবং যাহা অতি প্রসিদ্ধ) ও বিচিত্র যে তোমার ধন আছে, তাহাও আমাদিগকে আনিয়া দাও।

হে ইন্দ্র! তুমি তোমার নিবাসস্থানে দিব্য ও পার্থিব,—এই উভয়বিধ ধন সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছ। একটী ধন নিকৃষ্ট; অন্যটী পরম উৎকৃষ্ট।

হে সোম! তুমি পার্থিব ও দিব্য—উভয় প্রকার ধনেরই পোষণ করিতেছ।

মিত্র ও বরুণ উভয়েই, আমাদিগকে পার্থিব ও দিব্য, উভয়-বিধ ধন প্রদান করিতে সমর্থ।

হে অগ্নি! তুমি পার্থিব ভোগ প্রদান করিয়া থাক, এবং তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণকে পরমমঙ্গলময় শ্রেয়ো-ধনকে প্রদান কর।

অগ্নি ভরদ্বাজের উদ্দেশ্যে, বিশ্বদোহনকারিণী ধেনু এবং বিশ্বভোজনবিধায়ক অন্নকে প্রদান করিয়াছিলেন।

মরুদ্গণ আমাদিগের নিকটে সেই পরমগূঢ় ধনকে প্রকাশিত করেন এবং তাহা সুলভ করিয়া দেন।

ইন্দ্র—উভয় প্রকার ধনের ঈশ্বর।

উষা—অতি বৃহৎ স্পৃহণীয় ধন বহন করেন। আবার, যজ্ঞকারীর প্রতি তিনি হিতকর রত্নও বহন করেন।

হে অগ্নি! তোমার প্রসাদে আমাদের চিত্তের সমুদয় বাসনা যেন তৃপ্তি-লাভ করে। আর অজর, অক্ষয় ধনও (মুক্তিধন—যাহার নাশ নাই) যেন প্রাপ্ত হইতে পারি।

সোম—সকলের পোষণ-কারক পার্থিব ধন (রয়ি) এবং মুক্তিধন (ময়ি), উভয়ই ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।"

(জ)। পাঠক অবশ্যই দেখিতে পাইতেছেন যে, দেবতারা কেবল যে পার্থিব ধনেরই প্রভু তাহা নহে; দেবতারা অমৃত, অবিনাশী পরম ধন দিতেও সমর্থ। যাঁহারা জ্ঞানী, কেবল তাঁহারাই এই পরম-শ্রেষ্ঠ ধন লাভ করিতে পারেন। অজ্ঞানী, কর্ম্মিগণ পার্থিব ধন-জন-পুত্র-পশু-যশ-মান ব্যতীত সেই শ্রেষ্ঠ-ধন লাভে সমর্থ হইতে পারেন না। আমরা উপনিষদের এই প্রকার সিদ্ধান্ত দেখিয়া আসিয়াছি। ঋগ্বেদেও অবিকল সেই সিদ্ধান্তই দেখিতে পাইতেছি। অন্য প্রকারেও ঋগ্বেদে এই মুক্তি-ধনের কথা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। অনেক স্থলে, ইন্দ্র, সোম, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ প্রার্থনা করা হইয়াছে যে, দেবতারা "ত্রিধাতু"-মঙ্গল প্রদান করিয়া থাকেন। আমাদের মনে হয় যে, এই 'ত্রিধাতু' শব্দটীর গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। কার্য্য,

কারণ এবং কার্য্য-কারণ উভয়ের মূলগত সত্তা ;—এই ত্রিন অবস্থার কথাই 'ত্রিধাতু' শব্দের লক্ষ্য। অগ্নি, সূর্য্যাদি দেবতারা সকলেই 'কার্য্য' ; ইহাদের মধ্যে একটী 'কারণ-সত্তা' অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে। আবার, এই কারণ-সত্তার মূলে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-সত্তাই অবস্থিত রহিয়াছেন। যাহারা অজ্ঞ, কর্ম্মী ; তাহারা কার্য্যবর্গ লইয়াই ব্যস্ত থাকে। ইহারা স্থূলদর্শী। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানী সূক্ষ্মদর্শী ; —তাঁহারা সেই কারণ-সত্তার অনুসন্ধান ও সর্ব্বত্র তাহার অনুভব সর্ব্বদাই করিতে থাকেন, এবং এই কারণ-সত্তাকে প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্ম-সত্তা বলিয়াই অনুভব করেন। সুতরাং 'ত্রিধাতু মঙ্গল' শব্দ ব্যবহার দ্বারা, কর্ম্মী ও জ্ঞানীদিগের দৃষ্টি-বিভেদই কথিত হইয়াছে*। সকল দেবতাই যে পার্থিব সম্পদ, দৈব-সম্পদ এবং মুক্তি-সম্পদ দান করিতে সমর্থ, তাহাই কৌশলে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ত্রিধাতুনা শর্ম্মণা পাতমস্মান্ ॥ ৮।৪০।১২

ত্রিধাতু শর্ম্ম বহতং শুভস্পতী ॥ ১।৩৪।৬

যাবঃ শর্ম্ম শশমানায় সন্তি

ত্রিধাতূনি দাশুষে প্রযচ্ছ ॥ ১।৮৫।১২

---

* ত্রিস্থানে স্থিত দেবতাবর্গের প্রতি যে সকল আহুতি প্রদত্ত হয়, তাহার মধ্যে এক প্রকারের আহুতি অনৃত ; অন্য প্রকারের আহুতি ঋত ; অন্য প্রকার আহুতি প্রদত্ত হয়, তাহা-প্রত্ন বা পুরাতন (১০।১০৫।৫)। ইহা দ্বারাও কর্ম্মী ও জ্ঞানী দ্বারা প্রদত্ত আহুতির তিন প্রকার অবস্থা নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

ত্রিবরূথং শর্ম্ম যংসৎ ॥ ৮।৪২।২
ত্রিধাতু যৎ বরুথ্যং তদস্মাসু বি যন্তন ॥ ৮।১০
ত্রিবরূথঃ শিবোভব ॥ ৬।১৫।৯
ইন্দ্র ! ত্রিবরূথং স্বস্তিমৎ ॥ ৬।৪৬।৯

"ইন্দ্র এবং অগ্নি উভয়ে, আমাদিগকে 'ত্রিধাতু'-বিশিষ্ট কল্যাণ দ্বারা রক্ষা করুন্।

হে অশ্বিদ্বয় ! আমাদিগকে ত্রিধাতু-বিষয়ক মঙ্গল প্রদান কর।

হে মরুদ্গণ ! যাহারা তোমাদের স্তবকারী, তাহাদিগকে দিবার যোগ্য যে ত্রিধাতু-বিশিষ্ট মঙ্গল আছে, তাহাই প্রদান কর।

আমরা বরুণের ক্রোড়ে বর্ত্তমান রহিয়াছি। বরুণ আমাদিগকে তিনস্থান-বিশিষ্ট আশ্রয় প্রদান করুন্।

হে আদিত্যগণ ! তোমরা সকলেই, ত্রিধাতু-বিশিষ্ট স্থানের উপযুক্ত মঙ্গল আমাদিগের উপরে বিধান কর।

হে অগ্নি ! তুমি তিন স্থানে বাস করিয়া থাক ;—তিনটী তোমার বাসস্থান। তুমি আমাদিগের সম্বন্ধে শুভকারী হও।

হে ইন্দ্র ! কল্যাণময় তিনটী নিবাস-স্থান আমায় অর্পণ কর।"

(ঝ)। এখন, আমরা আর একটি কথা বলিয়া, এই দুই প্রকার যজ্ঞ-সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। আমরা দেখিয়াছি, দ্রব্যাত্মক যজ্ঞের ফলে "পিতৃযান-মার্গে" নিম্ন-স্বর্গে গতি হয়, এবং জ্ঞানাত্মক যজ্ঞের ফলে "দেবযান-মার্গে" উন্নত-স্বর্গে গতি হয়। ঋগ্বেদেও এই দুইটী পথের কথা আছে। অগ্ন্যাদি দেবতারা যে এই দুই পথ দিয়াই সাধকের গতি নিয়মিত

করিয়া থাকেন, এ কথা ঋগ্বেদের সর্ব্বত্রই আছে। সুতরাং, দ্রব্যাত্মক ও জ্ঞানাত্মক, এই উভয় যজ্ঞই ঋগ্বেদের লক্ষ্য।

যং যজ্ঞং নয়থা নর আদিত্যা ঋজুনা পথা।
প্র বোধীয়তে নশং॥ ১।৪১।৫
অতি নঃ সশ্চতোনয়, সুগা নঃ সুপথা কৃণু।
পূষন্নিহ ক্রতুং বিদঃ॥ ১।৪২।৭
যে তে পন্থাঃ সবিতঃ পূর্ব্ব্যাসো
অরেণবঃ সুকৃতো অন্তরীক্ষে।
তেভির্ণো অদ্য পথিভিঃ সুগেভিঃ,
রক্ষা চ নো অধিচ ব্রূহি দেব॥ ১।৩৫।১১
স চন্দ্রো বিপ্র মর্ত্ত্যো মহো ব্রাধন্তমো দিবি॥ ১।১৫০।৩
প্র মে পন্থা দেবযানা অদশ্রন্॥ ৭।৭৬।২
বিদুষ্টরো দিব আরোধনানি॥৪।৭।৮
প্রপথে পথামজনিষ্ট পূষা
প্রপথে দিবঃ, প্রপথে পৃথিব্যাঃ॥১০।১৭।৬
উভে অভি প্রিয়তমে সধস্থে
আ চ পরা চ চরতি প্রজানন্॥১০।১৭।৬
বিদ্বান্ অগ্নে! বয়ুনানি ক্ষিতীনাং
ব্যানুষক্ সুরুধো জীবসে ধাঃ।
অন্তর্বিদ্বান্ অধ্বনো দেবযানান্,
অতন্দ্রো দেবো অভবো হবির্বাট্॥১।৭২।৭
দ্বে স্রুতী অশৃণবং পিতৃণাং
অহং দেবানামুত মর্ত্ত্যাণাম্॥১০।৮৮।১৬

অপ ক্রতুং সুচেতসং সুপথা নয়ন্তি ॥৭।৬০।৬

অসৌ যঃ পন্থা আদিত্যো দিবি প্রবাচ্যং কৃতঃ।
ন স দেবা অতিক্রমে, তং মর্ত্তাসো ন পশ্যথ,
বিত্তং মে অস্য রোদসী ! ॥১।১০৫।১৬

ইমে নু তে রশ্ময়ঃ সূর্য্যস্য,
যেভিঃ সপিত্বং পিতরো ন আসন্ ॥১।১০৯।৭

উরুং নো লোক মনুনেষি বিদ্বান্,
স্বর্জ্জ্যোতিরভয়ং স্বস্তি ॥৬।৪৭।৮

"হে আদিত্যগণ ! তোমরা যে যজ্ঞে ঋজুপথদ্বারা (দেবযান-মার্গ দ্বারা)* মনুষ্যকে লইয়া যাও, তোমাদের উপভোগের জন্য সেই যজ্ঞ হউক্।

হে পূষা ! বিঘ্নকারী শত্রুদিগকে অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে লইয়া যাও। আমাদিগকে সুমার্গদ্বারা (দেবযান পথ দ্বারা) সুখে গমন করিতে দাও। এই মার্গে আমাদিগের রক্ষণোপায়কে অবগত হও ;—অর্থাৎ রক্ষার বিধান কর।

হে সবিতঃ ! অতি প্রাচীনকাল হইতে তোমার যে পথ ধূলি-বিহীন হইয়া অন্তরীক্ষে বিস্তৃত রহিয়াছে, আমরা যেন সেই পথ দিয়া সুখে গমন করিতে পারি। সেই মার্গ দ্বারা গমনের

---

* "অগ্নে ! নয় সুপথা রায়েঽস্মান্"—ঈশোপনিষদের এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শঙ্করাচার্য্য 'সুপথ' শব্দের অর্থ 'দেবযান' মার্গ করিয়াছেন। আমরাও সেই অর্থই গ্রহণ করিয়াছি।

সময়ে আমাদিগকে রক্ষা কর এবং আমাদিগের কথা দেবগণকে বিশেষরূপে বলিও।

হে অগ্নি! যে ব্যক্তি তোমার যজ্ঞ সম্পাদন করে, সে ব্যক্তি স্বর্গে চন্দ্রের ন্যায় সকলের আনন্দদায়ক হয় *।

হে উষা! তেজঃ দ্বারা প্রদীপ্ত দেবযানমার্গকে আমি দর্শন করিয়াছি।

হে অগ্নি! তুমি সর্ব্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ। স্বর্গলোকে আরোহণ-যোগ্য যে সকল পথ আছে (দেবযানমার্গ), সে সকলই তুমি জান।

সকল পথের মধ্যে যেটী প্রকৃষ্ট পথ (দেবযান পথ), পুষা সেই পথে দর্শন দেন। পৃথিবীর ও স্বর্গের পথে, উভয় পথেই তিনি দর্শন দেন। এই উভয় পথ-প্রাপ্য স্থানদ্বয় পুষার অতি প্রিয়। এই দুই পথের তত্ত্ব বিশেষরূপে অবগত থাকিয়া, তিনি দুইপথেই বিচরণ করেন।

হে অভিজ্ঞ অগ্নি! তুমি জীবগণের বিবিধ কর্ম্মানুসারে বিবিধ লোকে যে প্রকারে গতি হয়, তৎসমস্তই জান। যে সকল মার্গ দ্বারা বিবিধ উন্নত স্বর্গলোকে গমন করিতে পারা যায়, তুমি সেই দেবযানমার্গগুলি জান। তুমি তন্দ্রারহিত হইয়া, আমাদের প্রদত্ত হবিঃ বহন কর।

---

* "পিতৃলোকাৎ, আকাশং আকাশাৎ চন্দ্রমসম্"। ইহাই পিতৃযান মার্গ।

আমি দুইপ্রকার পথের কথা শ্রবণ করিয়াছি; একটী পিতৃযানপথ, অপরটী দেবযান পথ।

যাঁহারা ভাবনাত্মক যজ্ঞকারী সেই সকল মননশীল ব্যক্তিকে মিত্র ও বরুণ দেবযানমার্গে লইয়া যান।

এই আকাশে এই যে সূর্য্যরশ্মিপ্রদীপ্ত দেবযানমার্গ বিস্তীর্ণ রহিয়াছে, দেবতারাও উহাকে অতিক্রম করিতে পারেন না এবং মনুষ্যগণ উহা দেখিতে পায় না।

এই সকল সূর্য্যরশ্মি অবলম্বন করিয়া আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ যথাযোগ্য স্থানে চলিয়া গিয়াছেন।

হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে বিস্তীর্ণ লোকে লইয়া যাও এবং ভয়শূন্য, মঙ্গলময় জ্যোতিতে লইয়া যাও"।

কেবল-কর্ম্মী এবং জ্ঞানবিশিষ্ট কর্ম্মী—এই দুই শ্রেণীর সাধক; দ্রব্যাত্মক এবং ভাবনাত্মক এই দুই প্রকার যজ্ঞ; এই দুই প্রকার যজ্ঞের ফলে, পিতৃযান ও দেবযান মার্গযোগে সাধক-দিগের গতি;—এই সকল তত্ত্ব পাঠক ঋগ্বেদে দেখিতে পাইতে-ছেন। শঙ্করাচার্য্যও যে উপনিষদে ও বেদান্তে এই দুই প্রকার সাধনেরই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাও পাঠক দেখিয়াছেন।

ঋগ্বেদের সূক্তগুলি প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত।

১৪। আমরা যদি ঋগ্বেদের সূক্তগুলির প্রতি বিশেষ মনোভিনিবেশ করি এবং এই সূক্তগুলির আলোচনা করি, তাহাহইলেও এই সিদ্ধান্তই অনিবার্য্য হইয়া উঠে। দেবতা-দিগের উদ্দেশ্যে বিরচিত সূক্তগুলিও অধিকারী ভেদে, দুই

১। কতকগুলি সূক্ত কার্য্যাবস্থা সূচক।

প্রকারই প্রধানতঃ দৃষ্ট হয়। উপরে যে দুই প্রকার উপাসনা এবং দুই শ্রেণীর সাধক দেখিতে পাওয়া গিয়াছে,* ঋগ্বেদের সূক্তগুলিও তদনুসারে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ঋগ্বেদে ইন্দ্র, অগ্নি সূর্য্য প্রভৃতি দেবতার প্রতি এমন কতক বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে যে, সেগুলি মনুষ্যোচিত গুণগ্রামবিশিষ্ট। দৃষ্টান্তস্বরূপে, ইন্দ্রাদি দেবতার রথ, অশ্ব, সারথি, ভূষণ, কেশ, শ্মশ্রু, হস্ত প্রভৃতির নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এমন কি, কতকগুলি সূক্তে দেবতাবর্গকে মনুষ্যের ন্যায় ক্রোধ হিংসা পরায়ণ বলিয়াও বর্ণনা করা হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, এই প্রকারের সূক্তগুলি নিকৃষ্ট সাধকের পক্ষেই বিহিত হইয়াছে। যাহারা কেবল-কর্ম্মী, যাহারা অগ্ন্যাদি কার্য্যবর্গকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শক্তি-জ্ঞানশালী দেবতাবোধে সকাম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে,—এই আদর্শ তাহাদেরই পক্ষে বিহিত। যাহারা ঐহিক সুখসমৃদ্ধি ব্যতীত পরকাল ও ব্রহ্মবস্তুর কোন সংবাদ রাখেনা, তাহাদিগের চিত্তে ধীরে ধীরে ব্রহ্মালোক প্রবেশ করাইবার

---

* "আশ্রমিণোবর্ণিনশ্চ 'কার্য্য'-ব্রহ্মোপাসকাঃ হীনদৃষ্টয়ঃ। 'কারণ' ব্রহ্মোপাসকা' মধ্যমদৃষ্টয়ঃ। অদ্বিতীয় ব্রহ্মদর্শন শীলাস্তু উত্তমদৃষ্টয়ঃ। উত্তম দৃষ্টি প্রবেশার্থং দয়ালুনা বেদেনোপাসনা উপাদিষ্টা"—গৌড়পাদ-কারিকা ভাষ্যব্যাখ্যায়ামানন্দগিরিঃ ।৩।১৬॥ এতদ্ব্যতীত, ঋগ্বেদে চরমশ্রেণীর এক প্রকার সূক্ত আছে, তদ্বিষয়ে পরে আলোচিত হইবে।

উদ্দেশ্যে, প্রথমতঃ মনুষ্যের সহিত তুল্যগুণাদিবিশিষ্টরূপেই দেবতার আদর্শ উপস্থিত করা হইয়াছে। যদি তাহাদের নিকটে একেবারেই এরূপ উপাস্য আদর্শ উপস্থিত করা যায় যে, সেই আদর্শ মনুষ্যরাজ্যের অতীত,—সে আদর্শ নির্গুণ নিষ্ক্রিয়—তাহা হইলে নিকৃষ্ট জড়বুদ্ধি সাধকের চিত্ত সে আদর্শ ধরিতে বা বুঝিতে সমর্থ হইবে না।

২। কতকগুলি সূক্ত—কারণ-সত্তা-সূচক।

কিন্তু যখন এই প্রকারে দেবোপাসনা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ ও উন্নত হইতে লাগিল, যখন অগ্ন্যাদি কার্য্যবর্গের স্বতন্ত্র সত্তার পরিবর্ত্তে, উহাদিগের মধ্যে অনুস্যূত কারণ-সত্তা* বা ব্রহ্ম-সত্তার বোধ চিত্তে জাগিতে লাগিল, যখন ভিন্নতার পরিবর্ত্তে একত্বের দিকে চিত্ত ধাবিত হইতে লাগিল, তখনকার উপাস্য আদর্শও অন্যপ্রকার দাঁড়াইল। তখন ইন্দ্রদেবতাও যেমন অপরিমিত, অপরিচ্ছিন্ন, পৃথিব্যাদির সৃষ্টিকারক, জগতের আধার; অগ্নি সোমাদি দেবতাও তদ্রূপ। এই ভাবে, দেবতাবর্গের ক্রিয়ার অপরিমিতত্ব এবং সকল ক্রিয়ার একত্ব ফুটাইয়া দেওয়াতে,—দেবতাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট কারণ-সত্তার একত্বের

---

* 'কারণ'-ব্রহ্মোপাসকা মধ্যম-দৃষ্টয়ঃ—আনন্দগিরি এবং শঙ্কর। "কদাতে মর্ত্ত্যা 'অমৃতস্য ধামে' যক্ষন্তোন মিনন্তি স্বধাবঃ!" (৬।২১।৩) কখন্ তোমাকে মনুষ্যগণ 'অমৃতের ধামে' যাগ করিবে? (অমৃতের ধাম—কারণ-সত্তাকে (পরমপদকে) বুঝাইতেছে।

দিকে সাধকের চিত্ত প্রধাবিত হইবার যোগ্য হয়। এই উদ্দেশ্যেই বেদে এই প্রকার বর্ণনা নিবদ্ধ হইয়াছে যে—একই অগ্নি বিবিধ আকারে আকাশে, অন্তরীক্ষে, ভূলোকে, ওষধিতে, জলে অবস্থিত। একই ইন্দ্র সূর্য্যরূপে, নক্ষত্ররূপে, অগ্নিরূপে, বিদ্যুৎরূপে অবস্থিত। আবার ইন্দ্র, অগ্নি, সোমাদি দেবতাকে "বিশ্বরূপ" বলিয়াই বর্ণনা করা হইয়াছে। এ সকল বর্ণনার একই উদ্দেশ্য। দেবতাবর্গের ক্রিয়াবলী যদি একই প্রকার হয়, তবে উহারা যে মূলে এক,—সুতরাং উহারা যে স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে,—এই মহাতত্ত্ব বিকাশ করিয়া দেওয়াই এই সকল বিশেষণের উদ্দেশ্য।

দেবতাবর্গের—'কার্য্যের' 'নামের' ও মূল 'সত্তার' কোনই ভিন্নতা নাই।

১৫। আমরা এই বিষয়ে, নিম্নে কতকগুলি বিশেষণ উদ্ধৃত করিতেছি। আমরা এই বিশেষণ গুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া লইব। আমরা দেখাইব যে—(১) দেবতাদিগের 'কার্য্যের' ভিন্নতা কথার কথামাত্র। দেবতাদিগের কার্য্যের কোন ভিন্নতা নাই। (২) দেবতাদিগের 'নামের' ভিন্নতাও কথার কথা মাত্র। উহাদিগের নামেরও কোন ভিন্নতা নাই। (৩) দেবতারা সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাত্মক, অপরিমিত। উহারা পরস্পর পরস্পরে পরিণত হয়। (৪) দেবতারা মূল 'সত্তা' দ্বারাও ভিন্ন নহে। একই মৌলিক শক্তি—বিবিধ আকারে, বিবিধ নামে, নানাস্থানে ক্রিয়া করিতেছে। এই প্রকারে দেবতাবর্গের 'স্বতন্ত্রতা' কথার কথামাত্র

হইয়া দাঁড়ায়; ইহাদের মূলগত সত্তা এক। এই সকল আলোচনা দ্বারা সহৃদয় পাঠক নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন যে, ঋগ্বেদ—জড়বস্তুর প্রতি প্রযুক্ত স্তুতি-গ্রন্থ নহে।

(১) আমরা প্রথমতঃ দেবতাবর্গের কার্য্যের ভিন্নতা যে কথার কথা মাত্র, তাহাই দেখাইব। ইন্দ্রও যে কার্য্য করেন, অগ্নিও তাহাই করেন। আবার অগ্নি যে সকল ক্রিয়ায় সমর্থ, সোমাদি সকল দেবতাই তাহাতে সমর্থ। সকল দেবতাই এই প্রকার।

১। দেবতাবর্গের কার্য্যের কোন ভিন্নতা নাই।

সোম দেবতাকে বলা হইয়াছে যে, সোম—

(ক)। আকাশ ও পৃথিবীকে স্তম্ভন করিয়া রাখিয়াছেন, অন্তরীক্ষাদিকে বিস্তারিত করিয়াছেন, সূর্য্যকে উৎপন্ন করিয়াছেন ও সূর্য্যের মধ্যে জ্যোতিঃ নিহিত করিয়াছেন, আকাশাদিকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন।

অযংদ্যাবা পৃথিবী বিস্কস্তাৎ।
বিষ্টম্ভো দিবো, ধরুণো পৃথিব্যাঃ, ৯।৮৯।৬
স্কম্ভো দিবঃ, ৯।৮৬।৪৬
বি যো ততম্ভ রোদসী, ৯।১০১।১৫
ত্বমাতংস্থ উর্ব্বন্তরীক্ষম্,
অমুদ্যাবা পৃথিবী আততস্থ, ৮।৪৮।১৩
অজনয়ৎ সূর্য্যে-জ্যোতিঃ, অদধাৎ ইন্দ্রে ওজঃ, ৯।৯৭।৪
অয়ং সূর্য্যে অদধাৎ জ্যোতিরন্তঃ, ৬।৪৪।২৩
অজীজনো হি সূর্য্যম ৯।১১০।৩

সূর্য্যং রোহয়ো দিবি, ৯।১০৭।৭

তব জ্যোতীংষি পবমান ! সূর্য্যঃ, ৯।৮৬।২৯

ইন্দ্রদেবতাও অবিকল এই সকল কার্য্যই করিয়াছেন—

যো অন্তরীক্ষং বিমমে বরীয়ো,

যো দ্যামস্তম্ভাৎ স জনাস ইন্দ্রঃ, ২।১২।২

পপ্রাথ ক্ষামংমহি দংসো ব্যূর্ব্বীং,

দ্যামৃষ্বো বৃহদিন্দ্রঃ স্তভায়ঃ,

অধারয়ো রোদসী, ৬।১৭।৭ অস্তভ্না উত দ্যাম্, ৮।৮৯।৫

দ্যামস্তভায়ৎ বৃহন্তং, আরোদসী অপৃণদন্তরীক্ষম্,

স ধারয়ৎ পৃথিবীং পপ্রথচ্চ, ২।১৫।২

জজান সূর্য্যং, দাধার পৃথিবীম্ ৩।৩২।৮ ; ৬।৩০।৫ ।

ত্বং সূর্য্যমরোচয়ঃ, ৮।৯৮।২ আসূর্য্যং রোহয়োদিবি, ৮।৮৯।৭

অজনয়ৎ···সূর্য্যমুষসং...অগ্নিম্, ৩।৩১।১৫ ; জনিতা সূর্য্যস্য,৩।৪৯।৪

ইন্দ্র আপপ্রৌ পৃথিবীমুত দ্যাম্, ৩।৩০।১১

আপৃণৎ রোদসী উভে, ৩।৩৪।১

ওভে পৃণাসি রোদসী, ৮।৬৪।৪

ইন্দ্রা-সোমা—সূর্য্যং নয়থো জ্যোতিষাসহ, ৬।৭২।২। দ্যাংস্কম্ভথুঃ, ৬।৭২।২

অগ্নিও অবিকল এই সকল কার্য্যই করিয়াছেন—

যেন অন্তরীক্ষ মুর্ব্বাতন্থ, ৩।২২।২

আপপ্রিবান্ রোদসী অন্তরীক্ষম্, ১।৭৩।৮

পপ্রৌ ভানুনা রোদসী, ৬।৪৮।৬

ত্বং ভাসা রোদসী আততন্থ, ৭।৫।৪

আপৃণঃ ভুবনানি রোদসী, ৩।৩।১০ এবং ৬।৮।৩

অগ্নে! নক্ষত্র মজরমা সূর্য্যং রোহয়ো দিবি, ১০।১৫৬।৪

সূর্য্য ও সবিতা, এই সকল কার্য্যই অবিকল করিয়া থাকেন—

দ্যামদৃংহৎ, ১০।১৪৯।১

দিবঃস্কম্ভঃ, ৪।১৩৫

আপ্রা দ্যাবা পৃথিবীঅন্তরীক্ষম্, ১।১১৫।১

উতেদং বিশ্বং ভুবনং বিরাজসি, ৮।৮১।৫

বিষ্ণুদেবতাও—অন্তরীক্ষ বিস্তারাদি কার্য্য করিয়াছেন—

উদস্তম্ভা নাকমৃষ্বং বৃহন্তম্, ৭।৯৯।২

বিচক্রমে পৃথিবীমেষঃ, ৭।১০০।৪

ব্যস্তভ্নাৎ রোদসী, ...দাধর্ত্থ পৃথিবীম্, ৭।৯৯।৩

জনয়ন্তা সূর্য্যামুষাস মগ্নিম্, ৭।৯৯।৪

বরুণও অবিকল এই সকল কার্য্য করিয়াছেন—

দ্যাবা পৃথিবী বরুণস্য ধর্ম্মণা বিষ্কভিতে, ৬।৭০।১

বি য স্তস্তম্ভ রোদসী চিদুর্ব্বী, ৭।৮৬।১

প্রনাকমৃষ্বং নুনুদে বৃহন্তং দ্বিতা নক্ষত্রং পপ্রথচ্চ ভূম, ৭।৮৬।১। যস্মিন্ বিশ্বানি...চক্রে নাভিরিব শ্রিতা, ৮।৪১।৬, ১০

অন্তর্মহী বৃহতী রোদসীমে, ৭।৮৭।২

ত্রিস্রো দ্যাবা নিহিতা অন্তরস্মিন্, ৭।৮৭।৫

রদৎপথো বরুণঃ সূর্য্যায়, ৭।৮৭।১

যঃ স্কম্ভেন বি রোদসী, ৮।৪১।১০

সসর্জ রোদসী অন্তরীক্ষম্, ৫।৮৫।৩

বি যো মমে পৃথিবীং সূর্য্যেণ, ৫।৮৫।৫

বরুণশ্চকার সূর্য্যায় পন্থাম্, ১।২৪।৮

ত্বংবিশ্বস্ত দিবশ্চ গ্মশ্চ রাজসি, ১।২৫।২০

মিত্রা-বরুণ—অধারয়তং পৃথিবীমুতদ্যাং...বর্দ্ধয়তমোষধীঃপিন্বতংগা

অব বৃষ্টিং সৃজতম্, ৫।৬২।৩

উষার কার্য্য লক্ষ্য করুন্—

আপৃণন্তো অন্তরীক্ষা ব্যস্থুঃ, ৭।৭৫।৩

মহী চিত্রা রশ্মিভি শ্চেকিতানা, ৪।১৪।৩

দিবঃ স্কম্ভঃ, ৪।১৪।৫

বিশ্বং জীবং প্রসুবন্তী, ৭।৭৭।১

অজীজনৎ সূর্য্যং যজ্ঞ মগ্নিম্, ৭।৭৮।৬

আরৈক্ পন্থাং যাতবে সূর্য্যায়, ১।১১৩।১৬

মরুদ্গণের কার্য্যাবলী দেখুন—

বিরোদসী তস্তভুর্মরুতঃ, ৮।৯৪।১১

বিশ্বা পার্থিবানি পপ্রথন্, ৮।৯৪।৯

অশ্বিদ্বয়ের ও কার্য্য লক্ষ্য করুন্—

যুবমাগ্নংচ অপশ্চ বনস্পতী রশ্বিনাবৈরয়েথাম্, ১।১৫৭।৫

পুষা এবং মিত্র দেবতার কার্য্য দেখুন্—

বাস্তভ্নাৎ রোদসী মিত্রঃ

অকৃণোৎ জ্যোতিষা তমঃ, ৬।৮।৩

সূর্য্যমধত্ত দিবি সূর্য্যং রথম্,

মিত্রো দাধার পৃথিবী মুতদ্যাম্; ৩।৫৯।১

দ্যাবাপৃথিবী ও এই সকল কার্য্যই করিয়াছেন,—

রজসো ধারয়ৎ কবী, ১।১৬০।১

দেবী ধর্ম্মণা সূর্য্যঃ শুচিঃ, ১।১৬০।১

পিতামাতা চ ভুবনানি রক্ষতঃ. ১।১৬০।২

রোদসী অবাসয়ৎ, ১।১৬০।২॥*॥

(খ)। ইন্দ্র, সূর্য্য, সোম, অগ্নি প্রভৃতি দেবতা যে প্রত্যেকেই পৃথিব্যাদি লোক সকল (রজাংসি) নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং অগ্নি-সূর্য্য-বিদ্যুৎ এই তিনটী 'রোচন' বস্তুকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাও আমরা নানাস্থানে দেখিতে পাই—

ইন্দ্র সম্বন্ধে—

ইন্দ্রেন—রোচনা দৃঢ়াণি, ৮।১৪।৯

ত্রিস্রো ভূমি নৃপতে ত্রীণি রোচনা ··বিবক্ষিথ, ১।১০২।৮

ইমানি ত্রীনি বিষ্টপা তানীন্দ্র! বি রোহয়, ৮।৯১।৫

সোম সম্বন্ধে—

রজসো বিমানঃ, ৯।৬২।১৪

অয়ং ত্রিধাতু দিবি রোচনেষু, ৬।৪৪।৪

সূর্য্য সম্বন্ধে—

বি যো মমে রজসা, ১।১৬০ ৪

---

* মিত্র, অর্য্যমা বরুণ প্রভৃতি দেবতা সকলেই যে সূর্য্যের পথ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, তাহাও আছে, যথাঃ—যস্মা আদিত্যা অধ্বনঃ রদন্তি, মিত্রো অর্য্যমা বরুণঃ সজোষাঃ—৭।৬০।৪। সূর্য্যং দিবি রোহয়ন্তঃ (বিশ্বেদেবাঃ) ১০।৬৫।১১। সকল দেবতা সম্বন্ধেও আছে যে, সকল দেবতাই অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, সূর্য্যাদি রোচন পদার্থ প্রভৃতিকে বিস্তারিত করিয়াছেন—"স্বর্ণরমন্তরীক্ষাণি রোচনা দ্যাবাভূমী পৃথিবীং স্কম্ভুরোজসা" (১০,৬৫।৪)।

আপা রজাংসি দিব্যানি পার্থিবা, ৪।৫৩।৩ ; ৫.৮১।৩
ত্রী রজাংসি পরিভূ ত্রীণি রোচনা, ৪।৫৩ ৫
উত যাসি সবিতঃ ত্রীণি রোচনা, ৫।৮১।৪

অগ্নি সম্বন্ধে—

বি যো রজাংসি অমিমীত সুক্রতুঃ, ৬.৭।৭
বৈশ্বানরো ত্রিদিবো রোচনা কবিঃ।

অগ্নি-সোম সম্বন্ধে—

যুবমেতানি দিবি রোচনানি,
অগ্নিশ্চ সোম সুক্রতূ অধত্তম্, ১।৯৩।৫

বরুণ সম্বন্ধে—

রজসো বিমানঃ, ৭।৮৭।৬
ত্রিরুত্তরাণি পপ্রতু র্বরুণস্য ধ্রুবংসদঃ, ৮।৪১।৯
ত্রী রোচনা বরুণ! ত্রীঁরুত দ্যূন্, ৫।৬৯।১

মরুৎ সম্বন্ধে—

ত্রিষধস্থস্য, ৮।৯৪।৫
পপ্রাথন্ রোচনা দিবঃ, ৮ ৯৪।৯

বিষ্ণু সম্বন্ধে –

বি যো রজাংসি, বিমমে, ৬'৪৯।১৩
রজসঃ পরাকে,৭।১০০।৫
যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি, ১।১৫৪।১

সোম-পূষা সম্বন্ধে—

রজসো বিমানং, ২।৪০.৩

মিত্র সম্বন্ধে—

ত্রীণি মিত্র! ধারয়সে রজাংসি, ৫।৬৯।১

মিত্র-বরুণ সম্বন্ধে—

যা ধর্ত্তারা রজসো রোচনস্য পার্থিবস্য, ৫।৬৯।৪

আবার সকল দেবতাকে একত্র করিয়াও এই কথাই বলা হইয়াছে—

ত্রিস্রো ভূমীর্ধারয়ন্, ত্রীন্ উত দ্যূন্,
ঋতেন আদিত্যাঃ, ২।২৭।৮
অন্তরীক্ষাণি রোচনা স্বস্তুঃ, ১০।৬৫।২

(গ)। বরুণ, সোম, ইন্দ্র, ইন্দ্র-সোম, মিত্রাবরুণ—প্রভৃতি দেবতা প্রত্যেকেই গাভীর স্তনমণ্ডলে দুগ্ধ নিহিত করিয়া দিয়াছেন—

তস্থান······পয় উস্রিয়াসু (বরুণ),
রাজানা মিত্রা-বরুণা সুপাণী,
গোষু প্রিয়মমৃতং রক্ষমাণা (মিত্রাবরুণ),
অয়ং গোষু শচ্যা পক্কমন্তঃ সোমোদাধার (সোম), ৬।৪৪।২৪
প্রাপিপা উপরস্থায়া ইন্দুঃ (সোম) ৯।৯৩।৩
ইন্দ্রাসোমা পক্কমামাস্বন্ত নিগবামিদ্দধথুঃ (ইন্দ্র-সোম), ৬।৭২।৪
আমাসু পক্কমৈরয়, আসূর্য্যং রোহয়ো দিবি (ইন্দ্র), ৮।৮৯।৭
স্বাদ্ম সম্ভৃত মুস্রিয়ায়াম্ (ইন্দ্র) ৩।৩০।১৪
ইন্দ্রো মধু সম্ভৃত মুস্রিয়ায়াম্ (ইন্দ্র), ৩।৩৯।৬
আমাসু চিদ্দধিষে পক্কমন্ত
পয়ঃ কৃষ্ণাসু রুশৎ রোহিনীষু (ইন্দ্র), ১।৬২।৯

(ঘ)। সোম, ইন্দ্র, মরুদ্গণ, বিষ্ণু, অগ্নি, সূর্য্য—ইঁহারা প্রত্যেকেই বৃত্রকে বধ করিয়াছেন—

ত্বং সোমাসি সৎপতিঃ

ত্বং রাজা উত বৃত্রহা (সোম), ১।৯১।৫

ত্বমহিনাম্নাং হন্তা (সোম), ৯।৮৮।৪

হন্তাবৃত্রাণামসি সোম! ৯।৮৮।৪

বিভর্ত্তি চারু ইন্দ্রস্থনাম যেন বিশ্বানি বৃত্রাজঘান (সোম) ৯।১০৯।১৪

বয়ং তে অস্যবৃত্রহন্! (সোম) ৯।৯৮।৫

স বৃত্রহা সনয়ো বিশ্ববেদাঃ (অগ্নি) ৩।২০।৪

বৃত্রহনং পুরন্দরম্ (অগ্নি) ৬।১৬।১৪

অগ্নিং......বৃত্রহন্তমম(অগ্নি) ৬।১৬।৪৮

যংপূরবো বৃত্রহণং সচন্তে (অগ্নি) ১।৫৯

বৃত্রহণা উভে স্তঃ (ইন্দ্রাগ্নী) ।১।১০৮।৩

ঘ্নতো বৃত্রাণি (ইন্দ্রবায়ু) ।৭।৯২।৪

অমিত্রহা বৃত্রহা (সূর্য্য) ১০।১৭০।২

সখে বিষ্ণো!...হনাব বৃত্রম্ (বিষ্ণু) ৮।১০০।১২

বৃত্রাণি জিঘ্নসে পুরন্দর! (ইন্দ্র)

স···বৃত্রহা (ইন্দ্র) ৩।৩১।১১,২১

হন্তা বৃত্রমিন্দ্র (ইন্দ্র) ৭।২০।২

ত্বেনাহি বৃত্রং শবসা জঘন্থ (ইন্দ্র) ৭।২১।৬; ৮।৯৩।১৬

বাহ্বোজসা অহিঞ্চ বৃত্রহাবধীৎ (ইন্দ্র) ৭।৯৩।২,৪,৩২

ঘ্নন্ বৃত্রাণি (বৃহস্পতি), ৬।৭৩।১,২। বৃহস্পতিং বৃত্র-খাদম্ ১০।৬৫।১০।

মরুতো বৃত্রহং শবঃ (মরুৎ), ৬।৪৮।২১।

(ঙ) প্রিয় পাঠক! আর একটী বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। ইন্দ্র, সোমাদি প্রত্যেক দেবতাই পাপনাশক, কল্যাণকারী এবং প্রত্যেক দেবতারই 'ঔষধ' (ভেষজ)আছে—সর্ব্বত্র ইহা বলা হইয়াছে। এই ঔষধ মনুষ্যদিগের দুঃখ, তাপ, পাপাদি রোগের ঔষধ মাত্র। জড়পদার্থ কখনই পাপনাশ করিতে পারে না। সুতরাং বৈদিক ঋষিগণ, দেবতা বলিতে, তন্মধ্যগত চেতনসত্তা বা কারণ-সত্তাকেই বুঝিতেন। যাহাহউক, আমরা এই সম্বন্ধে কয়েকটী স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

নয়াতীন্দ্রো বিশ্বস্য দুরিতস্য পারম্ (ইন্দ্র) ১০।১৬৩।৩।
বিশ্ব দুরিতা তরেম (বরুণ) ৮।৮২ ৩
অচ্ছিদ্রং শর্ম্মভুবনস্য গোপাঃ! (মিত্র ও বরুণ), ৫।৬২।৯।
বিশ্বানি দেব সবিত দুরিতানি পরাসুব (সবিতা), ৫।৮২।৫
পর্জ্জন্য...হংসি দুরিতঃ (পর্জ্জন্য), ৫।৮৩।৯
স নঃ পর্জ্জন্য! মহি শর্ম্ম যচ্ছ—৮।৮৩।৫
বিশ্বানি অগ্নে দুরিতানি পর্ষি (অগ্নি) ৫।৩।১১
পূষা নঃ পাতু দুরিতাৎ (পূষা) ৬ ৭৫।১০
বিশ্বা...দুরিতাপ দেবী (উষা) ৭।৭৮।২
নয়স্তি দুরিতা তিরঃ (ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, অর্য্যমা), ১।৪১।৩
অদিতি...শর্ম্ম যচ্ছতু (অদিতি) ৬।৭৫।১৭
পর্ষি নঃ পারমংহসঃ (রুদ্র), ২।৩৩।৩
তিরশ্চিদংহঃ সুপথা নয়ন্তি (মিত্রবরুণ), ৭।৬০.৬
ঋজু মর্ত্তেষু বৃজিনা চ পশ্যন্ (সূর্য্য), ৭।৬০।২

সকল দেবতাই পাপনাশক ও মঙ্গলকারক—

যদাবি র্যদপাচ্যং (গূঢ়ং) দেবাসো! অস্তি দুষ্কৃতং…আরে দধাতন (দেবাঃ), ৮।৪৭।১৩

বিশ্বস্মান্নো অংহসো নিষ্পিপর্ত্তন (বিশ্বেদেবাঃ), ১।১০৬।১

অভয়ং শর্ম্ম যচ্ছত; অতি বিশ্বানি দুরিতা, ১০।৬৩।৭ ও ১৩।

অন্তঃপশ্যন্তি বৃজিনোত সাধু, ২।২৭।৩ ঋজু মর্ত্ত্যেষু বৃজিনা চ পশ্যন্ ৬।৫১।২

সকল দেবতাই যে মনুষ্যের হৃদয়ের নিভৃত-দেশে পাপদর্শন করিয়া থাকেন, তাহাই বলা হইয়াছে। জড় পদার্থকে কি এ প্রকার কথা বলা সম্ভব হয়?

দেবতারা যে মঙ্গলময় ঔষধ ধারণ করেন, তাহাও শুনুন্—

সোমারুদ্রা যুবমেতানি অস্মে, বিশ্বা তনূষু ভেষজানি ধত্তং (সোম-রুদ্র) ৬।৭৪।৩

সহস্রং তে ভেষজা (রুদ্র) ৭।৪৬।৩

হস্তে বিভ্রৎ ভেষজা বার্য্যাণি (রুদ্র,) ১।১১৪।৫

যা বো ভেষজা মরুতঃ! শুচীনি (মরুৎ,) ২।৩৩।১৩

ত্রির্নো অশ্বিনা! দিব্যানি ভেষজা,

ত্রিঃ পার্থিবানি, ত্রিরু দত্ত অদ্ভ্যঃ (অশ্বিদ্বয়), ১।৩৪।৬; ৮।৯।১৮

পর্জ্জন্যো ন ওষধিভি র্ময়োভুঃ (পর্জ্জন্য), ৬।৫২।৬

সকল দেবতাই জগতের ভেষজ বা মঙ্গল স্বরূপ—

যূয়ং হি ষ্ঠা ভিষজো মাতৃতমাঃ

বিশ্বস্য স্থাতুর্জগতো জনিত্রীঃ, (বিশ্বেদেবাঃ), ৬।৫০।৭

. (চ) ইন্দ্রসোমাদি দেবতাবর্গ প্রত্যেকেই 'ত্রিধাতু' এবং সকলেই 'ত্রিধাতু মঙ্গল' প্রদান করিয়া থাকেন। আমাদের বোধ হয় যে, কার্য্য, কারণ এবং কার্য্য-কারণাবস্থার অতীত অবস্থা, —এই তিন অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই 'ত্রিধাতু' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। *

ত্রিবিষ্টি ধাতু প্রতিমান মোজসঃ (ইন্দ্র), ১।১০২।৮ ; ৬।৪৬।৯
অর্ক স্ত্রিধাতুঃ রজসো বিমানঃ (অগ্নি), ৩।২৬।৭
অগ্নি স্ত্রীণি ধাতুনি আ ক্ষেত (অগ্নি), ৮।৩৯।৯ ; ৭।৭২।৯ ; ৮।১০২।১৪
ত্রিধাতুনা শর্ম্মণা পাতম্ (ইন্দ্রাগ্নী), ৮।৪০।১২
যাবঃ শর্ম্ম শশমানায় সন্তি ত্রিধাতূনি (মরুৎ), ১।৮৫।১২
স ত্রিধাতু শরণং শর্ম্ম যংসৎ (পর্জন্য), ৭।১০১।২
ত্রিধাতূ রায় আসুবা বসূনি (সবিতা) ৩।৫৬।৬,৭।
সবিতা শর্ম্ম যচ্ছতু অস্মে ক্ষয়ায় ত্রিবরূথমংহসঃ (সবিতা), ৪।৫৩।৬
ত্রিধাতু শর্ম্ম বহতং শুভস্পতী (অশ্বিদ্বয়), ১।৩৪।৬
ত্রিবরূথং শর্ম্ম যংসৎ (বরুণ), ৮।৪২।২
য উ ত্রিধাতু (বিষ্ণু) ১।১৫৪।৪

---

* সায়ন ৯।৮৬।৪৬ ঋকে 'ধাতু' শব্দের অর্থ—'উপাদান' (Material) করিয়াছেন। সে অর্থ গ্রহণ করিলে, 'ত্রিধাতু' শব্দের অর্থ—তিন উপাদানে প্রস্তুতও হইতে পারে। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিনটী উপাদান দ্বারা প্রত্যেক দেবতা নির্ম্মিত, এই অর্থও করা যাইতে পারে। ঋগ্বেদে প্রত্যেক দেবতারই বিশেষণ স্বরূপে 'ত্রিধাতু' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বোধ হয় সাংখ্যদর্শনের ত্রিগুণ এই 'ত্রিধাতু' হইতেই গৃহীত।

পরি ত্রিধাতু ভুবনানি অর্শতি (সোম), ৯।৮৬।৪৬

অয়ং ত্রিধাতু...বিন্দদমৃতং নিগূঢ়ম্ (সোম), ৬।৪৪।২৪

সকল দেবতাই ত্রিধাতু মঙ্গল দিতে পারেন—

ত্রিধাতু যদ্বরূথ্যং তদস্মাসু বিযন্তন (আদিত্যগণ) ৮।৪৭।১০

ত্রিধাতবঃ পরমাঃ (বিশ্বেদেবাঃ) ৫।৪৭।৪

শন্নো যংসৎ ত্রিবরূথমংহসঃ (বিশ্বেদেবাঃ) ১০।৬৬।৫

(ছ) সকল দেবতাকেই 'প্রথম' এবং 'বিশ্বরূপ' বলা হইয়াছে, আমরা পাঠকবর্গকে তাহাও দেখাইব। ইন্দ্রও যেমন দেবতাদিগের মধ্যে প্রথম, সোমও তদ্রূপ প্রথম। অন্যান্য দেবতা সম্বন্ধেও তদ্রূপ। ইন্দ্রও যেমন বিশ্বরূপ, সোমও বিশ্বরূপ, সকল দেবতাই বিশ্বরূপ। বিশ্বরূপ শব্দের অর্থ এই যে, সকল দেবতাই সকলরূপ ধরিতে সমর্থ। কোন একটী দেবতার যে একটী মাত্র নির্দ্দিষ্টরূপ আছে, তাহা নহে*।

ত্বাং দেবেষু প্রথমম্ (অগ্নি), ১।১০২।৯

ত্বামগ্নে! প্রথমং...দেবম্ (অগ্নি), ৪।১১।৫

উষঃ! সুনৃতে! প্রথমা (উষা), ১।১২৩।৫

উষঃ! সুজাতে! প্রথমা (উষা), ৭।৭৬।৬

ত্বাং দেবেষু প্রথমং হবামহে (ইন্দ্র), ১।১০২।৯

---

* ঋগ্বেদে প্রত্যেক দেবতাকেই 'বিশ্বরূপ' বলিয়া নির্দ্দেশ করায়, আধুনিক বিজ্ঞানের Transformation of Energy'র তত্ত্বই কি পাওয়া যাইতেছে না? প্রত্যেক দেবতাই অপর দেবতার আকারে বা রূপে পরিণত হইতে পারেন। 'বিশ্বরূপ' শব্দের ইহাই ত সুসঙ্গত তাৎপর্য্য।

গোপা...যাতি প্রথমঃ (ইন্দ্র) ৫।৩১।১
ঋষিহি পূর্ব্বজা অসি (ইন্দ্র), ৮।৬।৪১
যো অদ্রিভিৎ প্রথমজা ঋতাবা (বৃহস্পতি), ৬।৭৩।১
বৃহস্পতিঃ প্রথমং জায়মানঃ (বৃহস্পতি) ৪।৫০।৪
বিভু প্রভু প্রথমম্ (বৃহস্পতি), ২।২৪।১০
স সত্বভিঃ প্রথমঃ (বৃহস্পতি), ২।২৫।৪
অপাং সখা প্রথমজা ঋতাবা (বায়ু), ১০।১৬৮।৪
প্রথমা (প্রথমৌ)—অশ্বিদ্বয়, ২।৩৯।৩

দেবতারা সকলেই বিশ্বরূপ—

মহত্তদ্বৃষ্ণো অসুরস্ত নামা,
বিশ্বরূপো অমৃতানি তস্থৌ (ইন্দ্র) ৩।৩৮।৪।

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব (ইন্দ্র), ৬।৪৭।১৮
পুরুধ-প্রতীকঃ (ইন্দ্র), ৩।৪৮।৩
বৃহৎকেতু পুরুরূপম্ (অগ্নি), ৫।৮।২,৫
পরিজ্মনা বিষুরূপঃ (অগ্নি), ৫।১৫।৪
বি ত্বাং নরঃ পুরুত্রা সপর্য্যন্ (অগ্নি), ১।৭০।৫
স কবিঃ কাব্যা পুরুরূপং...পুষ্যতি (বরুণ), ৮।৪১।৫
বিশ্বারূপা প্রতিচক্ষাণো অস্য (সোম), ৯।৮৫।১২ ; ৬।৪১।৩।
বিশ্বারূপাণি প্রতিমুঞ্চতে কবিঃ (সবিতা), ৫।৮১।২
দেবত্বষ্টা সবিতা বিশ্বরূপঃ (সবিতা), ৩।৫৫।১৯

পুরুরূপ উগ্রঃ (রুদ্র), ২।৩৩।৯ }
বিভর্ষি...বিশ্বরূপম্, ২।৩৩।১০ }

বিশ্বরূপং...বৃহস্পতিম্, ১০।৬৭।১০

এইরূপে আমরা বহু স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারি যে, ঋগ্বেদের দেবতাবর্গের কার্য্য-ভেদ কথার কথা মাত্র; সকল দেবতাই সকল কার্য্য করিতে সমর্থ। সুতরাং দেবতাবর্গের কার্য্য-গত কোন ভেদ নাই!

২। দেবতাবর্গের নামের কোন ভিন্নতা নাই।

(২) দেবতাবর্গের কেবল যে কার্য্য-গত ভেদ নাই তাহা নহে, কিন্তু উঁহাদের নাম-গত ভেদও কথার কথা মাত্র। এখন আমরা তাহাই প্রদর্শন করিব। বৈদিক ঋষি এক দেবতাকে অন্য দেবতার নাম দিয়া সম্বোধন করিতেন। তাঁহারা জানিতেন যে, দেবতাবর্গ যেমন কার্য্যতঃ ভিন্ন নহে; ইঁহারা নামতঃ ও ভিন্ন নহে!

প্রসিদ্ধ বৈদিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় যাস্কের উক্তি অনুসরণ করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে—উষোদয়ের পরই অরুণোদয় কাল। অরুণোদয়ের পরই যখন সূর্য্যের প্রকাশ কিছু তীব্র হইয়া উঠে, তাহার নাম 'ভগ'। ভগোদয়ের পরকালবর্ত্তী সূর্য্যের নাম 'পূষা'। পূষার পর হইতে অর্কোদয় পর্য্যন্ত—'অর্য্যমা'। এই পর্য্যন্ত পূর্ব্বাহ্ণ শেষ হয়। মধ্যাহ্ণ কালের সূর্য্যের নাম—'বিষ্ণু'। তাহা হইলেই এক সূর্য্যই—ভগ, অর্য্যমা, পূষা, বিষ্ণু ও সবিতা * নামে ঋগ্বেদে উল্লিখিত। উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত সাধারণ নাম—'সূর্য্য'। এই জন্যই ঋগ্বেদে কখন সূর্য্যকে ভগ-নামে, কখন সূর্য্যকে

* নিরুক্তকার যাস্কও এই তত্ত্বেরই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সবিতা নামে, কখনও বা পূষা নামে সম্বোধন করা হইয়াছে। আবার একই বস্তু আকাশে সূর্য্য, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ, ভূলোকে অগ্নি,—এই তিনভাবে বিকাশিত। সুতরাং অগ্নিকেও সূর্য্য নামে সম্বোধন করা হইয়াছে। আবার 'রুদ্র'কেও অগ্নিরই নামান্তর বলিয়া বলা হইয়াছে। আবার এমন কথাও ঋগ্বেদে আছে যে,—"ইন্দ্র সকল দেবতার প্রতিনিধি। ইন্দ্রই স্বয়ং—সূর্য্য, নক্ষত্র, চন্দ্র ও অগ্নিরূপে ক্রিয়া করিয়া থাকেন"*। সুতরাং অগ্নি বা সূর্য্যকে 'ইন্দ্র' নামেও সম্বোধন করা হইয়াছে। অগ্নিকে—বল হইতে জাত, বলের পুত্র বলিয়া অনেক স্থলে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। মরুদ্গণকেও 'রুদ্রের' পুত্র বলা হইয়াছে। সুতরাং অগ্নি ও মরুৎ—একই বস্তু বা একই বস্তুর দুই প্রকার বিকাশ, ইহাই দাঁড়াইতেছে। এই সকল কারণেই দেবতাদের নামের ভিন্নতা প্রকৃত ভিন্নতা নহে। পাঠক নিম্নোদ্ধৃত অংশগুলি হইতে দেখিতে পাইবেন যে, দেবতারা নামতঃ ভিন্ন নহেন।

ইন্দ্রকে—'সূর্য্য' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে—

উৎ—অস্তারমেষি সূর্য্য! ৮।৯৩।১ ; ৮।৫২।৭

হে ইন্দ্র! হে সূর্য্য! যজমানের চতুর্দ্দিকে উদিত হও।

যদদ্য কচ্চ বৃত্রহন্নুদগা অভি সূর্য্য!, ৮।৯৩।৪;৩।৩৩।৬

* যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং চরন্তং পরিতস্থুষঃ। রোচন্তে রোচনা দিবি ১।৬।১॥ সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু ও নক্ষত্রগণ ইন্দ্রেরই ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিবিশেষ। এই সূক্তের তৃতীয় মন্ত্রেও ইন্দ্রকে সূর্য্যরূপে বর্ণন করা হইয়াছে।

হে বৃত্রহা ইন্দ্র সূর্য্য! অদ্য যৎকিঞ্চিৎ পদার্থের অভিমুখে উদিত হইয়াছ!

যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং চরন্তং পরিতস্থুষঃ।
রোচন্তে রোচনা দিবি ॥১।৬।১

চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তী জীব সকল, ইন্দ্রের সহিত সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু ও নক্ষত্রগণের সম্বন্ধ স্থাপন করে। অর্থাৎ সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু ও নক্ষত্রগণ যে ইন্দ্রেরই মূর্ত্ত্যন্তর মাত্র,—ইহা জীবগণ বুঝিতে পারে।

অগ্নিকে—ইন্দ্র, বিষ্ণু, ব্রহ্মণস্পতি, বরুণ, মিত্র, অর্য্যমা, রুদ্র, পূষা, সবিতা প্রভৃতি নামে নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্র-গুলিতে সম্বোধন করা হইয়াছে:—

ত্বমগ্ন! ইন্দ্রো বৃষভঃ সতামসি.
ত্বং বিষ্ণু রুরুগায়ো নমস্যঃ।
ত্বং ব্রহ্মা রয়িবিৎ ব্রহ্মণস্পতে!
ত্বং বিধর্ত্তঃ সচসে পুরন্ধ্যা ॥২।১৩
ত্বমগ্নে! রাজা বরুণো ধৃতব্রতঃ,
ত্বং মিত্রো ভবসি দস্ম ঈড্যঃ।
ত্বমর্য্যমা সৎপতি র্যস্য সংভুজং
ত্বমংশো বিদথে দেব! ভাজয়ুঃ ॥২॥১।৪ ॥ *

* পঞ্চম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তে ও আমরা এইরূপ উক্তি দেখিতে পাই। সে সূক্তেও অগ্নিকে নানা দেবতার নানা নামে আহ্বান করা হইয়াছে। "ত্বমগ্নে বরুণোজায়সে, যত্বং মিত্রোভবসি"—ইত্যাদি।

ত্বমগ্নে! রুদ্রো অসুরো মহোদিবঃ
ত্বং শর্ধোমারুতং পৃক্ষ ঈশিষে।
ত্বং পূষা ... ... ॥২।১।৬
ত্বং দেবঃ সবিতা ত্বং ভগঃ ॥২।১।৭
অন্তরিচ্ছন্তি তং জনে রুদ্রং পরো মনীষয়া ॥৮।৭২।৩

হে অগ্নি! তুমিই ধার্ম্মিকগণের অভিস্টবর্ষণকারী 'ইন্দ্র'। তুমিই বহুলোককর্ত্তৃক গীত ও নমস্য 'বিষ্ণু'। সকল ধনের অভিজ্ঞ 'ব্রহ্মা' ও 'ব্রহ্মণস্পতি' নামক দেবতা—তুমি-ই। তুমিই সকলের বিধাতা এবং তুমিই সকলের বুদ্ধির সহিত অবস্থান করিয়া থাক।

হে অগ্নি! তুমিই ব্রতধারী 'বরুণ'। তুমি শত্রু-বিনাশক ও নমস্কারার্হ; তুমিই 'মিত্র'। তুমিই ধার্ম্মিকগণের রক্ষাকর্ত্তা 'অর্য্যমা'। তুমিই 'অংশ'। হে দেব! যজ্ঞে ফল দান কর।

হে অগ্নি! এই মহান্ আকাশে মহাবলবান্ (অসুর) 'রুদ্র' তুমিই। তুমিই—'মরুৎ সম্বন্ধীয় বল'। তুমিই—'পূষা'। তুমি অন্ন-ধনাদির ঈশ্বর। তুমিই 'সবিতা' এবং তুমিই 'ভগ'। সেই 'রুদ্র' অগ্নিকে লোকে হৃদয়-মধ্যে বুদ্ধি দ্বারা ইচ্ছা করিয়া থাকেন। ইন্দ্রকে—'চন্দ্র' নামে ডাকা হইয়াছে—

চন্দ্রং রয়িং···চন্দ্রং চন্দ্রাভির্গৃণতে যুবস্ব ॥৬।৬।৭

হে অগ্নি! তুমি চন্দ্রনামে খ্যাত। আমরা আনন্দদায়ক স্তোত্র দ্বারা ডাকিতেছি। আমাদিগকে আনন্দপ্রদ ধন দাও।

ইন্দ্র যে বহুনাম ধারণ করেন, তাহাও বলা হইয়াছে—

পুরুনাম! পুরুষ্টুত! ৮।৯৩।১৭

মহস্তে বৃষ্ণো রস্বরস্থ নাম ॥৩।৩৮।৪

অগ্নিও যে বহুনাম ধারণ করেন, তাহাও আছে—

ভূরিনাম বন্দমানো দধাতি ॥৫।৩।১০

মর্ত্তা অমর্ত্ত্যস্য তে ভূরিনাম মনামহে ॥৮।১১।৫

অগ্নে! ভূরীণি ··তব ··অমৃতস্য নাম ॥৩।২০।৩

অগ্নিকে—মিত্র ও বরুণ নামেও নির্দ্দেশ করা হইয়াছেঃ—

মিত্রো অগ্নির্ভবতি যৎসমিদ্ধো

মিত্রো হোতা বরুণো জাতবেদাঃ ॥৩।৫।৪

অগ্নি যখন সমিদ্ধ—উজ্জ্বল—হইয়া উঠেন, তখন তাঁহাকে 'মিত্র' বলা যায়। তিনিই হোতা এবং সর্ব্বভূতজ্ঞ 'বরুণ'। ৪।১।১৮ মন্ত্রেও মিত্র ও বরুণ বলিয়া অগ্নিকে সম্বোধন করা হইয়াছে।

অগ্নিকে 'অদিতি' নামেও সম্বোধন দৃষ্ট হয়—

ত্বমদিতে! সর্ব্বতাতা ॥১।৯৪।১৫

অগ্নিকে 'বিষ্ণু' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—

বিষ্ণুর্গোপা···অগ্নিষ্টা বিশ্বাভুবনানি বেদ ॥৩।৫৫।১০

সকলের রক্ষক বিষ্ণু অগ্নি—সমগ্র ভুবনকে জানেন। ইন্দ্রকে ও অগ্নিকে—'যম' বলিয়াও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—

যমো হ জাতো যমো জনিত্বম্ ॥১।৬৬।৪

যাহা কিছু জন্মিয়াছে ও জন্মিতেছে,—সকলই 'যম'। হে অগ্নি! তুমিই—সেই যম। যমস্থ জাতমমৃতং যজামহে ॥১।৮৩।৫

১০।৫১।১ মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, "অগ্নির যে নানাস্থানে বহুবিধ শরীর আছে, একটী মাত্র দেবতা তাহা জানেন—

বিশ্বা অপশ্যৎ বহুধা তে অগ্নে! জাতবেদঃ! তন্বো দেব একঃ।

সোমকে—ইন্দ্রনামে, সবিতানামে ও অগ্নি নামে সম্বোধন করা হইয়াছে—

বিভর্ত্তি চার্ব্বিন্দ্রস্য নাম যেন বিশ্বানি বৃত্রা জঘান ॥৯।১০৯।১৪
ত্রিভিষ্ট্বং দেব! 'সবিতঃ' বর্ষিষ্ঠৈঃ সোম! ধামভিঃ।
'অগ্নে' দক্ষৈঃ পুণীহি নঃ ॥৯।৬৭।২৬
আত্মা ইন্দ্রস্য ভবসি ॥৯।৮৫।৩

আবার, সোম—'বরুণ' নামেও অভিহিত হইয়াছেন—

রাজ্ঞোনুতে বরুণস্য ব্রতানি।
বৃহদ্গভীরং তব সোম! ধাম ॥১।৯১।৩; ৯।৮৮।৮

হে সোম! তুমিই রাজা বরুণ। সুতরাং বরুণের কার্য্যগুলি তোমারই। তোমার ধাম বা স্থান (কারণ-সত্তা) বৃহৎ এবং গভীর।

সোম—অবিকল সূর্য্যরূপে বর্ণিত হইয়াছেন—

ঊর্দ্ধো গন্ধর্ব্বো অধিনাকে অস্থাৎ
বিশ্বা রূপা প্রতিচক্ষাণো অস্য।
ভানুঃ শুক্রেণ শোচিষা ব্যদ্যোৎ
প্রারূরুচৎ রোদসী মাতরা শুচিঃ ॥৯।৮৫।১২

সোমই আকাশের ঊর্দ্ধে সূর্য্যরূপে অবস্থিত থাকিয়া, জনক-জননী-তুল্য দ্যুলোক ও ভূলোককে শুদ্ধ পবিত্র কিরণ দ্বারা

জ্যোতির্ম্ময় করিয়াছিলেন। এইরূপ কার্য্যদ্বারা সোমের বহু-রূপত্বই প্রকাশিত হইয়াছে।

অসি 'ভগো'...অসি 'মঘবা' মঘবদ্ভ্যইন্দো! ॥৯।৯৮।৫৪

এ স্থলে সোমকে 'ভগ' এবং 'ইন্দ্র' নামে আহ্বান করা হইয়াছে।

অয়ং 'পূষা' 'রয়ি' 'র্ভগঃ' সোমঃ পুনানঃ অর্ষতি ॥৯।১০১।৭

পূষা, রয়ি, ভগনামে—এ স্থলে সোম নির্দ্দেশিত হইয়াছেন।

অন্যত্র এ প্রকার কথাও দেখা যায় যে, 'সকল দেবতার নাম-সংবলিত স্তুতি দ্বারা সোমকে ডাকা হইল'—

উতো রূপস্ত ধীতয়ো দেবানাং নাম বিভ্রতীঃ ॥৯।৯৯।৪

সবিতাকে—'সূর্য্য,' 'পূষা,' মিত্র,'চন্দ্র' এবং 'বরুণ' ও 'পাবক' (অগ্নি) নামে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

উত সূর্য্যাস্ত রশ্মিভিঃ সমুচ্যসি।
উত রাত্রী মুভয়তঃ পরীয়সে।
উত মিত্রো ভবসি দেব! ধর্ম্মভিঃ ॥৫।৮১।৪
উত পূষা ভবসি দেব যামভিঃ ॥৫ ৮১।৫
যেনা পাবক! চক্ষসা ভূরণ্যন্তং জনানমু
ত্বং বরুণ! পশ্যসি ॥১।৫০।৬

হে সবিতা! তুমি সূর্য্যের রশ্মির দ্বারা সঙ্গত হইয়া থাক *।

---

* সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বের নাম 'সবিতা'। উদয় হইতে অস্তগমন পর্য্যন্ত সাধারণ নাম 'সূর্য্য'—সায়ন।

তুমি উভয় পার্শ্বের রাত্রির মধ্য দিয়াও গমন করিয়া থাক (চন্দ্র)। তোমার কার্য্যদ্বারা তোমাকে 'মিত্র' ও বলা যায়।

হে সবিতা! দিবসে তোমাকে পূষা বলা যায়।

হে বরুণ! হে আদিত্য! তুমি প্রাণীগণের পোষণকারীরূপে এই জগৎকে দৃষ্টি কর;

রুদ্রের নাম কপর্দ্দী এবং ঈশান; পূষার নাম ও তাহাই—

কপর্দ্দিন মীশানম্ * ॥ ৬।৫৫।২

অশ্বিদ্বয়কে 'পূষা' নামে সম্বোধন করা হইয়াছে যথা—

শ্রিয়ে পূষন্! দেবা নাসত্যা!—১।১৮৪।৩

আবার, দেবতাগণের সকলেরই যে অসংখ্য বহু নাম আছে, তাহাও ঋগ্বেদ আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন—

বিশ্বানি বো নমস্যানি বন্দ্যা

নামানি দেবা! উত যজ্ঞিয়ানি বঃ॥ ১০।৬৩।২

হে দেবগণ! তোমাদের সকলেরই নমস্কারার্হ ও বন্দনীয় অনেক নাম আছে। তোমাদের যজ্ঞীয় নামও অনেক আছে।

এতদ্ব্যতীত, সকল দেবতারই যে অপর একটী পরমগুহ্য নাম আছে, আমরা তাহা ও ঋগ্বেদে দেখিতে পাই। কেন একথা বলা হইয়াছে? কার্য্যবর্গের মধ্যে গূঢ়ভাবে অবস্থিত কারণ-সত্তাই, এই কথার লক্ষ্য।

দেবো দেবানাং গুহ্যানি নাম আবিষ্কৃণোতি॥ ৯।৯৫।২

---

* রুদ্রকে ১।১১৪ সূক্তের ১ এবং ৫ মন্ত্রে 'কপর্দ্দী' বলা হইয়াছে।

দেবতাদিগের যে পরম গোপনীয় এক একটী নাম আছে, সোমদেবই তাহা আবিষ্কার করেন। অন্যত্র ও আমরা প্রাপ্ত হই যে, অগ্নির একটী পরম গুহ্য নাম আছে—

বিদ্মাতে নাম পরমংগুহা যৎ
বিদ্মা তমুৎসংযত আজগন্থ ॥১০।৪৫।২

হে অগ্নি! আমরা তোমার পরম গোপনীয় নামটী জানিতে পারিয়াছি এবং তুমি যে উৎস হইতে আসিয়াছ, সেই উৎসটীকে ও জানিতে পারিয়াছি।

পাঠকবর্গ! এই 'উৎস'টী কি কারণ-সত্তা নহে?

৩। দেবতাবর্গের মূলসত্তারও কোন ভিন্নতা নাই।

১৬। আমরা এই সকল আলোচনা হইতে দেখিতে পাইতেছি যে, দেবতাদিগের কার্য্যের স্বতন্ত্রতা এবং নামের স্বতন্ত্রতা ঋগ্বেদ স্বীকার করেন নাই। একই সত্তা বিবিধ নামে, বিবিধ কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন, এই তত্ত্বই অনিবার্য্যরূপে আসিয়া পড়িতেছে। যদি দেবতাবর্গ স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্র জড়বস্তুই হয়, তাহা হইলে একের কার্য্য অপরে এবং একের নাম অপরে কখনই আরোপিত হইতে পারিত না। দেবতাদের মূলসত্তা এক বলিয়াই সকল দেবতাই সকল কার্য্য করিতে পারেন এবং সকলেরই নামই সকলে প্রযুক্ত হইতে পারে।

এই প্রকারে সাধক যখন দেবতাবর্গের কার্য্য ও নামের একতা বুঝিতে পারেন; যখন সাধক দেখিতে পান যে, সকল দেবতার নামই সকল দেবতায় প্রযুক্ত হইয়াছে এবং সকল

দেবতার ক্রিয়াই সকল দেবতায় প্রযুক্ত হইয়াছে, তখন এই মহাতত্ত্ব স্বতঃই সাধকের চিত্তে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে যে,দেবতারা 'স্বতন্ত্র' স্বাধীন পদার্থ নহেন ; দেবতাদের মৌলিক সত্তা এক-ই। এই মূলগত একত্বের দিকে তখন চিত্ত আপনিই ধাবিত হয়। এক অবিনাশী সত্তা হইতেই যে,দেবতারা বিকাশিত হইয়াছেন এবং একই মূল-সত্তা যে বিবিধ দেবতার নাম ধারণ ও ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছেন, তাহা সাধক বুঝিতে পারেন।

এই প্রকারে একত্বের ধারণা সাধকের চিত্তে উদিত হয় এবং দেবতাবর্গের স্বতন্ত্রতা-বোধও ক্রমে ক্রমে চলিয়া যায়। চিত্তের এই ক্রমোন্নতি,—উপাসনার এই ক্রম-বিকাশ —ঋগ্বেদে প্রতি পদে লক্ষিত হয়। ক্রমে সর্ব্বত্র অদ্বৈত-বোধ দৃঢ়তা লাভ করে। এই প্রকার উন্নতি চিত্তে উপস্থিত হইলে, তখন প্রকৃত জ্ঞান-কাণ্ডে আরোহণ হয়। তখন আর ইন্দ্র, বায়ু, সূর্য্য, বরুণ— প্রভৃতিকে স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া অনুভব থাকে না। সকল দেবতাই তখন এক হইয়া দাঁড়ান। ইহাই সাধনার উচ্চাবস্থা। ঋগ্বেদে এই ভাবের প্রচুর সূক্ত আছে যাহা কেবলমাত্র এক, অদ্বিতীয় ব্রহ্মেই ব্যবহার করা যাইতে পারে। ক্রমে আমরা একথা দেখাইব।

দেবতাবর্গের অপরিমিতত্ব ও সর্ব্বব্যাপিত্ব।

(৩) দেবতাবর্গের কার্য্যের ভিন্নতা এবং নামের ভিন্নতা যতই চলিয়া যাইতে থাকে, ততই দেবতারা যে সসীম, পরিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র কোন পদার্থ নহে ;—এই ধারণা দৃঢ়ীভূত হয়। দেবতাদিগকে

অসীম, অপরিচ্ছিন্ন, অপরিমিত বলিয়া ধারণা জন্মে। পাঠক নিম্নোদ্ধৃত সূক্তগুলিতে প্রত্যেক দেবতার অপরিচ্ছিন্নতার তত্ত্ব দেখিতে পাইবেন।

ইন্দ্রের অপরিমিতত্ব ও সর্ব্বব্যাপকত্ব সম্বন্ধে--

প্র মাত্রাভিঃ রিরিচে রোচমানঃ, প্রদেবেভি র্বিশ্বতোঽপ্রতীতঃ।
প্র মজ্মনা দিব ইন্দ্র! পৃথিব্যাঃ,প্র উরোর্মহো অন্তরীক্ষাৎ ঋজীষী।
॥৩।৪৬।৩

প্র অক্তুভ্য ইন্দ্রঃ প্রবৃধো অহভ্যঃ, প্রান্তরীক্ষাৎ
প্র সমুদ্রস্য ধাসেঃ।
প্র বাতস্য প্রথসঃ প্রজ্মো অন্তাৎ, প্র সিন্ধুভ্যো রিরিচে
প্রক্ষিতিভ্যঃ॥ ১০।৮৯।১১

প্র হি রিরিক্ষ ওজসা দিবো অন্তেভ্যঃ পরি।
ন ত্বা বিব্যাচ রজ ইন্দ্র!॥ ৮।৮৮।৫

ন যস্য দেবা দেবতা ন মর্ত্ত্যা আপশ্চ ন শবসো অন্তমাপুঃ।
স প্ররিক্বা ত্বক্ষসা ক্ষ্মো দিবশ্চ, মরুত্বান্ নো ভবতু
ইন্দ্র ঊতী॥ ১।১০০।১০

ন যস্য দ্যাবা-পৃথিবী অনুব্যচো ন সিন্ধবো রজসো
অন্তমানশুঃ॥ ১।৫২।১৪

অস্যেদেব প্র রিরিচে মহিত্বং দিবস্পৃথিব্যাঃ পর্য্যন্ত-
রীক্ষাৎ॥ ১।৬১।৯

প্রত্যক্ষাণো অতিবিশ্বা সহাংসি, অপারেণ মহতা
বৃষ্ণ্যেণ॥ ১০।৪৪।১

ন প্রতিমানমস্তি (৬।১৮।১২); অমাত্রংত্বাম্ (১।১০২।৭); পরোমাত্রম্ (৮।৬৮।৬); অমিতক্রতুঃ (১।১০২।৬)

ন ত্বাবান্ অন্যো দিব্যো ন পার্থিবো ন জাতো ন জনি-
ষ্যতে ॥ ৭।৩২।২৩ ; ৬।৩০।৪

যদ্বাসি রোচনে দিবঃ সমুদ্রস্যাধিবিষ্টপি,
যৎপার্থিবে সদনে বৃত্রহন্তম ! যদন্তরীক্ষ আগহি ॥
৮।৯৭।৫ ; ৮।৬৫।২

ন রোদসী মহিমানং মমাতে (৩।৩২।৭) ॥
ত্বংনঃ পশ্চাদ ধরাদুত্তরাৎপুরঃ, ইন্দ্র ! নিপাহি
বিশ্বতঃ ॥ ৮।৬১।১৬

স নো রক্ষিষৎ চরমং স মধ্যমং স পশ্চাৎ পাতু
নঃ পুরঃ ॥ ৮।৬১।১৫

অদ্যাদ্যা শ্বঃ শ্ব ইন্দ্র ! ত্রাস্ব পরে চনঃ।
বিশ্বা চ নো জরিতৄণ্ সৎপতে ! অহা দিবা নক্তঞ্চ রক্ষিষঃ
৮।৬১।১৭

বিশং বিশংমঘবা পর্য্যশায়ত (১০।৪৩।৬)।
আ পপ্রাথ···বিশ্বা···শবসা (৮।৭০।৬)।

যত কিছু পরিমিত বস্তু আছে, দ্যুতিমান্ ইন্দ্র তৎসমস্ত হইতে অতিরিক্ত। তিনি সকলেরই অপ্রতীত,—অর্থাৎ কেহই তাঁহার ইয়ত্তা করিতে পারে না। ইন্দ্র, সকল দেবতা হইতে অতিরিক্ত। তিনি আপন বল দ্বারা পৃথিবী ও আকাশকেও অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছেন। তিনি এই সুমহৎ ও সুবিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষকেও অতিক্রম করিয়া অবস্থিত।

কি রাত্রি, কি দিন ; কি আকাশ, কি জলধারী সমুদ্র ; কি সুবিস্তৃত বায়ু, কি পৃথিবীর প্রান্ত ভাগ ; কি নদী, কি মর্ত্ত্যলোক-

বাসী জীবসকল;—ইন্দ্র সকল হইতেই অতিরিক্ত, সকলকেই অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছেন।

হে ইন্দ্র! তুমি আপন বল দ্বারা আকাশের পর্য্যন্ত-প্রদেশ-কেও অতিক্রম করিয়া অবস্থান করিতেছ। কোন 'লোকই' তোমাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে না।

হে ইন্দ্র! কোন দেবতা, কোন মনুষ্য, কোন ক্রিয়াই—তোমার বলের অন্ত পায় নাই। তুমি আপন সামর্থ্যদ্বারা পৃথিবী এবং আকাশকে প্রকৃষ্টরূপে অতিক্রম করিয়াছ। ঈদৃশ স্পন্দন-শক্তিবিশিষ্ট ইন্দ্র আমাদিগকে রক্ষা করুন্।

দ্যাবা-পৃথিবী—ইন্দ্রের সর্ব্ব-ব্যাপিত্বের অন্ত পায় নাই। নদী-সকলও ইন্দ্রের বলের অন্ত পায় নাই।

ইন্দ্রদেবতার মহত্ত্ব—আকাশ, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী হইতেও অতিরিক্ত।

ইন্দ্র, আপনার অপার ও মহৎ বলের দ্বারা সমস্ত বলশালী বস্তুকে হীনবল করিয়াছেন। ইন্দ্রের বল সকল বিশ্বকে অতি-ক্রম করিয়া রহিয়াছে।

ইন্দ্রের উপমা নাই,—কোন বস্তুই ইন্দ্রের পরিমাণ করিতে পারে না। ইন্দ্র অপরিমিত। ইন্দ্র—সকল পরিমিত বস্তুরই অতীত। ইন্দ্রের ক্রিয়া—পরিমাণ-রহিত।

এই পৃথিবীর বা আকাশের কোন বস্তুই—যাহা জন্মি-য়াছে বা ভবিষ্যতে জন্মিবে—ইন্দ্রের পরিমাণের তুল্য হইতে পারে না।

• হে ইন্দ্র! তুমি যদি আকাশের দীপ্ত স্থানেই থাক বা সমুদ্রের মধ্যেই কোন স্থানে থাক, অথবা পৃথিবীতেই কোথাও থাক, অথবা অন্তরীক্ষে থাক; তুমি যেখানেই থাক, তথা হইতে আইস।

এই রোদসী (আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী শূন্যস্থান) ইন্দ্রের মহিমার পরিমাণ করিতে পারে না।

হে ইন্দ্র! তুমি সম্মুখ হইতে ও পশ্চাৎ হইতে; উত্তর হইতে ও নিম্ন হইতে—সকল দিক্ হইতে আমাদিগকে নিরন্তর রক্ষা কর।

ইন্দ্র আমাদের চরম ও মধ্যম স্থানকে রক্ষা করুন। তিনি আমাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ ভাগ রক্ষা করুন। *

হে ইন্দ্র! অদ্য ও কল্য এবং পরেও আমাদিগকে ত্রাণ কর। দিবা বা রাত্রি,সকল সময়েই তোমার স্তবকারীগণকে রক্ষা কর। *

ইন্দ্র প্রত্যেক মনুষ্যের মধ্যে নিয়ত অবস্থান করিতেছেন।

ইন্দ্র আপন বলদ্বারা এই বিশ্বভুবনকে বিস্তারিত করিয়া রাখিয়াছেন।

অগ্নির অপরিচ্ছিন্নত্ব ও ব্যাপকত্ব সম্বন্ধে—

পরি যো বিশ্বা ভুবনানি পপ্রথে ॥৬।৭।৭

---

* এই দুই শ্লোকে সকল দেশ (space) এবং সকল কাল (time) সম্বন্ধে রক্ষা করিবার প্রার্থনা করা হইয়াছে।

দিবশ্চিৎতে বৃহতো জাতবেদো ! বৈশ্বানর ! প্র রিরিচে মহিত্বম্ ॥ ১।৫৯।৫

স নো মহান্ অনিমানঃ·····পুরুশ্চন্দ্রঃ ॥১।২৭।১১

অনীকমসান মিনৎ জনাসঃ ॥৫।২।১

আপৃণো ভুবনানি রোদসী অগ্নে !

ত্বা বিশ্বা পরিভূরসি ত্মনা ॥৩।৩।১০

আরোদসী অপৃণা জায়মান উত প্ররিকৃথা ॥৩।৬।২

অগ্নে ! যত্তে দিবি বর্চ্চঃ পৃথিব্যাং, যদোষধীষু অপ্সু, আ যজত্র !

যেন অন্তরীক্ষ মুর্ব্বাততন্থ ॥৩।২২।২

যা পর্ব্বতেষু ওষধীষু অপ্সু, যা মানুষেষু অসি তস্য রাজা ॥১।৫৯।৩

অগ্নির্দেবেষু রাজতি অগ্নির্মর্ত্তোষু আবিশন্ ॥৫।২৫।৪

ত্বং নো অগ্নে ! অধরাদুদক্তাৎ, ত্বং পশ্চাদুত রক্ষা পুরস্তাৎ।

পশ্চাৎপুরস্তাদধরাৎ উদক্তাৎ কবিঃ কাব্যেন পরিপাহি রাজন্।

অগ্নে ! মর্ত্তা অমর্ত্ত্য ত্বংনঃ ॥১০।৮৭।২০-২১

ত্বংহি বিশ্বতোমুখো বিশ্বতঃ পরিভূরসি।

বিদ্মা তে অগ্নে ! ত্রেধা ত্রয়াণি, বিদ্মাতে ধাম বিভৃতং পুরুত্রা।

১০।৯১।৬

অগ্নিরজরঃ······বিভুঃ ॥৫।৪।২ ; ৬।১৫।৮ .

জন্মন্ জন্মন্ নিহিতো জাতবেদাঃ (৩।১।১০) ; ক্ষয়ন্নস্মভ্যমসুর (১।২৪।১৪) ;

আ ক্ষেতি বিশ্বো বিশং বিশং (১০।৯১।২) ;

মর্ত্তোষু অমৃতং নিধায়ি (১০।৪৫।৭) ॥

ত্বমগ্নে পুরুরূপো বিশে বিশে (৫।৮।৫)।

ত্বমদিতে ! সর্ব্বতাতা (১।৯৪।১৫) *।

* দশম মণ্ডলের ৫১।৩ মন্ত্রে অগ্নির দশটী স্থানের উল্লেখ আছে—

• অগ্নি সমস্ত ভূতজাতকে সর্ব্বতোভাবে ব্যাপন করিয়া আছেন।

হে বৈশ্বানর অগ্নি! তোমার মহত্ত্ব, এই সুবৃহৎ আকাশকেও অতিক্রম করিয়াছে।

অশেষ আহ্লাদজনক অগ্নি—অতি মহান্ এবং অপরিমিত। কোন ব্যক্তিই অগ্নির রূপকে পরিমাণ করিতে পারে না।

হে অগ্নি! তুমি রোদসী এবং বিশ্বভুবন পরিপূর্ণ করিয়া রহিয়াছ। তুমি আপনার দ্বারা সমস্ত ভূতজাতকে সর্ব্বতোভাবে ব্যাপিয়া রহিয়াছ।

হে অগ্নি! তুমি অভিব্যক্ত হইয়াই দ্যাবা-পৃথিবীকে পূর্ণ করিয়াছ। তুমি আত্মমহিমা দ্বারা অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়াও রহিয়াছ।

হে অগ্নি! তোমার যে তেজ—আকাশে, অন্তরীক্ষে, পৃথিবীতে এবং জলে ও ওষধিবর্গে অবস্থিত রহিয়াছে এবং তুমি যে রূপের দ্বারা (বায়ুরূপে) অন্তরীক্ষকে ব্যাপিয়া রাখিয়াছ—সেই তেজ ও রূপ সমুদ্রের ন্যায় বিস্তীর্ণ।

পর্ব্বতে, ওষধিতে, জলে, ও নরলোকে যে ধন আছে, অগ্নিই তৎসমস্তের রাজা।

অগ্নি দেবতাদিগের মধ্যেও দীপ্তি পাইতেছেন; অগ্নি মর্ত্ত্যলোকেও প্রবিষ্ট রহিয়াছেন।

পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, আকাশ; অগ্নি, বায়ু, আদিত্য; জল, ওষধি, বনস্পতি; এবং প্রাণীদেহ—এই দশটী অগ্নির স্থান।

হে অগ্নি! আমাদিগকে দক্ষিণে, উত্তরে, পূর্ব্বে, পশ্চিমে রক্ষা কর। তুমি কার্য্যকুশল; অতএব ক্রিয়াকৌশলের দ্বারা আমাদিগের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম রক্ষা কর। আমরা মৃত্যু-গ্রস্ত; তুমি অমর।

তুমি বিশ্বের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত; আবার তুমি বিশ্বাতীত। হে অগ্নি! তুমি যে তিন স্থানে তিন রূপ ধারণ করিয়া আছ, তাহা আমরা জানি। এ বিশ্বের বহু স্থানে যে তোমার বাস, তাহাও আমরা অবগত আছি।

অগ্নি অজর, অগ্নি সর্ব্বব্যাপক।

অগ্নি প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে নিহিত। অগ্নি আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে বাস করেন। বিশ্বের সকল জীবে অগ্নি বাস করেন।

মর্ত্ত্যলোকে অগ্নি অমৃতরূপে নিহিত।

হে অগ্নি! তুমি জীবে জীবে বহুরূপে অবস্থিত রহিয়াছ। অগ্নি—অখণ্ডনীয় এবং সর্ব্ব-ব্যাপক।

সূর্য্যের অপরিচ্ছিন্নত্ব ও ব্যাপকত্ব সম্বন্ধে—

ন প্রমিয়ে সবিতু র্দৈব্যস্য তৎ, যথা বিশ্বং ভুবনং ধারয়িষ্যসি ৪।৫৪।৪

ত্রিরন্তরীক্ষং সবিতা মহিত্বনা, ত্রী রজাংসি পরিভূস্ত্রীণি রোচনা।
ত্রিস্রো দিবঃ পৃথিবীস্তিস্র ইন্বতি, ত্রিভিব্র্রতৈরভিনো রক্ষতি ত্মনা ॥৪।৫৩।৫

ন যস্যেন্দ্রো বরুণো ন মিত্রো ব্রতমর্য্যমা ন মিনন্তি রুদ্রঃ।
নারাতয় স্তমিদং স্বস্তি হুবে, দেবং সবিতারং নমোভিঃ ॥২।৩৮।৯

যস্ত প্রয়াণমন্বন্য ইৎ যযুঃ দেবা দেবস্থ মহিমান মোজসা।
যঃ পার্থিবানি বিমমে স এতশো, রজাংসি দেবঃ সবিতা মহিত্বনা॥৫।৮১।৩
অনস্ত মন্যুং কৃশদস্থ পাজঃ।১।১১৫।৫
আপ্রা দ্যাবা পৃথিবী অন্তরীক্ষং সূর্য্যঃ।১।১১৫।১
সবিতা পশ্চাৎ সবিতা পুরস্তাৎ, সবিতা উত্তরাত্তাৎ সবিতা অধরাত্তাৎ।
সবিতা নঃ সুবতু সর্ব্বতাতিম্॥১০।৩৬।১৪

দেব সবিতার কার্য্য কেহই প্রকৃষ্টরূপে পরিমাণ করিতে পারে না। সবিতা বিশ্বভুবনকে ধারণ করিয়া আছেন।

সবিতা আপন মহত্ত্ব দ্বারা তিন অন্তরীক্ষকে * ব্যাপন করিয়াছেন। তিনি তিন দীপ্ত তেজকে এবং তিন লোককে † ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। তিনি তিন দ্যুলোক এবং তিন পৃথিবীকে ব্যাপিয়া আছেন। তিনি তিন প্রকার ব্রত বা ক্রিয়াদ্বারা আমাদিগকে পালন করুন্।

ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, অর্য্যমা ও রুদ্র প্রভৃতি কোন দেবতাই সবিতার কর্ম্মের পরিমাণ করিতে পারেন না। আমরা নমস্কার দ্বারা সবিতার মঙ্গল আহ্বান করি।

অপর দেবতাবর্গ সূর্য্যেরই গতির পশ্চাৎ গমন করেন। দেবতাবর্গ সবিতারই মহিমার অনুবর্ত্তন করেন। তিনি নিজ

* বায়ু, বিদ্যুৎ, বরুণ নামক লোকত্রয়ই তিন অন্তরীক্ষ—সায়ন।

† ইন্দ্র, প্রজাপতি, সত্য নামক লোকত্রয়ই তিন দ্যুলোক—সায়ন।

তিন দীপ্ততেজ—সূর্য্য, বিদ্যুৎ ও পার্থিবাগ্নি। তিন লোক—আকাশ, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী।

মাহাত্ম্য দ্বারা পৃথিব্যাদিলোকের পরিমাণ করিয়া থাকেন। তিনি দীপ্তিমান্।

সবিতার দীপ্তি এবং বল—অনন্ত, অপরিমিত।

সূর্য্যই—পৃথিবী, দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষলোককে সম্যক্‌রূপে পরিপূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন।

পশ্চিমে, পূর্ব্বে, উত্তরে, দক্ষিণে—সূর্য্যই আমাদিগের মঙ্গল প্রসব করুন্। তিনি সর্ব্বপ্রকারে আমাদের শ্রীবৃদ্ধি করুন্।

মরুদ্গণের অপরিমিতত্ব ও ব্যাপকতা সম্বন্ধে—

যদুত্তমে মরুতো মধ্যমে বা, যদ্বাবমে সুভগাসো দিবি ষ্ঠ।
অতো নো রুদ্রাঃ! উত বা নু ॥ ৫।৬০।৬

ময়োভুবো যে অমিতা মহিত্বা ॥ ৫।৫৮।২

মরুত্তামধা মহো দিবি ক্ষমাচ মন্মহে ॥ ৫।৫২।৩

আয়াত মরুতো দিব আন্তরীক্ষাদমাদুত
মাবস্থাত পরাবতঃ ॥ ৫।৫৩।৮

তদ্বীর্য্যং বো মরুতো মহিত্বনং দীর্ঘং ততান সূর্য্যোন যোজনম্ ॥ ৫।৫৪।৫

হে মরুদ্গণ! তোমরা সর্গের উর্দ্ধ, মধ্য এবং অধোদেশে অবস্থান কর। তথা হইতে আইস।

হে মরুদ্গণ! তোমরা কল্যাণকারী এবং মহিমায় তোমরা অপরিমিত।

তোমাদের শক্তি পৃথিবী ও স্বর্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

তোমরা স্বর্গ হইতে, অন্তরীক্ষ হইতে, নিম্ন ভূলোক হইতে বা দূরপ্রদেশ হইতে আমার নিকট আইস।

• সূর্য্যের ন্যায়, মরুদ্‌গণের বীর্য্য অতি দীর্ঘ যোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে।

বিষ্ণুর অপরিচ্ছিন্নত্ব ও ব্যাপকতা সম্বন্ধে—

ক্ষয়ন্তমস্য রজসঃ পরাকে ॥ ৭ ১০০।৫

পরো মাত্রয়া তন্বা বৃধানঃ, ন তে মহিত্ব মন্বশ্নুবন্তি।

উভেতে বিদ্মো রজসী পৃথিব্যাঃ, বিষ্ণো! দেব!

ত্বং পরমস্য বিৎসে ॥ ৭।৯৯।১

নতে বিষ্ণো! জায়মানো ন জাতো, দেব! মহিম্নঃ পরমন্তমাপুঃ।

উদস্তভ্না নাকমৃষ্বং বৃহন্তং, দাধর্থ প্রাচীং ককুভং পৃথিব্যাঃ ॥৭।৯৯।২

যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষু অধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা ॥১।১৫৪।২

একো দাধার ভুবনানি বিশ্বা ॥ ১।১৫৪।৫

বিষ্ণু এই লোকের পরপারে বাস করেন।

বিষ্ণুর শরীর সকল প্রকার পরিমাণের অতীত। এই অপরিমিত শরীর দ্বারা বিষ্ণু প্রবর্দ্ধিত হইলে, কেহই তাঁহার মহিমাকে অনুব্যাপ্ত করিতে সমর্থ হয় না। হে বিষ্ণো! পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া তুমি যে লোকদ্বয়কে (অন্তরীক্ষ ও আকাশ) আপন বিক্রম দ্বারা আক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছ, সেই লোকত্রয়কে আমরা জানি। কিন্তু তোমার যে একটী 'পরম' পদ আছে, তাহা তুমিই জান। তুমি ব্যতীত অপরে তাহা জানে না।

যাহারা জন্মিয়াছে বা ভবিষ্যতে জন্মিবে, তাহারা কেহই তোমার মহিমার অন্ত পায় না। পরিদৃশ্যমান বৃহৎ দ্যুলোককে

তুমি ঊর্দ্ধে ধারণ করিয়া রাখিয়াছ। তুমি পৃথিবীর পূর্ব্বদিক্‌কে ধারণ করিতেছ।

বিষ্ণুর তিন পদবিক্ষেপের মধ্যেই বিশ্বভুবন অবস্থিত রহিয়াছে। বিষ্ণু একাকী এই বিশ্বভুবন ধারণ করিয়া আছেন।

সোমের অপরিচ্ছিন্নত্ব ও ব্যাপকত্ব-সম্বন্ধে—

ত্বমিমা ওষধীঃ সোম! বিশ্বাঃ, ত্বমপো অজনয় স্ত্বং গাঃ।

ত্বমা ততন্থোর্ব্বন্তরীক্ষং, ত্বং জ্যোতিষা বি তমো ববর্থ॥ ১।৯১।২২

তবেমাঃ প্রজা দিব্যস্য রেতসঃ ত্বং বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজসি॥ ৯।৮৬।২৮

যা তে ধামানি দিবি যা পৃথিব্যাং যা পর্ব্বতেম্বোষধীষু অপ্সু।

তেভির্নো বিশ্বৈঃ সুমনা অহেলন্, রাজন্ সোম! প্রতিহব্যা গৃভায়॥১।৯১।৪

দিবি তে নাভা পরমো য আদদে, পৃথিব্যাস্তে রুরুহুঃ সানবিক্ষিপঃ।

অদ্রয়স্ত্বা বপ্সতি গোরধিত্বচি, অপ্সু ত্বাহস্তৈর্দুদুহুর্মনীষিণঃ॥ ৯।৭৯।৪

পবস্ব অদ্ভ্যো···পবস্ব ওষধীভ্যো···

পবস্ব ধিষণাভ্যঃ॥ ৯।৫৯।২

গাত্রে গাত্রে নিষসথা (৮।৪৮।৯)।

হে সোম! বিশ্বের তাবৎ ওষধিবর্গ, তাবৎ জল এবং তাবৎ কিরণ—তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। তুমিই অন্তরীক্ষকে বিস্তীর্ণ করিয়া রাখিয়াছ। তুমিই সূর্য্যজ্যোতিরূপে অন্ধকার নাশ করিয়াছ।

হে সোম! তোমার যে দিব্য রেতঃ (উৎপাদিকাশক্তি) আছে, তাহাহইতেই প্রজাবর্গ উৎপন্ন হইয়াছে। তুমিই এই বিশ্বভুবনের রাজা।

হে সুমনোবিশিষ্ট সোম! আকাশে, পৃথিবীতে, পর্ব্বতে, ওষধিতে ও জলে তোমার স্থান। তাচ্ছিল্য না করিয়া, এই সকলের দ্বারা আমাদের হবি গ্রহণ কর।

হে সোম! তোমার পরম উৎপত্তিস্থান আকাশে। সেই নাভি হইতে গ্রহণ করিয়া তোমার অবয়বগুলি পৃথিবীর পর্ব্বত-প্রদেশে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, এবং উহাই বৃক্ষরূপে উৎপন্ন হইয়াছে। পর্ব্বতে ও গাভীর ত্বকে সোমের বৃদ্ধি ও উৎপত্তি। যাঁহারা তত্ত্বদর্শী তাঁহারা জানেন যে, জলের মধ্য হইতেই তোমাকে দোহন করিয়া লওয়া হইয়াছে *।

হে সোম! তুমি জল হইতে, কিরণ হইতে, ওষধি হইতে ও প্রস্তর হইতে ক্ষরিত হও।

হে সোম! তুমি প্রত্যেকেরই দেহে অবস্থান করিতেছ।

বরুণের ব্যাপকত্ব সম্বন্ধে—

বনেষু ব্যন্তরীক্ষং ততান, বাজমর্ব্বৎসু পয় উস্রিয়াসু।
হৃৎসু ক্রতুং বরুণো অপ্সু অগ্নিং, দিবিসূর্য্যমদধাৎ সোমমদ্রৌ ॥ ৫।৮৫।২
মানেনেব তস্থিবান্ অন্তরীক্ষে, বি যো মমে পৃথিবীং সূর্য্যেণ ॥ ৫।৮৫।৫
প্র উরোর্মিত্রাবরুণা! পৃথিব্যাঃ, প্রদিব ঋষ্বাদ্ বৃহতঃ সুদানূ।
স্পশো দধাতে ওষধীষু বিক্ষ্বৃধগ্যতো অনিমিষং রক্ষমাণা ॥ ৭।৬১।৩
ক্ষয়ন্ন স্বভামস্য প্রচেতাঃ ॥ ১।২৪।১৪

---

* পাঠক লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, এই মন্ত্রে সোমকে বিশ্বের উপাদান-কারণ (matter) রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। (matter) ই ঘনীভূত হইয়া 'জল' হয়, এবং উহাই ঘনীভূত হইয়া 'পৃথিবী' ও 'ওষধাদি' উৎপন্ন হয়।

হে বরুণ! তুমি পরিদৃশ্যমান এই বিপুল বনরাজির ঊর্দ্ধদেশে অন্তরীক্ষকে বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছ। তুমিই অশ্বসকলের মধ্যে সামর্থ্য এবং গাভীস্তনে দুগ্ধ নিহিত করিয়াছ। হৃদয়ে প্রজ্ঞা ও ক্রিয়াশক্তিকে বরুণই স্থাপন করিয়াছেন। জলমধ্যে তুমিই তেজঃশক্তিকে অর্পণ করিয়াছ। তুমিই আকাশে সূর্য্যকে এবং পর্ব্বতে সোমকে স্থাপন করিয়াছ।

বরুণই অন্তরীক্ষে অবস্থিত মানদণ্ডের ন্যায়, সূর্য্যদ্বারা পৃথিবীর পরিমাণ করিয়াছেন।

হে শোভনদানকারিমিত্র ও বরুণ! তোমরা এই বিপুল পৃথিবী, এবং এই সুবৃহৎ ও সুবিস্তৃত আকাশকে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছ। তোমরাই ওধধিবর্গের আকারে ও প্রাণী-বর্গের আকারে আপন শরীরকে স্থাপিত রাখিয়াছ। তোমরা নিমেষরহিত ভাবে সত্যপথগামীকে রক্ষা করিয়া থাক।

হে বরুণ! হে প্রচেতাঃ! হে অসুর! তুমি আমাদিগের সকলের মধ্যেই অবস্থান করিতেছ।

ইন্দ্রাগ্নীর ব্যাপকত্ব-সম্বন্ধে—

যদিন্দ্রাগ্নী অবমস্যাং পৃথিব্যাং মধ্যমস্যাং পরমস্যামুত স্থঃ।
অতঃ পরিবৃষণৌ! আহি আতম্॥
যদিন্দ্রাগ্নী দিবিষ্ঠো যৎ পৃথিব্যাং যৎ পর্ব্বতেষু ওষধীষু অপ্সু।
অতঃপরিবৃষণৌ! আহি আতম্॥ ১।১০৮।৯,১১
যয়োর্বিশ্বমিদং জগৎ ইয়ং দ্যৌঃ পৃথিবী মহী উপস্থে॥ ৮।৪০।৪

• প্রচর্ষণীভ্যঃ পৃতনাহবেষু প্রপৃথিব্যা রিরিচাথে দিবশ্চ ॥
প্র সিন্ধুভ্যঃ প্রগিরিভ্যো মহিত্বা, প্রেন্দ্রাগ্নী ! বিশ্বাভুবনাত্যন্যা
॥ ১।১০৯।৬

হে কামনাবর্ষক ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা এই নিকৃষ্ট ভূলোকে বা মধ্যমলোকে বা পরমোৎকৃষ্টলোকে,—যেখানেই থাক; অথবা তোমরা যদি এই সকল লোকের অতীত প্রদেশেই থাক;—তথা হইতে আইস।

হে কামনাবর্ষক ইন্দ্র ও অগ্নি! আকাশে, পৃথিবীতে, পর্ব্বতে, ওষধিমধ্যে ও জলে যেখানেই থাক; অথবা যদি এ সকলের অতীত প্রদেশেই থাক;—তথা হইতে আইস।

ইন্দ্র ও বরুণের ক্রোড়েই—এই দ্যুলোক ও পৃথিবীলোক, এই বিশ্বভুবন, অবস্থান করিতেছে।

যুদ্ধের সময়ে তোমাদিগকে আহ্বান করিলে, তোমরা স্বীয় মহত্ত্ব দ্বারা মনুষ্য হইতে, পৃথিবী হইতে, আকাশ হইতে, নদী ও পর্ব্বত হইতে বড় হও। তোমরা সকল ভুবন অপেক্ষা বড়।

অশ্বিদ্বয়ের ব্যাপকতা সম্বন্ধে—

যানি স্থানানি অশ্বিনা ! দধাথে, দিবো যহ্বীষু ওষধীষু বিক্ষু,
নি পর্ব্বতস্য মূর্দ্ধনি ॥ ৭।৭০।৩।
চনিষ্টং দেবা ওষধীষু অপ্সু, যদ্‌যোগ্যা অশ্নবৈথে ঋষীণাম্। ৭।৭০।৪
আ পশ্চান্নাসত্যা ! আ পুরস্তাৎ, আ অশ্বিনৌ ! আত্তমধরাদুদক্তাৎ।
আ বিশ্বতঃ॥ ৭।৭২।৫ ; ৭।৭৩।৫

হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আকাশ হইতে (আসিয়া) বিবিধ

ওষধিমধ্যে ও প্রাণীবর্গের মধ্যে স্থান গ্রহণ করিয়া রহিয়াছ; তোমরা পর্ব্বতের মস্তকদেশেও উপবিষ্ট রহিয়াছ।

হে দেবদ্বয়! তোমরা ঋষিগণের যোগ্য পদার্থ রাশিকে ব্যাপন করিয়া রহিয়াছ। ওষধির মধ্যে ও জলের মধ্যে তোমরা কামনা বিকাশ কর।

হে অশ্বিদ্বয়! হে সত্যস্বরূপ! তোমরা সম্মুখ হইতে, পশ্চাৎ হইতে, দক্ষিণ হইতে, উত্তর হইতে;—সকল দিক্ হইতে আগমন কর।

সূর্য্য, অগ্নি, জল—এই তিন দেবতার সর্ব্বব্যাপকত্ব এইরূপে উক্ত হইয়াছে,—

ধামং তে বিশ্বং ভুবনমধিশ্রিতং, অন্তঃ সমুদ্রে হৃদান্ত রায়ুষি।
অপামনীকে সমিথে য আভৃতঃ, তমশ্যাম মধুমন্তং ত উর্ম্মিম্॥ ৪।৫৮।১১

সূর্য্য বা অগ্নির তেজ, সমস্ত বিশ্ব-ভুবনের মধ্যে অবস্থান করে। মেঘমধ্যে (বিদ্যুৎরূপে) এবং সমুদ্রমধ্যে (বাড়বাগ্নি-রূপে) ইহাঁরই তেজ অবস্থিত। মনুষ্যহৃদয়েও এই তেজ-আয়ুঃ বা প্রাণশক্তি রূপে অবস্থান করিতেছে। রণক্ষেত্রে যুধ্যমান যোদ্ধৃপুরুষগণের অন্তরে বীর্য্যবহ্নিরূপে উহাই অবস্থিত। এই তেজের মধ্যে যে মধুময় রস স্থাপিত আছে, আমরা সেই রসকে ব্যাপ্ত করিব।

বৃহস্পতির ব্যাপকত্ব—

বৃহস্পতির্ণ পরিপাতু পশ্চাৎ, উত্তরস্মাদধরাৎ অঘায়োঃ॥ ১০।৪২।১১

অশ্রস্থৎদৃঢ়া, অব্রদস্ত বীলিতা, উদ্গা আজৎ অভিনৎ ব্রহ্মণাবলং,

অগূহত্তমো ব্যচক্ষয়ৎ গাঃ ॥ ২ । ২৪ । ৩

বিভু প্রভু—২।২৪ । ১০

বৃহস্পতি আমাদিগকে পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিক হইতে শত্রুবর্গের হস্ত হইতে রক্ষা করুন্।

বৃহস্পতি পৃথিবীর সুদৃঢ় পর্ব্বতাদিকে শিথিল করিয়াছেন, আর দৃঢ়-অবয়ব-বিশিষ্ট বৃক্ষাদি ভগ্ন হইয়াছিল। তিনি গো সকলকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। বৃহস্পতি, বাক্‌শক্তি দ্বারা আবরক (বৃত্রাদির) বলকেও ভেদ করিয়াছিলেন। অন্ধকারকে অদৃশ্য ও তিরোহিত করিয়াছিলেন (সূর্য্যরশ্মিদ্বারা)। বৃহস্পতিই সূর্য্যরশ্মিকে প্রকাশিত করিয়াছিলেন *।

বৃহস্পতি, সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছেন এবং তিনিই সকলের প্রভু।

পর্জন্যের ব্যাপকত্ব—

যস্য ব্রতে শফবৎ জর্ভুরীতি, যস্য ব্রতে পৃথিবী নন্নমীতি।

যস্য ব্রতে ওষধী বিশ্বরূপাঃ ॥ ৫ । ৮৩।৫

যো বর্দ্ধন ওষধীনাং, যো অপাং, যো বিশ্বস্য জগতো দেব ঈশে।

স ত্রিধাতু শরণং শর্ম্ম যচ্ছৎ ॥৭।১০১।২

যস্মিন্ বিশ্বানি ভুবনানি তস্থুঃ,

ত্রিস্রো দ্যাব স্ত্রেধা সস্রুরাপঃ ॥ ৭ । ১০১।৪

স রেতোধা বৃষভঃ শশ্বতীনাম্ ॥ ৭ । ১০১ । ৫

---

* এই সকল উক্তি দ্বারা ইহা হৃদয়ঙ্গম হইয়া যায় যে, দেবতাবর্গে অনুস্যূত 'কারণ-সত্তা' কে লক্ষ্য করিয়াই এ প্রকার বর্ণনা করা হইয়াছে॥

পর্জ্জন্যঃ পৃথিবীং রেতসাহবতি ॥ ৫ । ৮৩ । ৪
তস্মিন্ আত্মা জগত স্তস্থুষশ্চ ॥ ৭ । ১০১ । ৬

পর্জন্যেরই ক্রিয়া-প্রভাবে, পৃথিবী অবনত হয়; খুরবিশিষ্ট অশ্ব-গবাদি প্রাণীবর্গ পুষ্টিলাভ করে। পর্জন্যেরই ক্রিয়াবশতঃ ওষধিবর্গ বিবিধরূপ ধারণ করে।

পর্জ্জন্যদ্বারা পৃথিবীস্থ জলরাশি পরিপোষিত হইতেছে এবং ওষধিবর্গও পুষ্ট হইতেছে। পর্জ্জন্যই বিশ্বজগতের ঈশ্বর। পর্জ্জন্য আমাদিগকে 'ত্রিধাতু'-বিশিষ্ট আশ্রয় ও মঙ্গল প্রদান করুন।

সমস্ত ভুবন পর্জন্যেই অবস্থান করিতেছে, দ্যুলোকাদি তিন লোকও তাঁহাতেই অবস্থিত। তাঁহা হইতেই জল সকল তিন ধারায় ক্ষরিত হয়।

পর্জন্যই বৃষভের ন্যায় ওষধিবর্গের মধ্যে রেতঃ আধান করেন। পর্জন্যই রেতঃদ্বারা পৃথিবীকে পরিপালন করিতেছেন। সমুদয় স্থাবর এবং জঙ্গমের আত্মা, পর্জ্জন্যের মধ্যেই নিহিত আছে।

অদিতির সর্ব্বব্যাপকত্ব—

অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরীক্ষ মদিতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ।
বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পঞ্চজনা, অদিতির্জাত মদিতির্জনিত্বম্ ॥ ১ ৮৯।১০

অদিতিই দ্যুলোক, অদিতিই অন্তরীক্ষলোক। অদিতিই মাতা, অদিতিই পিতা এবং অদিতিই পুত্র রূপে অবস্থিত। অদিতিই সকল দেবতা। অদিতিই—পঞ্চজনপদবাসী মনুষ্য বা পঞ্চপ্রাণ-

রূপে বিকাশিত। যাহা কিছু জন্মিয়াছে, তৎসমস্তই অদিতি; জগতের উৎপত্তির যাহা কারণ-বীজ, তাহাও সেই অদিতি।

আবার, সকলদেবতাকে একত্রেও বলা হইয়াছে যে, দেবতারা বিশ্বভুবনকে ব্যাপিয়া আছেন।—
"যে বিশ্বাভুবনাভি প্রতস্থুঃ" (১০। ৬৫। ১৫)।

পাঠকবর্গ অবশ্যই এই সকল উদ্ধৃতাংশ হইতে দেখিতে পাইতেছেন যে, দেবতাবর্গ সকলেই অপরিচ্ছিন্ন; বিশ্বের কোন বস্তুই ইহাঁদের পরিমাণ করিতে পারে না। ইহাঁরা সকলেই বিশ্ব ব্যাপিয়া বর্ত্তমান আছেন; অথচ বিশ্ব ইহাঁদের কাহারই পরিচ্ছেদ বা ইয়ত্তা করিতে সমর্থ নহে। ইহাঁরাই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতের নির্ম্মাতা (৬।৫০।৭); ইহাঁরাই বিশ্ব-ব্যাপক (১০। ৬৫। ৯, ১৫)। এবং ইহাঁরা সকলেই 'কারণ-সত্তা'য় অবস্থিত (১০। ৬৫। ৭)॥

দেবতারা সকলেই, এক বিশ্বব্যাপিনী শক্তি হইতে অভিব্যক্ত। দেবতারা সকলেই ক্রিয়াস্বরূপ, বলস্বরূপ।

১৭। ঋগ্বেদের দেবতাবর্গ যে অসীম, অবিনাশী শক্তিমাত্র তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। আকাশ, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী—এই তিন স্থানে * যে শক্তি-সমূহ বিবিধ প্রকারে ক্রিয়া করিতেছে, তাহাই ঋগ্বেদের দেবতা।

* যে দেবাসো দিবি একাদশস্থ। পৃথিব্যামধি একাদশস্থ। অপ্সুক্ষিতো মহিনা একাদশস্থ। তে দেবাসো যজ্ঞমিমং জুষধ্বম্—১।১৩৯।১১॥ একই পরমদেবতার "মহিমাকেই" কখনও ১১; কখনও তিনস্থানের

বেদ যস্ত্রীণি বিদথানি এষাং দেবানাং জন্ম (৬।৫১।২)

দিব্যাঃ পার্থিবাসো গোজাতা আপ্যা মৃলতা চ দেবাঃ (৬।৫০।১১)।

এক বিশ্বব্যাপিনী মহাশক্তি প্রধানতঃ আকাশে, অন্তরীক্ষে, জলে, পৃথিবীতে অভিব্যক্ত হইয়া নানা আকারে ক্রিয়া করিতেছে। জলে, স্থলে, আকাশে, কিরণে—সর্ব্বত্রই বিশ্বব্যাপিনী শক্তির লীলাখেলা। সকল দেবতা যে মূলে এক অবিনাশী শক্তির বিকাশ ঋগ্বেদে তাহা নানাভাবে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রথমতঃ আমরা দেখাইব যে, ঋগ্বেদের দেবতাবর্গ—অবিনশ্বর শক্তিমাত্র। দেবতারা—

আদিত্যবাংসঃ অনৃংস্থ নাভিন, * * * * *

অনন্তাসঃ অজিবাসঃ, উরবঃ, বিশ্বতস্পরি ॥ ৫।৪৭।২

অস্রিধঃ (নাশরহিতাঃ) এহিমায়াসঃ (সদাতনাঃ) ॥ ১।৩।৯

ইহারা অনন্ত, অজর, সর্ব্বব্যাপক এবং বিশ্বের তাবৎ বস্তুকে ব্যাপিয়া বর্ত্তমান। ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতাবর্গ বল হইতে জাত এবং দেবতাদের সকলেরই সমান রূপ এবং সমান ক্রিয়া; ইহারা বলের দ্বারা সমগ্র-ভুবনকে নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছেন'*। দেবতাবর্গ—

সম্বন্ধে ৩×১১=৩৩ দেবতা বলা হইয়াছে। "যোদেবানাং নামধা এক এব" ১০।৮২।৩॥ একই পরমদেবতা, সকল দেবতার নাম ধারণ করেন॥

* "প্রত্নং জাতং জ্যোতিঃ......। চতুস্ত্রিংশতা পুরুধা বিচষ্টে, সরূপেণ জ্যোতিষা বিব্রতেন—"১০।৫।৩ "তনূষু বিশ্বা ভুবনা নিযেমিরে, প্রাসারয়ন্ত পুরুধ প্রজা অনু"—১০।৫৬।৫

'অমৃতের নাভি'কে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন। এই জন্যই দেবতাবর্গকে 'আয়ুঃ' শব্দদ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। চেষ্টাত্মক ক্রিয়ার নাম - আয়ুঃ; প্রাণশক্তিরই অপর নাম আয়ুঃ *। অগ্নিও আয়ুঃ; ইন্দ্রও আয়ুঃ; উষাও আয়ু-ধারিণী; বরুণও বিশ্বায়ুঃ।—

১। দেবতাবর্গ 'আয়ুঃ'-স্বরূপ।

ত্বে 'আয়ু' রজয়ং যদগ্নে (১০।৫১।৭)। 'আয়ুর্ন 'প্রাণো' নিত্যঃ (১।৬৬।১)
ইন্দ্রো 'বিশ্বায়ুঃ' (৬।৩৪।৫); ৮।৭০।৭
এষা (উষা) স্যা নব্য'মায়ুঃ' দধানা (৭।৮০।২) বিশ্বস্য হি প্রাণনং জীবনং ত্বে (১।৪৮।১০)।
রাজা (বরুণ) ...ক্ষত্রং 'বিশ্বায়ুঃ' (৭।৩৪।১১)

'অসু' শব্দও—আয়ুঃ বা প্রাণশক্তিকে বুঝায়। ঋগ্বেদের সর্ব্বত্র দেবতাবর্গকে 'অসুর' বা প্রাণ-শক্তিবিশিষ্ট বলা হইয়াছে। ইন্দ্রও অসুর; সবিতাও অসুর; উষাও অসুর এবং জীবের অসু-স্বরূপিণী; মরুৎও অসুর, বরুণও অসুর। পর্জ্জন্যও অসুর। আবার, সকল দেবতাকেও একত্রে অসুর শব্দদ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।—

২। দেবতাবর্গ 'অসু' স্বরূপ।

* এ কথাও আছে যে, "অগ্নি—'আয়ুঃ' দ্বারা প্রজাবর্গকে উৎপন্ন করিয়াছেন"। "......আয়োরিমাঃ প্রজাঃ অজনয়ন্মনূনাম্" ১।৯৬।২। আয়ু-শব্দের অর্থ—"দেহে চেষ্টাত্মকজীবনহেতুত্বাৎ প্রাণস্য আয়ুষ্টু নির্দ্দেশঃ" —বেদান্ত ভাষ্যে রত্নপ্রভা। (১।১।৩১)॥

মহস্তুদ্বৃষ্ণোঃ (ইন্দ্রস্য) 'অসুরস্য' নাম (৩।৩৮।৪)।

সবিতুঃ ...'অসুরস্য' প্রচেতসঃ (৪।৫৩।১); (১।৩৫।৭)।

মহন্মহত্যাঃ (উষায়াঃ) 'অসুরত্ব' মেকম্ (১০।৫৫।৪) এবং

'অসু'র্ন আগাৎ (১।১১৩।১৬)।

'অসুরা' অরেপসঃ (মরুতঃ), (১।৬৪।২)।

'অসুরস্য'...মহাং মায়াং বরুণস্য (৫।৮৫।৫)।

পর্জ্জন্যঃ ... ...'অসুরঃ' পিতা নঃ (৫।৮৩।৬)

মহৎ দেবানা 'মসুরত্ব' মেকম্ (৩।৫৫।১-২২)।

এই প্রকারে সকল দেবতাকেই বলস্বরূপ বলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, অন্য প্রকারেও দেবতাবর্গকে সুস্পষ্ট ভাবে বল-স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—

৩। দেবতাবর্গ 'বল' স্বরূপ।

ইন্দ্র ও বরুণের বল নিত্য ও সত্ত্বাস্পদীভূত।

মরুৎ বলস্বরূপ।

অগ্নি মরুৎ-সম্বন্ধীয় বলস্বরূপ।

ইন্দ্র এবং অগ্নি বলের পুত্র এবং বল-ই। ইন্দ্র 'শক্তিবান্'।

সোম বলের দ্বারা জাত। সোম—'অক্ষয়ং' বলধারণ করেন।

অশ্বিদ্বয়—দিব্য অমৃতের বলদ্বারা লোককে শাসন করেন।

সূর্য্যরশ্মি অনন্ত বলস্বরূপ।

ইন্দ্র মরুত্বান্; অগ্নি মরুত্বান; রুদ্রমরুত্বান্; সোম মরুত্বান্ *।

* বরুণস্য তু 'ত্বিষ' 'ওজো'...ধ্রুবমস্য বৎস্বম্ (৭।৮২।৬)মরুতো যদ্ধ তে বলং (১।৩৭।১২)। 'ত্বেষং' গণং 'তবসম্' (মরুদ্গণ)—৫।৫৮।২॥ সহি 'শর্ধো'ন মারুতম্ (অগ্নি)—১।১২৭।১৩॥ সহসঃ পুত্রঃ, ৩।১৬।৫। ত্বমিন্দ্র

আমরা আরো কয়েকটী স্থল উদ্ধৃত করিয়া পাঠক-বর্গকে দেখাইতে ইচ্ছা করি। আরো নানা প্রকারে, দেবতারা সকলেই যে বলস্বরূপ, তাহাই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিষয়টী অতীব গুরুতর। বেদের আলোচনা উঠিয়া যাওয়ায়, বর্ত্তমান-কালে ঋগ্বেদের দেবতা-সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত-ধারণা প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। এই জন্যই আমরা এই কথাগুলি অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত-ভাবে দেখাইতে ইচ্ছা করিয়াছি। নিম্নোদ্ধৃত উক্তিগুলিও দেবতাবর্গের স্বরূপ পাঠকবর্গকে স্পষ্টরূপে বলিয়া দিবে। এগুলি হইতেও পাঠক-বর্গ দেখিতে পাইবেন যে, ইন্দ্রাদি দেবতাবর্গ বলস্বরূপ।—

> ইন্দ্র সর্ব্বক্রিয়া স্বরূপ (৫।২৪।৫)। পূর্ব্ব পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ প্রভৃতি সকল দিক্ হইতেই ইন্দ্রের বল আমাদিগকে রক্ষা করুক্ (৬।১৯।৯)। অগ্নি—দিবা 'শর্ধ'-বিশিষ্ট এবং অগ্নি—'দক্ষ' ও 'কবি-ক্রতু' (১।১৩৯।১ ও ৩।১৪।৭)। [শর্ধশব্দের অর্থ বল এবং দক্ষ ও ক্রতু শব্দের অর্থও বল]। সোম—বীর এবং 'দক্ষ'-সাধন (৯।১০১।১৫)।

বলাদধি জায়সে। উদাং সহঃ সহস আজনিষ্ট, ৫।৩১।৩। স্বয়ংস্নো সহসঃ (ইন্দ্রঃ), ১০।৫০।৬। শক্তীবঃ (ইন্দ্রঃ), ৫।৩১।৬। সহসা জায়মানঃ (সোম) ; ৬।৪৪।২২। যুবং তাসাং দিব্যস্য প্রশাসনে বিশাং ক্ষয়থ অমৃতস্য মজ্মনা (১।১১২।৩)। ['অমৃত' শব্দদ্বারা অবিনাশী কারণ-সত্তা বুঝায়]। অনস্তমন্যৎ রুশদস্য পাজঃ (সূর্যাস্য) ; ১।১১৫।৫। বৃষভো মরুত্বান্ (২।৩৩।৬); ইন্দ্র···মরুত্বান্ (১।৮০।১১); সোম মরুত্বান্ (৬।৪৭।৫)। অক্ষিতং পাজ আদদে (সোমঃ) —৯।৬৮।৩।

(সোম-মহান্ ওজিষ্ঠ (৯।৬৬।১৬)

সোমের দিব্য 'রেতঃ' (শক্তি) দ্বারা ভুবন সৃষ্ট হইয়াছে (৯।৮৬।২৮)।

অশ্বিদ্বয় হস্তের ন্যায় ক্রিয়াশীল (২।৩৯।৭)। মিত্র ও বরুণের

অমূঢ় বল বা বেগ আছে (৬।৬৭।৬)। দ্যাবা-পৃথিবীর

অজর ও প্রচুর 'রেতঃ' আছে (৬।৭০।১)। সকল দেবতাই-

সুক্ষত্রাসঃ' (৬।৫১।১০) (ক্ষত্র শব্দের অর্থ প্রতাপ বা বীর্য্য বা বল)।*

মিত্রাবরুণ—দক্ষ ও বলের পুত্র এবং সুক্রতু (৮।২৫।৫)। .. ..

* অন্যদদা কর্বরি মঙ্গচুখো, সচ্চাসন্মুহুবা চক্রিরিন্দ্রঃ (৬।২৪।৫)। অদ্য বা কল্য, সৎ বা অসৎ,—ইন্দ্রই তাবৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন। "শচীবতস্তে পুরুশাক! শাকাঃ" (৬।২৪।৪) (শাক অর্থে শক্তি)। আতে শুষ্মো (বলং) বৃষভ! এতু পশ্চাৎ, আ উত্তরাদধরাৎ আ পুরস্তাৎ। আ বিশ্বতো অভি-সমেতু অবাক্। (৬।১৯।৯)। তৎশর্দো দিব্যং বৃণীমহে (১।১৩৯।১)। তুভ্যং-দক্ষ কবি-ক্রতো (৩।১৪।৭)। স বীরো দক্ষসাধনঃ, বি যস্তস্তম্ভ রোদসী (৯।১০১।১৫)। ত্বেমাঃ প্রজা দিব্যস্য রেতসঃ (৯।৮৬।২৮)। হস্তেব শক্তি মভি সন্দদীনঃ (২।৩৯।৭)। তা হি ক্ষত্রং ধারয়েথে, অনুদ্যূন্ দৃংহেথে (৬।৬৭।৬) মিত্রাবরুণ—সকলকে নিয়মিত করেন,ইহাও বলা হইয়াছে।—সংযা রশ্মেব যমতুর্যমিষ্ঠা ..জনান্ (৬।৬৭।১)। দ্যাবা-পৃথিবী বরুণস্য ধর্ম্মণা বিষ্কভিতে অজরে ভূরিরেতসা (৬।৭০।১)। সুনীথা ভবন্তনঃ সুক্ষত্রাসঃ (৬।৫১।১০)। মহানসিসোম! ওজিষ্ঠঃ (৯।৬৬।১৬); বিশ্বাদধান ওজসা (৯।৬৫।১০)! মিত্রাবরুণা···শবসো মহঃ সূনু দক্ষস্য সুক্রতু (৮।২৫।৫)। পর্জ্জন্যঃ পৃথিবীং 'রেতসা' হবতি (৫।৮৩।৪)!

পাঠক সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন যে, ঋগ্বেদের দেবতাবর্গ সকলেই—শক্তি স্বরূপ, ক্রিয়াস্বরূপ, বলস্বরূপ। বল বা শক্তি যে কম্পনাত্মক—স্পন্দনাত্মক—ঋগ্বেদ তাহাও জানিতেন। অসু বা আয়ুঃ শব্দ দ্বারাই * তাহা সূচিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও সুস্পষ্টতর-রূপে দেবতাবর্গকে কম্পনাত্মক বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

৪। দেবতাবর্গ 'কম্পন' স্বরূপ।

ঋগ্বেদের সর্ব্বত্র মরুদ্গণকে 'ধূতি' বলা হইয়াছে (১৩৯।১০)। ধূতিশব্দের অর্থ—কম্পন বা বেগ। অনেক স্থলে মরুদ্গণকে—কম্পন-ব্রত এবং কম্পনের সঞ্চালনকারী বলিয়াও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে †। এতদ্দ্বারা মরুৎ-সকল যে কম্পনাত্মক বেগ, তাহাই পাওয়া যায়। আমরা ইতঃপূর্ব্বে দেখিয়া আসিয়াছি যে, ইন্দ্র, অগ্নি, সোম ও রুদ্র—ইঁহাদের বিশেষণ-স্বরূপে 'মরুত্বান্' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং, ইন্দ্র, অগ্নি, সোম ও রুদ্র—ইহাঁরা সকলেই কম্পনাত্মক বেগ বা বল হইতেছেন। আবার, বায়ু বা মরুৎকে 'বরুণের আত্মা' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে (৭।৮৭।২)। সুতরাং বরুণও—কম্পনাত্মক বেগই হইতেছেন। আবার, ঋগ্বেদ আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন যে—"মরুদ্গণ

* চেষ্টাত্মক প্রাণশক্তিকেই (pulsation) অসু বা আয়ুঃ বলা হইয়াছে (বেদান্ত দর্শন)।

† ত্বেষং গণং তবসম্—'ধুনি-ব্রতম্' (৫।৫৮।২। "তবসে ধুনিব্রতায় শবসে"। "স্যন্দানো ধুনীনাম্" (৫।৮৭।১৬৩)। ইত্যাদি স্থল দ্রষ্টব্য।

স্বীয়বল দ্বারা সূর্য্যরশ্মির সৃষ্টি করিয়াছেন" (৮।৭।৮)। সুতরাং, সূর্য্য-রশ্মিও কম্পনাত্মক বেগ হইতেছে। এতদ্ব্যতীত, অন্যস্থলে অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া, ইন্দ্র এবং সূর্য্য-রশ্মিকে কম্পন বলিয়াই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, যথা ঃ—

"ত্বং 'ধুনি' রিন্দ্র !"—১।১৭৪।৯।

"গভীরবেপা (গভীরকম্পনঃ) অসুরঃ...সূর্য্যঃ (১।৩৫।৭) ও

"দবিধ্বতো (কম্পনযুক্তাঃ) রশ্ময়ঃ সূর্য্যস্য চর্ম্মেবাবাধুঃ" (৪।১৩।৪)।

এইরূপে ইন্দ্রকে এবং সূর্য্য ও সূর্য্য-রশ্মিকে, কম্পনাত্মক বেগ বলিয়া স্পষ্ট নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

দ্যাবা-পৃথিবীকে প্রকারান্তরে কম্পনাত্মক বেগবিশিষ্ট বলা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে—'দ্যাবা-পৃথিবী তন্তু-বিস্তার করিয়া থাকে (১।১৫৯।৪)'। তন্তু-বিস্তার এবং রশ্মি-বিকীর্ণ—করা—একই কথা। কিন্তু রশ্মি-সকল যে কম্পনাত্মক বেগমাত্র, তাহা আমরা উপরে দেখিলাম। সুতরাং দ্যাবা-পৃথিবীকেও কম্পনাত্মক বেগ-বিশিষ্টই বলা হইয়াছে*। আবার, সোমও—'ত্রিগুণ তন্তুকে বিস্তার করিয়া থাকেন'†। সুতরাং সোমকেও এইভাবে কম্পনাত্মক বেগ বলিয়াই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এমন কি,

* এরূপও আছে যে—'দ্যাবা পৃথিবীর প্রচুর অজর 'রেতঃ' (শক্তি) আছে। (৬।৭০।১) এবং এই রেতই—সকল ক্রিয়ার উৎপাদক। (৬।৭০।৩) দ্যাবা-পৃথিবী অবিনাশি পদে বা স্থানে মিথুনরূপে জাগরূক আছেন এবং ভূতজাতকে বিভক্ত করেন (৩।৫৪।৭-৮)।

† "তন্তুং তন্বান স্ত্রিবৃতম্" ।—৯।৮৬।৩২

স্থুল জলও যে কম্পনাত্মক শক্তি হইতে উদ্ভূত, তাহাও আমরা প্রকারান্তরে দেখিতে পাই। "জল -ত্রিতন্তু উৎসের দিকে ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়" (১০।৩০।৯)—এই কথা আমরা দেখিতে পাই। *

পাঠক তাহাহইলেই দেখিতে পাইতেছেন যে, ঋগ্বেদের ইন্দ্র, অগ্নি, রুদ্র, মরুৎ, বরুণ, সোম প্রভৃতি দেবতাবর্গ সকলেই কম্পনাত্মক বেগ বা বলস্বরূপ। এবং এই বেগ বা বল যে—অজর, অমর; ইহার যে ক্ষয় নাই, নাশ নাই, তাহাও ঋগ্বেদে সর্ব্বত্র নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

কম্পনাত্মক বেগের ধ্বংস নাই;—ইহা অজর।

মরুদ্গণ কম্পনস্বরূপ, তাহা পূর্ব্বেই আমরা দেখাইয়াছি। এই কম্পন বা বলকে কেহই ধ্বংস করিতে পারে না; এই বলের কেহ জ্যেষ্ঠ নাই, কেহ কনিষ্ঠ নাই; এই বলের কোন ব্যথা নাই, ক্ষয় নাই, নাশ নাই; ইহা অমিত-শক্তিবিশিষ্ট—

'তে অজ্যেষ্ঠা অকনিষ্ঠাস উদ্ভিদঃ অমধ্যমাসঃ' (৫।৫৯।৬)।

'ন স জীয়তে, মরুতো ন হন্যতে, ন স্রেধতি,

'ন ব্যথতে, ন রিষ্যতি' (৫।৫৪।৭)।

ইন্দ্রের শক্তিকে কেহ দুর্ব্বল করিতে পারে না। মাস, ঋতু, বৎসর— কেহই ইন্দ্রের বার্দ্ধক্য জন্মাইতে পারে না; দ্যাবা-

* "পরি ত্রিতন্তুং বিচরন্তমুৎসম্" ।—১০।৩০।৯। অন্যত্র বলা হইয়াছে যে জল 'কম্পনরূপে' অন্তরীক্ষে সঞ্চালিত হয়। "অধুক্ষৎ 'ধুনি' মন্তরীক্ষম্" ইত্যাদি (১০।১৪৯।১)।

পৃথিবী, বৎসরাদি কেহই এই বলের কৃশতা সম্পাদন করিতে পারে না—

'ন যং জরন্তি শরদো ন মাসা ন দ্যাব ইন্দ্র মবকর্ষয়ন্তি' (৬।২৪।৭)।

'ন দ্যাব ইন্দ্র! তবসস্ত ওজো, নাহা ন মাসাঃ শরদো বরন্ত' (৬।৩২।৯)।

'শবিষ্ঠং ন আভর শূর। শবমোজিষ্ঠমোজো ··উগ্রম্' (৬।১৯।৬)।

অগ্নি এবং অগ্নির তেজ—অজর, অবিনাশী (৬।৩২।৭; ১০।৫১।৭; ও ১০।৮৭।২০ দেখ)। রুদ্রও অজর, অক্ষয় (৬।৪৯।১০) *।

তবেই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, ঋগ্বেদের দেবতাবর্গ,—অক্ষয়, অবিনাশী শক্তিরই রূপান্তর ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এই শক্তি যে অবিনশ্বর, ঋগ্বেদ অন্যভাবেও তাহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'সত্য', 'ধ্রুব', 'নিত্য' প্রভৃতি শব্দদ্বারা তাহাই উদ্‌ঘোষিত হইতেছে।

৫। দেবতাবর্গের বল 'সত্য' ও 'নিত্য'।

অগ্নি—নিত্যপ্রাণস্বরূপ (১।৬৬।১)

সোম—ধ্রুবসত্তা (৯।৮৬।৬)

সূর্য্যরশ্মি—ধ্রুব (১।৫৯।৩)

* অগ্নিকে বলা হইয়াছে "অমতি র্ন সত্যঃ, আত্মেব শেবঃ"। সায়ণের অর্থ এই—"যথা পৃথিব্যাদেঃ স্বরূপং আগমাপায়িষু বিশেষেষু সংস্বপি স্বয়মেকারূপেণ নিত্যো ভবতি"। সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে—বিশেষ বিশেষ আকারগুলির মধ্যে—যেমন কারণ-সত্তা নিত্য, অগ্নিও তদ্রূপ নিত্য এবং আত্মার ন্যায় মঙ্গলময় (১।৭৩।২)

বৃহস্পতি—সত্য (২।২৪।১৪)

সবিতা—সত্য-শব (৫।৮২।৭)

ইন্দ্র—সত্য (৮।৯০।৪)

মরুদ্গণ—সত্য-শবসঃ (১।৮৬।৯) ; (৫।৫২।৮)।

উষা—নিত্যবস্তুর প্রথমা (শশ্বতীনাং প্রথমা),-১।১১৩।৮, ১৩।

পর্জন্য—নিত্যবস্তুর বর্ষক (শশ্বতীনাং বৃষভঃ),৭।১০১।৬॥ ৩।১৭।৩

ইন্দ্র—নিত্যবস্তুর সাধারণ (শশ্বতাং সাধারণঃ), ৮।৬৫।৭।

মরুতের—বল সত্য (সত্যং ত্বেষ') ; ১।৩৮।৭

৬। একই মৌলিক শক্তি, বিবিধ ক্রিয়ার আকারে পরিণত হয়। ইহাই ঋগ্বেদের 'দেবতা'।

দেবতাবর্গ যে শক্তির বিকাশ এবং কম্পনাত্মক বেগ বা বল-স্বরূপ, তাহা দেখা গেল। দেবতারা যে অক্ষয়, অবিনাশী, ধ্রুব বল স্বরূপ, তাহাও প্রদর্শিত হইল। একই শক্তি যে ভিতরে এবং বাহিরে নানা আকার ধারণ করিয়া ক্রিয়া করে, এখন আমরা তাহাই দেখাইব। শক্তির স্বরূপই এই যে, এক প্রকারের বল, অন্য-প্রকার বলে পরিণত হয়। ঋগ্বেদ আমাদিগকে তাহাও বলিয়া দিয়াছেন।

অগ্নির তিন রূপ।

একই তেজঃ-শক্তি, যে সূর্য্য, অগ্নি, বিদ্যুৎরূপে ক্রিয়া করে এ কথা ঋগ্বেদের সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। আবার, এই অগ্নি ক্রিয়া করিতে থাকিলে যে, জলও উৎপন্ন হয়, তাহাও সর্ব্বত্র সুস্পষ্ট। আবার এই অগ্নিই যে ওষধি ও শষ্যাদির মধ্যে উষ্মারূপে বর্ত্তমান এবং

ইহাই যে প্রাণীদেহে জঠরাগ্নিরূপে অবস্থিত, তাহাও সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা দুই একটী অংশমাত্র উদ্ধৃত করিব।

ত্রীণি জানা পরিভূষন্তি অস্য, সমুদ্রং একং দিবি এক মপ্সু॥১।৯৫।৩

উদ্যং যনীতি সবিতেব বাহূ
উভে সিচৌ যততে ভীম ঋঞ্জন্।
উৎশুক্রমুৎ কমজতে সিমস্মাৎ
নবা মাতৃভ্যো বসনা জহাতি॥ ১।৯৫।৭

গর্ভো যো অপাং, গর্ভো বনানাং, গর্ভশ্চ স্থাতাং, গর্ভশ্চ-রথাম্॥ ১।৭০।২

সেই অগ্নির তিনটী জন্মস্থান শোভা পাইতেছে। আকাশে এক, সমুদ্রে (অন্তরীক্ষে) * এক, এবং জলমধ্যে এক।

অগ্নি—সূর্য্য-রূপে তাঁহার উভয় বাহু বারংবার বিস্তার করেন, এবং তিনি উভয় স্থানকে অলঙ্কৃত করিয়া আপন কর্ম্মসাধন করেন। তিনি সকল বস্তু হইতে দীপ্ত ও সারভূত রস আকর্ষণ করিয়া, মাতৃদিগের নিকট হইতে (মাতৃস্থানীয় জলের নিকট

* ঋগ্বেদে বহুস্থলে অন্তরীক্ষকে 'সমুদ্র' শব্দদ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সৃষ্টির প্রাক্কালে আকাশে যে অপরিসীম লঘু জলীয়বাষ্পরাশি অভিব্যক্ত হইয়াছিল (যে বাষ্পরাশি হইতে ক্রমে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে), ইহা তাহারই নির্দ্দেশ। ইহাই ঘনীভূত হইয়া জল হইয়াছে। Masses of precipitated—*nebulous matter.*

হইতে) নূতন আচ্ছাদনকারী বসন সৃষ্টি করেন (অর্থাৎ বৃষ্টিরূপে রস দান করিয়া শস্য তৃণাদি দ্বারা জগৎ আচ্ছাদিত করেন)।

এই অগ্নিই জলের গর্ভে বাস করেন, শস্যাদির গর্ভে থাকিয়া শস্য পরিপক্ক করেন। ইহাই স্থাবর-জঙ্গমের মধ্যে উষ্মারূপে বাস করেন। মনুষ্যদেহে জঠরাগ্নিরূপে ইনিই অবস্থান করেন (১।৯৫।১০)।

ঋগ্বেদের সৃষ্টিতত্ত্ব। দেবতা-বর্গের অভিব্যক্তির প্রণালী।

১৮। সর্ব্ব-প্রথমে পরম-ব্যোমে বা আকাশে 'মাতরিশ্বার' বিকাশ হয়। মাতরিশ্বাকে প্রাণশক্তি বলা যাইতে পারে। ঋগ্বেদে ইহা 'অদিতি' নামেও প্রসিদ্ধ। ইহাই সকল দেবতার কারণশক্তি—উপাদান। ইহাহইতেই সকল দেবতার বিকাশ;—ইহাই বিশ্বের বীজ। এই মাতরিশ্বা আকাশে স্পন্দিত হইতে থাকিলে* উহা দুই ভাবে ক্রিয়ার বিকাশ করে। উহার এক অংশ হইতে অগ্নির বিকাশ হয়। অপরাংশ হইতে জলের বিকাশ হয়। যে অংশ হইতে স্থূল বায়ু, অগ্নি, আলোকাদির অভিব্যক্তি হয়, ঋগ্বেদে সেই অংশও 'অগ্নি' নামে কথিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা অগ্নির সূক্ষ্মাবস্থা। আর, যে অংশ হইতে জলের অভিব্যক্তি হয়; ঋগ্বেদে সেই অংশকে 'সোম' নামে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই অগ্নি-সোমই—স্থূল বিশ্বের সূক্ষ্ম কারণ-বীজ। অগ্নি-সোম হইতেই তাবৎ স্থূল পদার্থ জন্মিয়াছে।

* মাতরি—অন্তরীক্ষে শ্বসতীতি মাতরিশ্বা।

অগ্নির এই সূক্ষ্ম ও স্থূল —দুইটী অবস্থা বুঝাইবার জন্য সর্ব্বত্র, অগ্নিকে "দ্বিজন্মা" বলা হইয়াছে *। অগ্নি দুই প্রকারে ব্যক্ত হয় বলিয়া, অগ্নি 'দ্বিজন্মা'।

এই অগ্নির অভিব্যক্তি সম্বন্ধে ঋগ্বেদ কি বলিয়াছেন, আমরা, সেই স্থল গুলি একত্রে সংগ্রহ করিয়া দেখাইতেছি।

অগ্নিসোম। একই সূক্ষ্ম-শক্তির দুইপ্রকার বিকাশ।

অগ্নিই—'আয়ুঃ' বা প্রাণ শক্তির প্রথম বিকাশ। অগ্নি গূঢ়-ভাবে অবস্থান করিতেছিল; মাতরিশ্বা বা প্রাণশক্তি মন্থন করিতে করিতে উহাকে আবির্ভূত করিল। মাতরিশ্বার নিকটে অগ্নিই সর্ব্বপ্রথমে আপন-ক্রিয়া দ্বারা আবির্ভূত হইয়াছিল। মাতরিশ্বাই অতিদূরবর্ত্তী গূঢ় প্রদেশ হইতে অগ্নিকে লইয়া আসিয়াছিল। অগ্নি আত্ম-গোপন করিয়া রহিয়া-

---

* উভা উদস্য জন্তুষং (১।৫৪১।৪)। অগ্নির দুইটী জন্মস্থান। অগ্নি-"দ্বিজন্মা" (১।১৪০।২)। (১।১৪৯।৫)। রশ্মীরিব যো যমতি জন্মনী উভে (১।১৪১।১১)। অগ্নি নিজের উভয় প্রকার জন্মকে নিয়মন করিয়া থাকেন। "বিদেম তে পরমে জন্মন্নগ্নে! বিদেম স্তোমৈরবরে সধস্থে" (২।৯।৩)। হে অগ্নি! তোমার দুইস্থানেরই আমরা স্তুতি করিব। একটী পরমস্থান, অপরটী নিকৃষ্ট স্থান। এই প্রকারে নানাস্থানে, অগ্নির কারণাত্মক ও কার্য্যাত্মক অবস্থাদ্বয়ের কথা ঋগ্বেদ নিজেই বলিয়া দিয়াছেন। লোকে এই রহস্য তলাইয়া দেখে না। না দেখিয়া হাস্যাস্পদ অর্থ করে। দুই কাষ্ঠের ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হয় বলিয়া নাকি অগ্নিকে "দ্বিজন্মা" বলা হইয়াছে!!!

ছিলেন, কিন্তু মাতরিশ্বা উহাকে মন্থন করিয়া লইয়া আসিল। অতি নিগূঢ় দূরদেশ হইতে অগ্নি প্রকাশিত হইয়াছিল। অতি প্রাচীন স্থান হইতে অগ্নি প্রকাশিত হইয়া, সর্ব্বপ্রথমে আকাশে আরোহণ করিল। এইরূপে অগ্নি আকাশে আবির্ভূত হইয়া, আপন-ক্রিয়া দ্বারা সকলকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল, দ্যাবা-পৃথিবীকে আপন জ্যোতিঃ দ্বারা পূরণ করিয়া তুলিল *। এই অগ্নিই সূর্য্যরূপে, বিদ্যুৎরূপে ও পার্থিবাগ্নিরূপে † অভিব্যক্ত হইল। পাঠক দেখিতে পাইতেছেন যে, অগ্নির সূক্ষ্মরূপের কথাই বলা

* ত্বামগ্নে প্রথমমায়ুমায়বে ইত্যাদি ।১.৩১।১১ গুহা সন্তং মাতরিশ্বা মথায়তি, ১।১৪১।৩। ত্বমগ্নে! প্রথমো মাতরিশ্বনে আবির্ভব সুক্রতূয়া, ১।৩১।৩। অগ্নিমভরৎ বিবস্বতো বৈশ্বানরং মাতরিশ্বা 'পরাবতঃ' ৬।৮।৪। অনাগ্নি মিথাতিরোহিতং, এনং নয়ন্ মাতরিশ্বা পরাবতো দেবেভ্যো মথিতং পরি, ৩।৯।৫ ॥ পরমাৎচিৎ সধস্থাৎ,৮।১১।৭ ॥ বৈশ্বানরঃ প্রত্নথা-নাকমারুহৎ (৩।৩।১২); মহান্ সধস্থে ধ্রুব আ নিষত্তঃ, ঋতস্যাত্মা সদসি ক্ষেময়ন্তং পরিচরন্তি; ৩।৬।৪, ৩।৭।২ [সধস্থ, ঋত, প্রত্নথা—এসকল শব্দ কারণ-সত্তাকে বুঝাইতেছে]॥ দিবস্পরি প্রথমং যজ্ঞে অগ্নিঃ, ১০।৪৫।২। [কারণ-সত্তা হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া অগ্নি আকাশে প্রকাশ পাইল, ইহাই এ সকলের অর্থ]॥ স জায়মানঃ পরমে ব্যোমন্, আবির্ম-রগ্নিরভবৎ মাতরিশ্বনে। অস্য ক্রত্বা সমিধানস্য মজ্মনা, প্রদ্যাবা শোচিঃ পৃথিবী অরোচয়ৎ, ১১।৪৩।২।

† ত্রীণি আয়ূষি তব জাতবেদঃ, তিস্র আজানিঃ—৩।১৭৩। অগ্নে! নক্ষত্র মজর মাসূর্য্যং রোহয়ো দিবি, ১০।১৫৬।৪।

হইতেছে। নতুবা, স্থূল অগ্নি কি প্রকারে আকাশে সূর্য্য-রূপে ও অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎরূপে অবস্থান করিবে? এই সূক্ষ্ম অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে যে—"অগ্নিদ্বারাই বরুণ আপন ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন; মিত্র এবং অর্য্যমা যে স্ব স্ব ক্রিয়া নির্ব্বাহে সমর্থ হয়, তাহা এই অগ্নিরই প্রভাবে। রথচক্রের অর-গুলি যেমন রথ-নাভিতে প্রবিষ্ট থাকে, এই বিশ্ব-ভুবনও সেই রূপ এই অগ্নিকে আশ্রয় করিয়াই বর্ত্তমান আছে"*। এ সকল উক্তি কখনও স্থূল অগ্নির প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না।

মাতরিশ্বা বা প্রাণশক্তির এক অংশ এইরূপে তেজ, আলোক, সূর্য্য-চন্দ্রাদিরূপে অভিব্যক্ত হয়। অপরাংশ বা সোমও, সঙ্গে সঙ্গে ঘনীভূত হইয়া প্রথমে জলের আকারে, পরে পৃথিবীর আকারে অভিব্যক্ত হয়। এইরূপে অগ্নি-সোম একত্রে ক্রিয়া করিয়া স্থূল জগতের সৃষ্টি করে। আধুনিক বিজ্ঞান যাহাকে Matter বলে, তাহাই ঋগ্বেদের 'সোম'। ইহাও শক্তিরই অভি-ব্যক্তি; ইহাও প্রথমে আকাশেই অগ্নির সঙ্গে সঙ্গে অভিব্যক্ত হয়†। ইহা যে Matter, তাহা ঋগ্বেদ নানা ভাবে বলিয়া

* ত্বয়া হি অগ্নে! বরুণো ধৃতব্রতঃ, মিত্রঃ শাশদ্রে অর্য্যমা সুদানবঃ। যৎসীমনু ক্রতুনা বিশ্বথা বিভুঃ, অরান্ ন নেমিঃ পরিভূরজায়থা।—১।১৪১। ৯॥ ১।১৪৯।২ দেখ। অগ্নি—দেবতাদিগের জন্ম জানেন—"বিশ্বাবেদ জনিমা জাতবেদাঃ দেবানাম্—৬।১৫।১৩।

† অয়ং দেবঃ সহসা (বলেন) জায়মানঃ ইন্দ্রেন যুজা ৬।৪৪।২২। অয়ং ত্রিধাতু দিবি রোচনেষু, ত্রিতেষু বিন্দদমৃতং নিগূঢ়ম্। [অমৃত-

দিয়াছেন। সোম সম্বন্ধে এই প্রকার উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়—"আকাশে, পৃথিবীতে, পর্ব্বতে ও ওষধিবর্গে—সোমের স্থান"। "সোম হইতেই জল এবং ওষধিবর্গ জন্মগ্রহণ করিয়াছে"। সোমই—আকাশের আশ্রয়, পৃথিবীর আশ্রয়, এবং সোমই জলের অভ্যন্তরে নিহিত আছে। আকাশে সোমের নাভি অবস্থান করিতেছে; পৃথিবীতে এবং পর্ব্বতে সোমেরই অবয়ব উৎপন্ন হয়; গো প্রভৃতি জন্তুর ত্বক্ সোম হইতেই উৎপন্ন হয়। সোম, দেবতাদের উভয় প্রকার জন্মই অবগত আছেন" *। এই সকল উক্তি—কখনই মত্ততাজনক সোম নামক লতাবৃক্ষের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। এই উক্তি-

---

শব্দের অর্থ—অবিনাশী কারণ-সত্তা। অগ্নির ন্যায় সোমেরও পরমব্যোমেই স্থান। "পদং যদস্য পরমে ব্যোমনি"—৯।৮৬।১০। এই জন্যই বলা হইয়াছে যে, 'আকাশের গূঢ়স্থান হইতে সোমকে দোহন করা হইয়াছিল'। "মহো গাহাৎ দিব আ নিরধুক্ষত" (৯।১১০।৩)। সোম যে শক্তিরই অভিব্যক্তি, ইহা বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে যে, "সোম ত্রিগুণ তন্তুকে আকর্ষণ করেন। "তন্তুং তন্বান স্ত্রিবৃতং যথাবিদে" (৯।৮৬।৩২)। এই ত্রিগুণ তন্তুই কি সত্ত্ব-রজ-তমোময়ী প্রকৃতিশক্তি নহে? এই ত্রিগুণ তন্তু হইতেই সূর্য্যরশ্মি পরে ব্যক্ত হইয়াছে, একথাও আছে, "স সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ পরিবাত" (৯।৮৬।৩২)॥ তন্তু এবং রশ্মি একই পর্য্যায়বাচক শব্দ।

* যা তে ধামানি দিবি যা পৃথিব্যাং, যা পর্ব্বতেষ্বোষধীষু অপ্সু।—৯।৯১।৪ ত্বমিমা ওষধীঃ সোম! বিশ্বা, ত্বমপো অজনয়ঃ।—১।৯১।২২ নাভা পৃথিব্যাঃ ধরুণো মহো দিবো, অপামূর্ম্মৌ সিন্ধুষু অন্তরাহিতঃ।—৯।৭২।৭

গুলি, সোমের সূক্ষ্ম কারণাত্মক অবস্থাকেই (Matter) লক্ষ্য করিতেছে। এই জন্য বলা হইয়াছে যে—মাতরিশ্বা, অগ্নিকে আকাশ হইতে লইয়া আসিল এবং সোমকে পর্ব্বত হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিল" †। এইরূপে অগ্নি-সোম নামক—মিথুন হইতে ‡ স্থূল বিশ্ব ব্যক্ত হয়। মাতরিশ্বা শক্তি স্পন্দিত হইতে

দিবি তে নাভা পরমো য আদদে, পৃথিব্যাস্তে রুরুহুঃ সানবি ক্ষিপঃ। অদ্রয়স্ত্বা বপ্সতি, গোরধি ত্বচ, অপ্সু ত্বা।—৯।৭৯।৪॥ অথা দেবানা-মুভয়স্য জন্মনো বিদ্বান্।—৯।৮১।২॥ পিতা দেবানাং জনিতা, ৯।৮৭।২

† আ অন্যং দিবো মাতরিশ্বা জভার, আ অমথ্নাৎ অন্যং পরিশ্যেনো অদ্রেঃ। ১।৯৩।৬। পৃথিবীর প্রথম অভিব্যক্তির সময়ে, জলব্যাপ্ত স্থলভাগ উন্নত (Elevated) হইয়া, ভূস্তর পর্ব্বতাকার ধারণ করিয়াছিল। এই সময়ে পর্ব্বতগাত্রে জলজ উদ্ভিদ ও ওষধি প্রভৃতি সঞ্জাত হইয়াছিল। এইজন্য 'পর্ব্বত' হইতে সোমের আনয়নের কথা বলা হইয়াছে।

‡ অগ্নি—Motion ; সোম—Matter. প্রশ্নোপনিষদে এই অগ্নি-সোমের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। পাঠক মূলগ্রন্থ দেখুন। ঋগ্বেদে এই দুইটী একত্রে কখনও পূষা-সোম, কখনও ইন্দ্র-সোম প্রভৃতিরূপে বর্ণিত হইয়াছে। পৃথক্‌ভাবেও বর্ণনা আছে। ২।৪০। সমগ্র, এবং ১।৯৩ সমগ্র দেখ। সোম যে Matter মাত্র, ইহাই ঋগ্বেদের অভিপ্রায়। এইজন্যই—সোম হইতে তেজ বা জ্যোতিঃ উৎপন্ন হইয়াছে, এবং জলও উৎপন্ন হইয়াছে;—এই দুই প্রকার কথাই আছে। "সোম জলকে পরিধান করেন, সোম সূর্য্য-রশ্মিকে পরিধান করেন"। (স সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ পরিব্যত, ৯।৮৬।৩২ ; "অপোবসানঃ, "দুহানঃ প্রত্নং পয়ঃ" (৯।৪২।৪) ॥ জনয়ন্ অপ্সু সূর্য্যং" ৯।৪২।১।

থাকিলে অগ্নির উদ্ভব হইল। সঙ্গে সঙ্গে, উহার অপরাংশ—সোম বা অন্ন—ঘনীভূত হইতে থাকিলে, জলের আবির্ভাব হয়। এই জন্য অগ্নি এবং জলকে—একত্র উৎপন্ন এবং সহবাসী * বলা হইয়াছে।

---

* এস্থলে একটী কথা লক্ষ্য করিতে হইবে। আমরা যাহাকে স্থূল 'বায়ু' বলি' তাহা অগ্নির সহিত সঙ্গত হইয়াই ব্যক্ত হয়। "মাতরিশ্বা যদমিমীত মাতরি, বাতস্য সর্গোঽভবৎ সরীমণি" (৩।২৯।১১)। অগ্নি যখন চতুর্দ্দিকে প্রসৃত ও বিকীর্ণ হইতে থাকে, তখনই বায়ুর সৃষ্টি হয়। "সদ্যোজাতস্য দদৃশান মোজো, যদস্য বাতো অনুবাতি শোচিঃ" (৪।৭।১০)। অগ্নি ব্যক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, বায়ু অগ্নির শিখাকে লক্ষ্য করিয়া প্রবাহিত হয়। এই জন্য ঋগ্বেদ অগ্নিকে—'মারুতং শর্দ্ধঃ'—মরুৎ-সম্বন্ধীয় বল রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মরুৎ বা বায়ুকে এই জন্যই রুদ্রের (অগ্নির) পুত্র বলা হইয়াছে। "উৎপত্তিক্রম অনুসন্ধান করায় মরুদ্গণ আমাকে বলিয়াছেন যে, পৃশ্নি (অন্তরীক্ষ) মরুদ্গণের জননী এবং রুদ্র (অন্ন যুক্ত অগ্নি) তাঁহাদের জনক" (৫।৫২।১৬—১৭)। অগ্নি—বায়ু হইতে উৎপন্ন এবং বায়ু—অগ্নি হইতে উৎপন্ন,—ইহা ও আমরা এই মন্ত্রে দেখি। মরুদ্গণই সূর্য্য-রশ্মিকে বলদ্বারা সৃজন করিয়াছেন—"সৃজন্তি রশ্মি-মোজসা...সূর্য্যায়" (৮।৭।৮)। শ্বাসতি অপ্সু হংসোন সীদন্" (১।৬৫।৫)। হংসের ন্যায়, জলের মধ্যে অগ্নি অবস্থান করেন। পাঠক দেখুন অগ্নির স্পন্দনকে 'শ্বস্' ধাতুদ্বারা কেমন চমৎকার-রূপে বলা হইয়াছে। "কিংস্বিদ্গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো, যত্র দেবাঃ সমপশ্যন্ত বিশ্বে (১০।৮২।৫-৬)। জল-সকল প্রথমে গর্ভধারণ করেন; অগ্নিই জলের গর্ভ স্বরূপ। এই গর্ভে (অগ্নিতে) সকল দেবতা অবস্থান করেন।

ঋগ্বেদে অনেক স্থলে অন্তরীক্ষকে "সমুদ্র" শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই 'সমুদ্র'—অসীম লঘু জলীয় বাষ্পরাশি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে *। আকাশে এই অসীম জলীয় বাষ্পরাশি আবর্ত্তিত হইতে হইতে, যেমন উহা হইতে সূর্য্য-চন্দ্র-নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী ব্যক্ত হইতে লাগিল, তেম্‌নি সঙ্গে সঙ্গে স্থূল জলেরও অভিব্যক্তি হইল। এইরূপে সূক্ষ্ম তেজঃ-শক্তি হইতে সূর্য্য অগ্নি প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্যেই বলা হইয়াছে যে, অগ্নি—জলের ক্রোড়ে বা আশ্রয়ে থাকেন এবং অগ্নি—জলের গর্ভে অবস্থান করেন †। এই জন্য আমরা দশম মণ্ডলে দেখিতে পাই যে,—"অগ্নি আপনা হইতে যে

ঋগ্বেদ-কথিত 'সমুদ্র' বা Nebulous theory

সোমও—জলের গর্ভ স্বরূপ, তাহাও আছে। "সোমঃ...চকার অপাং গর্ভঃ, ৯।৯৭।৪১

* জলীয় বাষ্পরাশি—"Mass of dissipated nebulous matter." "ত্ব:চাবুধ্নে রজসো অস্য যোনৌ" (৭।১৭।১৪)। 'অন্তরীক্ষ—তেজের মূলীভূত এবং জলের যোনি স্বরূপ। "যা রোচনে পরস্তাৎ সূর্য্যস্য, যাশ্চ অবস্তাৎ উপতিষ্ঠন্ত আপঃ" (৩।২২।৩)। সূর্য্যের ঊর্দ্ধে ও নিম্নে যে অসীম জলরাশি আছে।

† "অপামুপস্থে" ইত্যাদি (৬।৮।৪)। 'মাতরিশ্বা অতি দূর-প্রদেশ হইতে অগ্নিকে লইয়া আসিয়া, জলের ক্রোড়ে রাখিয়াছিলেন'। "বহ্বীনাং গর্ভো অপসাম্" (১।৯৫।৪)। ত্বামগ্নে! পুষ্করাদধি অথর্ব্বা নিরমন্থত" (৬।১৬।১৩)। মহীধর সামবেদে পুষ্কর অর্থে জল এবং

জল উপার্জ্জন করেন, তাহাতে উদ্‌ভিজ্জগণ উৎপন্ন হইয়া পৃথিবীকে পালন করে। অগ্নির শুভ্রবর্ণ শিখা, "আকাশের ঘৃত-স্বরূপ বৃষ্টি-বারি দোহন করে"। "আকাশে যে অপরিসীম সমুদ্র আছে, অগ্নি তাহা হইতেই জল দিয়া থাকেন" *। এই নিমিত্তই ঋগ্বেদে অগ্নির এক নাম—"অপাংনপাৎ" †। "জলমধ্যে গূঢ়

অথর্বা অর্থে "বায়ু" করিয়াছেন। শঙ্করও প্রশ্নোপনিষদে অথর্বা অর্থে প্রাণ-শক্তি বলিয়াছেন। সুতরাং মন্ত্রটীর অর্থ এই যে—বায়ু বা প্রাণ-শক্তি জলের উপরে অগ্নিকে মন্থন করিলেন। "তত্রা সমুদ্র আগূঢ় মা সূর্য্যা মজভর্ত্তন", ১০।৭২।৭।

* "স্বাবৃগেদবস্ত অমৃতং যদী গো, রতো জাতাসো ধারয়ন্ত উর্ব্বী। বিশ্বে দেবা অনুতত্তে সজ্জুর্গ, দুহে যদেনী দিব্যং ঘৃতং বাঃ" (১০.১২.৩)। "অস্মাৎ সমুদ্রাৎ বৃহতো দিবো নো, অপাং ভূমানমুপ নঃ সৃজেহ" (১০।৯৮।১২)! "অশ্বমিব অধুক্ষৎ ধুনিমন্তরীক্ষ, মতূর্ত্তে বদ্ধং সবিতা সমুদ্রম্" (১০।১৪৯।১)। অন্তরীক্ষে সমুদ্র-রূপ অসীম জলরাশি, অশ্ববৎ গাত্র কম্পন করে; ইহারা নিরুপদ্রব স্থানে বদ্ধ আছে। ইহা হইতে সবিতাই জল-নির্গত করেন। আবার ইহাও দেখি যে—"সোমই আকাশে 'সমুদ্র'কে প্রথমে ধারণ করিয়াছিলেন এবং সোম হইতেই জ্যোতিঃ, দিক্‌ প্রভৃতি জন্মিয়াছে।" "ত্বং সমুদ্রং প্রথমং বিধারয়ঃ।" ইত্যাদি ৯।১০৭।২৩।

† দ্বিতীয় মণ্ডলের ৩৫ সূক্তে 'অপাং নপাৎ' এর বর্ণনা দ্রষ্টব্য। "অপাং নপাৎ দেবতা—সর্ব্বাগ্রে উৎপন্ন জলের সারভূত সোম পান করেন" এবং ইহাঁর চতুর্দ্দিকে জল বেষ্টন করিয়া আছে। "অপ্স্ব স পীযূষং ধয়তি পূর্ব্বসূনাম্ (পূর্ব্বং উৎপন্নানামপাং-সায়নঃ) "অপাং

ভাবে অবস্থিত অগ্নিকে ভৃগুই প্রথমে জানিতে পারিয়াছিলেন"*। অতএব, ঋগ্বেদ-মতে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া এই যে, পরম-ব্যোমে মাতরিশ্বা শক্তি দুইপ্রকারে আপনাকে বিকাশিত করে। এক অংশ—সূক্ষ্ম অগ্নি বা তেজঃ-শক্তি; অপর অংশ সূক্ষ্ম—সোম-শক্তি। এই সূক্ষ্ম অগ্নি হইতেই স্থূল অগ্নি, সূর্য্য, আলোকাদির অভিব্যক্তি হয়; এবং সূক্ষ্ম সোম-শক্তি হইতেই প্রথমে জলের অভিব্যক্তি, পরে উহাই ঘনীভূত হইয়া পৃথিবী ব্যক্ত হইয়াছে। এই জন্য যেমন অগ্নিকে বলা হইয়াছে যে, অগ্নি—আকাশে সূর্য্যরূপে, ভূলোকে অগ্নিরূপে, মেঘে বিদ্যুৎরূপে, নদ্যাদির জলে বাড়বাগ্নিরূপে এবং ওষধিতে উষ্মারূপে অবস্থিত; সোমকেও বলা হইয়াছে যে, সোম আকাশে, পর্ব্বতে, ভূলোকে, ওষধিতে, জলে ও প্রাণী-বর্গের ত্বকে অবস্থান করিতেছে †।

১৯। অতএব, একই শক্তি যে বিবিধ রূপে—বিবিধ

নপাতং পরিতস্থুরাপঃ (২।৩৫।৫ ও ৩)। "বয়া ইদ্‌ন্যা ভুবনান্যস্য, প্রজায়ন্তে বীরুধশ্চ প্রজাভিঃ" (২।৩৫।৮)। বিশ্বের সকল পদার্থই ইঁহার শাখা-স্বরূপ এবং লতা ওষধি প্রভৃতি ইহঁা হইতেই জাত ও পুষ্ট হয়।

* "ইমং বিধন্তো অপাং সধস্থে, পশুং ন নষ্টং পদৈরনুগ্মন্। গুহা চতন্তমুশিজো নমোভি, রিচ্ছন্তো ধীরা-ভৃগবোঽবিন্দন্" (১০।৪৬।২)। অর্থাৎ ভারতে এই Theory প্রথমে ভৃগুই আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

† অগ্নে যত্তে দিবি বার্চঃ পৃথিব্যাং, যদোষধীষু অপ্সু আ যজত্র। যেনান্তরীক্ষ মুর্ব্বাততন্থ (বায়ু রূপেণ)"—২।২২।২ "জঠরে বাবসানঃ" (২।২২।১) ইত্যাদি দেখ। "ত্বমিমা ওষধীঃ সোম! বিশ্বা স্তমপো অজনয়স্তং গাঃ।১।৯১।২২ "অপামুস্মৌ সিন্ধুষু অন্তরাহিতঃ…পৃথিব্যাস্তে

বাহিরে ও ভিতরে একই শক্তির ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ।

দেবতার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নানাস্থানে ক্রিয়া করিতেছে, ঋগ্বেদ অতি-স্পষ্টভাবে তাহা বলিয়া দিয়াছেন। ঋগ্বেদের নানা-স্থানে এই কথা স্পষ্টরূপে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, সূর্য্য, অগ্নি, বিদ্যুৎ বা বায়ু—ইহারা এক ইন্দ্রেরই রূপান্তর মাত্র; ইন্দ্রই—সূর্য্য, অগ্নি, বিদ্যুৎ বা বায়ু-রূপে ক্রিয়া করিতেছেন। পাঠক, দুই একটী স্থল দেখুন্—

"আকাশ, অন্তরীক্ষ এবং পৃথিবী—ইন্দ্রের দর্শনীয় শরীরকে ধারণ করিতেছে" *। অর্থাৎ ইন্দ্রই—আকাশে সূর্য্য-রূপে, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ বা বায়ু-রূপে এবং পৃথিবীতে অগ্নি-রূপে বিকাশিত হইয়া রহিয়াছেন। আবার বলা হইয়াছে যে,—"ইন্দ্রই তিন স্থানে তিন প্রকার উজ্জ্বল জ্যোতিঃ-রূপে অবস্থান করিতেছেন" †। এবং—"সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি এবং নক্ষত্রগণ—ইহারা সকলেই ইন্দ্রেরই মূর্ত্তি-বিশেষ" ‡। কেবল

রুরুহুঃ সানবিক্ষিপঃ...গোরধি ত্বচি...অপ্সু আ (৯।৭৯।৪)। "(সোমঃ) অধিত্বচি গবাং ক্রীড়তি অদ্রিভিঃ" (৯।৬৬।২৯)।

* "অস্য...বিভ্রতি, দ্যাবা-ক্ষামা-পৃথিবী দর্শতং বপুঃ" (১।১০২।২)। শঙ্করাচার্য্য ঐতরেয় আরণ্যক ভাষ্যে বৈদিক ইন্দ্রকে প্রাণ-স্পন্দন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সূর্য্য, বায়ু, ইন্দ্রিয়াদি সকলই—প্রাণের অভিব্যক্তি।

† "ত্রিস্রো ভূমীর্নৃপতে! ত্রীণি রোচনা...বিবক্ষিথ" (১।১০২।৮)।

‡ "যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং, চরন্তং পরিতস্থুষঃ। রোচন্তে রোচনা দিবি," (১।৬।১)॥

ইহাই নহে। ঋগ্বেদে ইহাও নির্দ্দেশিত হইয়াছে যে—"ইন্দ্রেরই এক-মূর্ত্তি আকাশে (সূর্য্য-রূপে) এবং অপর মূর্ত্তি পৃথিবীতে (অগ্নি-রূপে) থাকিয়া উভয়ে মিলিত হইয়া রহিয়াছে। এবং ইন্দ্রই যে প্রাণী-দেহে ইন্দ্রিয় শক্তি-রূপে বিকাশিত, ইহাও পুরাবিদ্‌গণ বিদিত আছেন" *। আমরা স্পষ্টই দেখিতেছি যে, একই শক্তি যেমন বাহিরে চন্দ্র, সূর্য্য, বিদ্যুৎ, বায়ু, নক্ষত্র ও অগ্নি-রূপে অবস্থিত, তেম্‌নি উহাই ভিতরে ইন্দ্রিয়-শক্তিরূপে ক্রিয়াশীল।

আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়-বর্গের বিকাশ।

আবার, বাহিরে যাহা মরুৎ বা বায়ু, তাহাই যে প্রাণী-দেহে ইন্দ্রিয়-শক্তিরূপে অভিব্যক্ত, একথাও ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয়;—

"অর্চন্তো অর্কং, জনয়ন্ত ইন্দ্রিয়ম্" (১।৮৫।২)। দেহস্থ প্রাণ, অপানাদি পঞ্চ-বায়ু যে বাহিরের মরুৎ বা বায়ুরই রূপান্তর সে কথা নানাস্থানে উক্ত হইয়াছে।—

(সায়নকৃত অর্থ দেখ)। আবার, ইহাও আছে যে, জলের মধ্যে ইন্দ্রেরই চক্র গূঢ়ভাবে নিহিত আছে; উহা হইতেই, ওষধি, লতা, বৃক্ষ প্রভৃতির মধ্যে ক্ষীর বা রস উৎপন্ন হয় (১০।৭৩।৯)॥ ইন্দ্র—'মন্যু' বা বলের প্রথম অভিব্যক্তি এবং দেবতারা ইন্দ্রের বলেরই অনুবর্ত্তন করেন। (১০।৭৩।৮-১০)॥

* তত্তে 'ইন্দ্রিয়ং' পরমং পরাচৈঃ, অধারয়ন্ত কবয়ঃ পুরেদম্। ক্ষমেদ-মন্যৎ দিবি অন্যদস্য, সমীপৃচ্যতে,' (১।১০৩।১)॥ আবার দেখুন—'ইন্দ্র ইন্দ্রিয়ৈঃ শর্ম্ম যং সৎ' (১।১০৭।২) ইহাও আছে যে, 'ইন্দ্রই সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়কে প্রদান করেন'।—দেদিষ্ট ইন্দ্র ইন্দ্রিয়াণি বিশ্বা (৫।৩১।৩)।

"বাহিরে যাহা বিশ্বব্যাপক মরুৎ, উহাই প্রাণীদেহে পরিচ্ছিন্ন প্রাণা-পানাদি বায়ু-রূপে অবস্থিত রহিয়া, মনুষ্যের পাপরাশির শোধন করেন" *। বায়ুকে এইরূপে প্রার্থনা করা হইয়াছে যে,—"হে মরুদ্গণ! তোমরা প্রাণা-পানাদি বায়ুদ্বারা আমাদের মঙ্গল কর" †। আর একস্থানে আছে যে, "ইন্দ্রই দেহাভ্যন্তরস্থ প্রাণা-পানাদি বায়ুগণের সহিত সূর্য্য-রূপে উদিত হইতেছেন" ‡।

আমরা উপনিষদের আলোচনা করিতে গিয়া দেখিয়াছি যে,যে শক্তি বাহিরে সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি রূপে বিকাশিত; উহাই প্রাণী-দেহে প্রাণাদি-ক্রিয়া-শক্তিরূপে বিকাশিত হইয়া রহিয়াছে। এই তত্ত্বটিও নূতন নহে। ইহা ঋগ্বেদেরই আবিষ্কার,—ইহা ঋগ্বেদ হইতেই গৃহীত। পাঠক দুই একটী স্থল দেখুন।—

* "ন যে ঈবন্তে জনুষো অয়ানু, অন্তঃ সন্তো অবদ্যানি পুনানাঃ" (মরুতঃ) ১-৬৬।৪। বৃহদারণ্যকে আমরা দেখিতে পাই যে, ইন্দ্রিয়-বর্গের যে আধ্যাত্মিকরূপে পরিচ্ছিন্নতা, তাহা 'অসুর ভাব', এবং আধি-দৈবিকরূপে যে উহাদের অপরিচ্ছিন্ন—অবস্থা, তাহাই 'দেবভাব'। শঙ্কর বলিয়াছেন—"অধ্যাত্মপরিচ্ছেদং হিত্বা,আধিদেবতাত্মানং সর্ব্বাত্মকমনিলং (সূত্রাত্মনং) প্রতিপদ্যতাম্"—ঈশ-ভাষ্য। ঋগ্বেদের এই মন্ত্রটীতেও অবিকল ইহাই কথিত হইয়াছে।

† "মরুতো মরুদ্ভিঃ (প্রাণাদিভিঃ) শর্ম্ম যংসৎ," ১।১০৭।২। ত্রিতঃ ...পঞ্চহোতৄন্ (প্রাণাদীন্) আবর্ত্তয়ৎ, ২।৩৪।১৪

‡ "রুদ্রাণামেতি প্রদিশা বিচক্ষণঃ," ১।১০১।৭॥ রুদ্র=প্রাণাদিরূপে সকলভূতে বর্ত্তমান মরুদ্গণ (সায়ন)॥

"সূর্য্যরশ্মিই, সপ্তপ্রকার প্রাণ-শক্তিরূপে দেহে ক্রিয়াশীল"।

"অগ্নিই, প্রাণাখ্য দেবতাগুলিকে দেহে একত্রিত করেন"।

"সোমই, স্বীয় রসপ্রদান করিয়া ইন্দ্রিয়ের শক্তিকে পুষ্ট করেন।*

এই প্রকারে, বাহিরে ভিতরে শক্তির মৌলিক একত্ব ঋগ্বেদ উত্তমরূপে জানিতেন। আমরা বরুণের স্তুতিতেও দেখিতে পাই যে, বাহিরে যাহা সূর্য্য-কিরণ, তাহাই দেহ-মধ্যে বিজ্ঞানরূপে প্রকটিত, একথাও বলা হইয়াছে।

নীচীনাঃ স্থুরুপরি বুধ্ন এষাম্
অস্মে অন্তর্নিহিতাঃ কেতবঃ স্যুঃ ॥

রাজা বরুণ, আকাশের ঊর্দ্ধদেশে, সর্ব্বপ্রকার তেজের সমষ্টি-(স্তূপ) স্বরূপ সূর্য্যকে স্থাপন করিয়াছেন। সেই সূর্য্য হইতে বহির্গত হইয়া কিরণরাশি নিম্নাভিমুখে বিকীর্ণ হইতেছে। বাহিরে যাহা তেজঃশক্তিরূপে পরিচিত, তাহাই মানবদেহের অভ্যন্তরে বুদ্ধিরূপে, প্রজ্ঞারূপে, নিয়ত পরিণত হইতেছে। পাঠক আরো একটী স্থল দেখুন্—

---

* "অমী যে সপ্তরশ্ময় স্তত্রা। মে নাভিঃ (আত্মা) আততা," ১।১০৫।৯॥ অগ্নে! দেবান্ উচিষে ধিষ্ণ্যা যে, ৩।২২।৩॥ [ধিষ্ণ্যা = ধিয়ং বুদ্ধ্যুপহিতং দেহমুষ্ণীকুর্ব্বন্তীতি প্রাণাভিমানিনো দেবাঃ (সায়ন) "সোমঃ...দধান ইন্দ্রিয়ং রসম্, ৯।২৩।৫। শঙ্কর বলিয়াছেন—'অন্নে দেহাকারে পরিণতে প্রাণস্তিষ্ঠতি" ইত্যাদি) (এস্থলে সোম = অন্ন = Matter॥ ৯।৪৭।৩, ৯।২৩।৫ ; ৯৪৮৫ দেখ।

অন্তঃসমুদ্রে, হৃদ্যন্তরায়ুষি,
অপামনীকে বিদথে য আভৃতঃ
তমস্যাম মধুমন্তং ত উর্ম্মিম্ ॥

হে অগ্নি! তুমি বহুস্থানে বহুভাবে অবস্থান করিতেছ। তুমি যেমন আকাশে সূর্য্য-রূপে ও পৃথিবীতে অগ্নি-রূপে ক্রিয়া করিয়া থাক, তদ্রূপ তুমি জলমধ্যেও রহিয়াছ। সমুদ্রে তুমি বাড়বাগ্নি। আবার তুমিই মনুষ্যে জঠরাগ্নিরূপে এবং আয়ু-রূপে (প্রাণশক্তি-রূপে) অবস্থান করিতেছ। সংগ্রাম-ভূমিতে সৈনিক-দিগের হৃদয়ে তুমিই বিক্রম-বহ্নিরূপে, বীর্য্যরূপে, শৌর্য্যরূপে আত্ম-বিকাশ করিয়া থাক।

পাঠক দেখুন, কতদূর স্পস্ট কথা। বাহিরে যাহা সূর্য্য-কিরণরূপে, অগ্নিরূপে, তেজরূপে ক্রিয়াশীল; উহাই মনুষ্য-দেহের অভ্যন্তরে যেমন জঠরাগ্নিরূপে অন্নের পরিপাক করিয়া দিতেছেন, তদ্রূপ আবার উহাই মনুষ্যের আয়ুরূপে, প্রজ্ঞারূপে, পরিণত হইতেছে, এবং উহাই বীর্য্য ও বিক্রম-শক্তিরূপেও বিকাশিত হইতেছে *। বাহিরে ও ভিতরে যে একই মহাশক্তি নানাভাবে ক্রিয়া করিতেছে, শক্তির এই একত্বের কথা, কেমন সুস্পষ্ট পরিব্যক্ত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যেই প্রার্থনা করা হইয়াছে যে—

হে দেবগণ! তোমাদের দীধিতি—তোমাদের তেজঃ—আমাদের প্রাণ-প্রদ হউক্ (১।১৮৬।১)। শক্তির এই একত্ব

* অন্যপ্রকারে এই তত্ত্ব নির্দ্দেশিত হইয়াছে। ইন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাদিগের সমষ্টির নাম "আদিত্যগণ"। বিশ্বব্যাপক এই আদিত্যগণ

সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মহাপণ্ডিত Herbert Spencer এর উক্তি শুনুন্—

"How a force existing as motion, heat or light, can become a mode of consciousness—how it is possible for aerial vibrations to generate the sensation we call sound—these are mysteries which it is impossible to fathom".

দেবতাবর্গে অনুস্যূত কারণ-সত্তাই ঋগ্বেদের উপাস্য।

২০। উপরে প্রদর্শিত এই সকল আলোচনা দ্বারা আমরা পাইতেছি যে, দেবতাবর্গ কার্য্যদ্বারা ভিন্ন নহে; নাম দ্বারাও ভিন্ন নহে। এবং দেবতারা সকলেই অসীম, অনন্ত বল-স্বরূপ। আমরা ইহাও পাইয়াছি যে, বাহিরে ও ভিতরে একই শক্তি বহুপ্রকারে ক্রিয়া করিতেছে। দেবতারা সেই এক মহাশক্তিরই কার্য্যাত্মক বিকাশমাত্র। সুতরাং

মনুষ্যের অন্তঃকরণে থাকিয়া মনুষ্যের পাপাদি নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। এই কথা স্পষ্ট বলা হইয়াছে। "অন্তঃপশ্যন্তি বৃজিনোত সাধু। সর্ব্বংরাজভ্যঃ পরমাচিদন্তি"। আদিত্যগণের নিকটে ও দূরে কিছুই নাই—এই কথা দ্বারা উঁহারা যে বিশ্বব্যাপক শক্তি-স্বরূপ তাহাই বলা হইল। এবং যাহারা বাহিরে বিশ্বব্যাপক তাহারাই মনুষ্যের হৃদয়াভ্যন্তরে পাপদর্শন করেন,—ইহা বলাতে, বাহিরে যে সকল শক্তি, ভিতরেও যে সেই সকল শক্তিই রূপান্তরিত হইয়া আছে, তাহাই বলা হইল।

দেবতাবর্গে অনুস্যূত 'কারণ-সত্তার' একত্ব। এই 'কারণ-সত্তাই' ঋগ্বেদের লক্ষ্য।

দেবতাবর্গ মূল-সত্তাদ্বারাও এক। দেবতাদিগের মূল-সত্তা এক বলিয়াইত, দেবতাবর্গের কার্য্যের ও নামের স্বতন্ত্রতা স্বীকৃত হয় নাই। নতুবা, যদি দেবতাবর্গ পরস্পর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভৌতিক বস্তুই হইত, তাহাহইলে একের 'কার্য্য' অপরে করিতে পারিত না; একের 'নাম' অপরে প্রদত্ত হইতে পারিত না। এক বিকাশ অপর বিকাশে পরিণত হইতে পারিত না। সুতরাং দেবতাবর্গের মূল-সত্তা একই।

(৪) দেবতাবর্গের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট মূল-সত্তা বা কারণ-সত্তা যে এক, তদ্বিষয়ে ঋগ্বেদে আরো উৎকৃষ্ট প্রমাণ আছে। এখন্ আমরা সেই সম্বন্ধেই সংক্ষেপে আলোচনা করিতে অগ্রসর হইব।

১। ঋগ্বেদে উল্লিখিত মায়াবাদ।

(ক)। উপনিষদের পাঠক দেখিয়াছেন যে, উপনিষদে এবং শঙ্কর-ভাষ্যে নানাস্থানে "মায়া" শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে। আমরা ঋগ্বেদেও, অনেক স্থলে এই "মায়া" শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাই। এই মায়া শব্দটী ঋগ্বেদে যে যে স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে, আমরা সে স্থলগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি এবং একটী বস্তু যে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে— এই অর্থেই ঋগ্বেদে মায়া শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, আমরা পরীক্ষা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছি। আমরা পাঠকবর্গকে কয়েকটী স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব।

মূর্দ্ধা ভুবো ভবতি নক্তমগ্নিঃ, ততঃ সূর্য্যো জায়তে প্রাতরুদ্যন্।
'মায়া' মূতু যজ্ঞিয়ানা মেতাম্, অপো যত্তূর্ণি শ্চরতি প্রজানন্ ॥১০।৮৮।৬
পূর্ব্বাপরং চরতো মায়য়ৈতৌ, শিশূ ক্রীলন্তৌ পরিযাতো অধ্বরম্।
বিশ্বানি অন্যো ভুবনাভিচষ্টে, ঋতূন্ অন্যো বিদধজ্জায়তে পুনঃ ॥
নবো নবো ভবতি জায়মানো, অহ্নাংকেতুরুষসা মেতি অগ্রম্।
ভাগং দেবেভ্যো বিদধাতি আয়ন্, প্র চন্দ্রমা স্তিরতে দীর্ঘমায়ুঃ
॥১০।৮৫।১৮-১৯

যিনি অগ্নিরূপে রাত্রিকালে এই ভূলোকের মস্তক-স্বরূপে দেখা দেন; তিনিই আবার প্রাতঃকালে উদিত হইয়া সূর্য্য-রূপে বিকাশিত হন। আবার তিনিই শীঘ্র শীঘ্র, যাজ্ঞিকদিগের নানা প্রকার ক্রিয়া (দ্রব্যাত্মক-ক্রিয়া, জ্ঞান-কর্ম্ম-সমুচ্চিত ক্রিয়া এবং জ্ঞানক্রিয়া) সম্পাদন করিয়া থাকেন।—ইহা তাঁহারই "মায়া" ব্যতীত অন্য কিছু নহে।

এই যে দুইটী শিশু, পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিগ-ভাগে ক্রীড়া করিতে করিতে বিচরণ করেন; আবার ইহাঁরাই ক্রীড়া করিতে করিতে যজ্ঞস্থলে গমন করেন; এই যে ইহাঁদের মধ্যে একজন (সূর্য্য) সকল ভুবনকে দর্শন করিয়া থাকেন এবং অন্যটী (চন্দ্র) ঋতুগণের বিধানকারীরূপে উৎপন্ন হন;—এই সকল কার্য্য 'মায়া' দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। প্রতিদিন প্রভাতে নূতন নূতন হইয়া ইনি জন্মগ্রহণ করেন এবং উষার অগ্রে আসিয়া, দিবসের কেতু বা প্রজ্ঞাপক হইয়া থাকেন। আবার ইনি অগ্নিরূপে সকল দেবতাকে যজ্ঞভাগ প্রদান করেন। এবং ইনিই চন্দ্র

হইয়া দীর্ঘ আয়ুঃ বিতরণ করিয়া থাকেন। এ সকল কার্য্য 'মায়া' দ্বারাই নির্ব্বাহিত হয়।

পাঠক দেখিতেছেন, একই বস্তু যে বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নানাবিধ ক্রিয়া করিয়া থাকে, ঋগ্বেদে ব্যবহৃত 'মায়া' শব্দ দ্বারা তাহাই বুঝাইতেছে।

ইমামূ তু অসুরস্য শ্রুতস্য, মহীং মায়াং বরুণস্য প্রবোচম্।
মানেনেব তস্থিবান্ অন্তরীক্ষে, বি যো মমে পৃথিবীং সূর্য্যেণ॥
ইমামূ নু কবিতমস্য মায়াং, মহীং দেবস্য ন কিরা দধর্ষ।
একং যদুদ্না ন পৃণন্ত্যেনীঃ, আসিঞ্চন্তী রবনয়ঃ সমুদ্রম্॥৫।৮৫ ৫-৬

আমি সুপ্রসিদ্ধ এবং মহাবলবান্ বরুণের এই মহতী "মায়া" ঘোষিত করিতেছি যে, তিনি অন্তরীক্ষে অবস্থান করিয়া, মানদণ্ডের ন্যায় সূর্য্যের দ্বারা পৃথিবীর পরিমাণ করিয়াছেন। কেহই মহাজ্ঞান-সম্পন্ন বরুণের মহতী মায়ার খণ্ডন করিতে পারে না। বারি-মোক্ষণকারী নদী সমূহ, বারি-রাশি দ্বারা সমুদ্রকে পূর্ণ করিতে যে সমর্থ হয় না, ইহাও সেই বরুণেরই মায়া।

ধর্ম্মণা মিত্রাবরুণা! বিপশ্চিতা, ব্রতা রক্ষেথে অসুরস্য মায়য়া।
ঋতেন বিশ্বং ভুবনং বি রাজথঃ, সূর্য্যমাধত্থো দিবি চিত্র্যংরথম্॥
মায়া বাং মিত্রাবরুণা! দিবিশ্রিতা, সূর্য্যোজ্যোতিশ্চরতি চিত্রমায়ুধম্।
তমভ্রেণ বৃষ্ট্যা গূহথো দিবি, পর্জ্জন্য দ্রপ্সা মধুমন্ত ঈরতে॥৫।৬৩।৭,৪

হে মিত্রাবরুণ! তোমরা জ্ঞান-বিশিস্ট স্বীয়-ধর্ম্ম-দ্বারা এবং আত্ম-সামর্থ্যের 'মায়া' দ্বারা স্বীয় ক্রিয়া পালন করিয়া থাক। তোমরা নিয়মবলে আকাশে বিচিত্র গতিশীল সূর্য্যকে ধারণ

করিয়া রাখিয়াছ এবং সমগ্র ভুবনকে প্রদীপ্ত করিতেছ। যৎকালে বিচিত্র সূর্য্য আকাশে জ্যোতিঃ দান করিয়া বিচরণ করিতে থাকে, তৎকালে তোমাদেরই 'মায়া' আকাশে প্রকাশ পায়। আবার তোমরা মেঘের দ্বারা যখন সেই সূর্য্যকে আকাশে আবৃত করিয়া দাও, তখনও তোমাদেরই মায়া আকাশে প্রকটিত হয়। যখন মধুময়ী বৃষ্টি-ধারা বর্ষিত হইতে থাকে, তখন তোমাদেরি মায়া আকাশে প্রকটিত হয়।

স প্রাচীনান্ পর্ব্বতান্ দৃংহদোজসা, অধরাচীন মকরোদপামপঃ।
অধারয়ৎ পৃথিবীং বিশ্বধায়স মস্তভ্না ন্মায়য়া দ্যামবস্রসঃ॥২।১৭ ৫

ইন্দ্র পুরাতন পর্ব্বত-সকলকে আপন বল দ্বারা দৃঢ় করিয়াছেন, মেঘস্থ জলরাশিকে নিম্নাভিমুখে প্রেরণ করিয়াছেন; বিশ্বধাত্রী পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন; দ্যুলোককে পতন হইতে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন। এ সকলই ইন্দ্রের "মায়ার" দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে।

পাঠক দেখিতে পাইতেছেন কি অর্থে ঋগ্বেদে 'মায়া' শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে। বিবিধ রূপান্তর ধারণ করিয়া যে বিবিধ প্রকার ক্রিয়া করিবার সামর্থ্য—তাহারই নাম 'মায়া'। শঙ্করাচার্য্যও যে এই উদ্দেশ্যেই মায়া শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা "উপনিষদের উপদেশ" গ্রন্থের পাঠক অবশ্যই দেখিয়াছেন। আমরা মায়া-শব্দের অর্থ নির্ণয় করার পরে, এখন ইন্দ্র সম্বন্ধে দুইটী সুপ্রসিদ্ধ মন্ত্র উদ্ধৃত করিব—

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব, তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।
ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে, যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতাদশ ।৬।৪৭।১৮
রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি, মায়াঃ কৃণ্বানঃ তন্বং পরি স্বাম্।
ত্রির্যদ্দিব পরিমুহূর্ত্তমাগাৎ, মন্ত্রৈরনৃতুপা ঋতাবা ।৩।৫৩।৮

আমরা এই শ্লোক দুইটীর সায়ন-সম্মত ব্যাখ্যা দিতেছি। ইন্দ্র—দেবতাবর্গের সর্ব্বপ্রকার রূপের প্রতিনিধি। ইন্দ্র আপন মাহাত্ম্য দ্বারা সকল দেবতার রূপ বা আকার ধারণ করিয়া বর্ত্তমান আছেন। ইন্দ্র আপনার মায়া দ্বারা বহুরূপ বহু আকার-ধারণ করিয়া আছেন। সাধারণ লোকে মনে করে বটে যে, ইন্দ্রের রথ দুইটী অশ্ব দ্বারা বাহিত। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। ইহাঁর অশ্ব সহস্র সহস্র—অপরিমিত। ইন্দ্র-- মায়া দ্বারা বিশ্বের তাবৎ পদার্থের আকারে অবস্থিত হইয়া—বহুরূপ ধারণ করিয়া,—ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতেছেন (ঈয়তে, চেষ্টতে)। কেন তিনি এই সকল রূপ ধারণ করিলেন? তাঁহার নিজের স্বরূপ-বিকাশের নিমিত্তই, তাঁহার এই রূপ ধারণ। জীবের নিকটে তিনি আপনার বিবিধ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিবেন বলিয়াই, তিনি বিবিধ-রূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ইনি অসংখ্য প্রকার ইন্দ্রিয়-বৃত্তি-বিশিষ্ট জীবরূপে প্রকাশিত রহিয়াছেন। প্রকৃত তত্ত্ব-জ্ঞান প্রদানের উদ্দেশ্যেই তিনি জীবাকারে ও বিবিধ পদার্থাকারে—অবস্থান করিতেছেন।

যখন যখনই যেরূপ ধারণ করিতে ইচ্ছা করেন, তখনই তিনি সেইরূপ ধারণ করিয়া থাকেন। তিনি আপনার শরীর হইতে

বহু শরীর গ্রহণের সামর্থ্য প্রকটন করেন *। ইনি অন্তরীক্ষ হইতে মুহূর্ত্তমধ্যে সকল যজমানের যজ্ঞে (তিন প্রকার যজ্ঞে) যুগপৎ প্রাদুর্ভূত হন। ইনি সত্য-কর্ম্মা। এই প্রকার ইহাঁর সামর্থ্য।

আমরা "মায়া" শব্দের অর্থ হইতে এবং এই দুইটী সুবিখ্যাত শ্লোক হইতে, ঋগ্বেদের গূঢ় অভিপ্রায় বুঝিতে পারিতেছি। দেবতাবর্গ যে একই সত্তার বিবিধ বিকাশ—বিবিধ রূপ, বিবিধ আকার—তাহা অতি সুস্পষ্ট ভাষায় ঋগ্বেদ আমাদিগকে বলিয়া দিতেছেন। সুতরাং দেবতাবর্গ যে মূলে একই সত্তা-মাত্র—দেবতারা যে সেই সত্তারই বিকাশ—এই মহা-তত্ত্বই আমরা পাইতেছি। একই ইন্দ্র, স্বীয় সামর্থ্য-প্রভাবে, নিজের স্বরূপ-প্রকাশের নিমিত্ত, সূর্য্য-চন্দ্রাদি বহু আকার ধারণ করিয়া, বহু-ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতেছেন। সুতরাং দেবতারা—একই সত্তার, একই সামর্থ্যের,—ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা ক্রিয়া-নির্ব্বাহক মাত্র। ইহা অপেক্ষা আর কি প্রকারে ঋগ্বেদ এই মহা-তত্ত্ব বলিয়া দিবেন?

২। দেবতাবর্গের মূল-সামর্থ্য ভিন্ন নহে।

(খ)। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও, অন্য প্রকারে এই মহা-তত্ত্ব বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। দেবতাদিগের মূলগত সত্তা যে এক, ভিন্ন নহে, তদ্বিষয়ে আর একটী অতি স্পষ্ট সূক্ত আছে। এইটী তৃতীয় মণ্ডলের ৫৫ সূক্ত। এই সূক্তে ২২টী মন্ত্র আছে। প্রত্যেক মন্ত্রের শেষ চরণটী এই—"মহৎ দেবানাম-

* মায়াঃ = অনেকরূপ-গ্রহণ-সামর্থ্যোপেতাঃ।—সায়ন।

সুরত্বমেকম্”। ঋগ্বেদে অসুর-শব্দের অর্থ—বল বা সামর্থ্য। ভিন্ন ভিন্ন দেবতা-বর্গের মহৎ অসুরত্ব একই। অর্থাৎ দেবতা-বর্গের মূল-সামর্থ্য একই, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নহে। এই প্রসিদ্ধ সূক্তের প্রত্যেক মন্ত্র আমাদিগকে অভ্রান্তরূপে এই মহাতত্ত্বই বলিয়া দেয় যে, দেবতা-বর্গ মূলে ভিন্ন নহে; উহাদের মৌলিক সামর্থ্য একই। ভিন্ন ভিন্ন দেবতারা, সেই মৌলিক-সামর্থ্যেরই ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ। আমরা সূক্তের প্রত্যেক মন্ত্রে কি কি কথা আছে, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতেছি।—

“একই বস্তু বহু প্রদেশে বহু প্রকারে অবস্থান করেন। তিনি আকাশে, পৃথিবীতে, বনমধ্যে, ওষধির মধ্যে এবং যজ্ঞস্থলে নানা আকারে বর্ত্তমান। আকাশে সূর্য্য-রূপে, পৃথিবীতে অগ্নি-রূপে, বনমধ্যে দাবাগ্নি-রূপে, ওষধি-গর্ভে উষ্মা-রূপে এবং যজ্ঞে হবির্বাহক অগ্নি-রূপে ক্রিয়া করিয়া থাকেন। দেবতা-বর্গের মহৎ বল একই।

ওষধি-বর্গের সকল প্রকার অবস্থান্তরের মধ্যে একই বস্তু অবস্থান করেন। ওষধি সকল যখন নূতন উৎপন্ন হয়, তখনও তিনি তাহার মধ্যে; আবার উহারা যখন তরুণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখনও তিনি তাহারি মধ্যে অবস্থান করেন। যখন উহারা নব-কুসুম ও ফল ধারণ করিয়া সুশোভিত হয়, তখনও তিনি তাহার মধ্যে। ওষধি-দিগের গর্ভসঞ্চার ইহাঁরই সামর্থ্যে হয়, এবং ইহাঁরই সামর্থ্যে ইহারা ফল প্রসব করে। আবার যখন ওষধিগণ জীর্ণ হইয়া বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখনও তিনি উহাদের মধ্যে অবস্থান করেন। দেবতা-বর্গের মহৎ বল একই।

একই দেবতা সূর্য্য-রূপে পশ্চিমে অস্ত যাইয়া, আবার প্রভাত-কালে পূর্ব্বদিকে উদিত হন। তিনিই আবার (মধ্যাহ্নে) আকাশে বিচরণ করিয়া বেড়ান। দেবতা-বর্গের মহৎ বল একই।

যিনি সকলের পোষকরূপে ওষধি-বর্গের মধ্যে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, তিনিই সূর্য্যের সহিত দ্যাবা-পৃথিবীর মধ্যে বিচরণ করেন। তিনিই নানাবিধ রূপ ধারণ করিয়া আমাদিগকে দর্শন করেন। দেবতা-বর্গের মহৎ বল একই।

একই বস্তু শুক্লবর্ণ দিবা-রূপে এবং কৃষ্ণবর্ণ রাত্রি-রূপে প্রকাশ পাইতেছে। দেবতা-বর্গের মহৎ বল একই।

একই দেবতার নিয়মে, আকাশ ও পৃথিবী—বৃষ্টি ও বাষ্প-রূপে পরস্পর পরস্পারকে রস পান করাইয়া থাকে। আকাশ, পৃথিবীর বৎস-স্থানীয় অগ্নিকে জলধারা দ্বারা লেহন করে *। এবং সেই সময়ে মেঘের শব্দ-দ্বারা শব্দ করিতে থাকে। উহাই আবার শষ্য-রূপ বসন-দ্বারা পৃথিবীকে সমাচ্ছাদিত করে। দেবতা-বর্গের মহৎ বল একই।

একই দেবতা একদিকে (মেঘ-রূপে) বজ্রধ্বনি করিতেছেন; অপরদিকে জলধারা বর্ষণ করিতেছেন। আবার তিনিই গ্রীষ্ম-বর্ষাদি ঋতুরূপে—মহাকাল-স্বরূপে দণ্ডায়মান। দেবগণের মহৎ বল একই।

একই নির্ম্মাতা (ত্বষ্টা) মনুষ্য ও পশু ও পক্ষীকে উৎপাদন ও পালন করিয়া থাকেন। তিনি বিশ্ব-রূপ। তিনি বহু প্রজাকে

* আকাশকে ধেনু-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

বহু প্রকারে উৎপাদন করিয়াছেন। এই বিশ্ব-ভুবন তাঁহারই। তিনিই এই পৃথিবী ও অন্তরীক্ষে বাস করিতেছেন। দেবগণের মহৎ বল একই।

তিনিই ওষধি (শষ্য) উৎপাদন করেন ও পুষ্ট করেন; তিনিই বৃষ্টি-দান করেন; আবার, তিনিই ধন-ধান্য প্রদান করেন। দেবতা-বর্গের মহৎ বল একই।

এইরূপে, প্রকৃতির কার্য্যাবলীর মূল নিয়ন্তা যে এক, তাহা বৈদিক ঋষি সুস্পষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন। প্রকৃতির সকল কার্য্যের মূলে একই সত্তা, একই নিয়ন্তা, একই দেবতা বর্ত্তমান; সকল দেবতা সেই মূল সত্তারই বিকাশ;—এই মহা-তত্ত্ব বৈদিক ঋষি অনুভব করিয়াছিলেন। বহুত্বের মূলে একত্বের ধারণা, ইহা অপেক্ষা সুস্পষ্টতর আর কেমন করিয়া হইবে? দেবতা-বর্গের মূলে যে বল বা সামর্থ্য নিহিত রহিয়াছে তাহা ভিন্ন নহে বলিয়া,—তাহা এক বলিয়া,—দেবতাবর্গের কার্য্যে ও নামে যে ভিন্নতা লক্ষিত হয়, প্রকৃত-পক্ষে সে ভিন্নতাও কথার কথা মাত্র,-বলা হইয়াছে। মূলগত সত্তার একত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই, ঋগ্বেদে দেবতা-বর্গের কার্য্যের ও নামের প্রকৃত স্বতন্ত্রতাও রক্ষিত হয়নাই। আমরা তাহা উপরে দেখিয়া আসিয়াছি। মূল-সত্তার এই একত্ব প্রস্ফুটিত করিয়া দিবার উদ্দেশ্যেই ঋগ্বেদ, দেবতাদিগের কার্য্য ও নাম ঐ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

(গ)। পাঠকবর্গ দেবতাবর্গের মৌলিক একত্ব-সম্বন্ধে

৩। ঋগ্বেদে ব্যবহৃত "ঋত" শব্দদ্বারাও দেবতাবর্গের মৌলিক একত্ব সূচিত হইয়াছে।

সূক্তটী দেখিলেন। আমরা এই সত্তার একত্ব-সম্বন্ধে ঋগ্বেদে ব্যবহৃত আর একটী শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিবার জন্য পাঠকবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। ঋগ্বেদে সর্ব্বত্র "ঋত" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে *। এই ঋত শব্দের অর্থ—সত্য, অবিনাশী সত্তা। এই ঋত শব্দদ্বারা গ্রথিত একটী মন্ত্র অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহা "হংসবতী ঋক্" নামে প্রখ্যাত। এইটী চতুর্থ মণ্ডলের ৪০ সূক্তের পঞ্চম মন্ত্র। এই প্রসিদ্ধ মন্ত্রে এই মহত্তত্ত্ব উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে যে, এক ঋত বা অবিনাশী সত্তা সকল পদার্থের মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছেন। এই ঋত—আকাশে, অন্তরীক্ষে, পৃথিবীতে, জলে, সমুদ্রে, অগ্নিতে, সূর্য্যে, মনুষ্যে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছেন। সূর্য্য, অগ্নি, আকাশাদি—সেই "ঋত-সত্তারই" বিকাশ মাত্র। হংসবতী ঋক্‌টী এই—

"হংসঃ শুচিসৎ বসু রন্তরীক্ষসৎ,
হোতা বেদিসৎ অতিথি র্দুরোণসৎ।
নৃষৎ বরসৎ ঋতসৎ ব্যোমসৎ
অব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা—ঋতম্॥

* শঙ্করাচার্য্য, ঐতরেয় আরণ্যক ভাষ্যের একস্থলে "ঋত" শব্দের অর্থ "প্রাণশক্তি" (কারণ-সত্তা) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "ঋতং সত্যং মূর্ত্তামূর্ত্তাখ্যংপ্রাণঃ"।—২।৩।১৮। দ্বেবাব ব্রহ্মণো-রূপে মূর্ত্তঞ্চ অমূর্ত্তঞ্চ। বৃহদারণ্যক। সত্যং-প্রাণাদিকারণং। অসদনৃতং বিকারজাতম্। শঙ্কর ঐঃ আঃ ভাঃ ২।৩.

সায়নাচার্য্য বলেন—আদিত্য-মণ্ডলের মধ্যে যে পুরুষ-সত্তা অনুস্যূত রহিয়াছেন, সেই সত্তাই জীব-হৃদয়ে অনুস্যূত রহিয়াছেন। ঋত বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-সত্তাই ইহা। একই ঋত-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তা—অসংখ্য, অনন্ত পদার্থের মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছেন। এই মহামন্ত্রে এই মহা-তত্ত্বই উপদিষ্ট হইয়াছে। সূর্য্য-মণ্ডলস্থসত্তা, জীব-হৃদয়ে অবস্থিত সত্তা এবং নিরুপাধিক ব্রহ্ম-সত্তা—একই বস্তু। হংসবতী ঋকের অর্থ এই—

'দীপ্ত দ্যুলোকে অবস্থিত সূর্য্য (শুচিসৎ) এবং অন্তরীক্ষস্থ বায়ু (বসু) এবং পৃথিবীতে অবস্থিত (বেদিসৎ), অতিথিবৎ পূজ্য যজ্ঞীয় অগ্নি (হোতা)—ইহারা একই ঋত-সত্তার ভিন্ন ভিন্ন রূপ। একই ঋত-সত্য—এই তিনরূপ ধারণ করিয়াছেন; এই তিন রূপের মধ্যে অনুস্যূত আছেন। আবার এই ঋত-সত্যই—মনুষ্যবর্গের মধ্যে আত্ম-চৈতন্য-রূপে অবস্থিত (নৃষৎ)। এই ঋত বা পর-ব্রহ্ম-সত্তা—বরণীয় সূর্য্য-মণ্ডলে অবস্থান করিতেছেন (বরসৎ); ইনিই কর্ম্মাত্মক যজ্ঞের বা ব্রহ্ম-যজ্ঞের অগ্নিতে অনুস্যূত আছেন (ঋতসৎ); এবং ইনি অন্তরীক্ষস্থ বায়ুতে অবস্থান করিতেছেন (ব্যোমসৎ)। ইনিই উদকে বিদ্যুৎরূপে উৎপন্ন হন; এবং সমুদ্র-জলে বাড়বাগ্নির আকার ধারণ করেন (অব্জা); উদয়াচলে ইনিই সূর্য্য-রূপে উৎপন্ন হন (অদ্রিজা); আবার ইনিই সূর্য্য-চন্দ্রাদির কিরণ-রূপে উৎপন্ন হইয়া থাকেন (গোজা); ইনি সকলের প্রত্যক্ষ্য সত্য* সূর্য্য ও

* অগ্নির তিনটী প্রসিদ্ধ "সত্য-ভূত" জন্ম। "ব্রহ্মস্ত তা পরমা

অগ্ন্যাদি আকারে অবস্থিত রহিয়াছেন (ঋতজা)।—ইনিই সকলের অধিষ্ঠান-স্বরূপ "ঋত" বা পর-ব্রহ্ম সত্তা *।

'ঋত' শব্দের অন্যান্য প্রয়োগ।

আমরা এই "ঋত" শব্দ সম্বন্ধে এই মণ্ডলেরই ২৩ সূক্তটীর প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই।—

ঋতস্য হি শুরুধঃ সন্তি পূর্ব্বীঃ, ঋতস্য ধীতি র্বৃজিনানি হন্তি।
ঋতস্য দৃঢ়া ধরুণানি সন্তি, পুরূণি চন্দ্রা বপুষে বপুংষি।
ঋতেন দীর্ঘমিষণন্ত পৃক্ষ, ঋতেন গাব ঋতমা বিবেশুঃ॥
ঋতায় পৃথ্বী বহুলে গভীরে, ঋতায় ধেনূ পরমে দুহাতে॥৪।২৩.৮-১০॥
ঋতস্য সা পয়সা পিন্বতেলা॥৩।৫৫।১৩॥

ঋত-সত্যের আশ্রয়ে পুরাতন জল অবস্থিত। ঋত-সত্যের ধ্যান করিলে পাপনাশ হয়। ঋত-সত্যের বিবিধ আকার, বিবিধ মূর্ত্তি নানাস্থানে রহিয়াছে। এই আকার গুলিই বিশ্ব ধারণ করিয়া রহিয়াছে এবং ইহারা আহ্লাদকর। জলের মধ্যে যে তেজঃশক্তি বাস করে, তাহা এই ঋতেরই প্রভাব-বশতঃ। সাধকগণ এই ঋতের নিকটেই অন্ন প্রার্থনা করিয়া থাকেন। অতিবিস্তীর্ণ ও গম্ভীর এই দ্যাবা-পৃথিবী ঋতের নিমিত্তই হইয়া থাকে

সন্তি 'সত্যা' স্পার্হা দেবস্য জনিমানি অগ্নেঃ"। ৪।১।৭॥ ৩।৫৬।৮ ঋকে ইহাকে দূণসা বা অবিনাশী বলা হইয়াছে। "ত্রিরুত্তমা দূণসা রোচনানি"।

* অদ্যাপি দ্বিজাতিগণ প্রত্যহ এই 'ঋতের' উপাসনা করেন। "ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ তপসো অধ্যজায়ত" ইত্যাদি।

—অর্থাৎ ঋত-সত্তা আছেন বলিয়াই আকাশ ও পৃথিবী রহিয়াছে। এই ঋতের নিমিত্তই দ্যাবা-পৃথিবী দুগ্ধ-দোহন করিয়া থাকে। এই ঋত-সত্য হইতেই জল বর্ষিত হইয়া পৃথিবী সিক্তা হয়*।

যে ঋতেন সূর্য্যমারোহয়ণ দিবি
অপ্রথয়ন্ পৃথিবীং মাতরং বি ॥ ১০।৬২।৩

বিশ্বের সারভূত হে দেবতাবর্গ! তোমরা ঋত-দ্বারা সূর্য্যকে আকাশে আরোপিত করিয়াছ। তোমরা ঋত-দ্বারা জননী-স্বরূপিণী মাতাকে বিস্তারিত করিয়া রাখিয়াছ।

রুদ্রা ঋতস্য সদনেষু বাবৃধুঃ ॥ ২।৩৪।১২
ঋতস্য রশ্মিমনুযচ্ছমানা (উষা) ॥১।১২৩।১৩
ঋতেন দেবঃ সবিতা সমায়ত,
ঋতস্য শৃঙ্গ মুর্ব্বিয়া বি পপ্রথে ॥৮।৮৬।৫।
ঋতাবান ঋতজাতা ঋতাবৃধঃ (মরুতঃ) ॥৭।৬৬।১৩

মরুদ্‌গণ, ঋতের আশ্রয়েই বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উষা, ঋতেরই রশ্মিকে অনুসরণ করিয়া থাকে। সূর্য্য, ঋতের দ্বারাই রশ্মি সংযত করেন এবং পরে আবার ঋতের শৃঙ্গকে বিশেষ রূপে প্রথিত (বিস্তারিত) করিয়া থাকেন। মরুদ্‌গণ,—ঋত হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, ঋত-দ্বারাই বৃদ্ধি-প্রাপ্ত বা পুষ্ট হইয়াছে এবং ঋতকে অবলম্বন করিয়াই অবস্থিত রহিয়াছে।

পাঠকবর্গ দেখিতেছেন, এই ঋত-সত্তাই সকল-বস্তুর মূলে,

* শক্তি প্রথম স্পন্দিত হইলে, উহার একাংশ হইতে জল উৎপন্ন হয়। সৃষ্টিতত্ত্ব দেখ।

সকল আকারের মূলে, সকল ক্রিয়ার মূলে বর্ত্তমান। আমরা উপনিষদের আলোচনা কালে, কার্য্য-বর্গের মধ্যে অনুস্যূত যে কারণ-সত্তার কথা বলিয়াছি ;—এই "ঋত" সেই কারণ-সত্তা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। এক ঋত বা কারণ-সত্তা যে সকল-দেবতার মূলে, সকল দেবতা যে ঋত হইতেই জাত এবং ঋত-দ্বারা পুষ্ট এবং ঋতই উহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট, ঋগ্বেদে একথা সর্ব্বত্রই অতিশয় স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের সর্ব্বত্রই এইরূপ কথা নিবদ্ধ আছে যে, সূর্য্য, ইন্দ্র, উষা, মরুৎ প্রভৃতি সকল দেবতাই ঋত হইতে জাত, ঋতকে স্পর্শ করিয়া অবস্থিত, ঋতই দেবতাবর্গের নাভি, দেবতারা ঋত-বিশিষ্ট এবং ঋত-দ্বারা পুষ্ট। কেন একথা বলা হইল ? সকল দেবতার মধ্যে—সকল কার্য্য-বর্গের মধ্যে—যে ঋত বা কারণ-সত্তা অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন ; সেই সত্তাকে অবলম্বন করিয়াই যে কার্য্য-বর্গ (দেবতাবর্গ) অবস্থান করিতেছেন,—ইহাই এই 'ঋত' শব্দ-প্রয়োগের উদ্দেশ্য।

আমরা সকল মণ্ডল হইতে এই 'ঋত' শব্দ 'প্রয়োগের দুই একটী দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব। পাঠক দেখিবেন এই ঋত শব্দটী কার্য্যবর্গে অনুস্যূত 'কারণ-সত্তা'কেই বুঝাইতেছে—

দ্যাবা-পৃথিবী—ঋতের যোনিতে বাস করেন (১০।৬৫।৮)
সোম—ঋত হইতে জাত, ঋত-দ্বারা বর্দ্ধিত এবং নিজেও
ঋত-স্বরূপ (৯।১০৮।৮)। মরুদ্গণ—ঋত হইতে জাত (৩।৫৪।১৩),
ঋত-দ্বারা পুষ্ট এবং ঋত-বিশিষ্ট (৭।৬৬।১৩)। অগ্নি—

গূঢ়-ভাবে ঋতের পদে অবস্থিত আছেন (৪।৫।৯)।

বৃহস্পতি—ঋতের রথে আরোহিত আছেন (২।২৩।৩)।

সূর্য্য—ঋতদ্বারা আচ্ছাদিত এবং স্বয়ং ধ্রুব ঋত-স্বরূপ (৫।৬২।১১।

উষা—ঋতদ্বারাই প্রকাশিত হইয়াছে (৭।৭৫।১)।

মিত্র ও বরুণ—ঋতের রক্ষক (৭।৬৪।২) এবং ঋতবিশিষ্ট (৭।৬১।২) এবং ঋত-দ্বারা বর্দ্ধিত ও ঋতকে স্পর্শ করিয়া অবস্থিত (১।২।৮)। *।

দ্যাবা-পৃথিবী—ঋতের গৃহে অবস্থান করেন (৭।৫৩।২)।

বরুণ—ঋত-পেশাঃ, অর্থাৎ বরুণের অঙ্গ ঋত-দ্বারাই গঠিত (৫।৬৪।১)।

বাক্ (বাক্য)—ঋতকে স্পর্শ করিয়া আছে (৮।৭৬।১২)।

যাঁহারা ঋতের উদ্দেশ্যে উপাসনা করেন, সোম—

তাঁহাদিগের নিকটে ঋতকেই বহন করিয়া আনেন (৯।৯৭।২৩)।

সোমের গর্ভে ঋত নিহিত আছেন (৯।৬৮।৫)।

সূর্য্য ঋতকেই বিস্তারিত করিয়াছেন এবং নদী সকল ঋতকেই বহন করে (১।১০৫।১২)।—ইত্যাদি।

পাঠক ! ঋগ্বেদের সর্ব্বত্রই এইরূপ উক্তি দেখিতে পাইবেন। সকল দেবতাকে একসঙ্গেও বলা হইয়াছে যে—"ঋতস্য যোনিং… আসতে" (১০।৬৫।৭) ; এবং "বিশ্বেদেবা ঋতাবৃধঃ" (৬।৫০। ১৪ ; ৬।৫২।১০) এবং "ঋতস্য বাবৃধুঃ" (৭।৬০।৫)। অর্থাৎ সকল দেবতাই ঋতের যোনিতে অবস্থিত এবং ঋত-দ্বারা বর্দ্ধিত।

* শঙ্করাচার্য্য বলেন যে—"যেমন রসদ্বারা স্পৃষ্ট হইলে লৌহ সুবর্ণ হইয়া যায়, তদ্রূপ ঋতকে স্পর্শ করিলে যাহা অসত্য, তাহাও সত্য হইয়া যায়। ঋত=প্রাণশক্তি"—ঐতরেয়ারণ্যক ভাষ্য, ২।৩

(ঘ) সর্ব্ব পদার্থে অনুস্যূত 'কারণ-সত্তা'কে বুঝাইবার জন্য যেমন ঋগ্বেদে "ঋত" শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে, এইরূপ আরো দুই তিনটী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পাঠকবর্গ সেই শব্দ কয়েকটীর প্রতিও লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন। "পরাবতঃ" শব্দ, "সনাৎ" শব্দ এবং "প্রত্ন-ওকঃ বা "পরম-সদঃ"—এই কয়েকটী শব্দই তন্মধ্যে প্রধান। পরাবতঃ শব্দটীর অর্থ দূর-প্রদেশ হইতে। "সনাৎ" শব্দের অর্থ সনাতন, নিত্য। "প্রত্ন-ওকঃ" শব্দের অর্থ পুরাতন-স্থান। এই শব্দগুলি যে ভাবে ঋগ্বেদে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং দেবতাদিগের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে এই সকল শব্দ যে --কার্য্যবর্গের মধ্যে অনুস্যূত গূঢ় কারণ-সত্তা, তাহাই একমাত্র তাৎপর্য্য দাঁড়ায়। এ সকল শব্দের এতদ্ব্যতীত অন্য কোন সঙ্গত অর্থ হয় না। আমরা কয়েকটী স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—

৪। অন্য কয়েকটী শব্দ-প্রয়োগ দ্বারাও দেবতাবর্গের মৌলিক-একত্ব প্রদর্শিতহইয়াছে।

"আয়াতি সবিতা পরাবতঃ' (১।৩৫।৩)

সূর্য্য—পরাবৎ হইতে, অর্থাৎ অতি দূর-প্রদেশ হইতে আসিয়াছেন। [অতি দূরপ্রদেশ=কার্য্যবর্গের অতীত স্থান হইতে]।

"অগ্নিমভরৎ মাতরিশ্বা পরাবতঃ (৬।৮।৪)

মাতরিশ্বা, অতিদূরস্থান হইতে অগ্নিকে লইয়া আসিয়াছিলেন।

''এষাযুক্ত পরাবতঃ সূর্য্যস্যো দয়নাদধি' (১।৪৮।৭)

উষা—সূর্য্যোদয়েরও উপরবর্ত্তী অতি দূরস্থান হইতে আসিয়াছেন।

"আসমুদ্রাৎ, অবরাৎ আ পরস্মাৎ,
আ অগ্নিদ দে দিব আ পৃথিব্যাঃ" (৭।৬।৭)

অগ্নি! তুমি আকাশ হইতে, পৃথিবী হইতে, সমুদ্র হইতে ধন আনিয়া দাও। অবর বা নিকৃষ্ট স্থান হইতে এবং পরম দূর-স্থান হইতেও ধন লইয়া আইস।

"যন্নাসত্যা পরাকে, অর্ব্বাকে অস্তি ভেষজম্' (৮।৯।১৫)

হে অশ্বিদ্বয়! দূরদেশে তোমাদের যে ঔষধ আছে এবং নিম্ন-প্রদেশে যে ঔষধ আছে;—তাহা আমাদিগকে দাও।

'য এক এক আয়থ পরমস্যাঃ পরাবতঃ' (৫।৬১।১)।

'প্র যদ্বহধ্বে মরুতঃ পরাকাৎ (১০।৭৭।৬)।

হে মরুদ্গণ! তোমরা একে একে, পরম "পরাবৎ" বা দূরস্থান হইতে আসিতেছ। হে মরুদ্গণ! তোমরা অতিদূরস্থান হইতে বহিয়া আসিতেছ।

এই সকল স্থলে, "পরাবতঃ" শব্দদ্বারা, কার্য্য-বর্গের অতীত 'কারণ-সত্তাই' যে বুঝাইতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। দশম মণ্ডলে মৃত জীবের মনকে একটি সূক্তে আহ্বান করা হইয়াছে। সে স্থলে সমুদয় 'কার্য্য-বর্গকে' একে একে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং সর্ব্বশেষে 'কারণ-সত্তাকে' 'পরাবতঃ' শব্দ-দ্বারাই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে *। নিম্নোদ্ধৃত স্থলগুলির

* "যত্তে সমুদ্রমর্ণবং মনো জগাম দূরকম্। তত্ত আবর্ত্তয়ামসি,

অর্থও যে কারণ-সত্তা মাত্র, তাহাও পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন—

"স বৃত্রহা 'সনয়ো' বিশ্ববেদাঃ' (৩।২০।৪)

অগ্নি—বৃত্রহননকারী, বিশ্ববেদা এবং সনাতন (নিত্য)।

"সনজা অপ্রতীতঃ" (১০।১১১।৩)।

"সনায়তে গোতম ইন্দ্র (১।৬২।৩)।

হে ইন্দ্র! তুমি সনাতন সত্তা হইতে জাত।

হে ইন্দ্র! হে গোতম! তুমি নিত্য, সনাতন।

"ইন্দ্র! জনুষা সনাদসি' (৮।২১।১৩)।

ইন্দ্র! তুমি জন্মাবধি সনাতন-সত্তা হইতে উৎপন্ন হইয়াছ।

"অশত্রু রিন্দ্র! জনুষা সনাদসি" (১।১০২।৮)

"সনাৎ সুজাতা...ধৃতব্রতা" (মিত্রাবরুণৌ)।৮।২৫।২।

হে ইন্দ্র! তুমি জন্মাবধি শত্রু-রহিত এবং তুমি সনাতন-সত্তা হইতে উৎপন্ন হইয়াছ।

হে মিত্র ও বরুণ! তোমরা উভয়ে সনাতন-সত্তা হইতে জাত বা অভিব্যক্ত হইয়াছ।

সনাদেব তব রায়ো গভস্তৌ ন ক্ষীয়ন্তে (১।৬২।১২)।

ইহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥...যত্তে অপো যদোষধী র্মনো জগাম ইত্যাদি॥ যত্তে বিশ্বমিদং জগৎ মনো জগাম ইত্যাদি॥ যত্তে পরাঃ "পরাবতো" মনো জগাম ইত্যাদি" ॥ সমুদয় কার্য্য-বর্গের একে একে উল্লেখ করিয়া, সর্ব্বশেষে "পরাঃ পরাবতঃ' শব্দদ্বারা একেবারে মূল কারণ-সত্তার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

যে নিত্য-সত্তা হইতে তুমি, হস্তে করিয়া, ধন আনিয়াছ, সে ধনের কদাপি ক্ষয় হয় না।

পাঠক লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, 'সনাৎ' শব্দটী কারণ-সত্তা-কেই বুঝাইতেছে কি না?

"প্রত্নস্য ওকসো হুবে' (১।৩০।৯)

সেই প্রাচীন নিবাস-স্থান হইতে আমি ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি।

"আদিৎ প্রত্নস্য রেতসঃ জ্যোতিঃ পশ্যন্তি" (৮।৬।৩০)

লোকসকল—অতি প্রাচীন রেতঃ (জন্মস্থান) হইতে উদিত সূর্য্যের জ্যোতিকে দর্শন করিতেছে।

'বিধেম তে পরমে জন্মন্নগ্নে!
'বিধেম স্তোমৈ রবরে সধস্থে' (২।৯।৩)

হে অগ্নি! দুই স্থানে তোমার জন্ম। একটী পরম স্থান বা কারণ-সত্তা; অপরটী অবর বা স্থূল স্থান।

"আ তে বৎসো মনো যমৎ পরমাৎ চিৎসধস্থাৎ" (৮।১১।৭)

হে অগ্নি! বৎসঋষি—পরম-স্থান হইতে তোমার মনকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া আসিয়াছেন।

"রুদ্রা ঋতস্য সদনেষু বাবৃধুঃ' (২।৩৪।১৩) *

* দশম মণ্ডলে ৭৮।৪ মন্ত্রে আছে যে—"রথচক্রের অর-গুলি যেমন এক নাভিতে প্রবিষ্ট থাকে, মরুদ্গণও তদ্রূপ একই নাভিতে অনুপ্রবিষ্ট আছে"। (রথানাং ন যে হরাঃ সনাভয়ঃ)। মরুদ্গণ যে একই কারণ-সত্তা হইতে উদ্ভূত, তাহাই বলা হইল।

মরুদ্গণ—ঋতের বাসস্থানে বর্দ্ধিত হইয়াছেন।

'অগ্নিং পদে পরমে তস্থিবাংসম্' (১।৭২।৪)

অগ্নি—পরমপদে (কারণ-সত্তায়) অবস্থিত।

"ধ্রুবে সদসি সীদতি' (৯।৪০।৩)।

"সীদন্ ঋতস্য যোনিমা" । (৯।৩২।৪)।

"প্রত্নং সধস্থমাসদৎ" (৯।১০৭।৫)

সোম—ধ্রুব, নিত্য স্থানে বাস করেন। সোম—ঋতের (কারণ-সত্তার) বীজস্থানে অবস্থান করেন। সোম—অতি প্রাচীন স্থানে বাস করেন।

"বরুণস্য .....ধ্রুবং সদঃ" (৮।৪১।৯)

আকাশ, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী ব্যতীতও বরুণের একটী গূঢ়, নিত্য স্থান আছে।

"ত্রিণি পদা বিচক্রমে.........

......বিষ্ণো র্যং পরমং পদং" (১।২২।২১)

আকাশ, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী—এই তিন পদ ব্যতীতও, বিষ্ণুর একটী পরম-পদ আছে। এই পরম-পদটীকে কেবল মনন-শীল ব্যক্তিরাই দেখিতে পান।

পাঠক দেখিতেছেন যে,এই 'প্রাচীন স্থান', 'পরম পদ' প্রভৃতি শব্দ দ্বারাও দেবতাবর্গে অনুস্যূত 'কারণ-সত্তাই' লক্ষিত হইয়াছে। এই কারণ-সত্তাকে 'অমৃত' শব্দদ্বারাও ঋগ্বেদে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

"বিশ্বরূপো অমৃতানি তস্থৌ' (৩।৩৮।৪)।

ইন্দ্র, বিশ্ব-রূপ ধারণ করিয়া অমৃতে (কারণ-সত্তায়) অবস্থান করিতেছেন।

"দেবেষু অমৃত মজুর্য্যম্" (৩।৫৩।১৫)

উষা—দেবতাবর্গের উদ্দেশ্যে জরা-রহিত (অব্যয়) অমৃতকে বিস্তার করিয়াছেন।

"স্থিরং হি জানমেষাম্ (১।৩৭।৯)

"জন্মুষা...অমৃতং নাম ভেজিরে (৫।৫৭।৫)

মরুদ্গণের যেটী জন্ম স্থান সেটী স্থির, অচল, ধ্রুব। মরুদ্গণ—জন্মদ্বারা 'অমৃতকে' প্রাপ্ত হইয়াছে।

"আতস্থিবাংস অমৃতস্য নাভিম্' (৫।৪৭।২)

দেবতাবর্গ সকলেই—অমৃতের নাভিতে অবস্থান করেন। রথচক্রের অর-গুলি যেমন চক্রের নাভিতে প্রবিষ্ট থাকে, তদ্রূপ সকল দেবতাই অমৃতের নাভিকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। আরো বহুস্থানে "অমৃতের নাভি" বলা হইয়াছে।

আর অধিক উদ্ধৃত করিবার আবশ্যক নাই। দেবতাবর্গ যে কারণ-সত্তা হইতে অভিব্যক্ত, এবং দেবতাবর্গের মধ্যে অনুস্যূত কারণ-সত্তাই যে ঋগ্বেদের লক্ষ্য, তাহা আমরা এই সকল শব্দের প্রয়োগ হইতেও সহজে বুঝিতে পারিতেছি। ষষ্ঠমণ্ডলের নবম সূক্তে, আমরা একটী চমৎকার কথা দেখিতে পাই। এই সূক্তের শেষ কয়েকটী মন্ত্রে ঋষি বারংবার নির্দ্দেশ করিতেছেন যে,—"আমার মন, আমার বুদ্ধি অতি দূর-স্থানে চলিয়া যাইতেছে!" ঋষি কেবলমাত্র কার্য্য-বর্গ লইয়াই তৃপ্তিলাভ করিতে

পারিতেছেন না। কার্য্যবর্গ দ্বারা সমাচ্ছাদিত কারণ-সত্তার অনুসন্ধানের জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে ও অতি দূরস্থানে চলিয়া যাইতেছে। এতদ্দ্বারাও আমরা দেবতাবর্গে অনুস্যূত 'কারণ-সত্তার' জন্য ব্যাকুলতাই অনুভব করিতে পারিতেছি *।

৫। ঋগ্বেদে প্রত্যেক দেবতারই দুইরূপ। সূক্ষ্ম-রূপের দ্বারা দেবতাদিগের মৌলিক-একত্বই নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

(৬)। দেবতাবর্গের মধ্যে অনুস্যূত এই কারণ-সত্তাটিকে বুঝাইয়া দিবার উদ্দেশে, ঋগ্বেদে আর একটী প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। প্রত্যেক দেবতারই একটী স্থূল, দৃশ্য রূপ আছে এবং আর একটী অদৃশ্য, সূক্ষ্ম, গূঢ়রূপ আছে—একথা বারংবার বলিয়া দেওয়া

* বি মে কর্ণা পতয়তো বি চক্ষুঃ, বীদং জ্যোতির্হৃদয় আহিতং যৎ। বি মে মনশ্চরতি দূর আ ধীঃ, কিং স্বিদ্বক্ষ্যামি কিমু নু মনিষ্যে ?॥৬॥৯।৬

আমার চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়বর্গ, কি যেন অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতেছে। আমার মন, আমার বুদ্ধি—চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতেছে! আমি কি বলিব ? আমি কি মনন করিব ? যে অগ্নির উপাসনা করিতেছি ;—এই অমৃত, অভয় জ্যোতিই আমাদের হৃদয়ে নিহিত রহিয়াছেন! হৃদয়-নিহিত এই অমৃত জ্যোতির নিকটেই—চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়-বর্গ স্ব স্ব বিজ্ঞানগুলিকে উপহার অর্পণ করিতেছে। ইন্দ্রিয়গুলি—এই জ্যোতির ক্রিয়াকেই অনুবর্ত্তন করিতেছে!!

"বিশ্বে দেবাঃ (ইন্দ্রিয়াণি) সমনসঃ সকেতাঃ,
একং ক্রতু মৃভিবিয়ন্তি সাধু" (৬।৯।৫)।

হইয়াছে। এরূপ বলিবার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য এই যে, দেবতাবর্গে অনুস্যূত গূঢ় কারণ-সত্তাই ইহা দ্বারা সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। দেবতাদিগের যেটী সূক্ষ্ম গূঢ়-রূপ, সেইটীই কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তা। কি উপায়ে ঋগ্বেদ এই প্রণালীটী বলিয়া দিয়াছেন, এস্থলে তাহা দেখাইতেছি।

সূর্য্যের দুই রূপ।

ঋগ্বেদ আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন যে,—সূর্য্যের দুইটী চক্র আছে। একটী স্থূল চক্র, অপরটী গূঢ় চক্র। সতত মনন-পরায়ণ ধ্যানশীল ব্যক্তি সূর্য্যের এই গূঢ় চক্রটীকে জানিতে পারেন; সকলে ইহাকে জানে না *। অপর একটী ঋকে আছে যে,—"অনন্ত আকাশে সূর্য্য গূঢ়ভাবে অবস্থিত ছিলেন; দেবতারা সেই গূঢ়-সূর্য্যকে প্রকাশ করিয়াছিলেন"†। আমরা এই দুই স্থলেই সূর্য্যের একটী স্থূল-রূপ এবং একটী সূক্ষ্ম-রূপের কথা পাইতেছি। সূর্য্যের মধ্যে অনুস্যূত কারণ-সত্তাকে লক্ষ্য করিয়াই

* দ্বে তে চক্রে সূর্য্যে ব্রহ্মাণ ঋতুথা বিদুঃ। অথৈকং চক্রং যদ্ গুহা, তদধ্যাতয় ইদ্বিদুঃ।১০।৮৫।১৬। সূর্য্যের এই "গূঢ়" চক্রটীকে কেবলমাত্র ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিরাই বুঝিতে পারেন।

† "যদ্দেবা যতয়ো যথা ভুবনানি অপিন্বত। অত্রা সমুদ্রে আগূঢ় মাসূর্য্য মজভর্ত্তন"—১০।৭২।৭ দেবতারা সমস্ত ভুবন আচ্ছাদন করিলেন। এই সমুদ্রবৎ বিস্তীর্ণ আকাশে যে সূর্য্য গূঢ় ছিলেন, দেবতারা সেই সূর্য্যকে প্রকাশ করিলেন। অর্থাৎ কারণ-সত্তা হইতে সূর্য্য অভিব্যক্ত হইল। ১।১৬৪।৬,৭ মন্ত্রে সূর্য্যের গূঢ়-স্বরূপের কথা আছে।

সূর্য্যের এই গূঢ়-রূপের কথা বলা হইয়াছে। উপনিষদে যেমন সকলের অধিষ্ঠানস্বরূপ কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তাকে 'মনের মন', 'প্রাণের প্রাণ', 'চক্ষুর চক্ষুঃ'—প্রভৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; ঋগ্বেদও স্থূলরূপের মধ্যে আর একটী সূক্ষ্ম-রূপের কথা বলিয়া, সেই কারণ-সত্তারই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা অন্য ভাবেও, সূর্য্যের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট এই কারণ-সত্তার উল্লেখ দেখিতে পাই। প্রথম মণ্ডলের ৫০ সূক্তের একটী মন্ত্রে এইরূপ বর্ণনা আছে—"সূর্য্যের তিন প্রকার অবস্থা বা রূপ। একটী 'উৎ'; অপরটী 'উৎ+তর'; অপরটী 'উৎ+তম'। যে সূর্য্যের জ্যোতিঃ এই ভূলোকে আইসে, তাহা 'উৎ', সূর্য্য। যে সূর্য্য আকাশে উর্দ্ধে বিকীর্ণ হয়, তাহা "উত্তর" সূর্য্য। এতদ্ব্যতীত একটী 'উত্তম' সূর্য্য আছেন, যাঁহার উদয়ও নাই, অস্তও নাই*। এই বর্ণনা দ্বারা আমরা একই সূর্য্যের কার্য্যাত্মক, কারণাত্মক

* 'উৎ' বয়ং তমসঃ পরি জ্যোতিঃ পশ্যন্ত 'উত্তরম্'। দেবং দেবত্রা সূর্য্যমগন্ম জ্যোতি-'রুত্তমম্'।—১।৫০।১০॥ যে জ্যোতিঃ পৃথিবীর অন্ধকার নাশ করে তাহা 'উৎ' (ইহা সূর্য্যের স্থূল-রূপ)। যে জ্যোতিঃ দেবতাগণের মধ্যে দেবতা, তাহা 'উত্তর'। (এইটী সূর্য্যের সূক্ষ্ম-রূপ বা কারণ-সত্তা)। এতদ্ব্যতীত সূর্য্যের যাহা 'উত্তম' জ্যোতিঃ তাহা নিরুপাধিক ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নহে। আমরা এস্থলে ইহাও পাইতেছি যে, যাহাকে "দেবতা" বলা যায়, তাহা কারণ-সত্তা; তাহা স্থূল-রূপ নহে। এই মন্ত্রটী ছান্দোগ্য উপনিষদেও দৃষ্ট হয়। ছান্দোগ্যে সূর্য্য মধুচক্র রূপেও বর্ণিত হইয়াছেন। সে, স্থলে আছে যে প্রকৃত সূর্য্য—"ন নিম্লোচ,

এবং কার্য্য-কারণের অতীত অবস্থার কথা পাইতেছি। বেদান্তদর্শনের ১।১।২৪ সূত্রেও ইহাই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, যে সূর্য্য-জ্যোতিঃ আকাশে কিরণ বিকীর্ণ করিয়া থাকে, উহার মধ্যে অনুস্যূত ব্রহ্ম-সত্তাই "জ্যোতিঃ" শব্দের লক্ষ্য। শ্রুতিতে যে জ্যোতিঃ শব্দ আছে, তদ্দ্বারা সেই জ্যোতিতে অনুগত কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তাই বুঝিতে হইবে। আমরা ঋগ্বেদেও সূর্য্যের সূক্ষ্ম-রূপের উল্লেখ দ্বারা সেই কারণ-সত্তাই বুঝিতে পারিতেছি।

অগ্নির দুইরূপ।

এখন অগ্নি সম্বন্ধে ঋগ্বেদের সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত হইতেছে, পাঠক তাহাও দেখুন। অগ্নিকে বলা হইয়াছে—"হে অগ্নি! দুই স্থানে তোমার জন্ম বা অভিব্যক্তি। একটি পরম উৎকৃষ্ট স্থান; অপরটী নিকৃষ্ট স্থূল স্থান। আমরা তোমার দুই স্থানেরই স্তুতি করিতেছি। যে "যোনি" হইতে—যে কারণ-সত্তা হইতে—তুমি উৎপন্ন হইয়াছ, আমরা তাহারই যজ্ঞ করিব"*। এস্থলে অতীব স্পষ্ট-ভাষায় অগ্নির মধ্য-গত কারণ-সত্তার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। অপর একটী মন্ত্রেও ইহারই উল্লেখ আছে। "হে অগ্নি! তোমার যে একটী অতি নিগূঢ় নাম আছে, তাহা

নোদিয়ায়"—অস্তও যায় না, উদিতও হয় না। পাঠক দেখুন, সূর্য্য বলিতে কেবল জড় বস্তু বুঝায় না।

* বিধেমতে পরমে জন্মন্ অগ্নে, বিধেম স্তোমৈরবরে সধস্থে। যস্মাৎ যোনেরুদারিথা, যজে তম্।—২।৯।৩॥ এই জন্য অনেকস্থলে অগ্নিকে "দ্বিজন্মা" বলা হইয়াছে।

জানিতে পারিয়াছি। তুমি যে "উৎস" হইতে—যে কারণ-সত্তা হইতে—উদ্ভূত হইয়াছ, আমরা তাহাও জানিতে পারিয়াছি"*। অন্যভাবেও এই মহা-তত্ত্ব বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। শ্মশানাগ্নিকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে যে,—"অগ্নির যেটী স্থূলাংশ,—অগ্নির যে অংশ মৃতদেহের মাংস ভক্ষণ করিতেছে—সে অংশটী দূরে যাউক। এই অগ্নিরই মধ্যে আর একটী অগ্নি আছে, সেই অগ্নিই দেবতাদিগের নিকটে যজ্ঞ বহন করিয়া থাকে; সেই অগ্নিই বিশ্বের তাবৎ বস্তুকে জানেন" †।

পাঠক দেখিতেছেন. অত্যন্ত স্পষ্টরূপে অগ্নির দুইটী রূপের কথা বলা হইয়াছে। যেটী অগ্নির সূক্ষ্ম-রূপ, সেটী অগ্নির মধ্যে

---

* বিদ্মা তে নাম পরমং গুহা যৎ। বিদ্মা 'তমুৎসংযত' আজগন্থ।—১০।৪৫।২॥ এমন কি, জল সকল যে এক 'উৎস' বা কারণ-সত্তা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাও ঋগ্বেদে আছে। "পরিত্রিতন্তুং বিচরন্ত মুৎসম্" (১০।৩০।৯১)। এই উৎসকে "ত্রিতন্তু" বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

† ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিনোমি দূরং, যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ। ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা, দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্। ১০।১৬।৯॥ আমরা আরো দেখি যে, অগ্নিকে বলা হইয়াছে "হে অগ্নি! এই স্থূল শরীর ব্যতীত তোমার যে পরম কল্যাণময় শরীর আছে, তদ্দ্বারা এই মৃত জীবকে উন্নত স্বর্গলোকে লইয়া যাও"। (১০।১৬।৪)॥ আমরা ঈশোপনিষদেও এই প্রকার প্রার্থনা দেখিতে পাই। "হে সূর্য্য! তোমার ঐ স্থূল রশ্মি সকল সংযত কর। ঐ স্থূল রশ্মি-দ্বারা আবৃত তোমার যে একটী কল্যাণময় মূর্ত্তি আছে, আমি সেই মূর্ত্তিটী দেখিতে চাই"।

অনুস্যূত 'কারণ-সত্তা' ব্যতীত অন্য কিছুই হইতে পারে না। পাঠক, বোধ করি আর একটী প্রয়োজনীয় তাৎপর্য্যও লক্ষ্য করিতেছেন। দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে যে, যজ্ঞ করা হয়, যজ্ঞের উপাস্য "দেবতা" স্থূল ভৌতিক অগ্ন্যাদি বস্তু নহে; তাহাও ঋগ্বেদ কৌশলে আমাদিগকে বলিয়া দিতেছেন। আমরা উপরে সূর্য্য-সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহাতে দেখিয়াছি যে, যে সূর্য্যকে "দেবতা" বলা হয়, সে সূর্য্য কারণ-সত্তামাত্র; স্থূল ভৌতিক সূর্য্য নহে। এ স্থলেও বলা হইয়াছে যে, অগ্নির যেটী সূক্ষ্ম-রূপ সেইটীই দেবতাবর্গের নিকটে যজ্ঞীয় হবিঃ বহন করে। আমরা এই অংশগুলি হইতে যজ্ঞের এবং যজ্ঞীয় 'দেবতার' গূঢ় রহস্য বুঝিতে পারিতেছি। পাঠক, এই রহস্যটী ভুলিয়া যাইবেন না।

সোমের দুইরূপ।

এখন সোমদেবতার কথা বলিব। সোম-সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় যে, "সোম-লতাকে নিপীড়িত করিয়া যখন তাহার রস বাহির করিয়া পান করা হয়, তখন লোকে মনে করে বটে যে সোমকে পান করা হইল, কিন্তু যাঁহারা মননশীল, তাঁহারা জানেন যে প্রকৃত যাহা সোম, তাহাকে কেহ পান করিতে পারে না। পৃথিবীর কেহই, প্রকৃত সোমকে পান করিতে সমর্থ হয় না" *। এ স্থলেও আমরা দুইটী সোমের উল্লেখ পাইতেছি। সোমের

* সোমং মন্যতে পপিবান্ যৎ সংপিষন্ত্যোষধিম্। সোমং যং ব্রহ্মাণো বিদুঃ, ন তস্যাশ্নাতি কশ্চন।··ন তে অশ্নাতি পার্থিবঃ। ১০।৮৫।৩-৪

যেটী স্থূলাংশ, তাহাকেই লোকে পেষণ করে ও পান করে ; কিন্তু সোমের যাহা সূক্ষ্মরূপ, সোমের মধ্যগত গূঢ় কারণ-সত্তা,—তাহাকে পান করিবে কে ? এই জন্যই অন্যত্র সোমের উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে যে,—"ধ্রুব সত্য সোমের দুই প্রকার জ্যোতিঃ আছে" * এবং "অমৃতের আধার স্বরূপ সোমের দুই অংশ, তেজঃদ্বারা সমাচ্ছাদিত হইতেছে" †। এই সকল স্থলেও সোমের দুইটী অংশের কথা বলা হইয়াছে। সোমের এই সূক্ষ্মাংশ যে কারণ-সত্তা ব্যতীত অন্য কিছুই হইতে পারে না, তাহা আমরা অল্প আয়াসেই বুঝিতে পারি। কারণ-সত্তা না হইলে এই সকল উক্তি কদাপি সঙ্গত হইতে পারে না—

"হে সোম ! তোমার নিগূঢ় ও লোক-লোচনের অগোচর স্থানে তেত্রিশ দেবতা অবস্থান করেন" এবং "তোমার এই সত্য স্থানেই স্তবকারীগণের স্তুতি সকল কেন্দ্রীভূত হয়" ‡। সোম যদি কেবল মাত্র স্থূল উদ্ভিজ্জই হইবে তবে সে সোমকে কেমন করিয়া বলা যাইবে যে,—"হে সোম ! তুমিই পৃথিবীর অব্যয় 'নাভি-স্বরূপ' এবং "তোমারই দিব্য রেতঃ হইতে বিশ্বের তাবৎ

---

* উভয়তঃ পবমানস্য (সোমস্য) রশ্ময়ঃ,ধ্রুবস্য সতঃ পরিযন্তি কেতবঃ ৯।৮৬।৬।

† দ্বিতা ব্যূর্ণ্বন্ অমৃতস্য ধাম, স্বর্বিদে ভুবনানি প্রথন্ত—৯।৯৪।২

‡ তব ত্যে সোম ! পবমান ! নিণ্যে, বিশ্বে দেবাস্ত্রয় একাদশাসঃ (৯।৯২।৪)।

তন্ন সত্যং পবমানস্য অস্তু, যত্র বিশ্বে কারবঃ সন্নসন্ত (৯।৯২।৫)।

প্রজা উৎপন্ন হইয়াছে' এবং তুমিই এই বিশ্বভুবনের একমাত্র 'রেতোধা'—অর্থাৎ উৎপাদক-বীজ"*। এই সকল কথাই, সোমের মধ্যে অনুস্যূত কারণ—সত্তাকেই লক্ষ্য করিতেছে। এতদ্ব্যতীত সোমের একটী "তুরীয়" স্থানের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে †। তাহা হইলেই আমরা সোমের কার্য্যাবস্থা, কারণাবস্থা এবং কার্য্য-কারণাতীত তুরীয়াবস্থা বর্ণিত দেখিতে পাইতেছি। ইন্দ্র-সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ বর্ণনা নানা স্থানে নানাভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইন্দ্রের একটী স্থূল দৃশ্যরূপ; এবং তন্মধ্যে অনুস্যূত একটী কারণ-সত্তা;—ইহাই ইন্দ্রের সূক্ষ্মরূপ। "হে ইন্দ্র! তুমি দুই স্থানে বাস কর। একটী নিম্নস্থান; অপরটী অতি

ইন্দ্রের দুইরূপ।

---

* পবমানো অব্যয়ং নাভা পৃথিব্যাঃ ৯।৬৮ তবেমাঃ প্রজা দিব্যস্য রেতসঃ-৯।৮৬।২৮

রেতোধা ইন্দো! ভুবনেষু অর্পিতঃ ৯।৮৬।৩৯॥ 'পিতা দেবানাং, জনিতা" ৯।৮৭।২) এই বিশেষণ দুইটীও কারণ-সত্তাকেই বুঝাইতেছে।

† ঋষিমনা য ঋষিকৃৎ স্বর্ষাঃ, সহস্রনীথঃ পদবীঃ কবীনাম্। তৃতীয়ং ধাম মহিষঃ সিষাসন্, সোমো বিরাজমনু রাজতি ষ্টুপ্ (৯।৯৬।১৮)। সোমের মন ঋষি অর্থাৎ সোম সকল বস্তুই জানিতে পারেন,—সর্ব্বজ্ঞ। বিদ্বান্ ব্যক্তির পদ-স্খলন হইলে সোম তাহাও জানিতে পারেন। সোমের যেটী তৃতীয় ধাম, তথায় তিনি বিরাট্ পুরুষের অনুগামী হইয়া দীপ্তি পান। ইহা বলিয়া সোমের "তুরীয়" ধাম, এই ভাবে কথিত হইয়াছে। তুরীয়ং ধাম মহিষো বিবক্তি (৯।৯৬।১৯)।

ঊৰ্দ্ধস্থান”*। ইহা দ্বারা আমরা কারণ-সত্তার কথাই পাইতেছি। এই কথাই অন্যত্র অন্যভাবে উক্ত হইয়াছে। বলা হইয়াছে—“হে ইন্দ্র! তোমার দুইটী শরীর। একটী শরীর অতি গোপনীয়;—অতি নিগূঢ়। এই গূঢ় শরীরটী অতি প্রকাণ্ড এবং ইহা বিস্তর স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে। এই শরীরের দ্বারাই তুমি ভূত, ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করিয়াছ এবং যে যে জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ উৎপন্ন করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল, তাহা উৎপাদন করিয়াছ” †। এই কারণ-সত্তাকে লক্ষ্য করিয়াই পঞ্চম মণ্ডলে বলা হইয়াছে যে—“আমরা ইন্দ্রের সেই পরম-নিগূঢ় পদটীকে জানিতে পারিয়াছি” ‡। ইন্দ্রের স্থূলরূপের অন্তরালে যে সূক্ষ্ম কারণ-

---

* যৎ শক্রাসি পরাবতি যদর্বাবতি বৃত্রহন্। (৮।৯৭।৪)।

† দূরে তন্নাম (শরীরং) গুহ্যং পরাচৈঃ।.....মহত্তন্নাম গুহ্যং পুরুস্পৃক্, যেন ভূতং জনয়ো যেন ভব্যম্। প্রত্নং জাতং জ্যোতির্যদস্য প্রিয়ং। (১০।৫৫।২)। ইন্দ্রের এই গূঢ় শরীরটীকে “প্রত্নং জ্যোতিঃ” এবং “পুরুস্পৃশ্” বলা হইয়াছে। ইহা অতি প্রাচীন জ্যোতিস্বরূপ; এবং ইহা সকল বস্তুকেই স্পর্শ করিয়া বর্ত্তমান আছে। পাঠক দেখুন—ইহা কার্য্য বর্গে অনুস্যূত কারণ সত্তা কিনা?

‡ অবাচচক্ষং পদমস্য সস্বরুগ্রং নিধাতুরন্বায় মিচ্ছন্। অপৃচ্ছমন্যান উত তে মে আহুঃ, ইন্দ্রং নরো বুবুধানা অশেম (৫।৩০।২)। পাঠক এই মন্ত্রটী লক্ষ্য করিবেন। ইন্দ্রের এই গূঢ় পদকে নিজ আধার-ভূত বলা হইয়াছে। এবং যাঁহারা যজ্ঞকারীগণের মধ্যে “বুবুধানাঃ”—প্রকৃত রহস্যজ্ঞ, তাঁহারাই ইন্দ্রের এই পদকে জানেন॥

সত্তা অনুস্যূত আছে ; এই জন্যই যে সকল মন্ত্রে এ প্রকার বর্ণনা আছে যে, ইন্দ্রই দ্যাবা-পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, ইন্দ্রই সূর্য্যের অভ্যন্তরে জ্যোতিঃ নিহিত করিয়াছেন, ইন্দ্রই গো-স্তনে ক্ষীর অর্পণ করিয়াছেন ;—এ সকল বর্ণনা অত্যন্ত সঙ্গত হয়। নতুবা ইন্দ্রকে কেবলমাত্র জড় ভৌতিক পদার্থ বলিয়া যাঁহারা ধরিয়া লন, তাঁহারা কোন প্রকারেই ঐ সকল বর্ণনার সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি দেখাইতে পারিবেন না ! সূর্য্য, সোম ও অগ্নির যেমন তিন অবস্থার বর্ণনা ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়, ইন্দ্রেরও আমরা তিন অবস্থা বর্ণিত দেখি। অষ্টম মণ্ডলের ৫২ সূক্তের ৭ম মন্ত্রে আমরা দেখি যে,—"ইন্দ্র তাঁহার দুই প্রকার জন্ম বা অভিব্যক্তি পরিপালন করিয়া থাকেন। কিন্তু এতদ্ব্যতীত আকাশে ইন্দ্রের একটী "তুরীয়" পদ আছে। এই পদটী অমৃত পদ" *। আমরা বিষ্ণুর

বিষ্ণুর দুইরূপ।

বর্ণনেও ঋগ্বেদে, বিষ্ণুর একটী পরম-পদের উল্লেখ দেখিতে পাই। বিষ্ণুর তিনটী স্থূল পদ—

* '··উভে নি পাসি জন্মনী। তুরীয়াদিত্য হবনং ত ইন্দ্রিয় মাতস্থা-বমৃতং দিবি। ৮।৫২।৭॥ ৫১ সূক্তের ৪ মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, "ইন্দ্রের নিগূঢ় উত্তম পদকে লক্ষ্য করিয়াই ত্রিধাতুবিশিষ্ট স্তুতি উচ্চারণ করিয়া যাজ্ঞিকগণ স্তব করেন। সেই ইন্দ্রই "বিশ্ব-ভুবন উৎপন্ন করিয়াছেন এবং ইন্দ্রের ইহাই পরম বল"। এস্থলে কৌশলে 'জ্ঞান-যজ্ঞের' কথাও বলা হইয়াছে [ত্রিধাতু স্তব অর্থ কি ? কার্য্য, কারণ এবং কার্য্য-কারণাতীত অবস্থাসূচক স্তোত্র নহে কি ?]

আকাশ, অন্তরীক্ষ ও ভূলোককে ব্যাপিয়া অবস্থান করে। কিন্তু বিষ্ণুর যেটী গূঢ় অমৃত-পদ, তাহা কেহই দেখিতে পায়না। সেটী মধুপূর্ণ *। এই বর্ণনা দ্বারা, ইন্দ্র ও বিষ্ণু—উভয়েরই কার্য্যাবস্থা, কারণাবস্থা এবং কার্য্য-কারণের অতীতাবস্থা বা "তুরীয়" স্বরূপের কথা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। না বুঝিয়া লোকে মনে করে যে, ঋগ্বেদ কেবল ভৌতিক বস্তুর প্রতি বিস্ময়সূচক স্তুতির গ্রন্থ!!! আমরা

বায়ুর দুইরূপ।

ঋগ্বেদে দুই প্রকার বায়ুর কথাও দেখিতে পাই। এ স্থলেও, স্থূল বায়ু এবং বায়ুর অন্তর্গত কারণ-সত্তা;—এই তত্ত্বই পাওয়া যায়। এই কারণ-সত্তার কথা কি প্রকারে বলা হইয়াছে, পাঠক তাহা দেখুন। "বায়ু দুই প্রকার। এক বায়ু সাগর হইতে বহিয়া আইসে; অপর বায়ু অতি দূর স্থান হইতে (পরাবতঃ) বহিয়া আইসে। প্রথমটী সামর্থ্য প্রদান করুক্; দ্বিতীয়টী পাপ নাশ করুক্"†।

---

* "ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণু গোপা অদাভ্যঃ"।...তদ্বিপ্রাসো বিপণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে,বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্।—১।২২।১৮,২১॥ "বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ"—১।১৫৪।৫। যাহারা বিদ্বান্, যাহারা সতত জাগরণশীল, ঈদৃশ মনন-পরায়ণ সাধকই কেবল, বিষ্ণুর এই পরম-পদকে দেখিতে পান। অন্যে পায় না। সুতরাং বিষ্ণুরও দুই অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। একটী স্থূল কার্য্যাত্মক অবস্থা। আর একটী সূক্ষ্ম কারণাত্মক অবস্থা। বরুণেরও দুইটী পদ বা স্থানের কথা আছে। ২০৭পৃষ্ঠা দেখ।

† দ্বাবিমৌ বাতৌ;—বাত আ সিন্ধোরা পরাবতঃ। দক্ষংতে

যে বায়ু পাপ-নাশক বলিয়া উক্ত হইয়াছে, উহা নিশ্চয়ই ব্রহ্ম-সত্তা ব্যতীত কোন জড়বস্তু হইতে পারে না। সুতরাং এতদ্দ্বারা আমরা স্থূল বায়ুর মধ্যে অনুস্যূত কারণ-সত্তাই পাইতেছি। এই সূক্ষ্ম বায়ু ঋগ্বেদে "মাতরিশ্বা" নামে বর্ণিত হইয়াছে। মাতরিশ্বা—সকল ক্রিয়ার বীজশক্তি। ইহা হইতেই সর্ব্বপ্রথমে জড়ীয় বায়ু অভিব্যক্ত হয়। প্রথম মণ্ডলের ১৬৮ সূক্তেও মরুতের দুইটি রূপের উল্লেখ আছে। "এই পৃথিব্যাদি মহান্ লোক সকল, ইহাদের পরপার হইতে কি বায় আসিয়াছে? না, অবর বা স্থূল প্রদেশ হইতে বায় আসিয়াছে"?*। আমরা এই প্রশ্নের দ্বারাও স্থূল ও সূক্ষ্ম বায়ুর কথাই পাইতেছি। স্থূল বায়ুর মধ্যে অনুস্যূত কারণ-সত্তাই—সূক্ষ্ম বায়ু। এই বায়ুকে লক্ষ্য করিয়াই, অষ্টম মণ্ডলের ৯৪ সূক্তে বলা হইয়াছে যে—"বায়ুরই ক্রোড়ে দেবতা-সকল স্ব স্ব বিবিধ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া থাকে"।† এবং এই বায়ুকেই বলা হইয়াছে যে,—"মরুদ্গণ সমস্ত পার্থিব বস্তুকে এবং আকাশের জ্যোতিষ্মান্ পদার্থগুলিকে বিস্তারিত করিয়াছেন"‡। মরুদ্গণকে "ত্রিষধস্থ" বলিয়াও নির্দ্দেশ করা

অস্ত আবাতু, পরান্যো বাতু যদ্রপঃ।—১০।১৩৭।২॥ মরুতের বল দুই প্রকার—"দ্বিতা শবঃ"।—১।৩৭।৯

* ক স্বিদস্য রজসো মহস্পরং, কাবরং মরুতো? যস্মিন্নায়য়।—১।১৬৮॥৬।

† যস্যা দেবা উপস্থে ব্রতা বিশ্বা ধারয়ন্তে।—৮.৯৪।২।

‡ আযে বিশ্ব পার্থিবানি পপ্রথন্ রোচনা দিবঃ।—৮.৯৪।৯।

"ত্রিষধস্থস্য জাবতঃ" (৮।৯৪।৫)।

হইয়া থাকে। কার্য্যাত্মক, কারণাত্মক এবং কার্য্য-কারণের অতীত,—এই তিন অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই বায়ুকে "ত্রিষধস্থ" বলা হইয়া থাকে। এই জন্যই বলা হইয়াছে যে,—"কেহই মরুদ্গণের জন্ম জানেন না। মরুদ্গণ নিজেরাই নিজের জন্ম অবগত আছেন। যাঁহারা ধীর, বিদ্বান্; কেবল তাঁহারাই মরুদ্গণের প্রকৃত-স্বরূপ জানেন"*। এই কারণ—সত্তাটীকে লক্ষ্য করিয়াই মরুদ্গণকে "সনাভয়" বলা হইয়াছে†। সকল মরুদ্গণেরই একটী মাত্র নাভি বা আশ্রয়। অর-গুলি যেমন রথ-চক্রের নাভিতে আশ্রিত থাকে; মরুদ্গণও তদ্রূপ এক কারণ-সত্তাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। "হে বায়ু! তোমার গৃহে অমৃতের ভাণ্ড নিহিত রহিয়াছে"‡। এই অমৃতের ভাণ্ডটী কি কারণ-সত্তা নহে? এইরূপে, আমরা ঋগ্বেদে দুইটী আকাশেরও উল্লেখ দেখিতে পাই। উপনিষদে দুই প্রকার আকাশের কথা দৃষ্ট হয়। একটী ভূতাকাশ, অপরটী পরম-ব্যোম মহাকাশে প্রাণ-শক্তির ক্রিয়া অভিব্যক্ত হইলে, সেই ক্রিয়া-শক্তি-বিশিষ্টরূপে

আকাশের দ্বিরূপ।

* ন কি হ্যেষাং জনূংষি বেদ তে, অঙ্গ! বিদ্রে মিথো জনিত্রম্।—৭।৫৬।২। এতানি ধীরো নিণ্যা চিকেত—৭।৫৬।৪।

† রথানাং ন যে অরাঃ সনাভয়ঃ।—১০।৭৮।৪। দশম মণ্ডলে 'জল সকলকেও'—"সযোনিঃ"—বলা হইয়াছে। অর্থাৎ জলসকল এক 'কারণ-সত্তা' (যোনি) হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে (১০।৩০।১০)।

‡ যদদোবাত! তে গৃহে অমৃতস্য নিধিৰ্হিতঃ।—১০।১৮৬।৩

যে আকাশ, তাহাই ভৌতিক-আকাশ। কিন্তু এই ভৌতিক আকাশের মধ্যেই আর একটী আকাশ আছে, তাহাকে পরম—ব্যোম বলে। উপনিষদে এই পরম-ব্যোম বা মহাকাশের,—নাম —"পুরাণংখম্"। আর, ভৌতিক-আকাশের নাম—"বায়ুরং খম্"। ঋগ্বেদেও আমরা যেমন দ্যৌঃ শব্দ দেখি, তেম্‌নি "পরম-ব্যোম" শব্দও দেখি। দ্যৌঃই ভৌতিক আকাশ। আর, "পরম-ব্যোম"ই—মহাকাশ। এই পরম-ব্যোমেই মাতরিশ্বা বা প্রাণ-শক্তির প্রথম বিকাশ হয় *।

সকল দেবতারই দুই রূপ।

এই প্রকারে আমরা প্রত্যেক দেবতারই—একটী কার্য্যাত্মক রূপ এবং একটী কারণাত্মক রূপ ঋগ্বেদে সর্ব্বত্র উল্লিখিত দেখিতে পাই। এই জন্যই সকল দেবতাকেই "দ্বিজন্মা" † বলা হইয়াছে। এবং ইহাও আমরা পাই যে,

* (ইন্দ্রঃ) পরমে ব্যোমন্ অধারয়ৎ রোদসী।—১।৬২।৭। ইন্দ্র-পরম-ব্যোমে আত্ম-বল দ্বারা দ্যাবা-পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছেন। "স জায়মানঃ পরমে ব্যোমন্, আবিরগ্নিরভবৎ মাতরিশ্বনে"।—১।১৪৩।২ পরম-ব্যোমে, মাতরিশ্বার স্পন্দন-বশতঃ প্রথমে অগ্নি অভিব্যক্ত হইলেন। ঋচোঅক্ষরে পরমে ব্যোমন্, যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ"—১।১৬৪।৩৯। এরূপ কথাও আছে যে,—এই দ্যুলোক ও ভূলোকের উপরেও একজন আছেন, যিনি ইহাদিগকে ধারণ করিয়া আছেন"। "নৈতাবদেনা পরো অন্যো অস্তি, উক্ষাস দ্যাবা-পৃথিবী বিভর্ত্তি" (১০।৩১।৮)।

† দ্বিজন্মানো যে ঋতশাপঃ সত্যাঃ।—৬।৫০।২

"অগ্নিই—দেবতাগণের নিগূঢ় জন্মকথা অবগত আছেন"। আবার, "সূর্য্যই—দেবতাদিগের নিগূঢ় জন্মকথা অবগত আছেন"। এবং সকল দেবতারই যে এক একটী গূঢ় নাম আছে, সোমই তাহা জানেন" *। "বরুণ—উপযুক্ত সাধককে একটী পরম গূঢ় পদের কথা বলিয়া দিয়াছেন" †।

---

* অশ্বিদ্বয়েরও, স্থূলরূপ ও কারণ-রূপ (ও কার্য্যকারণের অতীত-রূপের কথা) আছে। এবং ইহাও আছে যে, অশ্বিদ্বয়ের দৃশ্যরূপ ব্যতীতও একটী নিগূঢ়রূপ আছে। "ত্রীনি পদানি অশ্বিনোঃ, আবিঃ সন্তি গুহাপরঃ" (৮।৮।২৩)। বরুণের একটী পরম স্থান বা পদ এবং একটী নিকৃষ্ট পদের ও উল্লেখ আছে। (পরে দেখ) (৮।৪১।৪)। উষাও—'দ্বিবর্হা' (৫।৮০।৪) রুদ্রও—'দ্বিবর্হা' (১।১১৪।১০)। এমন কি জলেরও দুইটীরূপের কথা বলা হইয়াছে। "যে জল ইহলোক ও পরলোক—উভয়লোকে গমন করে, তাহাকে প্রেরণ কর। এরূপ তরঙ্গ প্রেরণ কর, যাহার উৎপত্তি আকাশে এবং যাহা 'ত্রিতন্তু' উৎসের প্রতি উঠিয়া যায়"। "প্রহেত য উভেইয়র্ত্তি।...নভোজাং, পরি "ত্রিতন্তুং বিচরন্তমুৎসং" (১০।৩০।৯)। ত্রিতন্তু উৎস = সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ,—এই ত্রিগুণাত্মক কারণ-সত্তা নহে কি? এই জলকে "ভুবনস্য জনিত্রী" বলা হইয়াছে।

† বেদ যস্ত্রীণি বিদথানি এষাংদেবানাং জন্ম"—৬।৫১।২। "অগ্নি-র্জাতা (জন্ম) দেবানাং...অপীচ্যম্'—৮।৩৯।৬। "দেবো দেবানাং গুহ্যানি নাম আবিষ্কৃণোতি"—৯।৯৫।২। "বিদ্বান্ পদস্য গুহ্যানবোচৎ—৭।৮৭।৪। বরুণ-সম্বন্ধেও এইকথা আছে যে,—বরুণ, দর্শনীয় পদ এবং প্রাচীন পদ উভয়ই জানেন—(৮।৪১।৪)

(চ)। আমরা আর অধিক উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করি না। প্রত্যেক দেবতার মধ্যেই যে এক বিশাল কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তা অনুস্যূত রহিয়াছেন, সেই কারণ-সত্তাটী বুঝাইয়া দিবার জন্যই ঋগ্বেদ, দেবতাবর্গকে দুইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। সূর্য্যাদি দেবতাগণ যদি কেবলমাত্র পরিচ্ছিন্ন ভৌতিক জড়পদার্থ হইতেন, তাহা হইলে আমরা দেবতাদের দুইটী রূপের কথা ঋগ্বেদে দেখিতে পাইতাম না। আমরা উপরে যে প্রণালী দেখাইলাম, তাহাই একটুমাত্র বিভিন্ন-ভাবে, অন্য এক প্রকারে ঋগ্বেদ, এই কারণ-সত্তার তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রায় প্রত্যেক সূক্তেই, প্রত্যেক দেবতারই যে একটী করিয়া 'গূঢ়' পদ আছে, তাহা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। কোথাও বা বলা হইয়াছে যে, অগ্নি প্রভৃতি দেবতার একটী গূঢ় নাম আছে *। দেবতাগণের এই গূঢ় পদ বা গূঢ় নাম কেন বলা হইল? দেবতাবর্গে অনুস্যূত কারণ-সত্তাই কি এই সকল উক্তির লক্ষ্য নহে?

৬। প্রত্যেক দেবতারই একটী 'গূঢ়পদ' আছে। এই গূঢ়পদ দ্বারা দেবতা-বর্গের মৌলিক একত্ব সূচিত হইয়াছে।

সকল দেবতার মধ্যে অনুস্যূত এই কারণ-সত্তা যে শক্তি-স্বরূপ—বলস্বরূপ—তাহা আমরা পূর্ব্বেই একরূপ দেখিয়া আসিয়াছি। দেবতাদিগকে যখন কম্পন-স্বরূপ, বল-স্বরূপ, শক্তি-

* সকল দেবতার গূঢ়পদ ও গূঢ়নাম সম্বন্ধে প্রধানতঃ এই সকল স্থান দ্রষ্টব্য, যথা :—১।৬৫।১ ; ১।৭২।২ ; ৪।৭।৬ ; ৫।১১।৬ ; ৫।১৫।৫ ; ৫।৪৩।১৪ ; ৮।৮০।৯ ; ৩।৬।৪ ; ৯।৯৫।২ ; ৫।৩০।২ প্রভৃতি॥

স্বরূপ বলা হইয়াছে, তখন দেবতারা যে কারণ-সত্তার বিকাশ, তাহাও অবশ্যই শক্তি-স্বরূপ, বল-স্বরূপ। দেবতাদিগের উৎপত্তি-সম্বন্ধে দশম মণ্ডলে কয়েকটী ঋক্ আছে। সেই ঋক্-গুলি দেখিলেই, দেবতাদের মধ্যে অনুগত কারণ-সত্তা যে বল-স্বরূপ তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। আমরা অতি সংক্ষেপে সেই ঋক্-গুলির ভাবার্থ প্রদান করিয়া আমাদের বক্তব্যের দৃঢ়তা সাধন করিব।

দেবতাবর্গের উৎপত্তি-প্রণালী। ৭। এতদ্দ্বারাও দেবতাবর্গের মৌলিক-একত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।

২১। ১০ম মণ্ডলে ৭২ সূক্তে এইরূপ বর্ণনা আছে। দেবতাগণের উৎপত্তির পূর্ব্বে, অসৎ হইতে সৎ উৎপন্ন হইয়াছিল। 'অসৎ' অর্থ কি? জগতে অসংখ্য নাম ও অসংখ্য রূপের অভিব্যক্তি হইয়াছে। সৃষ্টির পূর্ব্বে এই সকল নাম-রূপ এভাবে ছিলনা। ইহারা বীজাকারে ছিল। নাম-রূপের অব্যক্ত অবস্থার নামই—'অসৎ' *। এই অব্যক্তাবস্থাই জগতের পূর্ব্ব-রূপ। ইহা হইতেই বিশ্ব ব্যক্ত হইয়াছে। কি প্রকারে বিশ্ব ব্যক্ত হইল? মহাকাশে জগতের বীজশক্তি-স্বরূপিণী 'অদিতি' উপস্থিত হইল। অদিতি হইতে দক্ষ, দক্ষ হইতে অদিতি

---

* শঙ্করাচার্য্য ও সায়নাচার্য্য, উভয়েরই এই একই সিদ্ধান্ত। "উপনিষদের উপদেশ," দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকায় "সৃষ্টিতত্ত্ব" দেখ। ঋগ্বেদের 'নাসদীয় সূক্তের' ব্যাখ্যা করিয়া সেই স্থলে সৃষ্টির মূল প্রদর্শিত হইয়াছে। "নামরূপ-রহিতত্বেন অসৎ-শব্দবাচ্যং 'সৎ' এব অবস্থিতং পরমাত্মতত্ত্বং"—তৈত্তিরীয়, ব্রাহ্মণ, ২।১।৯।১

উৎপন্ন হইল। শক্তির সর্ব্ব-প্রকার বিকাশের—অবস্থান্তরের—সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য বর্ত্তমান। মূলে যাহা একমাত্র পূর্ণ চৈতন্য-সত্তা, তাহাই অদিতিরূপে আবির্ভূত। সুতরাং, এই চৈতন্যকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই অদিতির সঙ্গে 'দক্ষের' কথা বলা হইয়াছে। এই অদিতির পরে, দেবতাদিগের উৎপত্তি। "তাং দেবা অন্বজায়ন্ত"। সকল দেবতার মধ্যেই অদিতি-শক্তি অনুস্যূত রহিয়াছে। দেবতারা নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহাদের দ্বারা বিশ্ব-ভুবন পূর্ণ হইল। ইহাঁরা জলের উপরে * নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলে, বিপুল রেণু-রাশি উত্থিত হইল। দেবতাদিগের নৃত্য অর্থে স্পন্দন বুঝিতে হইবে। উপনিষদের সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা কালে আমরা দেখিয়াছি যে, শক্তির স্থূলাকারে বিকাশের প্রণালী এই যে, উহার এক অংশ † তেজ, আলোকাদির আকারে বিকীর্ণ হইতে থাকে এবং উহার অপরাংশ ‡ সঙ্গে সঙ্গে ঘনীভূত হইতে হইতে, প্রথমে স্থূল 'জলীয়'

---

* এস্থলের 'সমুদ্র' এবং জল অর্থ—সৃষ্টির আদিতে অভিব্যক্ত অসীম লঘু বাষ্পরাশি বা আধুনিক বিজ্ঞানের Mass of dissipated Nebulous matter.

† এক অংশ—আধুনিক বিজ্ঞানের Motion. (ইহাই ঋগ্বেদের 'ইন্দ্র' বা সূক্ষ্ম অগ্নি)।

‡ অপরাংশ—আধুনিক বিজ্ঞানের Matter. [এই নিমিত্ত বলা হইয়াছে যে—'সোম, জল-দ্বারা এবং অন্ন-দ্বারা (পৃথিবী = কাঠিন্য) স্বপদকে তৃপ্ত করেন'। "পয়সা পিন্বদক্ষিতা", "স্বধয়া পিন্বতে পদম্" (৯।৬৮।৩,৪)]।

আকার, পরে কঠিন 'পৃথিবীর' আকারে অভিব্যক্ত হয়। এইটী বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে যে, দেবতাবর্গ জলের গর্ভে অবস্থিত ছিলেন *। দেবতারা জলমধ্যে স্পন্দিত হইতে থাকিলে,

* তমিদ্গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো, যত্র দেবাঃ সমগচ্ছন্ত বিশ্বে। অজস্য নাভা বধ্যেকমর্পিতং, যস্মিন্ বিশ্বানি ভুবনানি তস্থুঃ—১০।৮২।৬। [এই জল—সৃষ্টির আদিতে ব্যক্ত লঘু তরল বাষ্প-রাশি (Nebulous matter)। ঋগ্বেদে ইহা 'সমুদ্র' নামে পরিচিত।] এই স্থলে সূর্য্যের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে এই কথা আছে যে, 'আকাশস্থ এই সমুদ্র-মধ্যে (নীহারিকাপুঞ্জের মধ্যে) সূর্য্য গূঢ়ভাবে নিহিত ছিলেন, দেবতারা সূর্য্যকে, নৃত্য করিতে করিতে, প্রকাশিত করিলেন'। "অত্রা বোনৃত্যতামিব তীব্রো রেণুরজায়ত।......অত্রা সমুদ্র আগূঢ়মাসূর্য্য মজভর্ত্তন" ইত্যাদি (১০।৭২।৬-৭)। প্রথম মণ্ডলের ১০৫ সূক্তের প্রথম মন্ত্রে আমরা দেখিতে পাই যে,—"চন্দ্রমা জলের মধ্য দিয়া দ্রুত রশ্মি-বিস্তার করেন" ("চন্দ্রমা অপ্স্বন্তরা সুপর্ণোধাবতে দিবি")। যাস্ক, এই সূক্তেরই ১১ মন্ত্রের ব্যাখ্যায় 'অপ্' শব্দের অর্থ—'অন্তরীক্ষস্থ জল' করিয়াছেন। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, ঋগ্বেদ-মতে, সৃষ্টির প্রথমে অভিব্যক্ত আকাশস্থ অসীম তরল বাষ্প-রাশি,—ঘূর্ণিত হইতে হইতে, প্রথমে যেমন এক অংশ হইতে চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্ক উৎপন্ন হইয়াছিল, তেমনি অপরাংশ ঘনীভূত হইয়া স্থূল জল ও পৃথিবী, ও ক্রমে পৃথিবীস্থ ওষধি প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছিল। ঋগ্বেদের এই সৃষ্টিতত্ত্ব আধুনিক বিজ্ঞানেরও নিতান্তই অনুগত, পাঠক অবশ্যই তাহা বুঝিতেছেন। এই জন্যই ১।৭৯।৩ মন্ত্রে দেখি যে,—'অগ্নি এখন জলের দ্বারা অন্তরীক্ষকে পূর্ণ করিলেন, তখনই মিত্র, অর্য্যমা, বরুণাদি দেবতারা অন্তরীক্ষে জলের

সূর্য্যের প্রকাশ হইল, এবং (জলও ঘনীভূত হইতে হইতে) রেণুরাশি (পৃথিবীর অণু) প্রাদুর্ভূত হইল। এই প্রকারে অদিতির দেহ হইতে অদিতির আটটী পুত্র (দেবতা) উৎপন্ন হইল। দেবতাদের উৎপত্তির এই বিবরণ হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, দেবতারা সকলেই বল-স্বরূপ, শক্তি-স্বরূপ। ৮৩ এবং ৮৪ সূক্ত দেখিলেও এই তত্ত্ব অনিবার্য্য-রূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। এই দুই সূক্তে আমরা 'মন্যুর' বর্ণনা দেখিতে পাই। আমরা আজকাল, "মন্যু" শব্দ দ্বারা ক্রোধ নামক মানসিক বৃত্তি বা বলকেই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু ঋগ্বেদে "মন্যু" শব্দটী ভিন্নার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বিশ্ব-ব্যাপক ওজ বা বলের নামই ঋগ্বেদের "মন্যু" *। দেবতারা সকলেই এই মন্যু বা বল হইতে উৎপন্ন; দেবতারা এই বলের আশ্রয়েই

'মন্যুর' বর্ণনা মৌলিক শক্তি-কেই সূচিত করে।

আচ্ছাদন খুলিয়া দিলেন'। অর্থাৎ সকল দেবতাই—সকল কার্য্য-বর্গই—ঐ Nebulous matter হইতেই ক্রমে ক্রমে ব্যক্ত হইয়াছে। এই সকল সুস্পষ্ট অর্থ তলাইয়া না দেখিয়া, ঋগ্বেদের এই সকল মন্ত্রের কত অপ-ব্যাখ্যাই প্রচলিত হইয়াছে !!!

* "সহঃ ওজঃ পুষ্যতি বিশ্বমানুষক্...ত্বয়া...সহস্কৃতেন সহসা সহস্বতা"।—মন্যু, নিজে বল-স্বরূপ, বলদ্বারা নির্ম্মিত এবং বল-বিশিষ্ট।—১০।৮৩।১॥৭৩ সূক্তের দশম মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, ইন্দ্রই বলের সর্ব্বপ্রথম অভিব্যক্তি। এই 'ইন্দ্র' বল হইতে জাত, 'মন্যু' হইতে উৎপন্ন। "ওজসোজাতং...মন্যোরিয়ায়"।

ক্রিয়া-শীল। "মন্যুই ইন্দ্র, মন্যুই বরুণ, মন্যুই অগ্নি, মন্যুই সকল দেবতা। মন্যুই বৃত্র-নিধনকারী, শত্রুসংহারকারী। মন্যুর তেজকে কেহই পরাভব করিতে পারে না; মন্যু স্বয়ম্ভু। মন্যু জ্ঞান-স্বরূপ, মন্যু মধু-ময়। মন্যু—এক; সকলেই মন্যুকে স্তব করিয়া থাকে। মন্যুর প্রিয় নামটীকে আমরা উচ্চারণ করিতেছি। মন্যু যে মূল-উৎস হইতে জন্মিয়াছে, আমরা সে উৎসটীকে জানিতে পারিয়াছি"। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়া আসিয়াছি যে, ইন্দ্র. সূর্য্য, সোম প্রভৃতি সকল দেবতাই বল-স্বরূপ, প্রাণ-স্বরূপ, স্পন্দন-স্বরূপ. শক্তি-স্বরূপ। এখন দেখিতেছি যে, দেবতা-বর্গের মূল-সত্তা বা কারণ-সত্তাও বল-স্বরূপ, শক্তি-স্বরূপ। "দেবতারা সকলেই জ্ঞান ও শক্তি দ্বারা অগ্নিকে উৎপন্ন করিয়াছেন" *। সুতরাং সকল দেবতাই শক্তি-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ। দেবতাদের মূল-সত্তাও শক্তি-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ।

২২। অগ্ন্যাদি দেবতা-বর্গ যে কোন জড়পদার্থ নহে, অগ্ন্যাদি-দেবতা যে কারণ-সত্তা ব্যতীত অন্য কোন বস্তু নহে, তাহা বুঝাইবার জন্য ঋগ্বেদে আর একটী প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। আমরা পাঠক-বর্গকে

৮। প্রত্যেক দেবতার মধ্যেই অপর সকল দেবতা আশ্রিত।—ইহাদ্বারাও দেবতাবর্গের মৌলিক-একত্ব সূচিত হইয়াছে।

---

* ক্রত্বা দক্ষস্য (বলস্য কর্ম্মণা) ..দেবাসো অগ্নিং জনয়ন্ত চিত্তিভিঃ (জ্ঞানৈঃ) ৩।২।৩।

অগ্নি নিজেও বল-স্বরূপ এবং জ্ঞান-স্বরূপ—"সুদক্ষো দক্ষৈঃ ক্রতুনা সুক্রতুঃ অগ্নে! কবিঃ কাব্যেন অসি বিশ্ববিৎ"।—১০।৯১।৩।

সেই প্রণালীটীও দেখাইব। ঋগ্বেদের অনেক স্থলে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখনই সেই স্থলগুলিতে কোন একটী দেবতার উল্লেখ করা হইয়াছে, তখনই এই প্রকার কথা বলা হইয়াছে যে, অন্যান্য দেবতারা সেই সেই দেবতাকেই ধারণ করেন; সেই দেবতারই ব্রত পালন করেন; সেই দেবতাকেই স্তব করিয়া থাকেন। বৈদিক ঋষিগণের চিত্তে যদি অগ্ন্যাদি দেবতাকে 'কারণ-সত্তা' বলিয়াই বোধ না থাকিত, তাহা হইলে আমরা ঋগ্বেদে এ প্রকার উক্তি দেখিতে পাইতাম না। অগ্নি যদি স্বতন্ত্র কোন জড়পদার্থই হয়, তাহা হইলে অন্যান্য দেবতারা কি প্রকারে সেই অগ্নিকে আপনাদের মধ্যে ধারণ করিবেন; কি প্রকারেই বা অন্যান্য দেবতারা সেই অগ্নিরই ব্রত ও কার্য্য পালন করিবেন; কিরূপেই বা সেই অগ্নিকে অন্যান্য দেবতারা স্তব-স্তুতি করিবেন? ঋগ্বেদের অগ্ন্যাদি দেবতা যে কার্য্য-বর্গে অনুস্যূত কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তা ব্যতীত স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহেন,—ঐ সকল উক্তি অনিবার্য্য-রূপে তাহাই প্রমাণ করিতেছে। পাঠক-বর্গকে আমরা নানাস্থান হইতে সেই সকল উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।—

"দেবা অগ্নিং ধারয়ন্ দ্রবিণোদাম্" * ॥

---

* কেবল ইহাই নহে। দেবতারা সকলেই যে অগ্নিতেই যাগ করেন—অগ্নিতেই হোম করেন, তাহাও বলা হইয়াছে 'অগ্নিং দেবাসো অগ্রিয়মিন্ধতে' (৬।১৬।৪৮।) আবার, ইহাও আছে যে,—'প্রথমাভিব্যক্ত অগ্নিকে সকল দেবতাই নমস্কার করিয়া থাকেন' "ত্বাং বিশ্বে

সবিতা, মিত্র, বরুণ প্রভৃতি সকল দেবতাই ধন-প্রদাতা 'অগ্নিকে' ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন্—

অগ্নি।

এস্থলে 'অগ্নি' শব্দ-দ্বারা, সকল দেবতায় অনুস্যূত 'কারণ-সত্তা' বুঝাইতেছে কিনা। কারণ-সত্তা না হইলে 'দেবতারা সকলেই অগ্নিকে ধারণ করিয়া আছেন',—এই উক্তির কোনই অর্থ থাকে না। আরও দেখুন্—

"ত্বয়া হি অগ্নে! বরুণো ধৃতব্রতো—
মিত্রঃ শাশদ্রে অর্য্যমা সুদানবঃ।
যৎসীমনু ক্রতুনা বিশ্বথা বিভুঃ,
অরান্ন নেমিঃ পরিভূর্জায়থা ॥ ১।১৪১।৯।

রথ-চক্রের নেমি যেমন অর-গুলিকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে, হে অগ্নি! তুমিও তদ্রূপ,সকলকে সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছ। তোমারি সাহায্যে বরুণ স্বীয়-ব্রত ধারণ করিতেছেন, মিত্র অন্ধকার নাশ করিতেছেন এবং অর্য্যমা মনুষ্যের কামনার সামগ্রী দান করিতেছেন।

"ত্বে অগ্নে! বিশ্বে অমৃতাস অদ্রুহঃ' ॥ ২।১।১৪।
"তব শ্রিয়া সুদৃশো দেব! দেবাঃ" ॥ ৫।৩।৪

অমৃত! জায়মানং, শিশুং ন দেবাঃ অভি সংনবন্তে" (৬।৭।৪)। এসকল স্থলে অগ্নিকে, দেবতা-বর্গের মধ্যে অনুস্যূত 'কারণ-সত্তা' রূপেই অনুভব করা হইয়াছে।

হে অগ্নি! অপর সকল অমর-দেববর্গ তোমাতেই অবস্থিত রহিয়াছেন। দেবতারা সকলেই তোমাতেই আশ্রিত। হে অগ্নি! তোমারই ঐশ্বর্য্যে দেবতাবর্গের ঐশ্বর্য্য।

"অগ্নে! নেমিররান্ ইব দেবান্ ত্বং পরিভূরসি" ॥ ৫।১৩।৬

অর-সমূহ যেমন রথ-চক্রের নেমিতে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থান করে, অন্যান্য সকল দেবতাই তদ্রূপ অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন।

পাঠক দেখুন্ এই সকল স্থলে অগ্নি, দেবতাবর্গে অনুপ্রবিষ্ট 'কারণ-সত্তা'কেই বুঝাইতেছে। আমরা পাঠক-বর্গকে আর একটী মন্ত্র শুনাইব।

"ধ্রুবং জ্যোতির্নিহিতং দৃশয়ে কং
মনোজবিষ্টং পতয়ৎস্বু অন্তঃ।
বিশ্বে দেবাঃ সমনসঃ সচেতাঃ,
একং ক্রতুমভিবিয়ন্তি সাধু ॥ ৬।৯।৫

প্রাণীবর্গের হৃদয়ে অগ্নি, অচল ধ্রুব জ্যোতি-রূপে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন। তাবৎ ইন্দ্রিয়গুলি—এই নিত্য অগ্নির নিকটেই শব্দ-স্পর্শাদি বিবিধ বিজ্ঞান-রূপ উপহার প্রদান করিয়া থাকে। সকল ইন্দ্রিয়ই, এই অগ্নির একমাত্র ক্রিয়ার অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে*।

---

* ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণন করিতে গিয়া কঠোপনিষদ্, আত্মা সম্বন্ধে অবিকল এই প্রকার কথা বলিয়াছেন। "ঊর্দ্ধং প্রাণমুন্নয়তি অপানং প্রত্যগস্যতি। মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বেদেবা উপাসতে' (২।৫।৩) হৃদয়-

পাঠক দেখিবেন, অগ্নি—ব্রহ্ম-সত্তা-রূপেই এস্থলে বর্ণিত হইয়াছেন * ।

মরুৎনামক দেবতার কথা শুনুন্—

"যস্মা দেবা উপস্থে ব্রতা বিশ্বে ধারয়ন্তে" ॥ ৮।৯৪।২

মরুতেরই ক্রোড়-দেশে আশ্রিত রহিয়া, দেবতাবর্গ স্ব স্ব ব্রত বা ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। পাঠক দেখুন্, এস্থলে 'মরুৎ'কে 'কারণ-সত্তা' রূপেই অনুভব করা হইয়াছে। এই জন্যই—ইন্দ্রকে 'মরুত্বান্', অগ্নিকে 'মরুত্বান্', রুদ্রকে 'মরুত্বান্'—বলিয়াও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। একস্থলে এই উদ্দেশ্যেই বায়ুকে—

মরুৎ।

দেবতাদিগের আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—

"আত্মা দেবানাং ভুবনস্য গর্ভঃ" ॥ ১০।১৬৮ ৪

পুণ্ডরীকাকাশে আসীনং বুদ্ধাবভিব্যক্তং...সর্ব্বে দেবাশ্চক্ষুরাদয়ঃ রূপাদি-বিজ্ঞানং বলিমুপাহরন্তো বিশ ইব রাজানং ··তাদর্থ্যেন অনুপরত-ব্যাপারা ভবন্তীত্যর্থঃ" (শঙ্করভাষ্য।) পাঠক দেখিবেন ঋগ্বেদের অগ্নির বর্ণনাও অবিকল এইরূপ। অন্যস্থানেও এইরূপ কথা আছে—"ক্রতুং হ্যস্য বসবো জুষন্ত" (৭।১।১৪)। [ক্রতু=জ্ঞান এবং শক্তি]।

* আবার ইহাও আছে "তব শ্রিয়ে মরুতো মর্জ্জয়ন্তঃ" (৫।৩।৩)। অগ্নিরই আশ্রয়ার্থ মরুদ্গণ অন্তরীক্ষকে মার্জ্জনা করে। ইহাও দেখি যে,—অগ্নিই দেবতাদিগের জন্ম জানেন।—(৮।৩৯।৬)। সর্ব্বত্রই অগ্নিদ্বারা 'কারণ-সত্তা' নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

বরুণকে বলা হইয়াছে।

"বরুণস্য পুরঃ......বিশ্বেদেবা অনুব্রতম" ॥৮।৪১।৭

বরুণেরই সম্মুখে সকল দেবতা স্ব স্ব ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন। অন্যত্র এরূপও আমরা দেখি যে—"হে মিত্রাবরুণ! কোন দেবতাই তোমার কর্ম্মের পরিমাণ করিতে পারেন না"—

বরুণ।

"ন বাং দেবা অমৃত! আমিনন্তি
ব্রতানি মিত্রাবরুণ! ধ্রুবাণি" ।৫।৬৯।৪

পাঠক আরো শুনুন্—

"যস্মিন্ বিশ্বানি কাব্যা, চক্রে নাভিরিব শ্রিতা" ॥৮।৪১।৬

রথ-চক্রের নাভিতে যেমন অর-গুলি গ্রথিত থাকে, বরুণের মধ্যেও তদ্রূপ এই বিশ্ব-ভুবন গ্রথিত রহিয়াছে। এই স্থল-গুলির সর্ব্বত্রই 'বরুণ' শব্দ, সেই 'কারণ-সত্তাকেই' লক্ষ্য করিতেছে।

সবিতৃ-সম্বন্ধেও অবিকল এইরূপ উক্তি আছে—

সবিতৃ।

"ন যস্যেন্দ্রো বরুণো ন মিত্রো
ব্রতমর্য্যমা ন মিনন্তি রুদ্রঃ" ॥২।৩৮।৯

ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, অর্য্যমা ও রুদ্র—ইহাঁরা কেহই সবিতার ব্রত বা কর্ম্মের পরিমাণ করিতে সমর্থ হন না।

"যস্য প্রয়াণ মন্বন্য ইৎ যযুঃ
দেবাঃ" ॥৫।৮১।৩

সূর্য্যের গতিরই অনুগত হইয়া অন্যান্য দেবতা গমন করিয়া থাকেন। সূর্য্যের গতি হইতে স্বতন্ত্র-ভাবে কোন দেবতারই গমন সিদ্ধ হয় না। আবার আমরা এরূপ কথাও দেখিতে পাই যে,—

'অভি যংদেবী অদিতি গৃণাতি, সবং দেবস্য সবিতুর্জুষাণা।
অভি সম্রাজো বরুণো গৃণন্তি, অভি মিত্র সো অর্যমা সজোষাঃ ॥৭।৩৮।৪
"তদেকং দেবানাং শ্রেষ্ঠং বপুষামপশ্যম্" ॥৫।৬২ ১

সবিতা দ্বারা প্রেরিত হইয়াই অদিতি, বরুণ, মিত্র, অর্য্যমা প্রভৃতি দেবতাবর্গ সবিতার স্তুতি করিয়া থাকেন। সেই এক সূর্য্য,—সকল দেবতার মধ্যে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ।

আবার, সবিতাকে সকল দেবতার চক্ষুঃ-স্বরূপ বলিয়াও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—

"চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ"।
"দেবানামজনিষ্ট চক্ষুঃ" ॥৭ ৭৬।১

পাঠকবর্গ অবশ্যই দেখিতেছেন যে, 'সবিতা' শব্দ সকল দেবতায় অনুপ্রবিষ্ট 'কারণ-সত্তা'কেই বুঝাইতেছে'* !

সোম শব্দও 'কারণ-সত্তা'কে নির্দ্দেশ করে। পাঠক দুই একটী স্থল দেখুন।—

সোম।

* আবার বলা হইয়াছে, 'সবিতাই দেবতাদিগের জন্মের তত্ত্ব অবগত আছেন'। "বেদ যঃ দেবানাং জন্ম" (৬।৫১ ২)। 'প্রাসাবীৎদেবঃ সাবিতা জগৎ" (১।১৫৭।১)।

"অস্য ব্রতে সজোষসো বিশ্বে দেবাস অদ্রুহঃ" (৯.১০২।৫)।

"বিশ্বস্য উত ক্ষিতয়ো হস্তে অস্য" ।৯।৮৬ ৬

"...বিশ্বা সংপশ্যন্ ভুবনানি বিবক্ষসে" ॥১০।২৫।৬

"তুভ্যেমা ভুবনা কবে ! মহিম্নে সোম ! তস্থিরে ॥৯।৯২।২৭ ।

সোমেরই ব্রতে বা কর্ম্মে, অপর সকল দেবতা অবস্থিত।

বিশ্বের সকল প্রাণীই সোমের হস্তে অবস্থিত।

সোমই বিশ্ব-ভুবনকে বহন করিতেছেন।

এই বিশ্ব-ভুবন সোমেরই মহিমায় অবস্থিত।

আবার বলা হইয়াছে—

"জনিতা দিবো, জনিতা পৃথিব্যাঃ, জনিতা অগ্নেঃ,

জনিতা সূর্য্যস্য, জনিতা ইন্দ্রস্য, জনিতোষ বিষ্ণোঃ ॥৯।৯৬।৫

"পিতা দেবানাম্" ৯।১০৯।৪ ; . ৮৭।২

সোম—তাবৎ দেবতারই জনক। এই সকল স্থলেই সোম—কারণ-সত্তা।

তবেতো সোম ! পবমান ! নিণ্যো

বিশ্বে দেবাস স্ত্রয় একাদশাসঃ ॥৯।৯২।৪

হে সোম ! ত্রৈত্রিংশ-সংখ্যক দেবতাবর্গ সকলেই তোমাতেই—তোমারি মধ্যে—অবস্থিত রহিয়াছেন।

দেবো দেবানাং গুহ্যানি নাম আবিষ্কৃণোতি ॥৯।৯৫।২

সোমই, সকল দেবতারই যে গূঢ় নাম আছে তাহা প্রকাশিত করেন।

সোম-সম্বন্ধে এই সকল উক্তি-দ্বারা সোম যে কারণ-সত্তা মাত্র, তাহাই অনিবার্য্য-রূপে প্রমাণিত হইতেছে।

ইন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া যাহা বলা হইয়াছে, তাহাও এই তত্ত্বই প্রমাণিত করে।—

ইন্দ্র।

বিশ্বে ত ইন্দ্র। বীর্য্যং দেবা অনুক্রতুং দদুঃ ॥৮।৬২।৭

হে ইন্দ্র! তোমারই বল এবং প্রজ্ঞার অনুসরণ করিয়া, অপর সকল দেবতা প্রজ্ঞা এবং বলবান্।

ন যস্য দেবা দেবতা ন মর্ত্ত্যা
আপশ্চন শবসো অন্ত মাপুঃ ॥১।১০০।১৫

দেবতাদিগের মধ্যে কেহই ইন্দ্রের বলের অন্ত পায় না।

যস্য ব্রতে বরুণো যস্য সূর্য্যঃ ॥১।১০১।৩

বরুণ ও সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাবর্গ, ইন্দ্রেরই ব্রতে বা কর্ম্মে অবস্থিত; অর্থাৎ ইন্দ্রেরই কর্ম্মের অনুসরণ করিয়া, সূর্য্য-বরুণাদি দেবতাগণ স্ব স্ব ক্রিয়াসম্পাদনে সমর্থ *।

ত্বাং বিষ্ণু র্বৃহন্‌ক্ষয়ো মিত্রো গৃণাতি বরুণঃ,
ত্বাং শর্দ্ধো মদতি অনু মারুতম্ ॥৮।১৫।৯

* দেবতাবর্গের যে স্ব স্ব সামর্থ্য আছে, সেই সামর্থ্য ইন্দ্রই দেবতা-দিগের মধ্যে নিহিত করিয়াছেন। একথাও আছে। "যদ্দেবেষু ধারয়থা অসূর্য্যম্ (বলম্)—৬।৩৬।১।

বিষ্ণু, মিত্র, বরুণ ও মরুৎ প্রভৃতি দেবতাবর্গ, হে ইন্দ্র! তোমারি স্তুতি করিয়া থাকেন। আবার দেখিতে পাওয়া যায় যে,—ইন্দ্রই দ্যাবা-পৃথিবীকে স্বকার্য্যে প্রেরণ করিয়া থাকেন, এবং ইন্দ্রই সূর্য্যকে প্রেরণ করিতেছেন;—এরূপ উক্তিও আছে,

"সমিন্দ্রো...অধুনুত সংক্ষোণী সমু সূর্য্যম্" ॥৮।৫২।১০

রথ-চক্রের নাভিতে যেমন অর-গুলি গ্রথিত থাকে, ইন্দ্রেও সকল বিশ্ব-ভুবন গ্রথিত আছে।

"অরান্ন নেমিঃ পরিতা বভূব" ॥১।৩২।১৫

বিষ্ণু। বিষ্ণুকে বলা হইয়াছে যে—

জনয়ন্তা সূর্য্যামুষাস মগ্নিম্ ।৭।৯৯।৪

বিষ্ণুই—সূর্য্য, উষা এবং অগ্নিকে উৎপন্ন করিয়াছেন।

নতে বিষ্ণো! জায়মানো ন জাতো

দেব! মহিম্নঃ পরমন্ত মাপ ৭।৯৯।২

হে বিষ্ণো! কেহই—মনুষ্যই হউক্ বা দেবতাই হউক্—তোমার মহিমার অন্ত পায় না।

অশ্বি-দ্বয়। অশ্বি দ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে—অশ্বি-দ্বয়ই অগ্নিকে (স্বকার্য্যে) প্রেরণ করিয়া থাকেন,—

যুবমগ্নিঞ্চ বৃষণাবপশ্চ, বনস্পতী রশ্বিনা বৈরয়েথাম্ (১।১৫৭।৫)।

আবার,—

যুবংহি গর্ভং জগতীষু ধথো,

যুবং বিশ্বেষু ভুবনেষু অন্তঃ।—

অশ্বি-দ্বয়ই—এই জগতের গর্ভ-স্বরূপ (কারণ-বীজ) এবং অশ্বি-দ্বয়ই এই বিশ্ব-ভুবনের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন *।

পাঠক! অগ্নি, সোম, ইন্দ্র, বিষ্ণু, সবিতা, অশ্বি-দ্বয় সম্বন্ধে উপরে উদ্ধৃত উক্তিগুলি অনিবার্য্য-রূপে সকল দেবতায় অনুস্যূত "কারণ-সত্তা"কেই লক্ষ্য করিতেছে। নতুবা, ঐ সকল উক্তি অর্থ-শূন্য হইয়া পড়ে।

আবার, আমরা নানাস্থানে এ প্রকার উক্তিও দেখিতে পাই যে,—অগ্নি সকলদেবতার সমষ্টি-স্বরূপ; সূর্য্যও সকলদেবতার সমষ্টি-স্বরূপ; উষাও অদিতির (আদিত্যগণের) সমষ্টি-স্বরূপ এবং দেবতা-বর্গের মাতা।—

ত্বমদিতে! 'সর্ব্বতাতা' (১।৯৪।১৫); সনো যক্ষৎ
'দেবতাতা' যজীয়ান্ (১০।৮৩।১); স্তোমেন হি
দেবাসো অগ্নিমজীজনৎ শক্তিভিঃ (১০।৮৮।১০।) †।—

এই সকল স্থলে অগ্নিকে দেবতাবর্গের সমষ্টি-স্বরূপ বলা হইয়াছে। সূর্য্যও যে দেবতাদের সমষ্টি-স্বরূপ, তাহা এই—

ইদমুত্যগ্মহি মহামনীকম্ (৪।৫।৯);—

---

* উষা—ঋতকে এবং অগ্নিকে ধারণ করেন, এরূপ কথাও দৃষ্ট হয়। ইন্দ্রাগ্নীর ক্রোড়েই এই জগৎ (৮।৪০।৩)। বৃহস্পতির মধ্যেই সকলদেবতা অবস্থান করেন (১।৪০।৫), ইহাও আছে।

† চণ্ডীতে যেমন আছে যে, সকল দেবতার তেজঃ-শক্তি একত্র মিলিত হইয়া দুর্গার মূর্ত্তি উৎপন্ন হইয়াছিল; এখানেও বলা হইয়াছে যে,—সকল দেবতার তেজঃ-শক্তি মিলিত হইয়া অগ্নির বিকাশ।

সূর্য্য-মণ্ডলই সকল মহান্ দেবতার সমূহ-স্বরূপ। উষাকেও দেবতাদিগের সমূহ-স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—

মাতা দেবানা মদিতে রনীকম্ (১।১১৩।১৯)।

এইরূপ—ইন্দ্রের বজ্রকে—মরুদগণের সমষ্টি-স্বরূপ, মিত্রের গর্ভ-স্বরূপ এবং বরুণের-নাভিস্বরূপ বলা হইয়াছে *।

আমরা এই উপলক্ষে পাঠক-বর্গকে আর একটী কথা বলিব। অদ্যাপি দৈনন্দিন উপাসনা ও সন্ধ্যা-বন্দনের সময়ে হিন্দুগণ "জলের" নিকটে প্রার্থনা করিয়া থাকেন। এই জল যে জড় জল নহে, ঋগ্বেদ স্পষ্টই তাহা বলিয়া দিয়াছেন। জলের নিকটে যখন প্রার্থনা করা হইয়া থাকে, তখন জড় জল সে প্রার্থনার লক্ষ্য হইতে পারে না। জলের মধ্যে অনুস্যূত কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তাই উহার লক্ষ্য। ঋগ্বেদ আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে,—"বরুণ-দেব মনুষ্যের পাপ-পুণ্য অবলোকন করিতে করিতে, জলের মধ্যে সঞ্চরণ করেন"।

জল।

"রাজা বরুণো যাতি মধ্যে সত্যানৃতে অবপশ্যন্ জনানাম্" (৭।৪৯।৩)

আবার, ঋগ্বেদ হইতে এই উপদেশও আমরা পাই যে—অগ্নিই জলের গর্ভ-স্বরূপ; জলের মধ্যে অগ্নিই নিয়ত অবস্থান করেন;—

* "ইন্দ্রস্য বজ্রো মরুতামনীকং, মিত্রস্য গর্ভো বরুণস্য নাভিঃ" (৬।৪৭।২৮) অতএব ইন্দ্রও কারণ-সত্তা মাত্র।

"বহ্বীনাং গর্ভো অপসা মুপস্থাৎ"(১।৯৫।৪)। "গুহ্যং গূঢ়মপ্সু "(৩।৩৯।৬)। "বৈশ্বানরো যাস্থ অগ্নিঃ প্রবিষ্টঃ" (৭।৪৯।৪) ॥ ৩।১।৩ ॥

আবার, সোমই জলের গর্ভ-স্বরূপ, তাহাও আছে—

সোমঃ...অপাং-যদ্গর্ভোঽবৃণীত দেবান্" (৯।৯৭।৪১)।

কিন্তু আমরা উপরে আলোচনা করিয়া আসিলাম যে, ঋগ্বেদের 'অগ্নি,' 'বরুণ' প্রভৃতি শব্দ দ্বারা, কার্য্য-বর্গে অনুস্যূত 'কারণ-সত্তা' বা চৈতন্য সত্তাই নির্দ্দেশিত হইয়াছে। সুতরাং পাঠকবর্গ সহজেই দেখিতে পাইতেছেন যে, ঋগ্বেদ যখনই জলের নিকটে কোন প্রার্থনা করিয়াছেন, তখনই তদ্দ্বারা ভৌতিক জলকে লক্ষ্য করা হয় নাই; জল-মধ্যে অনুস্যূত 'কারণ-সত্তাকে' লক্ষ্য করিয়াই প্রার্থনা ও উপাসনা করা হইয়াছে *।

* "জল—'ত্রিতন্তু উৎসের' দিকে উত্থিত হয়", এইকথা বলা হইয়াছে (১০।৩০।৯)। ত্রিতন্তু উৎস = সত্ব-রজঃ-তমো-গুণাত্মক 'কারণ-সত্তা' ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সুতরাং জলের মধ্যে 'কারণ-সত্তাকেই' নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

যে সময়ে ভারতবর্ষে বেদগ্রন্থ নিত্য গৃহে গৃহে পঠিত হইত, সে সময়ে সকলেই ঋগ্বেদে ব্যবহৃত 'অগ্ন্যাদিদেবতার' অর্থ কি তাহা জানিতেন। সুতরাং সে সময়ে কেহই এ প্রকার ভ্রম করিতেন না। এখন বেদের আলোচনা নাই। সুতরাং কি অর্থে বেদে অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছিল, তাহা এখন লোকে ভুলিয়া গিয়াছে। এই জন্যই, সন্ধ্যা-বন্দনাদির সময়ে জলের প্রতি প্রার্থনা দেখিয়া মনে হয় যে, জড়কে লক্ষ্য করিয়াই বুঝি প্রার্থনা ও উপাসনা করা হইয়া থাকে!! এইজন্যই এখন ব্রাহ্মণ-বালকও আর সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিতে চায় না!!!

সুতরাং, আমরা এ ভাবেও দেখিতে পাইতেছি যে, ঋগ্বেদের দেবতাবর্গ জড়ীয় পদার্থ নহে। ঋগ্বেদের উপাস্য-বস্তু—দেবতা-বর্গের মধ্যে অনুস্যূত কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তা।

১। একই মূল-শক্তি যে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার নামে অভিব্যক্ত, তাহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ।

২৩। আমরা এতক্ষণ, কি কি প্রণালী দ্বারা ঋগ্বেদে কারণ-সত্তা নির্দ্দেশিত হইয়াছে, তাহার আলোচনা করিলাম। এতদ্ব্যতীত ঋগ্বেদ আমাদিগকে এই কারণ-সত্তার কথা স্পষ্ট-স্বরেই বলিয়া দিয়াছেন। একই 'কারণ-সত্তা' যে অগ্নি, বরুণাদি ভিন্ন ভিন্ন দেবতার নামে আহূত হইয়াছেন, ঋগ্বেদ নানাস্থানে তাহা অতি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। দুই চারিটী স্থল দেখান যাইতেছে।—

> ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহু-
> রথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
> একং 'সৎ' বিপ্রা বহুধা বদন্তি
> অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ ॥১।১৬৪।৪৬

যাঁহারা তত্ত্বদর্শী তাঁহারা একই 'সত্তা'কে বিবিধ নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। একই সদ্বস্তু—ইন্দ্র-নামে, মিত্র-নামে, বরুণ-নামে, অগ্নি-নামে পরিচিত। শোভন-পক্ষ-বিশিষ্ট গরুত্মান্ নামেও *

* সোমকে 'সুপর্ণ' বলা যায়। "দিব্যঃ সুপর্ণো অবচক্ষত ক্ষাং (৯।৭১।৯) প্রাণ-শক্তিকেও 'সুপর্ণ' বলা হইয়াছে। (অথর্ব্ববেদ দ্রষ্টব্য) ॥ বিষ্ণুকেও 'সুপর্ণ' বলা যাইতে পারে। সূর্য্যকেও সুপর্ণা বলা হইয়াছে। "সুপর্ণো অঙ্গ সবিতু র্গরুত্মান্ পূর্ব্বো জাতঃ" (১০।১৪৯।৩) ॥

তাঁহাকে পণ্ডিতেরা ডাকিয়া থাকেন। সেই সদ্বস্তুই—অগ্নি, যম ও মাতরিশ্বা নামেও পরিচিত।

পাঠক দেখিতেছেন,—অগ্নি, যম, মিত্র, বরুণাদি যে একই সদ্বস্তুর নামান্তর মাত্র, তাহা কেমন স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। আরো দেখুন—

সুপর্ণং বিপ্রা কবয়ো বচোভি-
রেকং 'সন্তং' বহুধা কল্পয়ন্তি ॥১০।১১৪।৫

সুপর্ণ বা পরমাত্মা একই 'সত্তা' মাত্র। এই একই 'সত্তাকে' তত্ত্বদর্শীগণ বিবিধ নামে কল্পনা করিয়া থাকেন। আরো দেখুন—

যন্তৃ ত্বজো বহুধা কল্পয়ন্তঃ,
সচেতসো যজ্ঞমিমং বহন্তি ॥ ৮।৫৮।১

বুদ্ধিমান্ ঋত্বিক্‌গণ—একই বস্তুকে বহুপ্রকারে—বহু নামে—কল্পনা করিয়া লইয়া, যজ্ঞ-সম্পাদন করিয়া থাকেন।

পাঠক আরো দেখুন—

এক এবাগ্নি র্বহুধা সমিদ্ধঃ,একঃ সূর্য্যো বিশ্বমনু প্রভূতঃ।
একৈবোষা সর্ব্বমিদং বিভাতি, একং বা ইদং বিবভূব সর্ব্বম ॥ ৮।৫৮।২

একই অগ্নি—বহুপ্রকারে বহুস্থানে প্রজ্বলিত হইয়া থাকেন। একই সূর্য্য সমগ্র বিশ্বে অনুগত হইয়া—অনুস্যূত হইয়া—রহিয়াছেন। একই উষা সকল বস্তুকে বিবিধ-রূপে প্রকাশিত করিতেছেন। একই বস্তু—বিশ্বের বিবিধ-বস্তুর আকার ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

অগ্নি, সূর্য্য, বরুণাদি দেবতারা যে একই সত্তার—একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র, এ তত্ত্ব ঋগ্বেদ উত্তমরূপে জানিতেন। আমরা এই তত্ত্বটী অন্যভাবেও ঋগ্বেদে দেখিতে পাই। অগ্নিকে স্তব করিতে গিয়া ঋষি অনুভব করিতেছেন যে, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণাদি দেবতা-সকল অগ্নির মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত;—ইহারা অগ্নিরই শাখা-স্বরূপ। বিষ্ণুকে স্তুতি করিতে গিয়াও বলা হইয়াছে যে,—অন্যান্য দেবতারা বিষ্ণুরই শাখা-স্বরূপ*। প্রকাণ্ড মহীরুহের শাখা প্রশাখা-গুলি যেমন বৃক্ষেরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-স্বরূপ; বৃক্ষের সত্তাতেই যেমন শাখা প্রশাখার সত্তা;—সেইরূপ দেবতারা সকলেই একই পরম-দেবতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-স্বরূপ। সেই পরম-দেবতার সত্তাতেই ইহাদের সত্তা; সেই মহা-সত্তা ব্যতীত দেবতা-বর্গের 'স্বতন্ত্র' সত্তা নাই।—"যো দেবানামধিদেব একঃ" (১০।১২১।৭)।

দেবতাবর্গ—একই দেবতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-স্বরূপ।

এই জন্যই নিরুক্তকার যাস্ক—দেবতাবর্গকে একই পরমাত্মার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-রূপে স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন †। অথর্ববেদেও

---

* "বয়াঃ (শাখাঃ) ইদন্যা ভূতানি অস্য" (২।৩৫।৮)। "অস্য দেবস্য ....বয়াবিষ্ণোঃ" (৭।৪০।৫) "ত্বে বিশ্বে সংসঃ পুত্র! দেবাঃ" (৫।৩।১)।

† "একস্য আত্মনঃ অন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি; কর্ম্ম-জন্মানঃ আত্ম-জন্মানঃ "ইত্যাদি (নিরুক্ত, ৭।৪)। ঋগ্বেদের 'পুরুষ সূক্তেও'—সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাবর্গকে পুরুষের অঙ্গ-প্রতঙ্গ-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, একই বস্তু অবস্থা-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নাম গ্রহণ করিয়া থাকে।—

স 'বরুণঃ' সায়মগ্নি র্ভবতি, স'মিত্রো' ভবতি প্রাতরুদ্যন্।
স'সবিতা' ভূত্বা অন্তরীক্ষেণ যাতি, স'ইন্দ্রো' ভূত্বা তপতি মধ্যতো দিবম্॥
১৩।৩।১৩

পাঠকবর্গ দেখিতে পাইতেছেন যে, ঋগ্বেদের দেবতাবর্গ কেহই 'স্বতন্ত্র' 'স্বতন্ত্র' কোন পদার্থ নহেন। একই ব্রহ্ম-সত্তা—ইন্দ্র-নামে, উষা-নামে, রুদ্র-নামে, অগ্নি-নামে, জগতের বিবিধ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া, বিশ্বের বিবিধ কল্যাণে নিযুক্ত রহিয়াছেন। ঋগ্বেদের দেবতা-তত্ত্ব ইহাই।

ঋগ্বেদের 'দেবতা'-বর্গ—একই কারণ-সত্তার কার্য্যাত্মক বিকাশ-মাত্র; কোন 'স্বতন্ত্র' বস্তু নহে।

এক শিব, সত্য, সুন্দর, ব্রহ্ম-সত্তা—প্রতিদিন প্রভাত-কালে উষা-রূপে, উজ্জ্বলালোকে সমগ্র-ভুবন প্রকাশিত করিয়া, আলস্য-তন্দ্রা বিদূরিত করিয়া, জীবগণকে প্রবোধিত করিতেছেন এবং তাহাদিগকে স্ব স্ব কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। ইনি কল্যাণ-ময়ী, তাপ-নাশিনী, জীবের প্রাণ-দায়িনী। ইহাঁর উদয়ে, ঘন-কৃষ্ণ তিমিররাশি অন্তর্হিত হয় এবং সমগ্র-ভুবন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। উষা কোন 'স্বতন্ত্র' পদার্থ নহে।

এই শিব, সত্য, সুন্দর, ব্রহ্ম-সত্তা—সৃষ্টির অব্যবহিত পরে, ইন্দ্ররূপে, বিপুল বাষ্প-রাশি বর্ষণ করতঃ পৃথিবীতে নদী ও সমুদ্রের অমৃত-ধারা প্রবাহিত করিয়া, অশেষ-প্রকারে জীবের কত কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন। নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, স্থলভাগ,—

উত্থিত ও বিরচিত হইয়া, ইহাঁরই প্রভাবে পৃথিবী জীবের বাসোপযোগী হইয়াছিল। নতুবা নিবিড়-কৃষ্ণ অম্ল বাষ্পরাশি-দ্বারা পৃথিবীর মুখ আচ্ছাদিত থাকিয়া যাইত। ইনিই অদ্যাপি, বজ্র, বিদ্যুৎ নির্ঘোষে, বর্ষণ-প্রভাবে পৃথিবীকে শষ্য-শালিনী করিয়া, জীবের প্রাণযাত্রার সহায়-রূপে নিত্য ক্রিয়াশীল হইয়া রহিয়াছেন। * ইন্দ্র কোন 'স্বতন্ত্র' বস্তু নহে।

এই শিব, সত্য, সুন্দর, ব্রহ্ম-সত্তা—রুদ্ররূপে জগতের উপদ্রব-রাশি বিনষ্ট করিতেছেন। যাহারা ধর্ম্মের বিরোধী, সত্যের দ্রোহী, মানব-সমাজের শত্রু—তাহাদিগকে রুদ্র সুশাণিত ধনুর্ব্বাণ দ্বারা, বিনষ্ট করিতেছেন। এবং উপদ্রব নাশ করিয়া জগতে বিপুল মঙ্গল-রূপ ভেষজ দুইহাতে বিতরণ করিতেছেন।

এই শিব, সত্য, সুন্দর, ব্রহ্ম-সত্তা—জগতের আদিতে সোমরূপে, পৃথিবীতে সমুদ্ভূত ওষধি-বর্গ ও বৃক্ষ-সকলের উৎপত্তির কারণ হইয়াছিলেন †। জগতে যে বিবিধ শক্তির

* পৃথিবীতে যাহা কিছু বলের কার্য্য, বীর্য্যের কার্য্য, পরাক্রমের কার্য্য,—তাহাই 'ইন্দ্র'। "যা কাচ বল কৃতিঃ, স ইন্দ্রঃ"—শঙ্করাচার্য্য, বেদান্ত ভাষ্য। "মা মার্য্যস্থি কৃতেন কর্ত্বেন চ" (১০।৪৮।৩)। 'যে যাহা কিছু করিয়াছে বা করিবে, সকলই আমারি উপর নির্ভর করে।

† পাঠক পূর্ব্বেই দেখিয়াছেন যে, সোম—আধুনিক বিজ্ঞানের Matter রূপেও ঋগ্বেদে ব্যবহৃত হইয়াছে। শক্তির এই Matter অংশ হইতেই প্রথমে জল (তরল), পরে পৃথিবী (কঠিন) এবং অবশেষে পৃথিবীতে ওষধিবর্গ সমুৎপন্ন হইয়াছে।

বিকাশ হইয়াছে, সোমই তাহার কারণ। আবার, সোমই বৃক্ষাদি-রূপে পরিণত হইয়া, পৃথিবীকে মনুষ্যের আবাসের যোগ্য করিয়াছে। এই সোম-লতার রসই যজ্ঞে মঙ্গল্য-দ্রব্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া, ধর্ম্মবৃদ্ধির সাহায্য করিয়াছে। আকাশস্থ তিথি প্রভৃতির নিয়ম সংস্থাপিত হইয়া, সোম বা চন্দ্র পৃথিবীর কল্যাণ বিধান করিতেছে। সোম কোন 'স্বতন্ত্র' বস্তু নহে।

এই সত্য, শিব, সুন্দর ব্রহ্ম-সত্তাই—ওষধিবর্গ রূপে, মনুষ্যের কত মঙ্গল, কত হিত সাধন করিতেছে। কত দৈহিক-রোগে এই ওষধির শক্তি আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তার করিয়া মনুষ্যের দেহকে, রোগ-জনিত বিনাশের হস্ত হইতে বিমুক্ত করিতেছে। ওষধি-বর্গের মধ্যে অমঙ্গল-নিবারক ভেষজ নিহিত রহিয়াছে। ওষধিবর্গও কোন 'স্বতন্ত্র' বস্তু নহে।

এই সত্য, শিব, সুন্দর ব্রহ্ম-সত্তা—বিষ্ণুরূপে জগতের পোষণ-কার্য্যে বিনিযুক্ত রহিয়াছেন। আকাশ, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী—কোন স্থানই ইহাঁর পালনের সীমার বহির্ভূত নহে। এক মধুপূর্ণ অমৃতের উৎস হইতে বিষ্ণুর এই জগদ্-পোষণ ক্রিয়া ক্ষরিত হইয়া, পৃথিবীকে, অন্তরীক্ষকে ও আকাশকে পূর্ণ ও স্নিগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বিষ্ণু কোন 'স্বতন্ত্র' পদার্থ নহে।

এই শিব, সত্য, সুন্দর ব্রহ্ম-সত্তা—অগ্নিরূপে মনুষ্যের গৃহে নিত্য উপস্থিত থাকিয়া, ধর্ম্ম-কার্য্যের, যাগ-যজ্ঞের, সহায় হইয়া, মনুষ্যের ধর্ম্ম-বর্দ্ধন করিতেছেন। এই অগ্নিই—বিশ্বে নানা শ্রেণীর রত্ন, মাণিক্য, ধন-রূপে পরিণত হইয়া রহিয়াছেন।

ইনি জলমধ্যে বাড়বাগ্নি ও মেঘে বিদ্যুৎ-রূপে অবস্থিত। ইনি আকাশে সূর্য্য-রূপে সমুদিত হইয়া, জীব-রাজ্য ও জড়-রাজ্যের নিয়মন করিতেছেন। ইনি ওষধিবর্গের অভ্যন্তরে উষ্মা-রূপে শস্য পরিপক্ক করিয়া, জীবের প্রাণ-ধারণের উপায় রূপে অবস্থিত। ইনিই প্রাণী-বর্গের জঠরে অগ্নি-রূপে প্রবেশ করিয়া, অন্নের পরিপাক করতঃ, শরীরবর্দ্ধন ও শরীর পোষণ করিতেছেন। অগ্নি—কোন 'স্বতন্ত্র' বস্তু নহে।

এই শিব, সত্য, সুন্দর, ব্রহ্ম-সত্তা—উষার উদয়ের পরে, আকাশে সূর্য্যরূপে আবির্ভূত হইয়া, জগতের কতই না কল্যাণ-সাধন করিতেছেন। সূর্য্য না থাকিলে—স্থাবর জঙ্গম—কিছুই স্ব স্ব ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারিত না; সকলই মৃতবৎ হইয়া যাইত। সূর্য্যেরই অনন্ত কল্যাণ-প্রসূ রশ্মি-রাশি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া, অন্ধকার-বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে, পৃথিবীস্থ সকল পদার্থকেই স্ব স্ব বিষয়ে ও ব্যাপারে প্রেরণ করিতেছেন। সূর্য্য-রশ্মিই প্রাণী-বর্গের অন্তরে সপ্ত প্রাণ-শক্তি-রূপে ক্রিয়া করিতেছে এবং মনুষ্যের বুদ্ধি-বৃত্তির স্ফুরণ ও প্রেরণা করিয়া দিতেছে। সূর্য্য কোন 'স্বতন্ত্র' বস্তু নহে।

এই শিব, সত্য, সুন্দর, ব্রহ্ম-সত্তাই—জড়-রাজ্যে ও জীব-রাজ্যে নিয়মের শৃঙ্খলা সংস্থাপন করিয়াছেন বলিয়া, ইনি বরুণনামে পরিচিত। ইহাঁরই প্রবর্ত্তিত নিয়মে অন্তরীক্ষ-পথে সূর্য্য গমনাগমন করিতেছেন। ইহাঁরই নিয়ম-শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিয়া, পৃথিবীতে নদ-নদী-সকল ভূমির উর্ব্বরতা-বিধান

করিয়া, সাগরাভিমুখে নিত্য ধাবিত হইতেছে। প্রাণী-রাজ্যেও, বরুণ---নৈতিক নিয়মের প্রতিষ্ঠাতা। মনুষ্য-হৃদয়ে সমুত্থিত পাপ-পুণ্যের বিধান ও দর্শন, বরুণই করিয়া থাকেন। ইনিই দুরিত-ক্ষয়কারী। ইহাঁর নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াই মনুষ্য, অশেষ দুঃখ ডাকিয়া আনে ও অমঙ্গলের পথ প্রশস্ত করে। আবার ইহাঁরই অনুগ্রহে, পুনরায় নিয়ম-প্রণালীর বশবর্ত্তী হইয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকিলে, মনুষ্য, ইহাঁরই দয়ায় পাপের বন্ধন ও দুঃখের পাশ হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হয়। মনুষ্য যে আপন কর্ত্তব্য সম্পাদনে সমর্থ হয়, তাহাও বরুণেরই প্রসাদে। সুতরাং বরুণও কোন 'স্বতন্ত্র' বস্তু নহে।

এই শিব, সত্য, সুন্দর, ব্রহ্ম-সত্তাই—অশ্বি-দ্বয়রূপে জগতের বিবিধ হিত, অশেষ কল্যাণ, নিত্য মঙ্গল—সম্পাদন করিতেছেন। জগতে যত কিছু অমঙ্গল, যত কিছু আপাত-রোগ, যত কিছু অনিষ্ট ও নীতির ব্যভিচার—সমস্তই আবার আশ্চর্য্য নিয়ম-কৌশলে মঙ্গলে পরিণত হইতেছে। আকাশে, অন্তরীক্ষে, পৃথিবীতে—অশ্বি-দ্বয় বহুবার, বহু-প্রকারে, রোগের ঔষধি লইয়া আসিতেছেন। ইহাঁরই প্রদত্ত ভেষজ লাভ করিয়া, জগৎ বিবিধ রোগ ও অনিষ্টের হস্ত হইতে মুক্ত হইতেছে। অশ্বি-দ্বয় কোন 'স্বতন্ত্র', বস্তু নহে*।

* দেবতাদিগের এই সকল বর্ণনার প্রত্যেক অক্ষর ঋগ্বেদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। সকল দেবতারই এই প্রকার বর্ণনা আছে। বাহুল্য-ভয়ে উদ্ধৃত হইল না।

পাঠক দেখিবেন—একই ব্রহ্মসত্তা যে জগতে বিবিধ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতেছেন, সেই ক্রিয়া-গুলিরই নাম 'দেবতা'। সুতরাং দেবতারা কোন স্বতন্ত্র জড়ীয় পদার্থ নহে। একই মঙ্গল্য চেতন-সত্তাই দেবতানামে পরিচিত। উঁহারা সেই সত্তারই বিবিধ আকার মাত্র। ব্রহ্ম-সত্তা ভিন্ন ইহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই।

ঋগ্বেদের দেবতাবর্গ যে কারণ-সত্তা বা কারণ-শক্তি হইতে উদ্ভূত, তাহা আলোচিত হইল। দেবতারা যে অন্ধ জড়-শক্তি নহেন,—ইহাঁরা যে জ্ঞান-স্বরূপ এবং কল্যাণ-স্বরূপ,—এখন তাহাই আলোচিত হইবে।

ঋগ্বেদের দেবতাবর্গ জড়ীয়-পদার্থ নহে। ইহাঁরা সকলেই জ্ঞান-স্বরূপ।

২৪। ঋগ্বেদের দেবতা, অন্ধ জড়-শক্তি নহে। যাহা মূলে চৈতন্য-সত্তা, সেই চৈতন্য-সত্তার বিকাশের নামই—"দেবতা"। সুতরাং শক্তির প্রত্যেক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য বর্ত্তমান। পাঠক এই কথাটী ভুলিয়া যাইবেন না। এই জন্য ঋগ্বেদে, শক্তির প্রথম বিকাশ 'অদিতি'র সঙ্গে সঙ্গে 'দক্ষের' কথা বলা হইয়াছে। শক্তি যখন স্থূল-ভাবে প্রথমে বিকাশিত হয়, তাহার নাম 'বায়ু'। ইহাই তালে তালে, Rhythm রূপে, ছন্দো-রূপে, বাক্-রূপে অভিব্যক্ত হয়। ইহাই সর্ব্ব-প্রকার শব্দের জননী। শক্তির এই যে তালে

বাক্যের অভিব্যক্তি।

তালে অভিব্যক্তি—শক্তির এই যে বাক-রূপে অভিব্যক্তি, ইহারও সঙ্গে সঙ্গে

চৈতন্য বর্ত্তমান। ইহাই বুঝাইবার জন্য ঋগ্বেদে "ব্রহ্মণস্পতি" বা "বৃহস্পতি"র বর্ণনা আছে। বৃহস্পতি—সকল দেবতার প্রতিনিধি, দেবতাদিগের মধ্যে দেবতম। বৃহস্পতি প্রথম এবং ইনি বিভু—ব্যাপক *। ইনি বস্তুর সংযোগ-বিয়োগকারী। ইনি পরম-ব্যোমে সর্ব্বপ্রথমে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; এবং ইনি সকল জ্যোতির আদিম। ইনি সপ্তাস্য এবং সপ্ত-রশ্মি। ইনি পরম-দূর প্রদেশ

বৃহস্পতি।

---

* সদেবো দেবান প্রতি! (২।২৪।১১); দেবানাং দেবতমায়; বিভু প্রভু প্রথমম্ (২।২৪।৩,১০)। স সন্নয়ঃ, স বিনয়ঃ (২।২৪।৯)। সংযোগ-বিয়োগকারী—Repulsive and attractive force. এই দুই শক্তি যুগপৎ ক্রিয়া করে বলিয়াই ত ক্রিয়া-মাত্রই তালে তালে, Rhythm রূপে ব্যক্ত হয়।

বৃহস্পতিঃ প্রথমং জায়মানো, মহো জ্যোতিষঃ পরমে ব্যোমন্ (৪।৫০।৪)। ক্রিয়া সর্ব্বপ্রথমে তালে তালে প্রকাশিত হয়। উহাই পরে বায়ু-রূপে, অগ্নি-রূপে অভিব্যক্ত হয়। সপ্তাস্যঃ তুবিজাতো রবেণ বি সপ্ত-রশ্মিঃ, (৪।৫০।৪)। নাভি, কণ্ঠ প্রভৃতি সপ্ত-স্থানে স্পর্শ করিয়া শব্দ উচ্চারিত হয় বলিয়া সপ্তাস্য বলা হইয়াছে। সাত প্রকার ছন্দঃকে লক্ষ্য করিয়া সপ্ত-রশ্মি বলা হইয়াছে। কোষ্ঠাগ্নি-প্রেরিত বায়ুই শব্দা-কারে ব্যক্ত হয়। সুতরাং "প্রাণই" শব্দের আত্মা। শঙ্করাচার্য্য বৃহদারণ্যকে (১।৩।১৯,২০) প্রাণকেই 'বৃহস্পতি' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "প্রাণেন হি পাল্যতে বাক্, অপ্রাণস্য শব্দোচ্চারণসামর্থ্যাভাবাৎ। তস্মাৎ বৃহস্পতিঃ ঋচাং প্রাণ "আত্মা"। [অঙ্গিনাং রসঃ প্রাণঃ, বৃহস্পতিঃ অঙ্গিরাঃ]

হইতে উৎপন্ন এবং ঋতকে স্পর্শ করিয়া অবস্থান করেন *। সপ্ত-শীর্ষধারিণী এবং ঋত হইতে উৎপন্না বাক্যের ইনিই পিতৃ-স্থানীয়। ইনি গোপতি †। বৃহস্পতিই সর্ব্বপ্রথমে

---

* বৃহস্পতে! যা পরমা পরাবদত আ ত ঋতস্পৃশো নিষেদুঃ (৪।৫০।৩)। 'দূর-প্রদেশ' (পরাবৎ)—ইহা 'কারণ-সত্তা' ব্যতীত অন্য কিছু নহে। ঋত শব্দের অর্থও অবিনাশি "কারণ-সত্তা"। "কারণ-সত্তাই" ত বাক্-রূপে, স্পন্দন-রূপে ব্যক্ত হয়। "ধুনেতয়ঃ"—শব্দ-দ্বারা স্পন্দনকেই বুঝাইতেছে।

† ধিয়ং সপ্তশীর্ষ্ণীং পিতা ন, ঋতপ্রজাতাং...অবিন্দৎ। সপ্ত প্রকার ছন্দোময় বাক্য। অবো গাঃ গুহা তিষ্ঠন্তীঃ (১০।৬৭।১,৪)॥ ঋগ্বেদে অনেক সূক্তে 'গো' শব্দ বাক্যের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। বৃহস্পতে! প্রথমং বাচো অগ্রং যৎ প্রৈরত নামধেয়ং দধানাঃ (১০।৬।১)॥ আমরা সপ্তম মণ্ডলে ৮৭ সূক্তে দেখিতে পাই যে—"বরুণই আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন যে, গো-রূপিণী বাক্ ২১টী গূঢ় নাম ধারণ করেন"। সায়ন বলেন ৭ প্রকার গায়ত্র্যাদি ছন্দঃ,—বক্ষঃস্থল, মস্তিষ্ক এবং কণ্ঠ এই তিন প্রদেশে ২১ প্রকার আকার ধারণ করে। নবম মণ্ডলে আছে যে,—সোম—গোঁ-রূপিণী বাক্যের গুহ্য নাম অবগত আছেন (৯।৮৭।৩১॥ কেহ কেহ মনে করেন যে, ব্রহ্মণস্পতি বা বৃহস্পতির বর্ণনায় অনেকটা ব্রহ্মের একত্ব-সূচক বর্ণনা দেখা যায় এবং ইহা দশমমণ্ডলে অনেক পরে সংযোজিত হইয়াছে। এই কথা আদৌ সত্য নহে। কেননা, আমরা প্রথম হইতে অনেক মণ্ডলেই বৃহস্পতির বর্ণনা দেখিতে পাই। এবং বাগধিষ্ঠাতা চৈতন্যই যে বৃহস্পতি, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। গো-রূপিণী বাক্যের স্বরূপ—৭ম মণ্ডলে বরুণের বর্ণনে ও অন্যান্য মণ্ডলে

বাক্-শক্তিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই প্রকারে ঋগ্বেদে বৃহস্পতি বর্ণিত হইয়াছেন। এই প্রকারে, শক্তির প্রত্যেক অবস্থান্তরের সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য বর্ত্তমান। তাহাই বুঝাইবার জন্য "দেবতা" শব্দের প্রয়োগ। সুতরাং কোন দেবতাই জড় ভৌতিক বস্তু নহেন। সকল দেবতাই যেমন ক্রিয়া-স্বরূপ, তদ্রূপ ইহাঁরা জ্ঞান-স্বরূপ।

দেবতাবর্গে জ্ঞানের-আরোপ।

(ক)। দেবতাবর্গ যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জড়ীয় বস্তুমাত্র নহে, উহাদের মধ্যে, যে এক চেতন কারণ-সত্তা অনুস্যূত রহিয়াছে, এ তত্ত্ব ঋগ্বেদে নানাভাবে বর্ণিত আছে। যাহারা চৈতন্য-সত্তার বিকাশ, তাহারা কদাপি অচেতন, জড় হইতে পারে না। এই জন্যই দেবতাবর্গে সর্ব্বত্রই 'জ্ঞানের' আরোপ করা হইয়াছে। অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে—

"যে দেবতা সর্ব্বদা জাগরিত থাকেন, ঋক্‌মন্ত্র সকল তাঁহাকেই

আছে। দশম মণ্ডলে এমন কোন বর্ণনা নাই, যাহা কোন না কোন ভাবে অন্যান্য মণ্ডলে বর্ণিত হয় নাই। সুতরাং দশম মণ্ডল যে পরে যোজিত, এরূপ ধারণা নিতান্তই ভ্রান্ত ধারণা। প্রথম মণ্ডলের ১৬৪ সূক্তে সপ্ত-ছন্দোময়ী বাক্ বর্ণিত আছে। 'বাকেণ বাকং দ্বিপদা চতুষ্পদা, অক্ষরেণ মিমতে সপ্তবাণীঃ (১।১৬৪।২৪)। [পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ দশম মণ্ডলকে, পরে সংযোজিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—একথা অসঙ্গত। কিন্তু তথাপি, আমরা দশম মণ্ডল হইতে এ গ্রন্থে অতি অল্পই দৃষ্টান্ত লইয়াছি, পাঠক ইহা লক্ষ্য করিবেন]।

কামনা করে। যে দেবতা সর্ব্বদা জাগরিত থাকেন, সামগান-সকল তাঁহাকেই প্রাপ্ত হয়। যে দেবতা সর্ব্বদা জাগরিত থাকেন, সোম তাঁহাকে এই কথা বলেন যে—"আমি যেন নিয়ত তোমার সহবাসে থাকি"।

"অগ্নিই নিয়ত বিনিদ্র থাকেন; ঋক্‌মন্ত্র সকল সেই অগ্নি-কেই কামনা করে। অগ্নি নিয়ত বিনিদ্র থাকেন; সামগান সকল অগ্নিকেই প্রাপ্ত হয়। অগ্নি নিয়ত বিনিদ্র থাকেন; সোম তাঁহাকেই বলেন যে,—আমি তোমারই সহবাসে থাকিব' *।

অগ্নিকে জাগরণশীল ও বিনিদ্র বলা হইয়াছে। অগ্নি,—সৃষ্ট-বস্তু মাত্রকেই জানেন; সুতরাং অগ্নি—'জাতবেদাঃ'। ইন্দ্র এই বিশ্বকে দর্শন করেন ও শ্রবণ করেন (৮।৭৮।৫)। সোমকে বিপশ্চিৎ (৯।৮৬।৪৪) এবং বিচক্ষণ (৯।৬।৬২৩) বলা হইয়াছে। অগ্নিও কবি (৩।১৪।৭); সোমও কবি (৯।৬২। ১৩)। বরুণ—সহস্রচক্ষুঃ (৭।৩৪।১০); সোমও—নৃচক্ষাঃ (৮।৪৮।৯)। অগ্নি—প্রচেতা (৬।৫।৫); অগ্নি—বিচেতা (৪।৫।২); অগ্নি—সুচেতা (৭।৪।১০)। দ্যাবা-পৃথিবী—সুপ্রচেতা (১।১৫৯।৪); †। অগ্নি—চেকিতান্ (৩।৫।১)।

এই প্রকারে সর্ব্বত্র দেবতাবর্গ বর্ণিত হইয়াছেন। সকল

---

* অগ্নির্জাগার তমৃচঃ কাময়ন্তে ইত্যাদি (৫।৪৪।১৪—১৫) দেখ।

† বিপশ্চিৎ, বিচক্ষণ, কবি—প্রভৃতি শব্দের অর্থ 'সর্ব্বজ্ঞ'। প্রচেতা, চেকিতান্—প্রভৃতির অর্থও 'প্রকৃষ্ট-জ্ঞানবিশিষ্ট'। সকলদেবতাই উত্তম-জ্ঞান-বিশিষ্ট এবং উত্তম বুদ্ধিবিশিষ্ট। 'প্রচেতসঃ,' 'মন্তবঃ'

দেবতাকেই আবার—সমান-মন-বিশিষ্ট, সমান-প্রীতি-বিশিষ্ট, সমান-ক্রিয়া-বিশিষ্ট, সমান-জ্ঞানবিশিষ্ট—বলা হইয়াছে। *

দেবতাবর্গ জীবের পরলোকে গতির বিষয় জানেন।

আবার, অগ্নি, উষা প্রভৃতি দেবতাগণ—'কর্ম্মানুসারে জীবগণের কোন্ কোন্ লোকে গতি হয়, তাহা জ্ঞাত আছেন,'—ইহাও বলা হইয়াছে †।

(খ)। অন্য এক প্রকারেও দেবতাবর্গের উপরে জ্ঞানের আরোপ করা হইয়াছে। সকল দেবতাই—"বুদ্ধির-প্রেরক," 'সুমতির-পোষক' এবং 'বুদ্ধি-বৃত্তিতে প্রবিষ্ট,'—একথাও উল্লিখিত হইয়াছে ‡। দেবতাদিগের নিকটে প্রার্থনা করা

দেবতাবর্গ বুদ্ধির প্রেরক এবং পাপ পুণ্যের দর্শক।

(১০।৬৩।৮)। 'নৃচক্ষসঃ,' 'অনিমিষন্তঃ' (১০।৬৩।৪); শোভন-নীতি-বিশিষ্ট বলিয়াও বহুস্থলে নির্দ্দেশ আছে।১০।৬৬।১৩ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

* সমনসঃ (৭।৪৩।৪), (৭।৭৪।২), প্রভৃতি দেখ। সজোষসঃ (৭।৫।৯), (৮।৫৩।১), (৮।২৭।১৭) প্রভৃতি দেখ। সমানক্রতু, সমান-বিদ্ (৩।৫৬।৬) প্রভৃতি দেখ।

† বিশ্বানি দেব! বয়ুনানি বিদ্বান্ (অগ্নি; ৬।১৫।১০)। অভি-পশ্যন্তী বয়ুনা জনানাম্ (উষা; ৭।৭৫।৪)—প্রভৃতি দেখ। সবিতা.. বয়ুনাবিদেক ইম্ (সবিতা; (৫।৮১।১)।

‡ মিত্রা-বরুণ—"অবিষ্টঃ" ধিয়ঃ'(বুদ্ধিতে প্রবিষ্ট)—৭ ৬৫।৫ সবিতা বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরণ করেন (৩।৬২।১৯)। অশ্বিদ্বয়—অবিষ্টং ধীষু অশ্বিনা (৭।৬৭।৬॥ বরুণ—বুদ্ধির শিক্ষক (৮।৪২।৩) ইন্দ্র—বুদ্ধির প্রেরক

হইয়াছে—'আমাদিগকে সুমতি প্রদান কর,' 'আমাদিগের দুর্ম্মতি দূর কর,' 'পাপ-নাশ কর,' ইত্যাদি। 'দেবতারা যে মনুষ্যের নিভৃত-হৃদয়ে পাপ-পুণ্য দর্শন করেন' তাহাও বলা হইয়াছে। জড় কি পাপ-পুণ্য দেখিতে পারে?

এইরূপে সর্ব্বত্রই, দেবতারা যে জ্ঞান-বিশিষ্ট, চেতন,—তাহা আমরা দেখিতে পাই।

দেবতাবর্গ মঙ্গল-কারক ও মধুক্ষরণ-কারী।

(গ)। দেবতাবর্গকে যেমন জ্ঞান-বিশিষ্ট বলা হইয়াছে; তদ্রূপ ঋগ্বেদে দেবতাবর্গকে মঙ্গলময় বলিয়াও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং ঋগ্বেদের দেবতা, জড় ভৌতিক পদার্থমাত্র হইতে পারে না। কি প্রকারে দেবতাবর্গকে মঙ্গল-ময় বলা হইয়াছে, তাহা প্রদর্শন করিয়া আমরা এ বিষয়ে বক্তব্য শেষ করিব। ঋগ্বেদের দেবতারা সকলেই জীবের ও জগতের কল্যাণকারী। দেবতারা জননীর ন্যায়, হিতকারী। প্রত্যেক দেবতাই ভব-রোগ-নাশক ঔষধ

(৬।৪৭।১০) বিষ্ণু—সুমতি দাও (৭।১০০।২)। উষা—বুদ্ধির প্রেরণা-কারিণী (৭।৭৯।৫)। অগ্নি—বুদ্ধির প্রেরক (৮।৬০।১২)। আদিত্য-গণ—দুর্ম্মতি দূর কর (৮।৬৭।১৬)—ইত্যাদি দেখ। 'অপাং মধ্যে যাতি বরুণঃ, সত্যানৃতে অবপশ্যন্ জনানাং'। সূর্য্য মনুষ্যের পাপ দর্শন করেন, ৬।৫১।২। ইন্দ্র মনুষ্যের অন্তর দর্শন করেন। "অন্তর্হি খ্যো জনানাম্" (১।৮১।৯)। "যাং মে ধিয়ং...দেবা অদ দাত...তাং পীপরত" (১০।৬৪।১২)।

ধারণ করেন। সংসারের শোক-দুঃখ, পাপ-তাপের উপশম-কারক ভেষজ—সকল দেবতাই ধারণ করেন এবং জীবকে তাহা বিতরণ করেন। এই সংসার-মরুর উপরে দেবতাবর্গ অনবরত মধুর উৎস, অমৃতের ধারা, ক্ষরণ করিয়া থাকেন। বিষ্ণুর পরম-পদ—মধুপূর্ণ। অশ্বি-দ্বয় মধুর ভাণ্ডার-স্বরূপ এবং তাঁহারা মধু-বর্ষণ দ্বারা যজ্ঞস্থল আপ্লাবিত করিয়াছেন। এবং জীবকে মধুপূর্ণ করেন। অগ্নির জিহ্বা মধু-ময়ী। দ্যাবা-পৃথিবী, মধু-কোষ হইতে মধু ক্ষরণ করিয়া থাকেন। সোমের মধ্যে মধু নিহিত আছে। বরুণ অমৃতের রক্ষাকারী। উষা—মধুধারণ করিয়া, মধুময় আস্যে নিত্যই হাসিতে হাসিতে, জীবের দুঃখ-দুর্গতি ও তন্দ্রা-আলস্য তিরোহিত করেন ও পাপান্ধকার অপসারিত করিয়া থাকেন। মেঘ, ওষধি ও জল—ইহারা সর্ব্বদাই মধু ও মঙ্গল বিতরণ করিতেছে। বায়ুর গৃহে মধুর কলস সংস্থাপিত রহি-য়াছে। পুষার ধন-ভাণ্ড কদাপি ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না *। ঋগ্বেদ এই প্রকারে দেবতাবর্গের অশেষ কল্যাণময় মূর্ত্তির বর্ণনা করিয়াছেন। সকল দেবতাই এক অমৃতের উৎস হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন। ইহাঁরা নিয়তই জগতের ও জীবের কল্যাণ-বিধানে নিযুক্ত রহিয়াছেন। পাঠক দেখিবেন, যে দেবতাবর্গ এই প্রকারে স্তুত, তাঁহারা কেবলমাত্র অন্ধ ভৌতিক জড় বস্তু

* আমরা এই সকল উক্তি ঋগ্বেদের নানাস্থল হইতে একত্র সংগ্রহ করিয়া লইয়াছি।

হইতে পারেন না। ইহারা কখনই স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্র, জড়ীয় পদার্থ-মাত্র হইতে পারে না।

দেবতারা সকলেই—পিতা,মাতা, ভ্রাতা, ভগিনীর ন্যায় আত্মীয়।

(ঘ)। দেবতাবর্গের উপরে অনেক স্থলে, পিতৃত্ব, মাতৃত্ব, ভ্রাতৃত্ব প্রভৃতি আত্মীয়তার বন্ধন আরোপ করিয়া লওয়া হইয়াছে।

অগ্নি—সুবিবেচক পিতার ন্যায় আমাদিগের সুহৃদ্, আমরা অগ্নির পুত্র-স্থানীয়। পিতা যেমন সযত্নে দুর্ব্বল-মতি পুত্রকে উপদেশ ও সুশিক্ষা প্রদান করেন, অগ্নিও তদ্রূপ যত্নে আমাদিগের বুদ্ধি-বৃত্তিকে সুশিক্ষা দ্বারা পরিপক্ক করেন। সোম এবং বরুণ যে সকল সুনীতি পৃথিবীতে সংস্থাপিত করিয়াছেন, সেই সকল নীতি পালন করিয়া আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ দেব-সাযুজ্য লাভে সমর্থ হইয়াছেন। আমরা ইন্দ্রকে নিয়ত আহ্বান করিতেছি, ইন্দ্র পিতার ন্যায় আমাদের আহ্বান ও প্রার্থনা শ্রবণ করেন। অদিতিই পিতা, অদিতিই—মাতা। রুদ্র—আমাদিগের পিতা। হে জনক দ্যৌঃ! জননী পৃথিবি! হে ভ্রাতা অগ্নি ও বসুগণ! তোমরা আমাদিগকে সুখী কর। হে সোম! পিতা যেমন পুত্রের সখা ও সুহৃদ, তুমিও তদ্রূপ আমাদের সুখকর হও। হে শতক্রতু! তুমি আমাদিগের পিতা ও মাতা হও, আমরা তোমার নিকট হইতে সুখ যাচ্ঞা করিব। হে বায়ু! তুমিই আমাদের পিতা, ভ্রাতা ও সখা। অগ্নিকে আমি পিতৃ-স্থানীয় ও আত্মীয় বলিয়াই জ্ঞান করিয়া থাকি। অগ্নিই চির-কালের বন্ধু। সখা যেরূপ সখার প্রতি, পিতামাতা যেরূপ

পুত্রের প্রতি হিতকারী হয়, হে অগ্নি! তুমিও আমাদের প্রতি সেইরূপ হিতকারী হও। দ্যৌঃ—আমাদিগের পিতা; পৃথিবী আমাদিগের মাতা; সোম—ভ্রাতা এবং অদিতি আমাদিগের ভগিনী *। এই প্রকারে ঋগ্বেদ দেবতাদিগের সহিত আত্মীয়তা ও সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। যে দেবতাবর্গ এইভাবে স্তুত, তাহারা কি কেবল জড়ীয় পদার্থ হইতে পারে?

ঋগ্বেদের অদ্বৈত-বাদ। সাধনের চরম-শ্রেণী-নির্দ্দেশ।

২৫। এই প্রকারে যখন সাধকের চিত্তে দেবতাদিগের স্বাতন্ত্র্য-বোধ তিরোহিত হইয়া, দেবতাবর্গে অনুস্যূত কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তা জাগরিত হইয়া উঠে, তখন আর কোন বস্তুই 'স্বতন্ত্র' বস্তু বলিয়া অনুভূত হয় না। তখন সর্ব্বত্র এক ব্রহ্ম-সত্তাই অনুভূত হইতে থাকেন। তখন ইন্দ্র, সূর্য্য, সোম প্রভৃতি দেবতাকেই ব্রহ্ম বলিয়া বোধ হইতে থাকে।

কেবল-জ্ঞানী।

ইহাই সাধনের শেষ অবস্থা। আমরা পূর্ব্বে যে দুই শ্রেণীর সাধনের কথা বলিয়াছি, পাঠক তাহা দেখিয়াছেন। ইহাই তৃতীয় শ্রেণীর সাধন। উপনিষদে এই প্রকার সাধক "কেবল-জ্ঞানী" বলিয়া কথিত হইয়াছেন †। সকল দেবতার মধ্যে অনুস্যূত কারণ-

---

* এই সকল উক্তি ঋগ্বেদের নানাস্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

† উপনিষদে সাধকদিগের সাধনার তারতম্যবশতঃ পরকালে যে গতি বর্ণিত হইয়াছে, পাঠক দেখিয়াছেন যে, তন্মধ্যে "কেবল কর্ম্মীগণ"

সত্তার অনুভব করিতে করিতে, চিত্ত হইতে দেবতাবর্গের স্বতন্ত্রতার বোধ একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়। তখন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" হইয়া উঠে। এই জন্যই আমরা ঋগ্বেদে এমন কতকগুলি সূক্ত দেখিতে পাই যাহা কেবলমাত্র ব্রহ্মেই প্রযুক্ত হইতে পারে। এ অবস্থায়, সোমও ব্রহ্ম, ইন্দ্রও ব্রহ্ম, সবিতাও ব্রহ্ম, সকল দেবতাই ব্রহ্ম। (ক) আমরা এস্থলে এই প্রকারের কতকগুলি মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।—

১। কোন দেবতারই 'কারণ-সত্তা' হইতে স্বতন্ত্র সত্তা নাই। ইন্দ্রাদিদেবতাকে ব্রহ্মবোধে উপাসনা। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—এই বোধ।

হে ইন্দ্র! তুমি সূর্য্যকে জ্যোতিঃ দিয়া উজ্জ্বল করিয়াছ; তুমি সকলকে অভিভূত করিয়া, সকলের অতীত হইয়া, অবস্থান করিতেছ। কোন দেবতা, কোন মনুষ্য, তোমার ইয়ত্তা করিতে

পিতৃযান মার্গদ্বারা চন্দ্রালোক-শাসিত নিম্ন স্বর্গে গমন করেন এবং তথা হইতে পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় মর্ত্ত্য-লোকে ফিরিয়া আইসেন। কিন্তু যাঁহারা দেবতাবর্গকে "কারণসত্তা" বোধে উপাসনা করেন, তাঁহারা "জ্ঞান-বিশিষ্ট কর্ম্মী" তাঁহারা দেবযান মার্গ-দ্বারা সূর্য্যালোক শাসিত উন্নত স্বর্গে গমন করেন। ইহাঁদের পুনরাবৃত্তি হয় না। ক্রমে ব্রহ্ম-লোকে পর্য্যন্ত গতি হয়। সর্ব্বত্র ইহাঁরা ব্রহ্মৈশ্বর্য্য দর্শন করেন। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত অদ্বৈত-দর্শী, তাঁহারা "কেবল জ্ঞানী"। ইহাঁদের কোন লোক-বিশেষে গতি হয় না। ইহাঁরা সর্ব্বদাই "জীবন্মুক্ত", নিয়ত ব্রহ্মানন্দে বিভোর। ইহাঁদের কিছু-মাত্রও ভেদ বুদ্ধি নাই।

পারেন না। তুমি স্বীয় বল দ্বারা সৃষ্ট-পদার্থ-মাত্রকেই অভিভূত করিয়া রাখিয়াছ। তুমি সকলের অতীত (৮।৯৮।২; ৮।৯৭।৯)।

হে ইন্দ্র! তুমি সমুদয় লোকের (ভূরাদি সপ্ত-ভুবনের) অপর পারে অবস্থিত। তুমি আত্ম-বল দ্বারা আকাশেরও উপরে রহিয়াছ। দ্যাবা-পৃথিবী, জল-রাশি, সমুদ্র, অন্তরীক্ষ—কেহই তোমার অন্ত পায় না। তুমি সকলকেই ব্যাপিয়া আছ, কিন্তু তুমি সকলেরই অতীত (১।৫২।১২,১৪)।

হে ইন্দ্র! তুমি ভূলোক ও জ্যোতির্ম্ময় অন্তরীক্ষ-লোক, উভয়কেই সর্ব্বতঃ প্রকারে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছ। যে সকল সৃষ্ট পদার্থ বর্ত্তমান আছে বা যাহারা ভবিষ্যতে জন্মিবে, কেহই তোমার সমকক্ষ নহে। তুমি বিশ্বের অতীত হইয়া, বিশ্বকে বহন করিতেছ (১।৮১।৫)।

হে বহু-কর্ম্মা ইন্দ্র! তুমি কর্ম্ম-দ্বারা, ক্ষেত্রে পুষ্প ও ফলবতী ওষধিকে রক্ষা ও পোষণ করিতেছ। সূর্য্যের বিচিত্র দীপ্তি উৎপন্ন করিয়াছ। তুমি নিজে মহৎ হইয়া চতুর্দ্দিকে মহান্ জীবগণকে উৎপন্ন করিয়াছ। (২।১৩।৭)।

হে ইন্দ্র! কোন আশ্রয় নাই, অথচ তুমি শূন্যে আকাশ এবং রোদসীকে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছ। তুমি পৃথিবীকে বিস্তারিত করিয়া উহাকে ধারণ করিয়া আছ (২।১৫।২)। এ বিশ্বের কেহই বীর্য্যে ইন্দ্র অপেক্ষা অধিক নহে। ইহাঁর মস্তকে ক্রিয়া এবং হস্তে মহাবল। (২।১৬।২)।

ব্রহ্মণস্পতি, অচল অটল পর্ব্বতকেও স্বস্থান-চ্যুত করিতে পারেন। যে সকল বস্তু মৃদু, কোমল, ইনি তাহাদিগকে দৃঢ় ও কঠিন করিতে পারেন। ইনি আকাশকে সূর্য্য-রশ্মি দ্বারা প্রকাশিত করিয়াছেন। ব্রহ্মণস্পতির প্রজ্ঞা—বিচিত্র এবং সনাতন। ইনি সর্ব্বতোব্যাপ্ত। ইনি সবল ও দুর্ব্বল উভয়েরই রক্ষা-কর্ত্তা। সকল দেবতার ইনি মুখ্য দেবতা। সকল প্রাণীর ইনি অধিপতি। (২।২৪।৩,৪,১০ প্রভৃতি)।

হে আদিত্যবর্গ! হে দেবগণ! আমাদের দক্ষিণ-উত্তর বোধ নাই; আমরা অজ্ঞান, মূঢ়। আমাদের পূর্ব্ব-পশ্চাৎ জ্ঞান নাই। আমরা দুর্ব্বল-মতি। পরিপক্ক বোধ দ্বারা, তোমাদের প্রসাদে, আমরা যেন অসীম অন্ধকার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, উজ্জ্বল অভয় জ্যোতিকে প্রাপ্ত হইতে পারি! (২।২৭।১১,১৪)।

হে অগ্নি! এই রোদসী এবং বিশ্ব-ভুবনকে পরিপূরিত করিয়া—ব্যাপ্ত করিয়া—অবস্থান করিতেছ। তুমি আত্ম-স্বরূপ দ্বারা বিশ্ব-ভুবনের অতীত হইয়াও রহিয়াছ (৩।৩।১০)। হে অগ্নি! তুমি সকল দেবতার সমষ্টি-স্বরূপ। তুমি সনাতন, বৃত্রনিহন্তা, এবং বিশ্বের সকল বস্তুকেই তুমি জান। সকল পাপ তাপ হইতে আমাদিগকে মুক্ত কর; দুঃখ-দারিদ্র্যের অপর পারে লইয়া যাও (৩।২০।৪,২)। *।

* অগ্নি—মনুষ্যের উৎপাদক, দ্যাবা-পৃথিবীর উৎপাদক, অগ্নি সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। অগ্নি হইতেই জীবগণ সৃষ্টির আস্বাদন প্রাপ্ত হয়। তিনি গর্ভাশয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত জীবের সৃষ্টি করেন।—১।১৪৯।২।

সম্মুখে এই বিশ্বপট বিস্তারিত রহিয়াছে। এই বিশ্বপটের সূত্রের তত্ত্ব আমরা কেহই অবগত নহি। বস্ত্রমাত্রই দুই প্রকার সূত্রের রচনা দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। কতকগুলি সূত্র লম্বা দিকে, অপর গুলি প্রস্তের দিকে (টানা ও পড়েন) সজ্জিত হইয়া, বস্ত্র নির্ম্মিত হয়। এই বিশ্বপটের অবয়ব-স্বরূপ সূত্রের কোন্‌গুলি 'টানা,' কোন্‌গুলিই বা প'ড়েন ;—কেহই আমরা তাহা জানি না। কেন না আমরা বিশ্ব-সৃষ্টির পরে জন্মিয়াছি। সুতরাং কে আমাদিগকে সৃষ্টি-রহস্য বলিয়া দিবে ? এই সূক্ষ্ম-তত্ত্ব কেবল অগ্নিদেবই অবগত আছেন। সূক্ষ্ম-তন্মাত্র ও স্থূল পঞ্চ-ভূতই—এই বিশ্বপটের সূত্র-স্থানীয়। এই সূক্ষ্ম ও স্থূল ভূতযোগে, কি কৌশলে এই বিশ্বরূপ বস্ত্রখানি বিরচিত হইয়াছে, তাহা অগ্নিদেব সম্যক্‌-প্রকারে অবগত আছেন। যখন কাল-প্রভাবে সকল বিষয়েরই বিজ্ঞান ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়া যায়, তখন, আবার পুনঃ-সৃষ্টির প্রারম্ভে (ঋতুথা), অগ্নিই সকল বিজ্ঞান ব্যক্ত করেন। অগ্নি সর্ব্বজ্ঞ। ইনিই অমৃতকে রক্ষা করিতেছেন। অর্থাৎ অগ্নিই অবিনাশী ব্রহ্ম-সত্তা ;—ইনি যেমন সূর্য্য-রূপে তাবৎ বস্তুর প্রকাশক, তদ্রূপ ইনি আবার বিশ্বের অতীত হইয়াও (পরঃ) বর্ত্তমান। এই জ্যোতিকে আত্ম-হৃদয়ে বুদ্ধি-দ্বারা ধ্যান-যোগে জানিতে পারা যায়। ইনি (সূর্য্য-রূপে) দ্যাবা-পৃথিবীকে দর্শন করেন এবং 'স্বধা' (অন্ন) দ্বারা সকল রত্নকে ধারণ করেন। (৩।২৬।৭-৮)।

[এই বিশ্বের তাবৎ বস্তু দুইভাগে বিভক্ত। এক "অন্নাদ,"

অপর "অন্ন" *। অগ্নি উভয়ই; অগ্নি—অন্নাদ-রূপে এবং অগ্নি—অন্ন-রূপে অবস্থান করিতেছেন।] "হে মর্ত্ত্য-লোকবাসি-মানবগণ! আমাকে অগ্নি বলিয়া অবগত হও। আমার দুইরূপ। আমি অন্নাদ-রূপে, আপনাকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া—অন্তরীক্ষে বায়ু নামে, আকাশে সূর্য্য-নামে এবং ভূলোকে অগ্নি-নামে অবস্থিত রহিয়াছি। সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি—আমারই ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও ভিন্ন ভিন্ন নাম, জানিবে। ঘৃত আমার অবভাসক। ঘৃত—অন্নশক্তিরই রূপান্তর। আমি অন্নের আশ্রয়ে ব্যক্ত হইয়া প্রকাশিত হই। আবার, আমার আস্যে অমৃত বর্ত্তমান। —অর্থাৎ আমিই ভোক্তা; আবার আমিই ভোগ্য। আমি ভোক্তৃ-ভোগ্যাত্মক জগৎ-রূপে অবস্থিত রহিয়াছি। আমিই জীব-হৃদয়ে প্রাণ-রূপে প্রকাশিত" (৩।২৬।৭-৮)।

হে রাজা বরুণ! তুমিই এই বনরাজির ঊর্দ্ধদেশে বিস্তৃত বিপুল অন্তরীক্ষকে বিস্তারিত করিয়া রাখিয়াছ। দ্রুতগামী, বলবান্ অশ্ব সকলে তুমিই সামর্থ্য প্রদান করিয়াছ। তুমিই গাভী-স্তনে ক্ষীর নিহিত করিয়াছ। মনুষ্য-হৃদয়ে বুদ্ধি-বৃত্তি ও ক্রিয়া-প্রবৃত্তি তুমিই অর্পণ করিয়াছ। আকাশে সূর্য্যকে এবং জলমধ্যে তেজঃশক্তিকে তুমিই স্থাপন করিয়াছ। তোমা হইতেই পর্ব্বতে সোম উৎপন্ন হইয়াছে। (৫।৮৫।২)।

হে বরুণ! আমরা অজ্ঞানতা-বশতঃ তোমার যে সকল নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়াছি, তজ্জন্য, যজ্ঞ-দ্বারা, হবি-দ্বারা, স্তুতি-দ্বারা,

* অন্নাদ—Force বা Motion. অন্ন—Matter,

নমস্কার-দ্বারা, বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। হে বরুণ! তুমি সর্ব্বদা মনুষ্য-হৃদয়ে বাস করিতেছ এবং পাপ-পুণ্য দেখিতেছ;—আমাদের অন্তরে উদিত সমুদয় ভাবই তুমি পরিজ্ঞাত রহিয়াছ। হে সর্ব্বজ্ঞ! হে শক্তিমন্! আমাদিগের আচরিত পাপরাশিকে শিথিল করিয়া দাও। (১।২৪।১৪)।

হে বরুণ! জঙ্গমের মধ্যে কোন পদার্থই (কোন প্রাণীই) তোমার ন্যায় বল, তোমার ন্যায় পরাক্রম, তোমার ন্যায় শক্তিকে প্রাপ্ত হয় নাই। এই অনিমিষ-বিচারী জল ও বায়ুর গতি, তোমার বেগকে অতিক্রম করিতে পারে না। (১।২৪।৬)।

হে রাজা বরুণ! তুমি সূর্য্যের গমনের নিমিত্ত; পদরহিত অন্তরীক্ষে, পথ (উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ) কাটিয়া দিয়াছ। তুমি মনুষ্য-হৃদয়ের পীড়া-দায়ক পাপ-রাশিকেও অপসারিত করিয়া থাক *। (১।২৪।৮)।

হে রাজন্! আমি শীতল বারিপূর্ণ জলাশয়ে অবস্থিত রহিয়াছি; কিন্তু কৈ, তৃষ্ণা ত আমায় পরিত্যাগ করিল না!!—আমি বিবিধ ভোগ্য-পদার্থ-পরিবৃত হইয়া রহিয়াছি, কিন্তু তথাপি আমার আকাঙ্ক্ষার ত তৃপ্তি হইল না,—বাসনা ত পূর্ণ হইল না!! হে বরুণ! আমায় রক্ষা কর। (৭।৮৯।৪)।

---

* জগতে যে নিয়মের সাম্রাজ্য বিরাজিত আছে, বরুণ সেই নিয়মের (Law) দেবতা। বরুণ যে কেবল জড় জগতের নিয়মের প্রভু তাহা নহে; ইনি আধ্যাত্মিক নৈতিক রাজ্যেরও নিয়মের প্রভু। Physical law এবং Moral law—উভয়েই নিয়ামক—বরুণ।

সোম এই পরিদৃশ্যমান্ দ্যাবা-পৃথিবীকে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন। সোমই এই সপ্ত-রশ্মি-বিশিষ্ট সূর্য্যের গমনাগমনের নিমিত্ত রথ যোজিত করিয়া দিয়াছেন। দশ-ধারা-বিশিষ্ট যন্ত্র-নির্ম্মিত উৎসের ন্যায়, গো-স্তন হইতে যে বহুধারায় দুগ্ধ ক্ষরিত হয়, ইহা সোমেরই প্রভাব-বশতঃ। সোমই গো-স্তনে ক্ষীর নিহিত করিয়াছেন। (৬।৪৪।২৪)।

সোমই পৃথিবীর নাভি-স্বরূপ;—পৃথিবী সোমকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থান করিতেছে। সোমই প্রকাণ্ড আকাশ-মণ্ডলের আধার-স্বরূপ। নদী সকলের স্রোতোমধ্যে এই সোমই অবস্থান করিতেছেন। সোমই ইন্দ্রের হস্তধৃত বজ্র। ইনি বৃষভের ন্যায় পরাক্রান্ত। ইনি যাবতীয় ধনের বর্ষণকারী। মনুষ্যের হৃদয়াভ্যন্তরে এই সোম বাস করেন। (৯।৭২।৭)।

সোমই জলের গর্ভ-স্বরূপ। সোমই ইন্দ্রে সামর্থ্য প্রদান করিয়াছেন। সোমই সূর্য্যে জ্যোতিঃ নিহিত করিয়াছেন। (৯।৯৭।৪১)।

হে সোম! তুমি স্বীয় জ্ঞান-প্রভাবে বিশ্বের তাবৎ বস্তুরই তাবৎ তত্ত্ব অবগত আছ। তুমি মনুষ্যদিগকে সরল পথ দ্বারা পরিচালিত করিয়া থাক। তুমি পৃথিবীতে যে সুনীতি সংস্থাপিত করিয়াছ, আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ সেই সন্নীতি অবলম্বন করিয়া, দেবলোকে দেব-সাযুজ্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। (১।৯১।১)।

দেবতাদিগের প্রতি ও মনুষ্যদিগের প্রতি আমরা, অজ্ঞানতা-

বশতঃ বা পুরুষকারের অভিমানবশতঃ, অথবা মনুষ্যোচিত যে সকল দুর্ব্বলতার প্রভাবে, অপরাধ করিয়াছি, হে সবিতা! তুমি আমাদিগকে সেই সকল অপরাধ হইতে নিস্তার কর। (৪।৫৪।৩)।

হে মিত্রাবরুণ! নৌকাদ্বারা যেমন নদী উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়, আমরাও যেন তোমাদের অনুগ্রহে তদ্রূপ, সত্যের পথ অবলম্বন করিয়া, সমুদয় পাপ হইতে নিস্তার পাইতে সমর্থ হই! (৭।৬৫।৩)।

হে রুদ্র-সোম! নানাপথগামী কুটিল পাপরাশি যেন আমাদিগের গৃহে প্রবেশ করিতে না পারে। তোমরা অশুভ ধ্বংস কর; যাহাতে আমাদিগের কল্যাণ হয়, যাহাতে আমরা সুকীর্ত্তি-ভাজন হইতে পারি, তাহার বিধান কর। আমাদিগের দেহে মঙ্গল্য ঔষধ প্রদান কর; আমাদিগের আচরিত যে সকল পাপ আমাদিগের শরীরে বদ্ধ হইয়া গিয়াছে, সেই পাপ-গুলি যেন শিথিল হইয়া যায়! (৬।৭৪।২-৩)।

নমস্কারদ্বারা রাজা বরুণকে বন্দনা কর। বরুণই অমৃতের রক্ষক। এই পরিদৃশ্যমান দ্যাবা-পৃথিবী বরুণেরই ক্রোড়-দেশে অবস্থিত রহিয়াছে। বরুণ আমাদিগকে রক্ষা করুন্। আমাদিগের প্রতি রাজা বরুণ ত্রিবিধ-স্থান-স্থিত কল্যাণের বিধান করুন্। (৮।৪২।২)।

হে বরুণ! আমরা মনুষ্যোচিত দীনভাবশতঃ যে সকল কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করিয়াছি, আমাদিগকে সেই কর্ত্তব্য লঙ্ঘন-জনিত অপরাধ হইতে রক্ষা কর। (৭।৮৯।৩)

বিষ্ণুদেবতার সামর্থ্য ও পরাক্রমের কথা কেমন করিয়া বর্ণনা করিব? এই পার্থিব লোক সকলকে বিষ্ণুই নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আবার, এই ভূলোকাদির উপরে বর্ত্তমান স্থান-গুলিকেও তিনি স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন। বিষ্ণুই তিন পদ-দ্বারা অন্তরীক্ষাদি লোকত্রয়কে আক্রমণ করিয়া রহিয়াছেন। তিনি একাই এই বিশ্ব-ভুবনকে ধারণ করিয়া আছেন। এই তিনটী পদ ব্যতীত, বিষ্ণুর অপর একটী পরম-পদ আছে। এই পরম-পদটী মধুপূর্ণ। (১।১৫৪।১,৫)।

দেবতাবর্গের সমষ্টি-স্বরূপ সূর্য্যদেব,—মিত্র, বরুণ ও অগ্নির চক্ষুঃস্বরূপ। ইনি স্থাবর-জঙ্গমের আত্মা। ইনি উদিত হইয়া দ্যাবা-পৃথিবী ও অন্তরীক্ষকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাঁর তেজঃ অনন্ত—অবিনাশী (১।১১৫। ১,৫)।

হে সবিতা! হে দেব! আমরা দীনতা-বশতঃ বা প্রজ্ঞাপরাধ-নিমিত্ত এবং পুরুষ-কারের অভিমানে, দেববর্গের প্রতি যে সকল অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছি; সেই সকল অপরাধের হস্ত হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ কর। আমাদিগের বুদ্ধি-বৃত্তিকে এরূপে প্রেরণ কর, যেন আমরা আর পাপ-প্রবৃত্তি দ্বারা গ্রস্ত না হই। তুমি যেমন সাধককে পার্থিব রত্নাদি ধন প্রদান কর; আবার তুমি অমৃত অবিনশ্বর ধনও দিয়া থাক। তুমিই মনুষ্যদিগের ক্রমোর্দ্ধ-পরম্পরায় ব্যবস্থাপিত প্রাণ-যাত্রার নিয়ম বিধান করিয়াছ। হে সবিতা! তোমারই প্রেরণাবশতঃ স্থাবর-জঙ্গম নিয়মিত ও শাসিত (৪।৫৪। ৩, ২, ৫)।

হে সবিতা! তুমি উদিত হইলে, পরে অন্য সকল দেবতা স্ব স্ব কার্য্য-নির্ব্বাহে সমর্থ হয়। তুমি যে আকাশাদি লোক-গুলিকে নির্ম্মাণ করিয়াছ, ইহা তোমারি মহিমা। তুমি একাই সকল বস্তুকে আপন আপন ক্রিয়ায় প্রেরিত করিয়া থাক। তুমি বিশ্ব-ভুবনের পোষক এবং সমস্ত ভুবনের তুমিই রাজা (৫।৮১।৩,৫)।

এই বিশ্বের নেতা (অন্তর্যামী) সবিতা,—বিশ্ব-সৃষ্টিকারী এবং অবিনশ্বর জ্যোতিকে আশ্রয় করিয়া আকাশে অবস্থিত। আপন সামর্থ্য দ্বারা ইনি দেবতাদিগের চক্ষুঃরূপে ব্যক্ত হইয়া আছেন। ইনিই উষাকে এবং বিশ্ব-ভুবনকে সৃষ্টি করিয়াছেন। (৭।৭৬।১)।

উষাই—বিশ্বের জীব-সকলকে প্রসব করিয়াছেন। উষাই মনুষ্যগণের যজ্ঞে অগ্নি হইয়া রহিয়াছেন এবং তমো-রাশিকে ধ্বংশ করিয়া ইনিই জ্যোতিকে (সূর্য্যকে) নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইনি দেবতাবর্গের চক্ষুঃ-স্বরূপ। হে উষা! আমাদিগের শত্রু নাশ কর, অন্ন প্রদান কর, ধন অর্পণ কর, আমাদিগকে অভয় দাও। (৭।৭৭।১,৩,৪)।

আর উদ্ধৃত করিয়া আমরা গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না। এই প্রকার অসংখ্য শ্লোক ঋগ্বেদের সর্ব্বত্রই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল উক্তি, পূর্ণ অদ্বৈত-বোধের সূচক। সকল দেবতাকেই ব্রহ্ম-রূপে অনুভব করিয়া, এই সকল মন্ত্র উক্ত হইয়াছে।

এইরূপে যখন অদ্বৈত-বোধ পরিপক্ক হইয়া উঠে এবং "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—এই ধারণা দৃঢ় হইয়া উঠে, তখন আর বিশ্বের কোন বস্তুই স্বতন্ত্র বলিয়া অনুভূত হয় না। যে কোন দেবতাকেই আহ্বান করা হউক, বিশ্বের যে কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হউক;—সেই দেবতা, সেই বস্তুই, ব্রহ্ম বলিয়াই অনুভূত হইতে থাকে। এই জন্যই এই অবস্থার উপযোগী বহু-মন্ত্রে আমরা ইহাই দেখি যে, যখনই কোন দেবতা উল্লিখিত বা স্তুত হইয়াছেন, তখনই, অন্যান্য দেবতারা যে সেই দেবতা-দ্বারাই ক্রিয়াবান্ এবং সেই দেবতারই অন্তর্ভূত,—তাহা বলা হইয়াছে। অন্য দেবতার স্বাতন্ত্র্য-বোধ তিরোহিত হইয়া, কেবল যখন উপাস্য দেবতাটীই সর্ব্বতোভাবে অন্তরে জাগিতে থাকেন, কেবল তখনই এইরূপ উক্তি সম্ভব-পর হয়। এই জন্যই আমাদের বোধ হয় যে, এই জাতীয় মন্ত্র বা উক্তি-গুলি, সাধনের পরিপক্ক অবস্থারই পরিচায়ক। পাঠক, দুই একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন্—

ত্বাং বিষ্ণু র্বৃহন্ক্ষয়ো মিত্রো গৃণাতি বরুণঃ।
ত্বাং শর্ধো মদত্যনু মারুতম্॥ ৮।১৫।৯

এই শ্লোকটী 'ইন্দ্রকে' সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে। "হে ইন্দ্র! সকলের আশ্রয়, মহান্ বিষ্ণু ও মিত্র ও বরুণ—ইহাঁরা তোমারি স্তুতি করিয়া থাকেন। তোমার মত্ততার পর মরুদগণ মত্ত হয়"।

বিশ্বে ত ইন্দ্র! বীর্য্যাং দেবা অনুক্রতুং দদুঃ।
ভুবো বিশ্বস্য গোপতিঃ ॥৮।৬২।৭

"হে ইন্দ্র! তোমারি বীর্য্য এবং প্রজ্ঞার অনুসরণ করিয়া, অন্য সকল দেবতা বীর্য্য ও প্রজ্ঞা ধারণ করেন" *।

অভি যং দেবী অদিতি গৃণাতি, সবংদেবস্য সবিতু র্জুষাণা।
অভিসম্রাজো বরুণো গৃণন্তি, অভি মিত্রাসো অর্য্যমা সজোষাঃ ॥৭।৩৮।৪

এইটী সবিতাকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে।

"হে সবিতঃ! তোমারি প্রেরণার অনুসরণ করিয়া, দেবী অদিতি এবং সম্রাট্ বরুণ ও অর্য্যমা ও মিত্র,—ইহাঁরা সকলেই তোমার স্তব করিয়া থাকে"।

মহানসি সূর্য্য!......মহ্না দেবানাম্......॥৮।১০১।১১-১২

"হে সূর্য্য! তুমি সকল দেবতার মহত্ত্ব অপেক্ষা মহামহীয়ান্"।

যস্য দেবা উপস্থে ব্রতা বিশ্বে ধারয়ন্তে ॥৮।৯৪।২

"মরুৎ নামক দেবতার ক্রোড়ে অবস্থিত রহিয়া, অন্য সকল দেবতাই ক্রিয়া ধারণ করেন"।

যস্য ব্রতে সজোষসো, বিশ্বে দেবাসো অদ্রুহঃ ॥৯।১০২।৫

"সোম-দেবতার ক্রিয়াতেই অন্যান্য সকল দেবতার ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়"।

* সর্ব্বব্যাপী ইন্দ্রকে আমরা অবগত হইতে পারি না। স্বীয় সামর্থ্যের সহিত অতি দূরে অবস্থিত ইন্দ্রকে কে জানিতে পারে? দেবগণ সেই ইন্দ্রে ধন, বল, বীর্য্যকে স্থাপন করিয়াছেন। তিনি স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটন করিয়াছেন। "নহি নু যাদধীমসি ইন্দ্রং কো বীর্য্যাপরঃ? তস্মিন্নৃম্নমুত ক্রতুং দেবা ওজাংসি সংদধুঃ। অর্চ্চন্ননু স্বরাজ্যম্"—১।৮০।১৫

আবার ইহাও আমরা দেখি যে—

তং ত্বাজনন্ত মাতরঃ কবিং দেবাসঃ অঙ্গিরঃ,

হব্যবাহমমর্ত্তাম্ ॥৮।১০২।১৭

"অন্যান্য দেবতাবর্গ অগ্নিকে উৎপন্ন করিয়াছেন"।

প্রিয় পাঠক, আপনারা সুস্পষ্টই দেখিতেছেন যে, দেবতা-সকল যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, জড়ীয় পদার্থ,—এরূপ অনুভব থাকিলে এই প্রকার উক্তি কখনই সম্ভব হইতে পারিত না। দেবতাদের স্বাতন্ত্র্য-বোধ যখন একেবারেই তিরোহিত হয়, কেবল তখনই উপাস্য বস্তুর প্রতি এই প্রকারের উক্তি প্রযুক্ত হইতে পারে। যে দেবতাকে উপাসনা করিতে আরম্ভ করা হইয়াছে, তখন সেই দেবতাকেই সর্ব্বে-সর্ব্বা বলিয়া মনে হইয়াছে। স্বাতন্ত্র্য-বোধ একেবারেই তিরোহিত। অদ্বৈত-বোধ পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত।

(খ)। এই স্থলে আমরা পাঠকবর্গকে আর এক শ্রেণীর সূক্তের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিতেছি। বেদান্তদর্শন এবং উপনিষদ আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন যে—প্রকৃত অদ্বৈত-বোধ তখন উৎপন্ন হয়, যখন কোন পদার্থকেই ব্রহ্ম-সত্তা হইতে 'স্বতন্ত্র' বলিয়া প্রতীতি থাকে না। কিন্তু আর একটী কথা আছে। যেমন সকল পদার্থের মধ্যে ব্রহ্ম-সত্তার অনুভব করিতে হইবে, আবার পদার্থের মধ্যে অনুস্যূত সত্তা এবং আত্মার মধ্যে অনুগত সত্তার মধ্যেও কোন স্বতন্ত্রতা অনুভূত হইবে না। উভয়-সত্তাই এক,—এই বোধ দৃঢ় হওয়া আবশ্যক।

২। দেবতাবর্গের সত্তা ও আত্ম-সত্তায় কোন প্রভেদ নাই।

আপনার সত্তার মধ্যেই সকল বস্তুকে অভিন্ন-ভাবে বোধ করিতে হইবে। সকল ভূতের ভিতরে যেমন আত্ম-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তার অনুভব করিতে হয়, আত্ম-সত্তাতেও তদ্রূপ সকল ভূতকে অনুভব করিতে হয়। অদ্বৈত-বাদের প্রকৃতিই এই।

আমরা ঋগ্বেদে যে অদ্বৈত-বাদ দেখিতে পাই, তাহাতে এতদূরে আমরা এ তত্ত্ব পাইয়াছি যে, অগ্নি-সূর্য্যাদি সকল পদার্থের মধ্যেই ব্রহ্ম-সত্তার অনুভব এবং অগ্নি, সূর্য্যাদি পদার্থকে ব্রহ্ম-সত্তা হইতে স্বতন্ত্রবোধ না করার উপদেশ ঋগ্বেদে যথেষ্ঠ। এখন আমরা দেখিব যে আত্ম-সত্তাতে সকল ভূতের অনুভব করিবার উপদেশ ঋগ্বেদে আছে কি না। এইটী প্রদর্শন করিতে পারিলেই বুঝা যাইবে যে, উপনিষদ ও বেদান্ত-দর্শন যে অদ্বৈত-বাদের শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই অবিকল ঋগ্বেদে উপদিস্ট আছে। বেদান্ত-দর্শন-ব্যাখ্যাত অদ্বৈতবাদ—ঋগ্বেদ হইতেই গৃহীত।

"সোঽহং ব্রহ্ম" এই বোধ।

দশম-মণ্ডলে "বাক্-সূক্ত" নামে অতি প্রসিদ্ধ একটী সূক্ত আছে। এখনও এই সূক্তটী হিন্দু-গৃহে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত উচ্চারিত হইয়া থাকে। এই সূক্তে ঋষি-কন্যা আপন আত্মায়, সমুদয় দেবতাকে, সমুদয় জগৎকে, অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়া অনুভব করিয়াছেন। আমরা এই সূক্ত হইতে কয়েকটী ঋক্ অনূদিত করিতেছি। পাঠক দেখিবেন, আত্ম-সত্তাই যে বিশ্বের বিবিধ পদার্থাকারে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া করিতেছেন, ইহা কেমন স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে।

"আমিই রুদ্রগণ ও বসুগণের সঙ্গে বিচরণ করি। আমিই আদিত্যগণের সঙ্গে এবং তাবৎ দেবতার সঙ্গে থাকি। আমিই মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি এবং অশ্বি-দ্বয়কে ধারণ করিয়া রহিয়াছি"।

"এই বিশ্ব-রাজ্যের আমিই অধীশ্বরী। যাঁহারা যজ্ঞানুষ্ঠানকারী, তাঁহাদিগের মধ্যে আমিই সর্ব্বপ্রথমে জ্ঞান-যজ্ঞের তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছিলাম। দেবতাগণ আমাকেই বিবিধ স্থানে বিবিধ-রূপে স্থাপন করিয়াছেন। আমার আশ্রয়-স্থান বিস্তর এবং আমিই একাকী বিস্তর-স্থানে আবিষ্ট রহিয়াছি"।

"দর্শন, শ্রবণ, প্রাণন, শব্দ-উচ্চারণ এবং অন্ন-ভোজন—এই সকল ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া আমারি সহায়তায় সম্পন্ন হইয়া থাকে। যাহারা আমার বাক্যে শ্রদ্ধা করে না, তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়"।

"রুদ্রদেব যখন শত্রুনাশের নিমিত্ত উদ্যত হইয়া থাকেন, তখন আমিই তাঁহাকে আয়ুধ প্রদান করিয়া থাকি। দ্যুলোকে ও ভূলোকে আমিই প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছি"।

"আমিই বায়ু বা স্পন্দন-শক্তি-রূপে অভিব্যক্ত হইয়া, বিশ্বের তাবৎ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলাম। আকাশকে আমিই প্রসব করিয়াছি। সমুদ্রজলের মধ্যে আমার যোনি নিহিত আছে *।

---

* এখানে 'সমুদ্র' শব্দ দ্বারা, সৃষ্টির প্রথমে অভিব্যক্ত লঘু তরল অসীম বাষ্প-রাশিই (Nebulous matter)—নীহারিকা পুঞ্জ—নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই বাষ্প-পুঞ্জ হইতে বিশ্ব নির্ম্মিত হইয়াছে। ঋষি-কন্যা

সেই যোনি বা স্থান হইতেই সমস্ত বিশ্ব বিস্তারিত হইয়াছে। আমি আত্ম-দেহ দ্বারা দ্যুলোককে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছি"।

"আমার মহিমা দ্যুলোককেও অতিক্রম করিয়াছে এবং পৃথিবীকেও অতিক্রম করিয়াছে" *।

পাঠক দেখিতেছেন, ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতিতে যে ব্রহ্ম-সত্তা অনুস্যূত রহিয়াছেন এবং আপনার মধ্যে যে আত্ম-সত্তা রহিয়াছে,—এই উভয় সত্তার একত্ববোধ এই সূক্তে কেমন পরিস্ফুট। চতুর্থ-মণ্ডলে "বামদেবীয় সূক্তের" ২৬ ও ২৭ সূক্তেও

অনুভব করিতেছেন যে, আত্ম-সত্তাই সেই নীহারিকা-পুঞ্জে অনুস্যূত। উহাই তাহার 'কারণ-সত্তা'। সুতরাং বহিঃস্থ সত্তা ও আত্ম-সত্তায় কোন ভেদ নাই।

* অহংরুদ্রেভি র্বসুভিশ্চরামি, অহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ। অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্মি, অহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ॥১০।১২৫।১॥ অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং, চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাং। তাং মা দেবাঃ ব্যদধুঃ পুরুত্রা, ভূরিস্থাত্রাং ভূরি আবেশয়ন্তীম্ ॥৩॥ ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি, যঃ প্রাণিতি যইং শৃণোত্যুক্তং। অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি, শ্রুধি শ্রুত! শ্রদ্ধিবংতে বদামি ॥৪॥ অহং-রুদ্রায় ধনুরাতনোমি, ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।...অহং দ্যাবা-পৃথিবী আ বিবেশ ॥৫॥ অহমেব বাত ইব প্রবামি, আরভমানা ভুবনানি বিশ্বা। ...অহংসুবে পিতরমস্য মূর্দ্ধন্, মম যোনিরপ্সু অন্তঃসমুদ্রে। ততো বি তিষ্ঠে ভুবনানি বিশ্বা, উতামূংদ্যাং বর্ষ্মণা উপস্পৃশামি ॥৭॥...পরো দিবো পরএনা পৃথিব্যা, এতাবতী মহিনা সংবভুব ॥৮॥—ইত্যাদি।

এই আত্ম-বোধ পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়। সে স্থলে বামদেব ঋষি বলিতেছেন—

"আমিই মনু, আমিই সূর্য্য হইয়াছি। কক্ষীবান্ নামক ঋষিও আমাকেই জানিবে। আমিই কবি উশনা, আমাকে দর্শন কর"! "আমিই ইন্দ্র। আমিই সোম-পানে মত্ত হইয়া শম্বরের নব-নবতি সংখ্যক নগর এককালে ধ্বংস করিয়াছি। আমি গর্ভমধ্যে থাকিয়াই দেবতাগণের জন্ম-তত্ত্ব অবগত হইয়াছি। গর্ভে শত লৌহময় শরীর আমাকে আচ্ছাদন করিয়াছিল, অধুনা আমি দেহ হইতে বেগে বহির্গত হইয়াছি" *।

দেবতাবর্গ যদি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জড়-পদার্থই হয়, তাহা হইলে 'আমিই মনু, আমিই ইন্দ্র, আমিই সূর্য্য'—এ প্রকার উক্তি কদাপি সম্ভব হইতে পারিত না। ইন্দ্রাদিতে যে সত্তা অনুস্যূত আছেন, সেই সত্তা ও আত্ম-সত্তা এক ও অভিন্ন না হইলে, এ প্রকার উক্তি অসম্ভব হইয়া উঠে। সুতরাং বহিঃস্থ পদার্থ মধ্য-গত

---

* অহং মনুরভবং সূর্যাশ্চাহং, কক্ষীবান্ ঋষি রস্মি বিপ্রঃ।...অহং কবিরুশনা পশ্যতা মা ॥১॥ অহং পুরো মন্দসানো ব্যৈরং, নবশাকংনবতীঃ শম্বরস্য ॥৩। গর্ভেনু সন্নন্বেষা মবেদং, দেবানাং জনিমানি বিশ্বা। শতং মা পুর আয়সীররক্ষন্, অধ শ্যেনো জবসা নিরদীয়ম্ ॥৪।২৭।১॥ সায়ন বলেন যে, 'যখন বামদেব বুঝিলেন যে আত্মবস্তু দেহাদি-জড়বর্গ হইতে স্বতন্ত্র, তখনই গর্ভ হইতে তিনি বহির্গত হইলেন। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে আর অধিক উদ্ধৃত হইল না। ঐতরেয় উপনিষদেও এই মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে।

সত্তা ও আত্ম-সত্তায় অভেদের অনুভূতিই ঋগ্বেদের চরম লক্ষ্য। ইহাই অদ্বৈত-বাদের একমাত্র লক্ষ্য। ঋগ্বেদের অন্যান্য মণ্ডলেও বিক্ষিপ্ত-রূপে এই আত্ম-বোধের বিবরণ রহিয়াছে। আমরা দুই চারিটী স্থল দৃষ্টান্ত স্বরূপে গ্রহণ করিতেছি—

চতুর্থ মণ্ডলের ৪২ সূক্তের প্রথম কয়েকটী মন্ত্রেও মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি, আত্ম-সত্তার মধ্যেই ইন্দ্রাদি সমুদয় দেবগণকে অনুভব করিয়াছেন এবং এইরূপে সেই অনুভব প্রকাশ করিতেছেন—

"আমি সমগ্র বিশ্বের অধিপতি। সমস্ত দেবগণ আমার। আমিই বরুণ; সকল দেবতা বরুণেরই ক্রিয়ার অনুসরণ করেন। দেবগণ সুতরাং আমারি ক্রিয়ার অনুগত; মনুষ্য-গণেরও রাজা আমিই।

আমিই ইন্দ্র ও বরুণ। মহিমায় বিস্তীর্ণা ও দুরবগাহা এই দ্যাবা-পৃথিবীও আমিই। আমিই "ত্বষ্টার" ন্যায় সমস্ত ভূত-জাতকে চৈতন্য প্রদান করিয়া, দ্যাবা-পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছি"।

"আমিই জলসেচন করিয়া থাকি এবং আমিই 'ঋতের' স্থানে আকাশকে ধারণ করিয়াছি"।

"আমিই সমস্ত ক্রিয়া করিয়াছি। আমি অপ্রতিহত, দৈববল-বিশিষ্ট, কেহই আমাকে প্রতিরোধ করিতে পারে না"* ইত্যাদি।

---

* মম দ্বিতা রাষ্ট্রং ক্ষাত্রিয়স্য বিশ্বায়োঃ, বিশ্বে অমৃতা যথানঃ। ক্রতুং সচন্তে বরুণস্য দেবাঃ, রাজামি কৃষ্টেরুপমস্য বব্রেঃ ॥১॥...অহমিন্দ্রো বরুণস্তে মহিত্বা, উর্ব্বী গভীরে রজসী সুমেকে। ত্বষ্টেব বিশ্বা ভুবনানি

ঋগ্বেদ এই প্রকারেই আমাদিগকে অদ্বৈত-বাদ শিক্ষা দিয়াছেন। আমরা না বুঝিয়া মনে করি যে, ঋগ্বেদ কেবল জড়ীয় বস্তুর কথায় পরিপূর্ণ গ্রন্থ!!!

প্রথম মণ্ডলই অদ্বৈত-বাদের ভিত্তি।

প্রথম মন্ত্রেই অদ্বৈত-বাদের সকল কথাই নিহিত আছে।

২৬। ঋগ্বেদের এই সকল আলোচনা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতেছি যে, অদ্বৈত-বাদই ঋগ্বেদের একমাত্র লক্ষ্য। উপনিষদে আমরা যে অদ্বৈত-বাদ দেখিতে পাই, বেদান্ত-দর্শনে আমরা যে অদ্বৈত-বাদের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেখিতে পাই, সেই অদ্বৈত-বাদ ঋগ্বেদেরই সম্পত্তি এবং ঋগ্বেদ হইতেই গৃহীত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ বলিয়া থাকেন যে, অদ্বৈত-বাদের অস্ফুট অঙ্কুর এবং ব্রহ্মের একত্বের ধারণা ঋগ্বেদের দশম-মণ্ডলেই কিছু

বিদ্বান্, সমৈরয়ং রোদসী ধারয়ং চ ॥৩॥ অহমপো অপিন্ব মুক্ষমাণা, ধারয়ং দিবং সদনে ঋতস্য ॥৪॥ অহং তা বিশ্বা চকরং ন কির্মা, দৈব্যং সহো বরতে অপ্রতীতম্ ॥৬॥ আবার আছে যে—কৃণোমি আজিং মঘবাহমিন্দ্রঃ ইয়র্ম্মি রেণু মভিভূত্যোজাঃ, ॥৫॥—ইত্যাদি। অর্থাৎ, সংগ্রামেচ্ছু যোদ্ধৃপুরুষবর্গ আমারই অনুগমন করে। আমিই ইন্দ্র হইয়া তাহাদিগের যুদ্ধ নিষ্পন্ন করিয়া দেই। আমি অভিভব-কর-বলধারী; আমিই রণ-ক্ষেত্রে ধূলি-পটল উত্থিত করিয়া থাকি।—ইত্যাদি। দশম-মণ্ডলের ৬১ সূক্তের "ইয়ংমেনাভি রিহমে সধস্থং, ইমে মেদেবা অয়মস্মি সর্ব্বঃ। দ্বিজা অহং প্রথমজা ঋতস্য" ইত্যাদি মন্ত্রেও এই "সোহহংব্রহ্ম"-বোধ দেদীপ্যমান। গ্রন্থ-বাহুল্য-ভয়ে—অন্যান্য স্থল উদ্ধৃত হইল না।১০।১৮৩।৩ প্রভৃতি দেখ।

কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু পাঠকবর্গ আমাদের এই আলোচনা হইতে দেখিতে পাইয়াছেন যে, ঋগ্বেদের সকল-মণ্ডলেই অদ্বৈত-বাদের পরিস্ফুট ধারণা ও আলোচনা আছে। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলই ঋগ্বেদের দ্বার। এই প্রথম-মণ্ডলেই অদ্বৈত-বাদের ভিত্তি দৃঢ়-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে *। এমন কি প্রথম-মণ্ডলের প্রথম মন্ত্রটীতেই অদ্বৈত-বাদের সমুদয় তত্ত্ব অতীব সুস্পষ্ট ভাবে এবং আশ্চর্য্য কৌশলে নিহিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা পাঠকবর্গকে প্রথম মন্ত্রটী ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইব। মন্ত্রটী এই—

"অগ্নিমীলে পুরোহিতং।
যজ্ঞস্য দেব মৃত্বিজম্।
হোতারং রত্নধাতমম্॥

অগ্নিই যজ্ঞের উপাস্য দেবতা। যিনি উপাসক, যিনি যজ্ঞ করিতে বসিয়াছেন,—সেই পুরোহিত, হোতা এবং ঋত্বিক্,—ইহাঁরা সকলেই সেই অগ্নি। আবার অগ্নিই—পৃথিবীর রত্ন, ধন, মাণিক্য-রূপে পরিণত হইয়া রহিয়াছেন। ঈদৃশ অগ্নিকে আমরা পূজা করি।

প্রিয় পাঠক, এই মন্ত্রটীর অর্থ বিশেষ প্রকারে লক্ষ্য করিয়া দেখুন্। আমরা উপনিষদ এবং বেদান্ত-দর্শনের অদ্বৈত-বাদের

---

* প্রথম মণ্ডলের ১৬৩।১৬৪ প্রভৃতি সূক্ত বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। সূর্য্যের মধ্যে জগতের মূল কারণ-সত্তার অনুভব এই সূক্ত-গুলিতে দেদীপ্যমান। এতদ্ব্যতীত আর কতকগুলি সূক্ত-শ্রেণী আছে, সে গুলিও ব্রহ্ম-সত্তারই বর্ণনায় পূর্ণ।

প্রকৃতি যাহা দেখিয়া আসিয়াছি, তাহাতে আমরা ইহাই পাইয়াছি যে, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক—এই তিন প্রকার পদার্থের অভেদ-বোধ হইলেই অদ্বৈত-বাদ সুসম্পূর্ণ হয়। আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক পদার্থ-সকলের মধ্যগত সত্তা এক ও অভিন্ন—এই বোধ দৃঢ়ীভূত হওয়ার নামই অদ্বৈত-বাদ। আমরা ঋগ্বেদের এই প্রথম মন্ত্রেও সেই মহাতত্ত্বই—সেই মহা একত্ব-বোধই—উত্তমরূপে উপদিষ্ট দেখিতেছি। পাঠক জানেন, আধিভৌতিক সুবর্ণ,হিরণ্য, মণি, রত্নাদি পদার্থ—তৈজসিক। তেজই উহাদিগের প্রধান উপাদান। পার্থিব পরমাণুর সহিত, তৈজসিক পরমাণুর যোগে, রাসায়নিক বিকার হইয়া সুবর্ণাদি উৎপন্ন হয়। সুতরাং অগ্নিই—সুবর্ণাদি পদার্থাকারে পরিণত হইয়া রহিয়াছেন। পুরোহিত, ঋত্বিক্ ও হোতা—ইহাঁরা যজ্ঞকারীর শ্রেণী-বিভাগ মাত্র। একটী যজ্ঞ নিষ্পন্ন করিতে হইলে, একজন হোতা আবশ্যক এবং তাঁহার সহায়কারি-স্বরূপে আরো পুরোহিত এবং ঋত্বিক্ আবশ্যক হয় *। যিনি যজ্ঞ করিতে বসিয়াছেন তাঁহার সত্তায় এবং উপাস্য দেবতার সত্তায় কোন ভেদ নাই। উপাস্য অগ্নিতে যে ব্রহ্ম-সত্তা অনুস্যূত, উপাসকের মধ্যেও সেই সত্তাই অনুস্যূত। আবার সেই উপাসককে যাঁহারা সাহায্য করিতে আসিয়াছেন,

* "ত্বমধ্বর্য্যুরুত হোতাসি পূর্ব্ব্যঃ। প্রশাস্তা পোতা জনুষা পুরোহিতঃ" (১।৯৪।৬)। অধ্বর্য্যু, হোতা, পোতা, ও পুরোহিত—এগুলি পুরোহিতেরই ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা।

তাঁহাদের মধ্যেও সেই সত্তাই অনুসৃত। এই জন্যই, অগ্নিকেই পুরোহিত, হোতা ও ঋত্বিক্ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আর একটী কথা আছে। যজ্ঞে দক্ষিণা-স্বরূপে রত্ন ও ধনাদি প্রদান করা হইয়া থাকে। সুতরাং রত্নাদি-বস্তু যজ্ঞের উপকরণ-মাত্র। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, যজ্ঞের উপাস্য, যজ্ঞের উপাসক এবং যজ্ঞের উপকরণ-সামগ্রী—এ সকলের মধ্যে কোন ভেদ নাই; ইহাদের সকলের মধ্যেই একই সত্তা অনুপ্রবিষ্ট;— এই মহান্ অদ্বৈত-বাদই প্রথম মন্ত্রে স্পষ্টতঃ উপদিষ্ট হইয়াছে। আমরা দশম-মণ্ডলের ২০ সূক্তের ৬ মন্ত্রে দেখিতে পাই—

"স (অগ্নিঃ) হি ক্ষেমো হবির্যজ্ঞঃ"।

অগ্নিই হবিঃ (যজ্ঞের উপকরণ) এবং অগ্নিই যজ্ঞ। পাঠক, তাহা হইলেই দেখিতে পাইতেছেন যে, ঋগ্বেদ আমাদিগকে ইহাই তার-স্বরে উদ্‌ঘোষিত করিয়া দিতেছেন যে, যজ্ঞের উপকরণে, যজ্ঞে, যজ্ঞের উপাস্য-দেবতাতে এবং যজ্ঞের উপাসকে—একই সত্তা অনুপ্রবিষ্ট; ইহাদের কোন ভেদ নাই। আমরা গীতাতেও অবিকল এই ভাবের একটী শ্লোক দেখিতে পাই—

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবি র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্"।

ঋগ্বেদ এই প্রকারে গ্রন্থারম্ভে, সর্ব্ব-প্রথম শ্লোকে, অদ্বৈত-বাদের সকল তত্ত্বই আশ্চর্য্য কৌশলে গ্রথিত করিয়া দিয়াছেন। না বুঝিয়া লোকে বলে যে, ঋগ্বেদ জড়োপাসনার গ্রন্থ !!!

আমরা এই উপলক্ষে পাঠকবর্গকে আর একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি। ঋগ্বেদের সর্ব্বত্রই অগ্নিকে দেবতাবর্গের "দূত" বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অগ্নি, দেবতাবর্গের নিকটে হবিঃ বহন করিয়া থাকেন; সুতরাং অগ্নি দেবতাবর্গের "দূত"। কেন অগ্নিকে দূত বলা হইয়াছে? দশম-মণ্ডলের একটী সূক্তে ঋগ্বেদ স্বয়ংই আমাদিগকে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। সেই মন্ত্রটীতে উক্ত হইয়াছে যে,"যে মানব কেবলমাত্র "অমৃত" প্রাপ্তির উদ্দেশ্য করিয়া অগ্নিতে হবিঃ প্রক্ষেপ করে, কেবল সেই মনুষ্যেরই সম্বন্ধে অগ্নি "দূত" হন এবং "পুরোহিত" হন*। অর্থাৎ যে সকল সাধক অগ্নিতে অনুপ্রবিষ্ট 'অমৃত' বা অবিনাশী কারণ-সত্তাকে লক্ষ্য করিয়া যজ্ঞাচরণ করেন, তাঁহারাই এই মহা-তত্ত্ব বুঝিতে পারেন যে, অগ্নিতে প্রবিষ্ট সত্তা এবং দেবতাবর্গে প্রবিষ্ট সত্তা উভয়ই এক (সুতরাং অগ্নি, দেবতাদের নিকট যজ্ঞ-বহন-কারী দূত) †। আবার, সেই সাধক ইহাও বুঝিতে পারেন যে, অগ্নিতে প্রবিষ্ট সত্তা ও আপনাতে প্রবিষ্ট-সত্তা, উভয়ই এক (সুতরাং অগ্নি 'পুরোহিত')। এই উদ্দেশ্যেই অগ্নিকে "দূত" এবং "পুরোহিত" বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

এই প্রকারে ঋগ্বেদ প্রথম হইতেই মহান্ একত্বের—মহান্ অদ্বৈত-বাদের তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

---

* যস্তুভ্যমগ্নে! 'অমৃতায়' মর্ত্ত্যঃ, সমিধা দাশদুত বা হবিষ্কৃতি। তস্য হোতা ভবসি,যাসি দূত্যং, উপব্রূষে, যজসি অধ্বরীয়সি ॥১০।৯১।১১।

† দূত—হবির বাহক, উপাসনার বাহক।

অগ্নিই উপাস্য এবং অগ্নিই উপাসক। এতদ্দ্বারা এই তত্ত্বই প্রদর্শিত হইল যে, যে সত্তা জড়ীয় অগ্নিতে অনুপ্রবিষ্ট ; সেই সত্তাই উপাসকে অনুপ্রবিষ্ট ; আবার সেই সত্তাই উপাস্য বস্তু। ভারতীয় অদ্বৈত-বাদের যাহা মূল কথা—সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-সত্তার অনুভব—তাহাই ঋগ্বেদ সর্ব্ব-প্রথমেই নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, এত স্পষ্ট নির্দ্দেশ সত্বেও আমরা ঋগ্বেদের অগ্ন্যাদি বস্তুকে কেবলমাত্র জড়ীয় পদার্থ বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছি। হা! দুরদৃষ্ট!!! ঋগ্বেদ সর্ব্ব-প্রথম শ্লোকে এই অভেদ-বোধের কথা বলিয়া দিয়া, সর্ব্বশেষ শ্লোকেও এই অভেদ-বোধ এবং একত্বের অনুভবের কথা বলিয়া দিয়া, গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন!

সমানীব আকুতিঃ, সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো, যথা বঃ সুসহাসতি॥

হে মনুষ্যগণ! তোমাদের সকলের মনের অভিপ্রায় এক হউক্! তোমাদের সকলেরই হৃদয় এক হউক্! তোমাদের মন এক হউক্! তোমরা পরস্পরের বিভিন্নতা ভুলিয়া যাও। তোমরা যে সকলেই এক—তোমাদের এই অপাততঃ বহুত্বের মধ্যে যে একত্ব দেদীপ্যমান—তাহাই দৃঢ়-রূপে ধারণা কর। তোমরা সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ-রূপে একমত হও!! পাঠক দেখুন্, একত্বের কি সুন্দর উপদেশ। এই চরম-সূক্তে ঋগ্বেদ ইহাও বলিয়া দিয়াছেন যে,—ঋগ্বেদের উপাস্য দেবতাদিগের মধ্যেও কোন ভেদ নাই,—দেবতারা সকলেই এক।—

দেবা ভাগং যথা পূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে।
সমানেন হবিষা জুহোমি।

"প্রাচীনকালের ন্যায়, বর্ত্তমানকালেও দেবতারা একমত হইয়া যজ্ঞ-ভাগ গ্রহণ করিতেছেন। আমরা যে পৃথক্ পৃথক্ যজ্ঞীয় হবিঃ দিতেছি, সেই হবিঃ গুলি এক হউক"! যজ্ঞের উপকরণেরও কোন ভেদ নাই; যজ্ঞের উপাস্যেও কোন ভেদ নাই। পাঠক লক্ষ্য করিবেন, ঋগ্বেদ সর্ব্বপ্রথমে—গ্রন্থারম্ভে যে অদ্বৈত-বাদের, যে একত্বের, সূচনা করিয়াছিলেন; সর্ব্বশেষে—গ্রন্থ-পরিসমাপ্তিতে—সেই একত্বেরই উপদেশ দিয়া বিদায় লইয়াছেন। চরম শ্লোকেও, উপাস্য ও উপাসকের * একত্ব বা "সোঽহং ব্রহ্ম." উপদিষ্ট হইয়াছে। ঋগ্বেদ-কথিত এই অদ্বৈত-বাদই অবিকল উপনিষদে গৃহীত হইয়াছে।

ওঁতৎসৎ॥

কোচবিহার
ফাল্গুন, ১৩১৬ সাল } শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

---

* তোমাদিগের মন এক হউক্, হৃদয় এক হউক্—ইত্যাদি দ্বারা উপাসকদিগের একত্ব-বোধ কথিত হইয়াছে। "দেবতারা" একমত হইয়া উপাসনা গ্রহণ করুন্—একথা দ্বারা উপাস্য দেবতাদিগের একত্ব সূচিত হইয়াছে। আবার, 'আমাদের প্রদত্ত হবিঃ এক হউক্—এই কথা দ্বারা যজ্ঞের উপকরণগুলির একত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক বস্তু সকলের সুমহৎ একত্ব বা অদ্বৈত-বাদ উপদিষ্ট হইয়াছে।

অবতরণিকা।

সমাপ্ত।

কলিকাতা, ২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে,
শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

উপনিষদের উপদেশ।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

অবিদ্যা ও বিদ্যা।

প্রাচীনকালে, ভারতবর্ষের অরণ্য-মধ্যবর্ত্তী একটী প্রশান্ত, নির্জ্জন আশ্রমে, ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে একদিন এইরূপ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল——

"হে প্রিয় শিষ্যবর্গ! এই যে তোমাদের সম্মুখে বিশাল বিশ্ব-পট প্রসারিত রহিয়াছে, ইহা নাম-রূপের চিত্রে রঞ্জিত। এই বিশ্বের সকল পদার্থেরই কোন না কোন রূপ, বা আকৃতি আছে; সকল পদার্থেরই কোন না কোন নাম আছে। কিন্তু

এই নাম-রূপগুলি অসত্য; ইহাদের মধ্যে যে সত্তা অনুপ্রবিষ্ট আছেন, তিনিই একমাত্র সত্যবস্তু। এই নামরূপগুলি বিকারী; ইহারা নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে—অবস্থান্তর ধারণ করিতেছে। ইহারা এক কারণ-সত্তা হইতেই অভিব্যক্ত হইয়াছে; ইহারা সেই কারণ-সত্তারই অবস্থান্তর, আকার-বিশেষ। ইহাদের নিজের কোন 'স্বতন্ত্র' সত্তা নাই। সেই কারণ-সত্তাতেই ইহাদের সত্তা; তাঁহারই স্ফুরণে ইহাদের স্ফুরণ। যাহাদের নিজের সত্তা নাই, তাহারা কখনও সত্য হইতে পারে না; সুতরাং ইহারা অসত্য। যে কারণ-সত্তা ইহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট, যে কারণ-সত্তা দ্বারাই ইহাদের সত্তা, তাহাই একমাত্র সত্য-বস্তু *। সর্ব্ব-পদার্থে অনুস্যূত সেই কারণ-সত্তাই ব্রহ্মবস্তু †।

---

* পাঠক দেখিবেন একথায় জগৎ অলীক হইয়া উড়িয়া যাইতেছে না। ভাষ্যকার অন্যত্র অলীক এবং অসত্যে ভেদ স্বীকার করিয়াছেন। শঙ্করমতে জগৎ এই ভাবেই 'অসত্য'। দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকায় অতি বিস্তৃতভাবে এই তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে।

† এই কারণ-সত্তা - নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-সত্তা ব্যতীত স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে। যাহা পূর্ণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসত্তা, তাহাই সৃষ্টির প্রাক্কালে বিশ্বাকারে অভিব্যক্ত হইবার উন্মুখ হইয়াছিলেন। বিশ্বাকার ধারণের উন্মুখাবস্থাই জগতের পূর্ব্বাবস্থা। কিন্তু এই অবস্থান্তরের দ্বারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-সত্তার স্বাতন্ত্র্যের হানি হয় নাই। সুতরাং কারণ সত্তা—ব্রহ্মসত্তামাত্র।

ইহাঁর দ্বারা সমগ্র বিশ্ব পরিব্যাপ্ত। ইনি যেমন সর্ব্ব-পদার্থে অনুপ্রবিষ্ট, সেইরূপ ইনি জীবের মধ্যেও অনুপ্রবিষ্ট।

যাঁহারা সর্ব্ব পদার্থে কেবলমাত্র সেই কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তার অনুভব করিতে সমর্থ, তাঁহারা কি প্রকারে সাংসারিক ধন-জন, মান-যশের কামনা করিবেন? কেন না, তাঁহারা জানেন যে সংসারের ধন-জন ও মান-যশের প্রকৃত সত্তা নাই;—ইহারা অসত্য; ইহারা চঞ্চল; ইহাদের স্থায়িত্ব নাই! তাঁহারা ইহা বুঝিয়াছেন যে, সকল পদার্থের মধ্যে এক কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তাই অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন। এই কারণ-সত্তাকে তুলিয়া লইলে কোন পদার্থেরই অস্তিত্ব থাকে না। কোন কার্য্যেরই, কারণ-সত্তা হইতে 'স্বতন্ত্র' সত্তা নাই*। যাহার নিজের সত্তা নাই, তাদৃশ বিষয়ের কামনা করা যাইবে কি

* হার, বলয়, কুণ্ডলে—স্বর্ণেরই সত্তা অনুপ্রবিষ্ট; ইহারা স্বর্ণ-সত্তারই আকার-বিশেষ, অবস্থান্তর বিশেষ। কিন্তু এই অবস্থান্তর ধারণ করাতেও স্বর্ণ-সত্তা ঠিকই আছে, উহার স্বাতন্ত্র্যের হানি হয় নাই। স্বর্ণসত্তাকে তুলিয়া লও, তোমার হারও নাই, বলয়ও নাই, কুণ্ডলও নাই। কিন্তু হার, বলয়, কুণ্ডল ভাঙ্গিয়া ফেল, স্বর্ণসত্তা ঠিক থাকিবে; আর দশটা অলঙ্কার প্রস্তুত কর; স্বর্ণসত্তা তাহাতেও ঠিকই থাকিবে। এ সকল রূপান্তরের মধ্যেও স্বর্ণসত্তা ঠিকই আছে। "কার্য্যাকারোপি কারণস্য আত্মভূত এব। ন হি বিশেষ-দর্শনমাত্রেন বস্তন্যত্বং ভবতি... স এবেতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ"—বেদান্তভাষ্য, ২।১।১৮

প্রকারে? সুতরাং ইহাঁরা সংসারের কোন কামনা দ্বারা উদ্বিগ্ন হন না; কোন অন্যায় উপায়ে কাহারও ধনাদি গ্রহণ করিতেও ইচ্ছা করেন না! কেন না, এই তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ ইহা সর্ব্বদাই অনুভব করিয়া থাকেন যে, সংসারে ধনাদি পদার্থের অস্তিত্ব কৈ? ব্রহ্ম-সত্তা ব্যতীত অপর কাহারও সত্তা কোথায়? এই অনুভবের ফলে, ইহারা সংসারে কোন বস্তুতেই নিমগ্ন হন না, কোন বস্তুরই অভিলাষ করেন না। সর্ব্বত্র কেবল সেই ব্রহ্ম-সত্তার অনুভবে তৃপ্ত থাকেন। হে শিষ্যবর্গ! তোমরা এই প্রকার অনুভূতিলাভ করিতে অভ্যাস কর।

কিন্তু একেবারেই এরূপ অনুভূতিলাভ করা সম্ভবপর হইতে পারে না। সংসার-নিমগ্ন লোকের সংখ্যাই পৃথিবীতে অধিক। যাহারা মূঢ়, সংসার-নিমগ্ন; যাহারা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকেই মনুষ্য-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া মনে করে; যাহারা কেবলমাত্র স্বাভাবিক প্রবৃত্তির দাস; ঈদৃশ ব্যক্তি সহসা কি প্রকারে ব্রহ্ম-সত্তার অনুভব করিতে সমর্থ হইবে? ইহারা ইন্দ্রিয়-সুখ ব্যতীত অপর কোন আনন্দের সংবাদ রাখে না। ইহারা নিজকেই অনুগ্রহ নিগ্রহের প্রভু, ক্ষমতাশালী 'ঈশ্বর' বলিয়া মনে করিয়া থাকে *। পরলোকের

---

* গীতাকার এই সকল ব্যক্তির একটী সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। "ঈশ্বরোঽহমহংভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী। আঢ্যোঽভিজনবানস্মি

কথা, ব্রহ্ম-কথা, আত্ম-সুখ-ত্যাগের কথা, ইহাদিগের চিত্তে স্থান পায় না। ইহারা অন্ধ, জড়ধর্ম্মী। ইহাদিগের উপায় কি? ইহাদের পক্ষে ঋগ্বেদে উপদিষ্ট অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞানুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য। বৈদিক যজ্ঞে, প্রথমতঃ, অগ্নি, সূর্য্যাদি দেবতার উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে। স্বর্গসুখ-প্রাপ্তির আশা প্রদত্ত হইয়াছে। অবশ্য এই সকল দেবতা প্রথমতঃ স্বতন্ত্রবস্তু বোধেই উপাস্য; কিন্তু এই প্রকার উপদেশের বিশেষ ফল আছে। ইন্দ্রিয়-সুখই যে একমাত্র সুখ নহে; ইন্দ্রিয়-সুখ অপেক্ষাও যে একটা স্বর্গীয় সুখ আছে;—সংসার-নিমগ্নের চিত্তে ইহাই উদিত করিয়া দেওয়াই ইহার লক্ষ্য। ইহারা নিজেকে প্রভু ও ঈশ্বর বলিয়া মনে করিয়া থাকে। কিন্তু দেবোপাসনায়, তাহাদের অপেক্ষাও শক্তিশালী, সুখদুঃখ-প্রদ, স্বতন্ত্র দেবতার সত্তা বুঝাইয়া দেওয়াই এইপ্রকার উপদেশের লক্ষ্য। সংসার-নিমগ্নতার পরিবর্ত্তে উহাদিগকে দেবোপাসনায় নিমগ্ন করিবার উদ্দেশ্যেই প্রথমে সকাম-যজ্ঞ বিহিত হইয়াছে। এইপ্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠানে, সাংসারিক বিবিধ অশুভ কর্ম্মের হস্ত হইতে—পর-পীড়াদি কার্য্যের কবল হইতে—উদ্ধার পাইতে পারা যায়। এইজন্যই সর্ব্ব-প্রথমে যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্রাদি দৈব-কর্ম্মানুষ্ঠান উপদিষ্ট হইয়াছে। যাহারা নিতান্ত মূঢ়-চিত্ত,

কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া। আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধাধনমানমদান্বিতাঃ”—ইত্যাদি। ১৬।৮—১৮।

যাহাদের চিত্তে ব্রহ্ম-জ্ঞানের কোন আলোক প্রবেশ করিতে পারে না; তাহাদের পক্ষে ঈদৃশ যজ্ঞানুষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। ইহারই ফলে ক্রমে চিত্ত ব্রহ্ম-জ্ঞান-লাভের উপযোগী হইবে।

হায়! যাহারা ব্রহ্ম-জ্ঞানের কোন সংবাদই রাখে না, রাখিতে চায় না, তাহারা মৃত্যুর পরে অজ্ঞানান্ধ জীবগৃহেই জন্মগ্রহণ করে। ইহারা আত্ম-ঘাতী। সর্ব্বত্র অবস্থিত ব্রহ্ম-সত্তাকে ইহারা বুঝিতে পারে না। ইহাদের চিত্তের মলিনতা এত প্রবল যে, উজ্জ্বল ব্রহ্ম-সত্তাও, এই মলিনতা দ্বারা ইহাদের নিকটে আবৃত হইয়া পড়েন। হায়! ইহারা অজর, অমর, অভয়, অমৃত আত্ম-তত্ত্ব বুঝিতে পারে না! ইহারা অজ্ঞ! ইহারা আপন ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিমাত্র কামনা করিয়া থাকে! ইহারা নিয়ত পুত্র-বিত্ত, ধন-জনাদি পরিবৃত হইয়া, আত্ম-দম্ভে গগন কম্পিত করে!! হায়! ইহারা জানে না যে, কেবলমাত্র এইভাবে জীবন যাপন করা মনুষ্যের লক্ষ্য নহে। এ প্রকার অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া জীবন-যাপন করিলে, ইহজীবনেও তৃপ্তিলাভ করা যায় না। কেন না, ইন্দ্রিয়-সুখ চঞ্চল; ইন্দ্রিয়ের শক্তিও অচির-স্থায়ী; মনের আশারও তৃপ্তি নাই; এক বাসনার পূরণ কর, অপর বাসনার উদয় হইবে। দেহান্তেও, ইহাদের অজ্ঞানাচ্ছন্ন লোকে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়। সে লোকগুলিতে জ্ঞানালোকের সঞ্চার মোটেই নাই।

আরও একশ্রেণীর লোক আছে, যাহারা এই জড়-জগতের জড়ীয় উপাদান-নির্ণয়ে যাবজ্জীবন ব্যস্ত থাকে। জড়-জগতের জড়ীয় পদার্থগুলি, এক জড়ীয় উপাদান হইতে—প্রকৃতি হইতে—অভিব্যক্ত হইয়াছে। সকল কাম-কর্ম্মের বীজভূত এই অন্ধপ্রকৃতি * লইয়া ইহারা জীবনক্ষেপ করে। ইহারা ধারণা করিতে পারে না যে এই প্রকৃতি জড় নহে; ইহা চেতন-সত্তারই একটা অবস্থান্তর মাত্র †। ইহারা বুঝে না যে, ব্রহ্ম-সত্তা হইতে এই প্রকৃতির 'স্বতন্ত্র' সত্তা নাই। ইহা প্রকৃত-পক্ষে ব্রহ্ম সত্তা মাত্র। সুতরাং এ জগতের মূল যে চেতন-সত্তা, এ সকল ব্যক্তি তাহা আদৌ ধারণা করিতে পারে না। যেমন পৃথক্ পৃথক্ জড় বস্তুগুলির, ব্রহ্ম-সত্তা হইতে স্বতন্ত্র সত্তা নাই; তদ্রূপ ইহাদের উপাদানেরও স্বতন্ত্র সত্তা নাই। এক চেতন-সত্তাই সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে দেদীপ্যমান। এক চেতন-সত্তা ব্যতীত কাহারই সত্তা নাই। এই বিশাল সত্য ইহারা ধারণা করিতে পারে না। ইহারা চেতন-সত্তার

* মূলে ইহাকে "অসম্ভূতি" শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। "অসম্ভূতিঃ = প্রকৃতিঃ, কারণ মব্যাকৃতাখ্যং; ..অবিদ্যা কামকর্ম্মবীজ-ভূতা, অদর্শনাত্মিকা"—ভাষ্যকার। ইহা যে জড়জগতের উপাদানশক্তি তাহা ভাষ্যকার ও আনন্দগিরি আমাদিগকে গৌড়পাদ-কারিকার দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়া দিয়াছেন।

† ইহাই পরমার্থদর্শীর অনুভব।

কোন সংবাদ রাখে না। ইহারা জড়বর্গের বিশ্লেষণ করিয়া, জড়ীয় উপাদানকেই বিশ্বের মূলে স্থাপন করে এবং যাবজ্জীবন এই জড়ীয় ভাবনাতেই আবদ্ধ থাকে। ইহারাও জড়-বুদ্ধি। অন্ধ জড়শক্তির ভাবনা-বশতঃ ইহারা ইহজীবনেও তৃপ্তি পায় না; দেহান্তেও সেই অন্ধ জড়-প্রকৃতিতেই লীন * হইয়া যায়। ইহারা প্রকৃতির বিবিধ সম্পদ দেখিতে পায় সত্য; কিন্তু সে সম্পদ্ যে ব্রহ্ম-সম্পদমাত্র তাহা বুঝিতে পারে না। ইহারা প্রকৃতিকে স্বাধীন, জড়ীয়-উপাদান বলিয়াই মনে করে। ইহারা জানে না, প্রকৃতির স্বাধীনতা নাই; প্রকৃতি—ব্রহ্ম-সত্তা মাত্র †।

এই যে দুইশ্রেণী লোকের কথা উল্লিখিত হইল, ইহাদের চিত্তে জ্ঞানালোক প্রস্ফুটিত করিবার উদ্দেশ্যে দেবোপাসনা বিহিত হইয়াছে, একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কেবল সাংসারিক কর্ম্মের পরিবর্ত্তে, কর্ম্মের সঙ্গে দেবতার জ্ঞান মিশাইয়া লইতে হয়। নতুবা কেবল কর্ম্মের আচরণেও কোন ফল হয় না, কেবল দেবারাধনাতেও কোন শুভফল উৎপন্ন হয় না।

---

* মূলে আছে "অন্ধংতমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতি মুপাসতে"। ভাষ্য-কার অন্ধতম শব্দের অর্থ প্রকৃতি-লয় করিয়াছেন।

† "চিত্তন্ত্রা মায়া পরমেশ্বরস্যোপাধিঃ"; "জড়স্য চিৎপরতন্ত্রত্বাৎ"—আনন্দগিরি। বেদান্তদর্শন, ১।৪।৩ সূত্রের ভাষ্য দেখ।

মানুষের চিত্তে ব্রহ্ম-সত্তার বোধ প্রস্ফুটিত করিবার উদ্দেশ্যেই ত দেবোপাসনা বিহিত হইয়াছে। চিত্তে কেবল জড়ীয়-ভাবনার পরিবর্ত্তে, তৎস্থলে চৈতন্যের আলোক সঞ্চারিত করিবার জন্যই যজ্ঞ-পদ্ধতি উপদিষ্ট। এই যজ্ঞানুষ্ঠানে ও দেবোপাসনার ফলে, স্বাভাবিক অন্ধ প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া অজ্ঞলোক যে সাংসারিক কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহা যে নিষ্ফল, ক্রমে চিত্তে এই ধারণা আসিতে থাকে। ক্রমে দেবতাদিগের সত্তা ও আপনার সত্তা, এক ও অভিন্ন বলিয়া মনে হইতে আরম্ভ করে। এই প্রকারে সংসার-নিমগ্নতা কাটিয়া যায়।

এইরূপে ক্রমে দেবতাবর্গের স্বাতন্ত্র্য-বোধও তিরোহিত হইতে থাকে। অগ্ন্যাদি দেবতাবর্গ—কার্য্যমাত্র। কার্য্যমাত্রই কারণ-সত্তার অভিব্যক্তি। সুতরাং দেবতাবর্গও কারণ-সত্তারই অভিব্যক্তি। এ জগতের কারণ কে? দেবতাবর্গকে আপন অপেক্ষা সমধিক জ্ঞান ও শক্তিশালী বলিয়াই ত এতদিন উপাসনা করা হইয়াছে *। সুতরাং এই জ্ঞান ও শক্তিশালী

* ঋগ্বেদের বহুসূক্তে, অগ্নি সোমাদি দেবতাতে,—"চিকিত্বান্", "বিচিকিত্বো মনীষা","জাতবেদা"প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা জ্ঞানের আরোপ করিয়া লওয়া হইয়াছে দেখা যায়। দেবতাবর্গকে জ্ঞানবিশিষ্ট বলিয়া প্রথম হইতেই অনুভব করিতে করিতে যখন উহাদের মূল সত্তার বোধ জন্মিবে, তখন সে সত্তাও যে জ্ঞানস্বরূপ তাহা অনায়াসে উপলব্ধি হইতে পারিবে। ইহা এক উদ্দেশ্য। অপর উদ্দেশ্য এই যে জগতের সকল

দেবতারা যখন ব্রহ্ম-সত্তা হইতেই অভিব্যক্ত, তখন ব্রহ্ম-সত্তাও নিশ্চয়ই অত্যন্ত অধিক জ্ঞান ও শক্তিশালী। এইরূপে দেবোপাসনা-প্রভাবে, জগতের কারণ-সত্তার দিকে চিত্ত আকৃষ্ট হইতে থাকে এবং প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-শক্তিশালী ব্রহ্ম-সত্তার তত্ত্ব চিত্তে উদিত হইতে থাকে। ইহা কম লাভ নহে।

ক্রমে ক্রমে এই স্বতন্ত্রতার বোধটুকুও অন্তর্হিত হয়। তখন ক্রমেই চিত্ত অগ্রসর হইতে থাকে এবং সকল পদার্থের মধ্যে চেতন-সত্তাই অনুস্যূত আছেন, এইরূপ বোধ দৃঢ়তা-লাভ করিতে থাকে। ক্রমে সর্ব্বত্র অদ্বৈত-বোধ দৃঢ় হইতে থাকে। এইরূপ উন্নত সাধক, ইহজীবনে ব্রহ্মামৃতের আস্বাদ প্রাপ্ত হন এবং দেহান্ত-সময়েও, সর্ব্ব-পদার্থে ব্রহ্ম-সত্তার বোধ বিলুপ্ত হয় না। যে ব্রহ্ম-সত্তা আদিত্য-মণ্ডলে অবস্থিত, জীবের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের মূলেও সেই ব্রহ্ম সত্তা অবস্থান করিতেছে। এই প্রকার বোধ মরণ-সময়েও প্রদীপ্ত থাকে। মৃত্যুর পরে ইহাঁরা আদিত্যজ্যোতিঃ-পূর্ণ "দেবযান"-মার্গ অবলম্বন করিয়া উন্নতলোকে প্রস্থান করেন। ঈদৃশ সাধকের দেহান্ত-কালে যে প্রকার অনুভব হয়, তাহা তোমাদের নিকটে সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি। অগ্নি এবং সূর্য্য-সমীপে ইহাঁরা কিরূপ প্রার্থনা করেন. তাহা বলিতেছি।

বস্তুর সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্ম-চৈতন্য বর্ত্তমান, কোন বস্তুই চৈতন্য-বিযুক্ত নহে—এই বোধ দৃঢ় করাও উদ্দেশ্য।

"হে জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য! তোমার মধ্যে পরম-সত্য বস্তু নিহিত রহিয়াছেন। তোমার তেজ সেই অন্তর্নিহিত সত্যবস্তুকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। সেই আবরণ অন্তর্হিত কর; আমি সেই সত্যবস্তুর উপলব্ধি করিব।

"হে সবিতা! হে সূর্য্য! তুমি প্রাণশক্তির আধার। তোমা হইতেই রশ্মি সকল—প্রাণশক্তি সকল—জগতে বিকীর্ণ হই-তেছে। তোমার ঐ বাহিরের তেজ সংহৃত করিয়া, তোমার যে পরমকল্যাণময় রূপ আছে, সেই রূপটী আমার নিকটে প্রকাশিত কর *। ভৃত্য যেমন প্রভুর নিকটে আপন প্রার্থনা জানায়, আমি সে প্রকার ভেদ-বুদ্ধিতে এই প্রার্থনা করিতেছি না। সূর্য্য! তোমার মধ্যবর্ত্তী সত্তা ও তোমাতে কোন ভেদই দেখিতেছি না। আমার আত্মার সত্তা এবং তোমার সত্তাও একই। ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক প্রভৃতি সপ্তলোকই †

* এই শ্লোকটীতে সূর্য্যকে আদৌ স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া বোধ করা হয় নাই। সূর্য্য-সত্তা ও ব্রহ্মসত্তা যে একই, এই অভেদ-তত্ত্বই প্রদর্শিত হইয়াছে। এই শ্লোকেই সূর্য্যকে "যম" ও "পুষা" বলিয়াও সম্বোধন করা হইয়াছে। জগতের পোষণ কর্ত্তা ও সর্ব্ব পদার্থের নিয়মনকারী বলিয়া সূর্য্যকে অনুভব করা হইয়াছে। সূর্য্যাদির বাহিরের রূপের অন্তরালে যে একটী কল্যাণময় রূপ আছে, এ মন্ত্রে তাহা স্পষ্ট বলা হইয়াছে।

† বিরাটরূপে সূর্য্যকে অনুভব করা হইতেছে।

তোমার মস্তকাদি সপ্ত অবয়বরূপে প্রকটিত রহিয়াছে। তুমিই পূর্ণ পুরুষ।

"আমার দেহমধ্যস্থ প্রাণশক্তি, জগতের মূলীভূত স্পন্দন-শক্তির * সহিত একতা প্রাপ্ত হউক্; উভয়ে মিশিয়া যাউক্। যাহা সর্ব্ব-ব্যাপক স্পন্দনশক্তি, তাহাই ত আমার এই ক্ষুদ্রদেহে প্রাণবায়ুরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিল। মৃত্যুর পরে আর এই পরিচ্ছেদ থাকিবে না। উভয়ে এক হইয়া যাইবে †। হে অগ্নে! পরম সত্য ব্রহ্ম-সত্তা তোমাতে অনুপ্রবিষ্ট আছেন। সুতরাং তুমি ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহ। আমি যাবজ্জীবন যে ব্রহ্মসত্তার অনুভব অভ্যাস করিয়াছি, দেহান্ত-কালে তাহাই আমার স্মৃতি-পটে জাগিয়া উঠিতেছে।

"হে অগ্নে! হে দেব! তুমি বিশ্বের সকল গতি অবগত আছ। জীব যাদৃশ কর্ম্ম ও বিজ্ঞানের বলে, যে প্রকার লোকে গমন করিয়া থাকে, হে সর্ব্বজ্ঞ অগ্নি! তুমি তৎসমস্ত সম্যক্ অবগত আছ। আমাকে যেন দক্ষিণ-মার্গে ‡—কেবল-কর্ম্মী-

* ইহাই 'সূত্রাত্মা বা হিরণ্যগর্ভ'। দ্বিতীয়খণ্ডের অবতরণিকায়, 'সৃষ্টিতত্ত্ব' দেখ।

† আধ্যাত্মিক সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত আধিদৈবিক চন্দ্র-সূর্য্যাদি শক্তিকে এক করিয়া ভাবনার উপদেশ উপনিষদের সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। প্রথমখণ্ড দেখ।

‡ ইহারই নাম—পিতৃযান মার্গ। যাঁহারা দেবজ্ঞান পর্য্যন্ত লাভ

গণের পথে না যাইতে হয়। আমি যেন যাবজ্জীবন জ্ঞানাভ্যাসের ফলে, উত্তর-মার্গাবলম্বনেই * ব্রহ্ম-লোকে গমন করিতে সমর্থ হই। অগ্নিদেব! আমি তোমায় পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি ; আমাকে কুটিল পাপরাশি হইতে বিযুক্ত কর।"

এই প্রকারে ক্রমশঃ সাধকের চিত্তে সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-সত্তার বোধ প্রতিষ্ঠা-লাভ করে।

যাঁহাদের চিত্তে পূর্ণ-অদ্বৈত-বোধ প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠে, তাঁহারা ইহজীবনেই মুক্ত হইয়া যান। তাঁহাদের কিঞ্চিন্মাত্রও ভেদ-বুদ্ধি থাকে না। তাঁহারা সর্ব্বদাই আত্মতত্ত্ব-অনুভবে কৃতার্থ হইয়া যান †। ব্রহ্মবস্তু সর্ব্বদা একরূপ ; ইহাঁর স্থিরত্বের চ্যুতি কখনই হয় না। বিশ্বের কার্য্যবর্গ অসংখ্য, কিন্তু এই অসংখ্যের মধ্যে কারণ-সত্তারূপে তিনি এক। অন্তঃকরণে প্রতিমুহূর্ত্তে বিবিধ বিজ্ঞান প্রাদুর্ভূত হইতেছে ; প্রত্যেক বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সেই অখণ্ড ব্রহ্মসত্তা প্রকাশিত। সুতরাং ব্রহ্মপদার্থ, মনের বৃত্তি সকল হইতেও দ্রুতগামী। মন, অতি দূরবর্ত্তী পদার্থকেও স্বীয় সঙ্কল্পবলে তৎক্ষণাৎ

করিতে পারেন না, কেবল-কর্ম্মী—তাঁহারা এই মার্গে গমন করেন। ইহাঁদিগকে সৎকর্ম্ম ফলভোগান্তে পুনরায় ফিরিতে হয়।

* ইহার নাম—দেবযানমার্গ। জ্ঞানবিশিষ্ট কর্ম্মীগণের, ক্রমোন্নত লোকগুলিতে এই পথে গতি হয়।

† আমরা কয়েকটী শ্লোকের পৌর্ব্বাপর্য্য ভাঙ্গিয়া দিয়াছি।

উপস্থিত করিতে পারে। মনের এই শীঘ্রগামিত্ব সকলেরই বিদিত। কিন্তু মনের সংকল্পের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্ম চৈতন্য অভিব্যক্ত থাকেন বলিয়া, ব্রহ্ম-চৈতন্য মনেরও অগ্রগামী। কিন্তু তাই বলিয়া, ইহাঁকে মন ধরিতে পারে, এরূপ মনে করা সঙ্গত নহে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গের প্রবৃত্তি অবশ্য মনেরই অধীন; কেন না মন অগ্রে সংকল্প করিলে, তবে ইন্দ্রিয়াদি স্ব স্ব বিষয়ে ধাবিত হইয়া থাকে। কিন্তু ব্রহ্ম-বস্তু মনের অগোচর বলিয়া, কোন ইন্দ্রিয়েরই ইনি বিষয়ীভূত হইতে পারেন না *। মন, আত্ম-চৈতন্য দ্বারা সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত হইয়াই প্রকাশ পায়; সুতরাং মন কেমন করিয়া সেই আত্ম-চৈতন্যকে ব্যাপন করিবে? অতএব ব্রহ্মবস্তু, মন ও ইন্দ্রিয়াদি হইতে স্বতন্ত্র। এই আত্মবস্তু নিজে নির্বিকার। ইহাঁকে আশ্রয় করিয়াই ইন্দ্রিয়াদি স্ব স্ব ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। অজ্ঞানী ব্যক্তিরাই ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াগুলি দ্বারা, অখণ্ড আত্ম-চৈতন্যকেও বিকারী ও ক্রিয়াশীল বলিয়া মনে করে †। ফলতঃ তিনি সকল জড়ীয় ক্রিয়া হইতেই স্বতন্ত্র।

---

* কেনোপনিষদ্ দেখ। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়, প্রথম পরিচ্ছেদ দেখ।

† "সমারোপিত-'সংস্কৃষ্টা'কারেণ ভ্রমবিষয়ত্বম্"—গৌড়পাদভাষ্য-টীকা। ২।৩৩

এই আত্ম-চৈতন্যে অবস্থিত থাকিয়াই, সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার বীজশক্তিস্বরূপ "মাতরিশ্বা বায়ু*"—আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক সকল ক্রিয়ারই বিভাগ করিয়া দিতেছে। এই ক্রিয়াত্মক মাতরিশ্বার অপর নাম "সূত্র" বা স্পন্দন †। এই স্পন্দন মূলতঃ ব্রহ্ম-সত্তা ‡ দ্বারাই প্রেরিত। এই মাতরিশ্বা বা স্পন্দনই

* "মাতরি অন্তরীক্ষে শ্ব সতীতি" মাতরিশ্বা। যাহাকে আমরা স্থূল বায়ু বলি, এই মাতরিশ্বা তাহা নহে; ইহা স্থূল-বায়ুরও বীজ। ইহাকে শ্রুতিতে 'প্রাণশক্তি'ও বলে।

† "বায়োশ্চ প্রাণস্য চ 'পরিস্পন্দাত্মকত্বং'......আধ্যাত্মিকৈরাধিদৈবিকৈশ্চ অনুবর্ত্ত্যমানম্"—শঙ্কর। "পরিস্পন্দলক্ষণস্য কর্ম্মণঃ প্রাণাশ্রয়ত্বাৎ"—শঙ্কর, বেদান্তভাষ্য, ১।৪।১৬, আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক সকল পদার্থ ই এই স্পন্দন হইতে জাত এবং স্পন্দনেই লীন হইয়া যাইবে, এতত্ত্ব ছান্দোগ্যের 'সংবর্গ বিদ্যায়' প্রদর্শিত হইয়াছে। এই জন্য বলা হইয়াছে—"সূত্রাত্মক-প্রাণস্য বিকারাঃ সূর্য্যাদয়ঃ"—রত্নপ্রভাটীকা, ১।৪।১৬।

‡ জগতের উপাদান 'অব্যক্ত-শক্তি'ই এই স্পন্দনের মূলবীজ। আবার এই 'অব্যক্ত-শক্তি',—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-সত্তা হইতে 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু নহে। "অব্যাকৃতাৎব্যাচিকীর্ষিতাবস্থাতোঽন্নাৎ প্রাণোহিরণ্যগর্ভো বীজাঙ্কুরো জগদাত্মাঽভিজায়ত"—শঙ্কর, মুণ্ডক-ভাষ্য, ১।১।৮-৯। "ইদমেব জগৎ প্রাগবস্থায়াং ··বীজ-শক্ত্যবস্থং অব্যক্তশব্দযোগ্যং দর্শয়তি"—বেদান্তভাষ্য, ১।৪।৯ সুতরাং এই অব্যক্ত বীজশক্তিই জগতের উপাদান এবং ইহা হইতেই প্রাণ বা স্পন্দন অভি[illegible]

সর্ব্বপ্রথমে সূক্ষ্মরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিল। ইহাই 'করণ' রূপে এবং 'কার্য্য'রূপে ক্রিয়ার বিকাশ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে স্থূল সূর্য্যচন্দ্রাদি আধিদৈবিক পদার্থগুলি এবং পরিশেষে প্রাণীর দেহ ও ইন্দ্রিয়ের বিকাশ করিয়াছে *। সুতরাং অগ্নি, আদিত্য-পর্জ্জন্যাদি দেবতাবর্গের জ্বলন-দহন-বর্ষণাদি ক্রিয়া এবং প্রাণীদেহের যাবতীয় চেষ্টাত্মক ক্রিয়া—এই মাতরিশ্বা দ্বারাই বিভক্ত হইয়াছে। অতএব, সকলের আশ্রয়-স্বরূপ ব্রহ্ম-সত্তা আছেন বলিয়াই সর্ব্বপ্রকার কার্য্য-করণাত্মক বিকার প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। তিনি সকল বিকারের মধ্যে স্বতন্ত্র-ভাবে অনু-প্রবিষ্ট। কোন ক্রিয়া বা বিকারই তাঁহার স্বাতন্ত্র্যের হানি করিতে পারে না †।

হইয়াছে। এই অব্যক্ত-শক্তি ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। "ন হি আত্মনোঽন্যৎ অনাত্মভূতং তৎ"—তৈত্তিরীয় ভাষ্য, ২।৬।২, এ সকল তত্ত্ব দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকায় বিস্তৃতভাবে আছে।

* করণ—Motion. কার্য্য—Matter. "দ্বিরূপোহি .....কার্য্য-মাধারঃ,......করণঞ্চ আধেয়ম্"—বৃহদারণ্যক-ভাষ্য, ৩।৫।১১—১৩। দ্বিতীয় খণ্ডে অবতরণিকার, পৃষ্ঠা ১৬২ হইতে পৃষ্ঠা ১৬৫ দেখ। পরমার্থসতঃ গ্রাহ্য-গ্রাহকাবস্থাদ্বয়েপি বিশেষাভাবাৎ তস্মিন্নেবাধিষ্ঠানে ..... মনঃ স্পন্দতে"—মাণ্ডুক্যকারিকা, ৩।৩০। অবস্থান্তর ধারণ করিলেও ব্রহ্মসত্তার কোন বিশেষত্ব হয় না, ইহাই পরমার্থ-দর্শীর অনুভব। এই দ্বৈতে ও অদ্বৈতে কোনই বিরোধ নাই।

† কেন না, 'বিকার, অর্থই এই যে, অবস্থান্তর বা আকার-

এই আত্মবস্তু সর্ব্বদা একরূপ, নির্ব্বিকার, পূর্ণ। প্রকৃত-পক্ষে ইনি পূর্ণ, অচল ; কিন্তু ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াদ্বারা লোকে ইহাঁকে সচল, ক্রিয়াশীল বলিয়া মনে করিয়া থাকে *। ইনি বহু দূরে অবস্থিত—অজ্ঞানীরা ইহাঁকে কোটি বর্ষকালেও বুঝিতে পারে না। আবার ইনি অতি নিকটে বর্ত্তমান—তত্ত্বদর্শীগণ ইহাঁকে সকল পদার্থের মূল-সত্তা বলিয়াই অনুভব করিয়া থাকেন। আকাশ যেমন সকল পদার্থের বাহির ও ভিতর ব্যাপিয়া বর্ত্তমান, আত্ম-সত্তাও তদ্রূপ এই নাম-রূপাত্মক বিশ্বের সকল পদার্থের বাহিরে ও ভিতরে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থিত। কেননা, ইহাঁরই সত্তা সকল বস্তুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট এবং

বিশেষ মাত্র। কিন্তু অবস্থান্তর দ্বারা কারণ-সত্তার কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। ইহাই শঙ্করের মীমাংসা। "নহি বিশেষ-দর্শনমাত্রেণ বস্ত্বন্যত্বং ভবতি .....স এবেতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ"—বেদান্তভাষ্য। পরমার্থ-দৃষ্টিতে বিকারগুলি দৃষ্টিপথে পতিত হয় না ; বিকারগুলিকে কারণ-সত্তার অবস্থান্তর-মাত্র রূপে প্রতীতি হয়। সুতরাং এক কারণ-সত্তা ব্যতীত বিশ্বে কোন বস্তুই অনুভূত হয় না। শঙ্কর বৈজ্ঞানিকেরও পারমার্থিকের চক্ষু লইয়াই এ জগৎকে দেখিতেন।

* "আত্মন একরূপত্বাৎ স্বরূপ-প্রচ্যবনাঽসম্ভবাৎ"। যদ্ধি সাবয়বং বস্তু তদবয়ব-বৈষম্যং জায়তে ইত্যুচ্যতে। ইদন্তু নিরবয়বত্বাৎ সমতাঙ্গত-মিতি ন কৈশ্চিদবয়বৈঃ স্ফুটতীতি"—গৌড়পাদভাষ্য, ৩।২ সাবয়ব বস্তুর যে খণ্ড খণ্ড 'ক্রিয়া' তাহাই নিষিদ্ধ হইয়াছে ; 'পূর্ণশক্তি স্বরূপত্ব' নিষিদ্ধ হয় নাই। এই অর্থেই তিনি 'অচল'।

ইহাঁরই সত্তা নাম-রূপের আকার ধারণ করিয়া অভিব্যক্ত। সুতরাং সকলবস্তুর বাহিরেও ইনি, ভিতরেও ইনি।

যে সকল তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ, সকল ভূতের মধ্যে এই আত্ম-সত্তাকে দেখিতে পান এবং আত্মসত্তাতেই সকল ভূতকে অবস্থিত বলিয়া অনুভব করিতে পারেন, তিনি কাহাকেও ঘৃণা করিতে সমর্থ হন না। আত্ম-সত্তা হইতে কোন বস্তুরই 'স্বতন্ত্র' সত্তা নাই ; তাঁহার সত্তাতেই সকল বস্তুর সত্তা ;—এই প্রকার অনুভূতি হইলেই, 'সকল ভূতকে আত্মার মধ্যেই দেখা হইল'। আর, পদার্থগুলির মধ্যে যে সত্তা অনুপ্রবিষ্ট, নিজের মধ্যেও সেই আত্মসত্তা অনুপ্রবিষ্ট ; উভয় সত্তায় কোন ভেদ নাই ;—এই প্রকার বোধ দৃঢ় হইলেই, 'সকল ভূতের মধ্যে আত্মাকে দেখা হইল'। আত্মা হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে যিনি মনে করিয়া থাকেন, তিনিই সেই বস্তু বা ব্যক্তিকে 'ঘৃণা' করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহার এই প্রকার স্বতন্ত্রতা-বোধ নাই, কাহাকেও যিনি আত্ম-সত্তা হইতে স্বতন্ত্র মনে করেন না ; সমগ্র বিশ্ব তাঁহার মিত্র হইয়া উঠে।

এইরূপে যখন পরমার্থ দৃষ্টি-দৃঢ়তা লাভ করে, তখন তাঁহার দৃষ্টিতে সকলই আত্মা বলিয়া অনুভূত হয়। তিনি কাহাকেও আত্ম-সত্তা হইতে 'স্বতন্ত্র' বলিয়া বোধ করিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহার শোক ও মোহের সম্ভাবনা কোথায় ?

আত্মবস্তু আকাশের ন্যায় সর্ব্ব-ব্যাপক। এমন দেশ নাই, এমন কাল নাই এবং এমন বস্তু নাই, যাহা এই আত্মসত্তা দ্বারা ব্যাপ্ত নহে*। তিনি শুদ্ধ, চৈতন্য-জ্যোতিঃ-স্বরূপ। তিনি স্থূল-সূক্ষ্ম শরীর বর্জ্জিত। তিনি নির্ম্মল; ধর্ম্মাধর্ম্মাদি পাপ-তাপ দ্বারা তিনি অনুবিদ্ধ নহেন। তিনি সর্ব্বদ্রষ্টা, সকলের সাক্ষীরূপে বর্ত্তমান। তিনি মনের প্রেরক। তিনি সকলের উপরে,—সকল বস্তু হইতেই স্বতন্ত্র। কিন্তু তিনি বিশ্বাতীত হইয়াও,—বিশ্বাকারে অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছেন। সকল পদার্থের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মানুসারে, তিনি ফল প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি অনাদিকাল হইতেই, অন্তর্ভূত ক্রিয়ানুযায়ী,

* তিনি দেশের অতীত, সুতরাং কোন দেশই (space) তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন করিতে (conditioned, limited) করিতে পারে না। কার্য্যমাত্রই 'কাল' (time) দ্বারা পরিমিত হয়; কিন্তু ব্রহ্ম কোন কার্য্য-বস্তু (effect) নহেন (কেন না তাঁহার কেহ কারণ নাই)। সুতরাং কালও তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। আবার তিনি কোন বস্তু দ্বারাও পরিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না। কোন বস্তু অন্যটী হইতে 'স্বতন্ত্র' বলিয়াই, একটি বস্তু অপর বস্তুকে পরিচ্ছিন্ন করিয়া থাকে। কিন্তু বিশ্বের কোন বস্তুইত ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে। ব্রহ্ম সকলেরই কারণ বলিয়া, কোন বস্তুই ব্রহ্মসত্তা হইতে স্বতন্ত্র নহে। স্বতন্ত্র নহে বলিয়াই কোন বস্তু দ্বারা ব্রহ্ম পরিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না।—তৈত্তিরীয়-ভাষ্যে শঙ্কর এই সুন্দর যুক্তিগুলি দিয়াছেন।

পদার্থ সকলকে যথাযথভাবে বিভাগ করিয়া দিতেছেন। ইহাই প্রকৃত আত্ম-তত্ত্ব। এইরূপ আত্ম-তত্ত্বের বোধ লাভ করিতে যিনি সমর্থ, তিনি দেহান্তে কোন লোক-বিশেষে গমন করেন না। ব্রহ্মভূত হইয়া অবস্থান করেন। তিনি মুক্ত হইয়া যান।”

—※—

আমরা এই অধ্যায়ে যে সকল উপদেশ পাইয়াছি, এস্থলে তাহার একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হইল :—

১। সংসারে প্রধানতঃ দুইশ্রেণী মনুষ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

(ক) যাহারা স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশে চালিত হইয়া, ধন-জনাদি বস্তু ও আত্ম-সুখ লইয়াই ব্যস্ত থাকে।

(খ) যাহারা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-বশে চালিত হইয়া,জড় প্রকৃতির অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণে যাবজ্জীবন ব্যস্ত থাকে। ইহাদের চিত্তে ব্রহ্ম-জ্ঞান সঞ্চারিত হয় না।

২। কর্ম্মের সঙ্গে দেবতার জ্ঞান ও উপাসনা যোগ করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

(ক) দেবতাবর্গকে স্বতন্ত্র বস্তু বোধে উপাসনা। এই প্রকার সাধকই ‘কেবল-কর্ম্মী’।

(খ) দেবতাবর্গ কারণ-সত্তারই অভিব্যক্তি—এই বোধে উপাসনা। এই প্রকার উপাসনায় এখনও দেবতাবর্গের স্বাতন্ত্র্য-বোধ তিরোহিত হয় নাই। কিন্তু কারণ-সত্তার দিকে চিত্ত ধাবিত হইয়াছে। ইহাঁরা “জ্ঞান-বিশিষ্ট কর্ম্মী।”

৩। কারণ-সত্তা ব্রহ্ম-সত্তা মাত্র; সুতরাং কোন বস্তুই ব্রহ্মসত্তা হইতে 'স্বতন্ত্র' নহে, এই বোধ ক্রমে চিত্তে দৃঢ় হইতে থাকে।

৪। ক্রমে জ্ঞান পরিপক্কতা লাভ করিয়া থাকে। সর্ব্বত্র এক চেতন-সত্তা অনুভূত হইতে থাকেন।

৫। প্রকৃত তত্ত্বদর্শী, একই সত্তার অনুভবে তৃপ্ত থাকেন। ইহাঁর জীবন্মুক্তি উপস্থিত হয়।

৬। ব্রহ্ম-সত্তাই জগতের কারণ। বিশ্বাকার ধারণ করাতেও ব্রহ্মসত্তার কোন বিশেষত্ব উপস্থিত হয় না। ইহাই তত্ত্বদর্শীর অনুভব। সুতরাং জগতে বহুর মধ্যে একত্ব-দর্শনের কোন বাধা হয় না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কর্ম্ম-মার্গ ও জ্ঞান-মার্গ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

(ইন্দ্রিয়-বর্গের মূল-প্রেরক কে ?)

একদা একজন আচার্য্য, আপনার শিষ্যদিগকে পরব্রহ্মের স্বরূপ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন। তিনি যে সকল তত্ত্ব বলিয়া দিতেছিলেন, মনোযোগের সহিত তাহা শুনিয়া, একজন শিষ্য জিজ্ঞাসা করিল—"ভগবন্! আপনার কথা শুনিয়া আমার মনে একটী প্রশ্নের উদয় হইতেছে, দয়া করিয়া তাহার মীমাংসা করিয়া দিন্। ভগবন্! মনুষ্যের মন যে বিষয়-বর্গের দিকে ধাবিত হয়, ইহা কোন্ শক্তির বলে? মন কি স্বীয় শক্তির বলেই প্রেরিত হয়, না ইহার অন্য কোন

স্বতন্ত্র প্রেরক আছে? ইন্দ্রিয়-সমূহের শ্রেষ্ঠ প্রাণই বা * কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া দৈহিক ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া থাকে? বাক্‌শক্তি যে শব্দ উচ্চারণ করিতে সমর্থ, এই সামর্থ্য কি উহার নিজের, অথবা সে অপর কোন স্বতন্ত্র পদার্থ হইতে এই সামর্থ্য প্রাপ্ত হইয়াছে? চক্ষু ও শ্রবণেন্দ্রিয় যে আপন আপন বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহারই বা প্রেরক কে? এই সকল প্রশ্নের যথাযথ মীমাংসা শ্রবণ করিতে আমার বড়ই আগ্রহ হইয়াছে। আমরা অহরহই দেখিতে পাইতেছি যে আমাদের মন স্বাধীন নহে। উহা যে প্রবৃত্তি-বশে চালিত হইয়া থাকে, তাহা অনেক সময়েই আমরা অনুভব করিয়া থাকি। কোন দুষ্কর্ম্ম করিব না, এ প্রকার ইচ্ছা সত্ত্বেও, সেই দুষ্প্রবৃত্তির চরিতার্থতার সময় উপস্থিত হইলেই, আমাদের মন তাহার দিকে ধাবিত হয়, বারণ মানে না। আবার, এরূপও হইয়া থাকে যে, কোন একটা সৎকর্ম্ম করিবার ইচ্ছা হইলেও, আমরা তাহা করিতে পারি না; মনের অসৎ-প্রবৃত্তি

* দৈহিক সকল চেষ্টার মূল প্রাণশক্তি। গর্ভে সর্ব্বপ্রথমে প্রাণশক্তি অভিব্যক্ত হইয়া ইন্দ্রিয় ও দেহাদিকে গড়িয়া তোলে। "দেহে চেষ্টাত্মক-জীবনহেতুত্বং প্রাণস্য"—বেদান্তভাষ্য, ১।১।৩১ মনুষ্যদেহে প্রাণ এবং মন এই দুইটিই মুখ্য ইন্দ্রিয়। মনুষ্যে জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি আছে। ক্রিয়াশক্তির নাম—প্রাণ এবং জ্ঞানশক্তির নাম—মন। "উপনিষদের উপদেশ" দ্বিতীয় খণ্ড, ৩১৪ হইতে ৩১৫ পৃষ্ঠা দেখ।

আমাদিগকে জোর করিয়া উহার নিজ গন্তব্যপথে লইয়া যায়। সুতরাং মন ত স্বাধীন নহে। উহা আপন প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির একান্ত অধীন। সকল ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেই এই কথা প্রযোজ্য হইতে পারে। গুরো! তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, কেন এমন হয়? মন প্রভৃতিকে বশীভূত করিতে পারে, এমন কোন স্বতন্ত্র শক্তি কি নাই? মন, বাক্য, চক্ষু, শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-বর্গ কি স্বীয় স্বীয় প্রবৃত্তি-বশেই চালিত হইয়া থাকে, না ইহাদের হইতে স্বতন্ত্র অন্য কোন শক্তি কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ইহারা, স্ব স্ব বিষয়ে বিনিযুক্ত হইয়া থাকে" * ?

আচার্য্য, শিষ্য-মুখে এই প্রশ্ন শ্রবণ করতঃ, তাহার সূক্ষ্ম বুদ্ধির বারংবার প্রশংসা করিয়া, উহার প্রশ্নের এইরূপে মীমাংসা করিয়া দিলেন—

"সৌম্য! তুমি উত্তম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ। বৎস! জানিয়া রাখ যে, দেহে একটী স্বতন্ত্র আত্ম-শক্তি আছেন। ইনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য, প্রাণের

* আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রে Necessity এবং Free-will লইয়া যে বিবাদ চলিয়া আসিয়াছে, শ্রুতি সেই বিবাদের মূলই এস্থলে নিবদ্ধ করিয়াছেন। এই প্রশ্নের উত্তর হইতে দেখা যাইবে যে, শ্রুতি আত্ম-শক্তির স্বতন্ত্রতা বা Free-will এরই প্রাধান্য খ্যাপন করিয়াছেন।

প্রাণ এবং চক্ষুর চক্ষুঃ। এই শক্তি—নিত্য, নির্ব্বিকার, স্বাধীন। এই আত্মশক্তির স্বতন্ত্রতা বুঝিতে পারিলে মনুষ্য, ইহজীবনে বা দেহান্তে অমৃত-পদ-লাভের অধিকারী হইতে পারে। এই আত্ম-শক্তি—নিত্য, নির্ব্বিকার-ভাবে অবস্থিত রহিয়া, সকল ইন্দ্রিয়ের প্রেরক *। এই আত্মশক্তি—সাধারণ-সামর্থ্যস্বরূপ ; ইহাঁর নিজের কোন বিশেষ-প্রকারের নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়া নাই। শব্দের অভিব্যঞ্জক বা প্রকাশক ইন্দ্রিয়ের নাম শ্রবণেন্দ্রিয় †। তুমি যাহার কথা জিজ্ঞাসা করিলে—অর্থাৎ আত্মশক্তি—তিনিই এই শ্রবণেন্দ্রিয়ের মূল-প্রেরক। ইনি সর্ব্বপ্রকার বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়াই, ইন্দ্রিয়াদির মূল-প্রেরক। অজ্ঞানীলোক, ভ্রমবশতঃ, ইহাঁর এই স্বতন্ত্রতার কথা ভুলিয়া যায়, এবং দর্শন-শ্রবণাদি বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার সঙ্গে, ইহাঁর শক্তিকে অভিন্ন বলিয়া ধরিয়া লয়। যে

---

* ক্রিয়ামাত্রেরই একটী 'করণ এবং একজন 'কর্ত্তা' আবশ্যক। দর্শন-শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়গুলি, দর্শন-শ্রবণাদি ক্রিয়ার করণ ; এবং ইন্দ্রিয়াদির যিনি মূল প্রেরক, তিনিই ইহার কর্ত্তা।

† বিষয়বর্গ ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, বিষয় হইতে ক্রিয়া প্রবাহিত হইয়া চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের উপরে পতিত হয় এবং তদ্দ্বারা ইন্দ্রিয়েরও বিশেষ প্রকারের ক্রিয়া উদ্রিক্ত হয়। ক্রিয়ার এই বিশেষ-প্রকার উত্তেজনার নাম—ইন্দ্রিয়শক্তি।

সকল পদার্থ সংহত * বা বিশেষ কোন উদ্দেশ্য-সাধনার্থ পরস্পর মিলিত হইয়া ক্রিয়াশীল হয়, তাহারা নিশ্চয়ই উহাদের হইতে স্বতন্ত্র অন্য কোন বস্তুদ্বারা প্রেরিত হইয়া, সেই বস্তুরই উদ্দেশ্য-সাধনার্থ, একত্র মিলিত হইয়াছে। এই অনুমানের বলে, ইহা স্থির করা যাইতে পারে যে, চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়বর্গ যখন সংহত-পদার্থ, তখন ইহাদের এই যে মিলন, এই মিলনের মূলে অবশ্যই অপর কোন বস্তুর প্রেরণা আছে এবং সেই বস্তুরই প্রয়োজন-সাধনার্থ ইহারা মিলিত হইয়াছে। সুতরাং এই জড় ইন্দ্রিয়-বর্গের ক্রিয়াদ্বারা, চেতন আত্মশক্তির সত্তা ও প্রেরকতা অনুমিত হইয়া থাকে। অতএব, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-বর্গের যে রূপাদিবিষয়-প্রকাশের যোগ্যতা আছে, তাহা আত্মশক্তির নিকট প্রাপ্ত। এই অসংহত, চেতন, সর্ব্ব-ব্যাপক আত্মশক্তি মূলে না থাকিলে, কোন ইন্দ্রিয়ই কোন বিষয়-প্রকাশ করিতেও পরিত না, কোন বিষয়ে ধাবিত হইতেও পারিত না †। এক

* সংহত = Aggregate. অ-সংহত—যাহা সংহত (Aggregate) বা মিলিত নহে; নিরবয়ব। বহু অবয়ব একত্র মিলিয়া একটী সংহত পদার্থ হয়। যাহার অবয়ব নাই, তাহাই অসংহত।

† মাণ্ডুক্য উপনিষদের গৌড়পাদ কারিকার ভাষ্যে শঙ্কর একটী চমৎকার যুক্তি দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—ব্রহ্মসত্তা সকল পদার্থের অধিষ্ঠান। যাহা অসৎ, তাহা কাহারই অধিষ্ঠান হইতে পারে না। কেননা যাহার সত্তা নাই তাহা কখনই পদার্থগুলিতে অনুস্যূত—অনু-

কথায়, কোন ইন্দ্রিয়ের কোন ক্রিয়া থাকিত না। সর্ব্বপ্রকার ঐন্দ্রিয়িক ক্রিয়ার মূলে এই আত্মশক্তি আছেন বলিয়া, ইহঁাকে —শ্রোত্রের শ্রোত্র, চক্ষুর চক্ষু, প্রাণের প্রাণ, মনের মন বলা যায়। ইনি শ্রোত্রাদি তাবৎ ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্যস্বরূপ। ইনি কূটস্থ, অজর, অমৃত, অভয়, অজ। চৈতন্যরূপ জ্যোতিদ্বারা প্রদীপ্ত না হইলে—চেতনসত্তা দ্বারা প্রেরিত না হইলে—মন কখনই কোন বিষয়ের সঙ্কল্প বা স্থির-নিশ্চয়তা করিতে সমর্থ হইত না। প্রাণশক্তি, দৈহিক সকল ক্রিয়ার মূলীভূত। কিন্তু প্রাণেরও এই প্রাণন-শক্তির অধিষ্ঠান আছে বলিয়াই, প্রাণ জীবন-ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে পারিতেছে। এই জন্যই ইহাঁকে মনের মন এবং প্রাণের প্রাণ বলা যায় *। তাঁহারই প্রয়োজন-

---

বিদ্ধ হইয়া আসিতে—পারে না। এই জন্যই, যাহা 'সৎ' তাহাই সকল পদার্থের মধ্যে অনুস্যূত হইয়া থাকে। সুতরাং ব্রহ্মসত্তা সকল পদার্থের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়। এইজন্যই জগতের যাহা মূলবীজ, তাহা শূন্য নহে। ২।৩৩।

* ঐতরেয় উপনিষদের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য এ সম্বন্ধে একটী দীর্ঘ বিচার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "দ্বে দৃষ্টী, এবং হেব চক্ষুষোঽনিত্যা দৃষ্টি নিত্যা চ আত্মনঃ। তথাচ দ্বে শ্রুতী, শ্রোত্রস্য অনিত্যা, নিত্যা আত্মস্বরূপস্য।... নিত্যা আত্মনো দৃষ্টির্বাহ্যানিত্যদৃষ্টেগ্রাহিকা" ইত্যাদি। এ স্থলেও, সকল ইন্দ্রিয়-ক্রিয়ার মূলে এক অবিক্রিয় নিত্য সামর্থ্যস্বরূপ বলিয়া ব্রহ্ম উক্ত হইয়াছেন।

সাধনার্থ, ইন্দ্রিয়-বর্গের যাবতীয় ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হইতেছে; সকল ইন্দ্রিয়ের সকল প্রবৃত্তির মূলে সেই এক চেতন আত্মশক্তি অবস্থিত আছেন, জানিবে। ইনি—নিত্য, স্বতন্ত্র, নির্ব্বিকার। কিন্তু ইন্দ্রিয়-বর্গের ক্রিয়াগুলি—বিকারী, অস্বতন্ত্র, প্রবৃত্তির অধীন এবং অনিত্য। এই নির্ব্বিশেষ আত্মশক্তিকে, ইন্দ্রিয়াদির বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার সহিত এক ও অভিন্ন মনে করাই মহাভ্রম। জীবমাত্রেই এই ভ্রমে পতিত। ইন্দ্রিয়-গুলির বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াদ্বারা, এই নিত্য, অখণ্ড চেতনশক্তিও খণ্ড খণ্ডরূপে প্রতীত হইয়া থাকেন। ভ্রমের বীজ এই স্থানে। প্রকৃতপক্ষে, এই শক্তি খণ্ডশক্তি নহে; ইহা অখণ্ড, নিত্য, পূর্ণ। ইন্দ্রিয়ের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াগুলি দ্বারা, ইন্দ্রিয়বর্গের মূলে যে অখণ্ডসত্তা বিদ্যমান আছেন, তাহার আভাস পাওয়া যায় মাত্র। অপূর্ণ,—পূর্ণসত্তার সূচনা করিয়া দেয় মাত্র। কিন্তু সেই পূর্ণশক্তিকে, অপূর্ণ ক্রিয়াগুলির সঙ্গে মিশ্রিত ও অভিন্ন বলিয়া ধরিয়া লওয়া সঙ্গত নহে। মনুষ্য এইরূপেই, সেই আত্মসত্তার স্বতন্ত্রতার কথা ভুলিয়া যায় এবং সেই ভ্রম-বশতঃ, ঐন্দ্রিয়িক ক্রিয়াগুলিই স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়া করিতেছে বলিয়া মনে করে। যাহারা এ প্রকার ভ্রম করেন না, প্রত্যুত সকল ক্রিয়ার মূলেই সেই একমাত্র অখণ্ড, স্বাধীন চেতনসত্তার অনুভব করিয়া থাকেন, তাঁহারাই প্রকৃত বিবেকী পুরুষ।

এই আত্মশক্তিই ব্রহ্মপদার্থ। তিনিই শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়-

বর্গের আত্মভূত ; সুতরাং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় তাঁহার উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিতে পারে না। বাক্যও তথায় যাইতে সমর্থ হয় না। বাগিন্দ্রিয় দ্বারা উচ্চারিত হইয়া শব্দ, বক্তব্য বিষয়কে বুঝাইয়া দেয়। কিন্তু সেই শব্দ এবং শব্দ-প্রকাশক বাগিন্দ্রিয়—উভয়েরই প্রকাশক আত্মা। সুতরাং বাক্য তাঁহাকে কিরূপে বুঝাইয়া দিবে বা প্রকাশিত করিবে? অগ্নি অন্যবস্তুকে দগ্ধ করিতে পারে, কিন্তু নিজকে কেমন করিয়া দগ্ধ বা প্রকাশিত করিবে? মন সম্বন্ধেও একথা অবিকল খাটে। মন—সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক *। মন, কোন কিছু করিবার জন্য সঙ্কল্প করিয়া থাকে বা কোন বিষয়ে সন্দিগ্ধ হয়। ইহাই মনের স্বভাব। এইরূপ, কোন কিছু করিবার নিমিত্ত স্থির-নিশ্চয় করাই বুদ্ধির ধর্ম্ম। মন ও বুদ্ধির এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কোন ক্রিয়া করিবার ক্ষমতা নাই। মন ও বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া ইন্দ্রিয়বর্গ, বিষয়-বিজ্ঞান † লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু ব্রহ্মবস্তু, মন এবং বুদ্ধিরও প্রকাশক। সুতরাং বুদ্ধি এবং মন কিরূপে তাঁহাকে প্রকাশিত করিবে? তিনি শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়ের অতীত। সুতরাং বিষয়-সমূহের বিজ্ঞান লাভ করাই যাহার ধর্ম্ম, সেই

* বস্তু-প্রত্যক্ষ সময়ে, 'ইহা নীলরূপ কি পীতরূপ' ইত্যাদি আকারে যে মনের আলোচনা তাহাই 'সঙ্কল্প-বিকল্প'। প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদ দেখ।

† বিষয়-বিজ্ঞান—Perception.

অন্তঃকরণ কি প্রকারে, বিষয়ের অতীত ব্রহ্মের জ্ঞানলাভে সমর্থ হইবে? অতএব মন এবং বুদ্ধি—ব্রহ্মের নিকটে যাইতে অক্ষম। এইজন্যই ব্রহ্মবস্তু অন্তঃকরণের অগোচর। সুতরাং ব্রহ্মের স্বরূপ-সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়াও সম্ভব নহে। জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও বিশেষণ—এই সকল ধর্ম্ম দ্বারাই বস্তুকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। এবং এই ধর্ম্ম-সকলের দ্বারাই ইন্দ্রিয়-গণ, বস্তুকে চিনিয়া লইতে সমর্থ হয়। কিন্তু যিনি জাতি, গুণ, ক্রিয়া, বিশেষণাদি ধর্ম্মের অতীত, যাঁহাতে এসকল ধর্ম্মের একটীও নাই, তাঁহাকে অন্তঃকরণ কিরূপে বুঝিতে সক্ষম হইবে? আর কিরূপেই বা অপরকে সেই বস্তুটীর বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে?

তবে কি তাঁহাকে জানিবার কোন উপায় নাই? আছে, নিশ্চয়ই উপায় আছে। শ্রুতির উপদেশ দ্বারাই কেবল তাঁহার স্বরূপাদি নির্ণীত হইতে পারে। ইন্দ্রিয়ের অগোচর সেই ব্রহ্ম-বস্তু, অন্তঃকরণের বিষয়ীভূত হইতে পারেন না; এই নিমিত্ত তিনি জ্ঞানেরও অতীত। যে সকল পদার্থ জাতি-গুণ-ক্রিয়াদি ধর্ম্ম দ্বারা ব্যাকৃত বা অভিব্যক্ত পদার্থ, কেবল তাহারাই জ্ঞানের বিষয়ীভুত হইতে পারে। সুতরাং ব্রহ্মবস্তু জ্ঞানের অতীত; তাঁহাকে অন্তঃকরণ দ্বারা জানা যাইতে পারে না। তবে কি ব্রহ্ম অজ্ঞেয়? না, তাহা নহে। তিনি অবিদিত বস্তুরও অতীত। যাহা অব্যক্ত, অনভিব্যক্ত; যাহা অভিব্যক্ত কার্য্য-

সকলের * কারণ-বীজ †, তাহাই অবিদিত—অজ্ঞেয়। ব্রহ্মপদার্থ, এই অব্যাকৃত কারণ-বীজেরও অতীত ; তিনি অব্যক্ত-কারণ হইতেও স্বতন্ত্র ‡। সুতরাং তিনি অজ্ঞেয় হইতে পারেন না। এতদ্দ্বারা, ব্রহ্মবস্তু যে হেয়ও নহেন, উপাদেয়ও নহেন,

* কার্য্য-সকল=Effects.

† কারণ-বীজ—উপাদান ; Material cause.

‡ কার্য্য ও কারণের পরস্পর সম্বন্ধ কিরূপ? কার্য্যবর্গ উহার কারণ-সত্তা হইতেই অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। উভয়ের সম্বন্ধ এই যে, কার্য্য-বর্গ—কারণ-সত্তারই অভিব্যক্তি ; কারণ-সত্তাই কার্য্যবর্গের আকার ধারণ করে ; সুতরাং কারণ-সত্তা হইতে কার্য্য-বর্গের 'স্বতন্ত্র' সত্তা নাই। কিন্তু কার্য্য-বর্গের মধ্যে অনুগত কারণ-সত্তাটী, কার্য্যবর্গ হইতে সর্ব্বদাই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। কেন না, কার্য্যাকার ধারণ করাতেও কারণ-সত্তাটীর কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় নাই,—উহার স্বতন্ত্রতার হানি হয় নাই। শঙ্কর-মতে ইহাই কার্য্য ও কারণের সম্বন্ধ। অব্যক্ত-শক্তিই—এ জগতের উপাদান। ইহা, পূর্ণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-সত্তারই একটা আকার-বিশেষ, একটা অবস্থান্তর মাত্র। জগৎ-সৃষ্টির প্রাক্কালে, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসত্তাই—বিশ্বাকার ধারণ করিবার উন্মুখ হইয়াছিলেন। এই যে বিশ্বাকার ধারণ করিবার উন্মুখ অবস্থা, ইহা দ্বারা সেই নির্ব্বিশেষ সত্তার কোন হানি হয় নাই। তিনি স্বতন্ত্রই আছেন। সুতরাং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসত্তা—জগতের উপাদান অব্যক্ত-শক্তি হইতেও স্বতন্ত্র। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকায় বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

তাহাই বুঝিতে হইবে। যাহা ব্যক্ত, যাহা কার্য্য,—তাহা অল্প, তাহা সসীম, তাহা ক্ষুদ্র, তাহা দুঃখপূর্ণ। সুতরাং তাহা হেয়, তাহা গ্রহণের যোগ্য নহে। কিন্তু ব্রহ্মবস্তু কার্য্যবর্গ হইতে স্বতন্ত্র; সুতরাং তিনি হেয় নহেন—তিনি গ্রহণের যোগ্য। আবার, যাহা অব্যক্ত, যাহা কারণ-বীজ, তাহা সকলেরই উপাদেয়, তাহা সকলেরই গ্রহণ-যোগ্য। কেন না, যাহারা কার্য্যার্থী, তাহারা উহার কারণ-সমূহকে সযত্নে আহরণ করিয়া থাকে। উপকরণ সংগৃহীত না হইলে, কোন কার্য্য উৎপাদিত করিতে পারা যায় না। ঘট-নির্ম্মাণার্থী কুম্ভকারকে যত্নের সহিত উহার উপকরণ—মৃত্তিকা-জলাদির সংগ্রহ করিতে হয়। ব্রহ্ম-বস্তু এই কারণ-বীজেরও অতীত, অব্যক্ত কারণ-শক্তি হইতেও স্বতন্ত্র। সুতরাং তিনি উপাদেয় নহেন, তিনি কাহারও গ্রহণ-যোগ্য হইতে পারেন না। এই ব্রহ্মবস্তু সকলের মধ্যেই অবস্থিত, সকলেরই অন্তর্যামী। ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপ। আচার্য্য-পরম্পরাক্রমে ব্রহ্মের এই প্রকার স্বরূপ পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে, জানিবে। যে সকল পূর্ব্বতন ব্রহ্মজ্ঞ আচার্য্য ব্রহ্মবিদ্যার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাদের মুখে আমরা ব্রহ্মের স্বরূপ-বিষয়ে এই প্রকার উপদেশই শ্রবণ করিয়াছি।

হে সৌম্য! আমি তোমার নিকটে ব্রহ্মের যে স্বরূপের কীর্ত্তন করিলাম, ইহাই আত্মার স্বরূপ, জানিবে। আত্মাও

স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহেন। ব্রহ্ম-সত্তা এবং আত্ম-সত্তা এক-ই বস্তু। উভয়ের মধ্যে কোন প্রকার ভেদ নাই। উপাস্য ও উপাসক এই সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, ভেদ-বুদ্ধিতে, যাহাঁকে কর্ম্মীগণ উপাসনা করিয়া থাকেন, তাহা ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ হইতে পারে না। কেননা, সর্ব্বত্র যেমন ব্রহ্মসত্তার অনুভব করিতে হইবে, আপন আত্মাতেও সেই ব্রহ্মসত্তার তদ্রূপ অনুভব করিতে হইবে। কিন্তু কর্ম্মীসাধকগণ যে ইন্দ্র, প্রাণ, ও সূর্য্যাদি দেবতার উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা ইন্দ্রাদিকে আপনার আত্মা হইতে স্বতন্ত্র বলিয়াই বোধ করিয়া থাকেন। সুতরাং এ ভাবে, ইন্দ্রাদিকে ব্রহ্ম বলিয়া মনে করা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। ঈদৃশ উপাসকবর্গের চিত্তে ভেদ-বুদ্ধি প্রবল। ঈদৃশ উপাসকগণ ইন্দ্র, সূর্য্য, প্রাণাদি দেবতাকে ব্রহ্ম-সত্তা হইতে স্বতন্ত্র সত্তাবান্ পৃথক্ বস্তু বোধেই উপাসনা করিয়া থাকেন। ইহাঁরা নিকৃষ্ট কর্ম্মমার্গের উপাসক *। কিন্তু

* ঋগ্বেদে আমরা প্রথম হইতেই কর্ম্মী ও জ্ঞানী, এই দুই প্রকারের সাধক দেখিতে পাই। ঋগ্বেদে দুই শ্রেণীর 'সূক্ত' মিশ্রিত আছে। কতকগুলি সূক্তে অগ্ন্যাদি দেবতাকে স্বতন্ত্র বস্তু-বোধে স্তব করা হইয়াছে। আবার বহু সূক্তে এই স্বতন্ত্রতা-বোধ আদৌ স্থান পায় নাই। এই কর্ম্মমার্গ ও জ্ঞানমার্গ ভারতে বহু প্রাচীন। যাঁহারা কর্ম্মমার্গে প্রবিষ্ট, তাঁহারাই অগ্নিতে ঘৃত ও সোমধারা ঢালিয়া দিয়া, দ্রব্যাত্মক যজ্ঞানুষ্ঠানে মগ্ন থাকিয়া, অগ্ন্যাদিকে স্বতন্ত্র বস্তু বোধ করতঃ,

যাঁহারা জ্ঞানমার্গের সাধক, তাঁহারা এরূপ ভ্রম করেন না। ইন্দ্রাদি দেবতাকে স্বতন্ত্র বস্তু বোধ না করিয়া, যাঁহারা দেবতা-বর্গের ভিতর এক ব্রহ্ম-সত্তাই অনুস্যূত আছে, সুতরাং দেবতাবর্গের কাহারই 'স্বতন্ত্র' সত্তা নাই, ঈদৃশ অনুভব করিয়া ভাবনা করিতে পারেন, তাঁহারাই উন্নত সাধক। ইহাই ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ। ব্রহ্ম-সত্তা হইতেই এই বিশ্ব অভিব্যক্ত হইয়াছে; ব্রহ্ম-সত্তা বিশ্বের তাবৎ পদার্থের মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছেন। কোন পদার্থেরই তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র সত্তা নাই। তাঁহারই সত্তা সকল বস্তুতে অনুস্যূত থাকিয়া, তাবৎ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতেছেন, জানিবে।

বাগিন্দ্রিয়ের মধ্যে তাঁহারই সত্তা অনুস্যূত। তাঁহারই সত্তা বাগিন্দ্রিয়ের প্রেরক। বাগিন্দ্রিয় তাঁহাকে প্রেরণ করিতে

বৈদিক সূক্ত উচ্চারণ করিতেন। অনেক সূক্ত এইরূপ ভেদ-বুদ্ধি-যুক্ত উপাসনার উপযোগী। কিন্তু অনেকে উৎকৃষ্ট উন্নত সাধনাও করিতেন। তাঁহারা অগ্ন্যাদি দেবতাতে এবং সোম-ঘৃতাদি যজ্ঞীয় উপকরণে, এক ব্রহ্মসত্তাই অনুস্যূত দেখিতেন। তাঁহারা অগ্ন্যাদিতে ভাবনাত্মক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। এ প্রকার জ্ঞানমার্গের উপযোগী বহু সূক্ত ঋগ্বেদের প্রত্যেক মণ্ডলেই পাওয়া যায়। আবার বামদেব, বাক্ প্রভৃতি উপাসক ও উপাসিকাগণ—আত্মাতে সকল দেবতার সত্তা অনুভব করিয়া, আপন অন্তরে ভাবনাত্মক যজ্ঞ করিতেন।

পারে না *। এই সত্তাই ব্রহ্ম-সত্তা। এই সত্তা এবং আত্ম-সত্তা—উভয়ের মধ্যে কোনই ভেদ নাই। যাঁহারা উভয় সত্তায় ভেদ আছে মনে করেন এবং পদার্থের মধ্যে অনুস্যূত সত্তাকে আত্ম-সত্তা হইতে স্বতন্ত্র ভাবিয়া তাঁহার উপাসনা করেন, তাঁহাদের উপাসনা প্রকৃত উপাসনা নহে; তাঁহারা ব্রহ্ম-সত্তা বুঝিতে পারেন নাই। বাক্যাদি তাঁহারা উপাধি মাত্র; সুতরাং বাক্যাদি হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়াই তিনি বাগিন্দ্রিয়ের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন।

সকল ইন্দ্রিয়ের চালক অন্তঃকরণ † তাঁহাকে প্রকাশিত

---

* ভাষ্যকার এস্থলে আরও বলিয়াছেন যে, অকারই সর্ব্বপ্রকার শব্দের (বাক্যের) মূল। চৈতন্য-সত্তা দ্বারা প্রেরিত হইয়া এই অকার,—বক্ষঃস্থল, কণ্ঠ, জিহ্বামূল, দন্ত, নাসিকা, ওষ্ঠ, তালু এবং মস্তক এই অষ্টস্থানস্থ ছিদ্রে স্পৃষ্ট হইয়া বিকৃত হয়। এবং এই প্রকারে নানারূপে অভিব্যক্ত হইয়া উচ্চারিত হয়। গদ্য, পদ্য ও গান,—এই বাক্যেরই ভেদ-বিশেষ। এই বাক্‌শক্তি বা বাগিন্দ্রিয়, শব্দের আশ্রয়ে অবস্থিত।

† প্রধানতঃ বুদ্ধি ও মন—উভয়ে মিলিয়া অন্তঃকরণ। বিষয়-বিজ্ঞানের সময়ে, 'ইহা নীল কি পীত' এই প্রকার সংকল্প-বিকল্পই মনের ধর্ম্ম। 'ইহা বৃক্ষই বটে' এই প্রকার স্থির-নিশ্চয়তাই বুদ্ধির ধর্ম্ম। বুদ্ধি ও মন উভয়ের দ্বারা ঐন্দ্রিয়িক অনুভূতি গুলি (Sensations) শ্রেণীবদ্ধ—সুসজ্জিত হইলে, বস্তু-বিজ্ঞান (Perception) লাভ হইয়া থাকে। কামনা, সংকল্প, সংশয়, শ্রদ্ধা, ধৃতি (ধারণা), অধৃতি, লজ্জা,

বা প্রেরিত করিতে পারে না। তাঁহারই সত্তা অন্তঃকরণের প্রকাশক এবং প্রেরক। তাঁহারই সত্তা অন্তঃকরণের মধ্যে অনুস্যূত—অনুপ্রবিষ্ট—আছেন। স্বতন্ত্র থাকিয়াই সেই ব্রহ্ম-সত্তা অন্তঃকরণে অনুপ্রবিষ্ট। ইহাই ব্রহ্মসত্তা। এই সত্তা ও আত্ম-সত্তায় কোন ভেদ নাই। যাঁহারা উভয় সত্তায় ভেদ আছে মনে করেন, এবং পদার্থের মধ্যে অনুস্যূত সত্তাকে আত্ম-সত্তা হইতে স্বতন্ত্র ভাবিয়া উপাসনা করেন, তাঁহাদের উপাসনা প্রকৃত উপাসনা নহে; তাঁহারা ব্রহ্ম সত্তা বুঝিতে পারেন নাই।

চক্ষু তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না; ব্রহ্ম-সত্তাই চক্ষুর প্রেরক। বিষয় হইতে ক্রিয়া-প্রবাহ আসিয়া চক্ষুর ক্রিয়া উত্তেজিত করে। অন্তঃকরণ সেই উত্তেজনা আত্মস্থ করে। সুতরাং অন্তঃকরণের একপ্রকার বিশেষ ক্রিয়ার নামই—দর্শন-শক্তি। এই দর্শন-শক্তি আত্ম-সত্তা দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াই প্রকাশ পায়। আত্ম-সত্তা ও পদার্থ-মধ্যগত সত্তা একই। উভয় সত্তায় কোন ভেদ নাই। যাঁহারা উভয়ের মধ্যে ভেদ আছে

ভয়—এই বৃত্তিগুলি অন্তঃকরণের। অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ আত্ম-চৈতন্য আছেন বলিয়াই, অন্তঃকরণের ক্রিয়া উৎপন্ন হইতে পারিতেছে এবং প্রকাশিত হইয়াছে। অন্তঃকরণের ক্রিয়াগুলি উৎপন্ন হইবামাত্র আত্মসত্তাদ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং আত্ম-চৈতন্য না থাকিলে অন্তঃকরণের এই বিশেষ বিশেষ বোধগুলি প্রকাশিত হইতে পারিত না। দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকা দ্রষ্টব্য।

মনে করেন, এবং পদার্থের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট সত্তাকে আত্ম-সত্তা হইতে স্বতন্ত্র বোধে উপাসনা করেন, তাঁহাদের উপাসনা প্রকৃত উপাসনা নহে। তাঁহারা ব্রহ্ম-সত্তা বুঝিতে পারেন নাই।

শ্রবণেন্দ্রিয় এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় তাঁহাকে বিষয়ীভূত করিতে পারে না। তিনিই এই ইন্দ্রিয় দুইটীর প্রেরক। বিষয়-যোগে প্রবুদ্ধ অন্তঃকরণেরই, এক এক প্রকার বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার নাম শ্রবণশক্তি ও ঘ্রাণশক্তি। অন্তঃকরণের এই বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াগুলি, ইহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট আত্ম-সত্তা দ্বারাই প্রকাশিত ও প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কেননা, তাঁহারই সত্তা, স্বতন্ত্র থাকিয়াই, সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট আছেন। তিনি আছেন বলিয়াই, ইহারা স্ব স্ব ক্রিয়া নির্ব্বাহে সমর্থ হইতেছে। সকল পদার্থে অনুস্যূত ব্রহ্মসত্তা এবং আত্ম-সত্তা একই বস্তু; উভয়ে কোন ভেদ নাই। যাঁহারা উভয় সত্তায় ভেদ দেখিতে পান এবং পদার্থ-মধ্যগত ব্রহ্ম সত্তাকে আত্ম-সত্তা হইতে পৃথক্ ভাবিয়া উপাসনা করেন, তাঁহাদের উপাসনা প্রকৃত উপাসনা নহে। তাঁহারা ব্রহ্ম সত্তা বুঝিতে পারেন নাই।

সৌম্য! কিন্তু তোমাকে আর একটী কথা বলিব। আত্মার মধ্যে ব্রহ্ম-সত্তার অনুভব করিতে পারিলেই যে ব্রহ্মকে সম্যক্ প্রকারে জানিতে পারা গেল, এরূপ মনে করাও উচিত নহে। কেন না, তিনি অন্তঃকরণের দ্বারা বোধের বিষয়ীভূত হইবেন কিরূপে? যাঁহার দ্বারা তাবৎ পদার্থের বোধ লাভ করা যায়,

তাঁহার বোধ-লাভ কিসের দ্বারা করিতে পারা যাইবে? সুতরাং তিনি বোধেরও অতীত। অতএব বৎস! তুমি যে মনে করিবে যে, আত্মার মধ্যে ব্রহ্ম-সত্তার অনুভব হইল বলিয়াই ব্রহ্মবস্তুকে সম্যক্‌প্রকারে জানা গেল, তাহা হইতে পারে না। ব্রহ্ম—চৈতন্যস্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ। ব্রহ্মই ত স্বয়ং অন্যবস্তুর জ্ঞাতা (প্রকাশক)। তাঁহার আবার অন্য জ্ঞাতা থাকিবে কি প্রকারে? এই বিশ্ব সংসার তাঁহারই জ্ঞেয়; তিনি কাহারও জ্ঞেয় হইতে পারেন না। তিনিই একমাত্র বিজ্ঞাতা; তাঁহার আবার বিজ্ঞাতা অন্য কে হইতে পারে? সুতরাং ব্রহ্মবস্তুকে তুমি সম্যক্‌প্রকারে জানিবে কিরূপে?

আচার্য্যের উপদেশ দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ কীর্ত্তিত হইলে, সকলে তাহা তুল্যরূপে গ্রহণ করিতে পারে না। কেহ বা সৌভাগ্য বশতঃ যথাযথভাবে উপদেশের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়; অপর কেহ বা সেই উপদেশেরই মর্ম্ম বিপরীত ভাবে গ্রহণ করিয়া বসে *, কেহ বা আদৌ তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। যাহাদের বুদ্ধি মার্জ্জিত, চিত্ত কলুষতা-শূন্য, ইন্দ্রিয় সংযত, ঈদৃশ ধীর-বুদ্ধি শিষ্যের নির্ম্মল ও নিস্তরঙ্গ চিত্তেই কেবল, পুনঃপুনঃ আলোচনা, বিচার ও ভাবনার প্রভাবে, ব্রহ্ম-তত্ত্ব

* ছান্দোগ্য উপনিষদে, "ইন্দ্র বিরোচন সংবাদে," অসুরাধিপতি বিরোচন, প্রজাপতির উপদেশ বিপরীত ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল। প্রথম খণ্ড দেখ।

স্ফুরিত হইতে পারে। কিন্তু বৎস! ইহা নিশ্চয় জানিও, ব্রহ্ম-বস্তু সম্যক্‌প্রকারে অধিগত হইতে পারেন না। যিনি ব্রহ্মের স্বরূপ সম্যক্ অনুভব করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে করেন, তিনি অতি অল্পই বুঝিতে পারিয়াছেন জানিবে। ব্রহ্মের যাহা প্রকৃত স্বরূপ তাহা—অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অরস, অগন্ধ; তাহা অব্যয়, নিত্য। তিনি চক্ষুর বিষয় নহেন, কর্ণের বিষয় নহেন, মনের বিষয় নহেন, বুদ্ধির বিষয় নহেন। কোন বিশেষণ দ্বারা তাঁহার স্বরূপ নির্ণীত হইতে পারে না। তাঁহার কোন রূপ নাই, ধর্ম্ম নাই। কোন ধর্ম্মের দ্বারা, কোন বিশেষণের দ্বারা, কোন চিহ্ন দ্বারা, তাঁহাকে নির্ণয় করা যায় না। চৈতন্যই তাঁহার স্বরূপ। চৈতন্য বা জ্ঞান,—কোন বিকারী জড়পদার্থের ধর্ম্ম হইতে পারে না; কোন ইন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণেরও ধর্ম্ম হইতে পারে না। উহা অখণ্ড আত্মার স্বরূপ। সেই অখণ্ড জ্ঞান,—ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণাদি জড়ীয় ক্রিয়া দ্বারা খণ্ড খণ্ডরূপে, শব্দ-স্পর্শাদি বিবিধ বিজ্ঞান-রূপে, নিয়ত অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। লোকে মনে করে যে, এই খণ্ড খণ্ড বিজ্ঞান-গুলিই বুঝি ব্রহ্মের স্বরূপ! কিন্তু ব্রহ্মের স্বরূপ অখণ্ড, নিত্য। সকল ক্রিয়াকে প্রকাশিত করাই তাঁহার স্বরূপ। অন্তঃকরণাদি জড়ীয় ক্রিয়াগুলি যেমন যেমন উৎপন্ন হইতেছে, উহারা তৎক্ষণাৎ অখণ্ড প্রকাশ-স্বরূপ আত্ম-চৈতন্য দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে। ইনি জড়ীয় ক্রিয়াগুলি হইতে স্বতন্ত্র।

স্বতন্ত্র থাকিয়াই ইনি উহাদের প্রকাশক। কিন্তু লোকে তাঁহার স্বতন্ত্রতার কথা ভুলিয়া যায়; এই সকল জড়ীয় ক্রিয়াগুলির সহিত তাঁহাকে এক ও অভিন্ন বলিয়া মনে করে! তিনি সকল ক্রিয়ার মধ্যেই অনুপ্রবিষ্ট। তাই লোকে এই বিবিধ বিজ্ঞান-গুলিকেই * চৈতন্যের ধর্ম্ম বলিয়াই ধরিয়া লয়। তাহারা ভুলিয়া যায় যে, জড়ীয় ক্রিয়াগুলির সহিত অখণ্ড জ্ঞানের সংসর্গ স্থাপিত হইতে পারে না †। প্রত্যেক ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে, উহাদের সাক্ষীরূপে, চৈতন্য অনুস্যূত থাকেন বলিয়াই, এইরূপ ভ্রম হয়। ফলতঃ চৈতন্য—অখণ্ড, নিত্য, নির্ব্বিকার। শব্দ-স্পর্শাদি বিজ্ঞান-গুলি দ্বারা তাঁহার যে আভাস মাত্র পাওয়া যায়, তাহা অত্যল্প আভাস মাত্র। কেন না, এগুলি দ্বারা অখণ্ড-চৈতন্য, খণ্ড খণ্ডরূপে প্রতীত হইয়া থাকেন। এইরূপ, আধিদৈবিক চন্দ্র, সূর্য্যাদি পদার্থ দ্বারা তাঁহার স্বরূপের যে আভাস পাওয়া যায়, তাহাও যৎকিঞ্চিৎ মাত্র; তদ্দ্বারা তাঁহার পূর্ণ স্বরূপের পূর্ণ-আভাস পাওয়া যায় না। আধ্যাত্মিক (ইন্দ্রিয়াদি) ও আধিদৈবিক (চন্দ্র, সূর্য্যাদি) উপাধিগুলি দ্বারা তাঁহার স্বরূপের অতি অল্পমাত্র খণ্ড খণ্ড আভাস প্রকাশিত হয়। স্বরূপতঃ তিনি অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ।

* বিজ্ঞান—শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, রূপজ্ঞান, ক্রোধজ্ঞান ইত্যাদি।

† দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকায় এই তত্ত্ব বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

তিনি সর্ব্বপ্রকার উপাধি হইতে স্বতন্ত্র, নির্ব্বিকার। সৌম্য! তাহা হইলে তুমি অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছ যে, আমাদের জ্ঞান উপাধি দ্বারা সীমাবদ্ধ। সুতরাং ব্রহ্মের স্বরূপ আমরা সম্যক্‌প্রকারে জানিতে পারি না। তুমি এই বিষয়টী আত্ম-হৃদয়ে বিশেষরূপে ধারণ কর"।

শিষ্য, আচার্য্যের মুখে এই শেষ কথাগুলি শুনিয়া, সে দিন আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল না। একান্তে উপবেশন করিয়া, ব্রহ্মের স্বরূপ-বিষয়ে পুনঃ পুনঃ মনন, বিচার ও যুক্তি দ্বারা মীমাংসা করিতে লাগিল। এবং ইহা আত্ম-হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ অনুভব করিয়া, বুঝিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। ইহার ফলে, শিষ্যের চিত্তে ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ জাগরিত হইয়া উঠিল। তখন সে পুনরায় আচার্য্যের সমীপে উপস্থিত হইল। এবং আচার্য্যকে স্বীয় অনুভবের কথা এইরূপে বিজ্ঞাপিত করিল—

"ভগবন্! আপনি যে বলিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মের প্রকৃত অখণ্ড স্বরূপ সম্যক্‌প্রকারে বোধের বিষয়ীভূত হইতে পারে না, ইহা সত্য। তিনি সুবিজ্ঞেয় নহেন। কিন্তু গুরো! আমার হৃদয়ে একটী তত্ত্ব উদ্ভাসিত হইয়াছে। তিনি যেমন সুবিজ্ঞেয় নহেন, তাই বলিয়া তিনি যে একান্ত অবিজ্ঞেয় তাহাও নহেন। উপাধিগুলি তাঁহার স্বরূপের সূচনা আনয়ন করে, সুতরাং ব্রহ্ম যে বিজ্ঞেয় নহেন, একথাও ত হইতে পারে না"।

আচার্য্য বলিতে লাগিলেন—"সৌম্য ! তুমি প্রকৃতই অনুভব করিতে পারিয়াছ। যাহারা অন্তঃকরণাদির ধর্ম্ম দ্বারা ব্রহ্ম-বস্তুকে সুবিজ্ঞেয় বলিয়া মনে করে, তাহারা ভ্রান্ত। কেন না, কোন উপাধিই তাঁহার স্বরূপের সম্যক্ পরিচয় দিতে পারে না। আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক পদার্থগুলি, তাঁহার অতি অল্পমাত্র স্বরূপ প্রকাশিত করিয়া থাকে। তাঁহার সত্তা, উপাধিগুলি হইতে স্বতন্ত্র। কিন্তু যাহারা উপাধিগুলির সহিত তাঁহাকে অভিন্ন বলিয়া বোধ করে, তাহারা কি প্রকারে তাঁহার প্রকৃত স্বরূপটীকে বুঝিবে ? তাহারা ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতিকেই আত্মা বলিয়া ধারণা করে ; সুতরাং এরূপ ব্যক্তি তাঁহাকে কেমন করিয়া জানিবে ? তাহারা প্রকৃতপক্ষে আত্মার স্বরূপকে জানিতে পারিল না, অথচ মনে করিয়া লইল যে—'আমরা আত্মাকে জানিতে পারিয়াছি'।

অন্তঃকরণে প্রতি মুহূর্ত্তে যে বিশেষ বিশেষ বোধের উদয় হইয়া থাকে, আত্ম-চৈতন্য ইহাদের সাক্ষীরূপে অবস্থিত। ইহারা বিকারী,—আসিতেছে, যাইতেছে ; রূপান্তর ধারণ করিতেছে। কিন্তু ইহাদের অন্তরালবর্ত্তী আত্ম-চৈতন্য, নির্ব্বিকার দ্রষ্টারূপে সমবস্থিত। তিনি আছেন বলিয়াই ইহারা প্রকাশিত হইতে পারিতেছে ; নতুবা ইহারা প্রকাশিত হইতে পারিত না। প্রত্যেক খণ্ড খণ্ড বোধের সঙ্গে সঙ্গে, আত্ম-চৈতন্য অখণ্ড সাক্ষীরূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। খণ্ড খণ্ড বোধগুলি তাঁহার

ধর্ম্ম হইতে পারে না। এগুলি জড়ীয় ক্রিয়ামাত্র। এগুলি আসিতেছে, যাইতেছে ; ক্ষণে ক্ষণে অবস্থান্তর ধারণ করিতেছে। এই গুলিই যদি আত্মার স্বরূপ হয়, তবে আত্মাও উৎপত্তি-বিনাশশীল, বিকারী হইয়া পড়েন। আত্মচৈতন্য, এগুলি হইতে স্বতন্ত্র, নিত্য, নির্ব্বিকার, সাক্ষী। তিনি অলুপ্ত জ্ঞানজ্যোতিঃ-স্বরূপ। এই প্রকারে প্রত্যেক খণ্ড খণ্ড বোধের সাক্ষীরূপে তাঁহাকে জানিতে পারা যায়। এইরূপে, বিষয়-বোধের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অখণ্ড স্বরূপের সম্যক্ আভাস পাওয়া যায় *।

---

* এস্থলে ভাষ্যকার আর যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই টীকায় প্রদত্ত হইতেছে। তিনি বলিয়াছেন, আত্মা—বৈষয়িক বোধ-গুলির সাক্ষী। আত্মাকে বোধগুলির 'কর্ত্তা' বলা যাইতে পারে না। কর্ত্তা বলিলে, তাঁহাকে বোধ-ক্রিয়া-বিশিষ্ট বলিয়া মীমাংসা করা অনিবার্য্য হইয়া উঠে। কিন্তু তাহা হইলে বোধ-ক্রিয়াগুলি আত্মার 'ধর্ম্ম' হইয়া উঠে। বোধগুলি উৎপত্তি-বিনাশশীল। যখন বোধগুলি উৎপন্ন হয়, তখন তাঁহাকে সেই বোধ-বিশিষ্ট বলিতে হয়। এইরূপে তাঁহাকে বিকারী, সাবয়ব, অনিত্য বলিতে হয়। এই সকল দোষ হয় বলিয়া তাঁহাকে বোধের কর্ত্তা বলা যায় না। তিনি অখণ্ড নিত্য বোধ-স্বরূপ। আবার ন্যায়মতে, আত্মা অচেতন দ্রব্যমাত্র ; এই আত্মায় মনের সংযোগ হইলে জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাও যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত নহে। কেননা, আত্মাকে অচেতন বলিলে শ্রুতির সিদ্ধান্তের সঙ্গে বিরোধ উপ-স্থিত হয়। শ্রুতি আত্মাকে 'প্রজ্ঞান'-স্বরূপ বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

এইরূপেই, তাঁহাকে চক্ষুর চক্ষুঃ, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বুদ্ধির বুদ্ধি বলা যায়। ইনি বিভু, সর্ব্বগত, মহান্। ইনি নিত্য, অজর, অমর, অভয়। ইহাই আত্মার স্বরূপ। সর্ব্বপ্রকার বোধের সাক্ষীরূপেই আত্মা জ্ঞেয়। এইরূপে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে, আত্মবিদ্যার সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়। এই সামর্থ্য জন্মিলে, আর মৃত্যুভয় থাকে না।

মনুষ্য ইহজীবনে এই ব্রহ্ম-তত্ত্ব জানিতে পারিলে, কৃতার্থতা লাভ করিতে পারে। মানবের এই বিশাল অধিকার আছে। ইহাঁকে জানিতে না পারিলে, জন্ম-জরা-মরণ-প্রবাহের উচ্ছেদ করিতে পারা যায় না ; সংসারের কবল হইতে মুক্তিলাভ করা সম্ভব হইতে পারে না। স্থাবর, জঙ্গমাদি যাবতীয় পদার্থে এই ব্রহ্মসত্তার অনুভব করিতে করিতে ভেদ-বুদ্ধি (অবিদ্যা) অপগত

সাবয়ব পদার্থের সঙ্গেই অন্যের সংযোগ বিয়োগ হইতে পারে। আত্মা ত নিরবয়ব। সুতরাং আত্মা কিরূপে মনের সঙ্গে সংযুক্ত হইবেন? আবার, যদি আত্মাকে সর্ব্বব্যাপকই বল, তবে তাঁহার ত মনের সহিত সর্ব্বদাই সংযোগ রহিয়াছে; মনের সহিত যাহাঁর নিত্য-সংযোগ, তাঁহাতে ক্রমে ক্রমে বৈষয়িক স্মৃতি উৎপন্ন হয়, এরূপও ত বলা যাইবে না—তাহাহইলে ত স্মৃতিগুলি যুগপৎই উৎপন্ন হয়, ইহাই অনিবার্য্য হইয়া উঠে। ন্যায়-মতেই ত গুণবৎ দ্রব্য অন্য এক গুণবৎ দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হইতে পারে। কিন্তু আত্মা ত নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ ; মনের সহিত তাঁহার যোগ হইবে কিরূপে ?

হয় ; সর্ব্বত্র আত্ম-সত্তার বোধ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই জ্ঞান-মার্গ। এইরূপে অদ্বৈত-বোধের প্রতিষ্ঠা হইলে, অমৃত, অভয় পদলাভে সমর্থ হইতে পারা যায়"। এই বলিয়া আচার্য্য সেদিনের মত নীরব হইলেন।
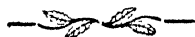
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(দেবতা-বর্গের মূল-প্রেরক কে ?)

আর একদিন আচার্য্য শিষ্যকে পুনরায় সস্নেহে নিকটে ডাকিয়া আনিয়া বলিতে লাগিলেন—

"হে সৌম্য ! আমি সেদিন তোমার নিকটে ব্রহ্মের স্বরূপ কীর্ত্তন করিতে গিয়া বুঝাইয়া দিয়াছি যে, আত্ম-সত্তাই সমুদয় ইন্দ্রিয়ের মূল-প্রেরক। কি আধ্যাত্মিক, কি আধিদৈবিক, সকল বস্তুর মধ্যেই ব্রহ্ম-সত্তা অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন এবং তিনি উহাদিগকে স্ব স্ব কার্য্যে প্রেরণ করিতেছেন *। ব্রহ্ম-সত্তা যে আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়বর্গের মূল-প্রেরক তদ্বিষয়ে সে দিন উপদেশ দিয়াছি, আজ্ একটী প্রাচীন আখ্যায়িকা তোমাকে শুনাইব। এই আখ্যায়িকাটী শুনিলে, তুমি বুঝিতে পারিবে যে, ব্রহ্ম-সত্তা আধিদৈবিক সূর্য্য, চন্দ্রাদি বস্তুরও মূল-প্রেরক।

একদা ঐশ নিয়মের ব্যাঘাতকারী অসুর-বর্গকে পরাজিত করিয়া, সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি দেবতা-বর্গ † অতীব

---

* গৌড়পাদভাষ্যে এবং গিরির টীকায় ইহাকেই "সম্যক্-দর্শন" বলা হইয়াছে। "আধ্যাত্মিকং শরীরাদি অধিষ্ঠানমাত্রং দৃষ্ট্বা, বাহ্যতো ...পৃথিব্যাদিচ · অধিষ্ঠানমেবেত্যনুভূয়...তদ্দর্শননিষ্ঠঃ স্যাৎ," ২।৩৮

† একই মহাশক্তি আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক পদার্থের আকারে

গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা প্রত্যেকে প্রত্যেক হইতে সমধিক প্রতাপশালী বলিয়া, দর্প করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহারা মনে করিল, তাহাদের ন্যায় ক্ষমতা-বিশিষ্ট কেহই আর জগতে নাই। তাহাদের শক্তিতেই এই জগৎ চলিতেছে। তাহারা ছাড়িয়া গেলে, এ জগৎ এক মুহূর্ত্তে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িবে। তাহারা যদি প্রাণীবর্গের ইন্দ্রিয়ের সহায়তা না করে —ইন্দ্রিয়ের উপরে ক্রিয়া না করে—তবে কোন ইন্দ্রিয়ই

অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। এই মহাশক্তির নাম প্রাণশক্তি। এই প্রাণশক্তিই জগতের উপাদান। এই উপাদানই 'করণরূপে' ও 'কার্য্য-রূপে' অভিব্যক্ত হইয়া এই জগৎ গড়াইয়াছে। 'করণাংশই'—তেজ, আলোক, বায়ুর আকারে বাহিরে ক্রিয়া করিয়া থাকে এবং ইহাই প্রাণীর দেহে চক্ষুঃ কর্ণ মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের আকারে ক্রিয়া করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে 'কার্য্যাংশ' ঘনীভূত হইয়া জলায় আকারে ও পৃথিবীর আকারে দেখা দিয়াছে এবং উহাই প্রাণীর স্থূলদেহ নির্ম্মাণ করিয়াছে। জগতের উপাদান এই প্রাণশক্তি, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সত্তারই অবস্থান্তর বা আকার-বিশেষ। কেন না, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-সত্তা সৃষ্টির প্রাক্কালে জগৎরূপে অভিব্যক্ত হইবার যে উন্মুখ হইয়াছিলেন,—সেই উন্মুখাবস্থার নামই প্রাণ-শক্তি। সুতরাং তত্ত্বদর্শীর চক্ষে উহা ব্রহ্ম-সত্তা ব্যতীত অন্য কোন 'স্বতন্ত্র' বস্তু নহে। তেজ, আলোকাদির সমষ্টিস্বরূপ সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি সৌরজগতের পদার্থগুলিকে 'অধিদৈবিক' পদার্থ এবং দেহ-মধ্যস্থ ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতিকে 'আধ্যাত্মিক' পদার্থ বলে। দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকায় ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

রূপদর্শনাদি স্ব স্ব ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে পারিবে না *। এই-রূপে দেবতারা গর্ব্বে স্ফীত হইয়া বেড়াইতে লাগিল।

একদিন অকস্মাৎ আকাশ-মণ্ডলে, চতুর্দ্দিক বিভাসিত করিয়া, একটী উজ্জ্বল জ্যোতিঃ প্রাদুর্ভূত হইল। দেবতারা এই জ্যোতির আকস্মিক অভ্যুদয় অবলোকন করিয়া, নিতান্ত বিস্মিত হইলেন এবং সকলে পরামর্শ করিয়া, আত্ম-কলহ ভুলিয়া, অগ্নিকে সেই জ্যোতির অভিমুখে পাঠাইয়া দিলেন। অগ্নি নিকটবর্ত্তী হইলে, সেই জ্যোতিঃ বলিলেন—"তুমি কে? তোমাতে কি সামর্থ্য আছে? তোমার পরাক্রম কিরূপ"? অগ্নি সদর্পে উত্তর দিলেন—"আমি জাতবেদা, আমি অগ্নি। এই দুই নামে আমি বিশ্বে বিখ্যাত। আমার সামর্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ;—আমি ইচ্ছা করিলে, এক মুহূর্ত্তে, সমগ্র বিশ্ব ভস্মীভূত করিয়া দিতে পারি"। জ্যোতিঃ হাসিয়া বলিলেন—হে অগ্নি! হে জাতবেদা! হে ত্রিভুবন ভস্মকারিণ্! এই লও; আমি তৃণ-খণ্ড দিতেছি; আমি তোমার সামর্থ্য ও পরাক্রম দেখিতে বড়ই উৎসুক হইয়াছি। তুমি এই তৃণ-খণ্ডকে ভস্ম করিয়া ফেল"। তখন অগ্নি আপনার সমুদয় সামর্থ্য প্রয়োগ করিয়া দেখিলেন যে, তৃণখণ্ড ত ভস্মীভূত হইল না!! অগ্নি বড় লজ্জিত

* যে শক্তি হইতে সূর্য্যাদি অভিব্যক্ত, সেই শক্তি হইতে চক্ষুকর্ণাদি-ইন্দ্রিয় অভিব্যক্ত। সুতরাং উহারা পরস্পর পরস্পরের উপরে ক্রিয়া করিয়া থাকে।

হইলেন, ভাবিলেন—"একি? আমার সেই ভুবন-বিদিত পরাক্রম আজ্ এ তৃণ-খণ্ডে কুণ্ঠিত হইল কেন"? বিস্ময়-বিহ্বল চিত্তে—ভীত-মনে—অগ্নি অন্যান্য দেবতার নিকটে ফিরিয়া গেলেন এবং আত্ম-পরাজয়-বার্ত্তা প্রদান করিলেন। তখন বায়ু মহা-দর্পে সেই তেজের সম্মুখীন হইয়া বলিতে লাগিলেন—"এই আমি বায়ু আসিয়াছি। জগতের লোক আমাকে মাতরিশ্বা বলিয়া জানে। আমি মনে করিলে এখনই এই বিশ্ব উড়াইয়া দিতে পারি"। জ্যোতিঃ কহিলেন—"হে বায়ু! হে মাতরিশ্বা! ধর; এই তৃণ-খণ্ড গ্রহণ কর; এই তৃণ-খণ্ডকে উড়াইয়া লও ত দেখি"। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বায়ু নিজের সমস্ত সামর্থ্য প্রয়োগ করিয়াও, সেই সামান্য তৃণ খণ্ডটারে উড়াইতে পারিলেন না!! তখন বায়ু অধোবদনে দেবতাদের নিকটে ফিরিলেন এবং বলিলেন—"না, আমি এই তেজটাকে চিনিতে পারিলাম না"। তখন সকল দেবতার অধীশ্বর ইন্দ্র, সেই তেজের সমীপবর্ত্তী হইলেন। কিন্তু সেই তেজ সহসা অন্তর্হিত হইল এবং সেই আকাশ-মণ্ডলে, বিবিধাভরণ-ভূষিতা, দিব্য-তেজ-বিভাসিতা, একটী রমণী-মূর্ত্তি হাসিতে হাসিতে, বিস্মিত ইন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হইয়া, বলিতে লাগিলেন—"ইন্দ্র! বিস্মিত হইও না। এই যে তেজঃপদার্থটী এইমাত্র অন্তর্হিত হইলেন, ইহাঁকে 'ব্রহ্ম' বলিয়া জানিবে। আমি সেই ব্রহ্মের শক্তি *। তোমরা যে

* ভাষ্যকার এই রমণী-মূর্ত্তিকে 'ব্রহ্মবিদ্যা' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া-

অভিমানের বশে, আত্ম-সামর্থ্যে গর্ব্বিত হইতেছিলে, তোমাদের সে গর্ব্ব বৃথা। তোমাদের স্ব স্ব সামর্থ্য, ব্রহ্ম-শক্তি হইতেই উৎপন্ন। ব্রহ্ম-শক্তির বলেই তোমরা বলীয়ান্। ব্রহ্ম-শক্তি হইতে স্বতন্ত্র ভাবে—পৃথক্ ভাবে—স্বাধীন রূপে—তোমাদের শক্তি কার্য্য-কারিণী হইতে পারে না। আর কখনও এরূপ অভিমান করিও না"। এই বলিয়া সেই মহনীয়া মহিলা-মূর্ত্তি আকাশে বিলীন হইয়া গেলেন।

বৎস! এই আমি তোমাকে প্রাচীন আখ্যায়িকা শুনাইলাম। ব্রহ্ম-সত্তা যে ইন্দ্রাদি-দেববর্গের নিকটে প্রকাশিত হইয়াছিলেন, কোন জড়ীয় বস্তুর সহিত সে প্রকাশের তুলনা দেওয়া যাইতে পারে না। তবে, বিদ্যুৎ-প্রভা এবং চক্ষুর নিমেষ এই দুইটীর সহিত উহার কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেওয়া যাইতে পারে। চঞ্চলবিদ্যুল্লতা যেমন ক্ষিপ্রভাবে চমকিয়া উঠে, আবার পরক্ষণেই নিবিয়া যায়; চক্ষুর নিমেষ যেমন একবার প্রকাশিত হইয়া পরক্ষণেই তিরোহিত হয়, দেবতাবর্গের নিকটেও ব্রহ্মের প্রকাশও তদ্রূপই জানিবে। আধিদৈবিক পদার্থ-সকলের দ্বারা ব্রহ্ম-স্বরূপের যে অভিব্যক্তি হয়, তাহা এই প্রকারই জানিবে।

এখন তোমাকে আধ্যাত্মিক প্রকাশের কথা বলিব। অন্তঃ-

ছেন। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হইলে, সকল পদার্থে একই কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তার অনুভব হইতে থাকে। এইজন্য আমরা ইহাকে প্রাণ-শক্তি বলিয়াই নির্দ্দেশ করিলাম।

করণের বিবিধ বিজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্ম-সত্তার অভিব্যক্তি কতকটা বুঝিতে পারা যায়। মনের বিজ্ঞান-গুলির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অখণ্ড ব্রহ্ম-সত্তাও কতকটা অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন। এই প্রকারে, উপাধি-বর্গের দ্বারা, উপাধিবর্গে অনুস্যূত ব্রহ্ম-সত্তার স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু নিরুপাধিক ব্রহ্ম-সত্তা বুঝিতে পারা সহজ নহে। সংকল্প, স্মৃতি, ভয়, ক্রোধাদি—অন্তঃকরণের ধর্ম্ম। ইহারা আত্মার উপাধি। এই সকল বৃত্তি দ্বারা অখণ্ড-চৈতন্য খণ্ড খণ্ড রূপে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। এই সকলের দ্বারাই আত্মার প্রকৃত স্বরূপের আভাস পাওয়া যায়। সুতরাং ব্রহ্মের স্বরূপ-বোধের পক্ষে ইহাও একপ্রকার উপদেশ। ব্রহ্মের যে সর্ব্বোপাধি-বর্জ্জিত, পূর্ণ স্বরূপ, তাহা অন্যপ্রকারে বুঝা দুরূহ। এই ব্রহ্ম-সত্তা সকল প্রাণীরই ভজনীয় এবং সেব্য ; এইজন্য ইহাঁকে "তদ্বন" শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। "তদ্বন" বলিয়া, অর্থাৎ তিনি সকলের মধ্যে অনুস্যূত এবং সকলেরই উপাস্য বলিয়া যাঁহারা ব্রহ্ম-সত্তার নিয়ত ভাবনা করেন, তাঁহাদের কোন বিষয়ই অপ্রাপ্য থাকে না এবং তাঁহারা সকলেরই প্রিয় হন।

হে সৌম্য! তুমি যে উপনিষদ্ শুনিতে চাহিয়াছিলে, তাহা তোমাকে বলিলাম। পরমাত্ম-সম্বন্ধে বিদ্যার নামই উপনিষদ্। এই ব্রহ্ম-বিদ্যা অধিগত হইলে, অমৃতপদলাভে কৃতার্থ হইতে পারা যায়। ইহার সমকক্ষ বিদ্যা আর নাই। এই ব্রহ্ম-

বিদ্যালাভের উপায়ভূত কয়েকটী সাধনের কথা বলিয়া দিয়া, আমার বক্তব্য শেষ করিব। যাঁহারা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র একমাত্র ব্রহ্মসত্তার অনুভব করিতে অসমর্থ, তাঁহারা সাধন-সহায়ে ক্রমে তাদৃশ অনুভূতি লাভে যত্ন-পরায়ণ হইবেন। বেদ দুই ভাগে বিভক্ত; এক ভাগ—কর্ম্মকাণ্ড; অপর ভাগ—জ্ঞান-কাণ্ড। বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান ব্রহ্ম-বিদ্যালাভের একটী প্রথম সাধন। অগ্ন্যাদিতে ঘৃতাদি প্রক্ষেপ দ্বারা হোমাদি সম্পাদন-কালে, বৈদিক সূক্ত উচ্চারণ করিয়া, সেই অগ্নিতে অনুস্যূত ব্রহ্ম-সত্তার উপাসনা বা অনুভূতি করা কর্ত্তব্য। এই প্রণালী দ্বারা, আধিদৈবিক পদার্থগুলির স্বতন্ত্র, স্বাধীন বোধের স্থলে, তদনুস্যূত ব্রহ্ম-সত্তার ধারণা ক্রমেই দৃঢ় হইতে থাকিবে। উহাদিগকে আর স্বতন্ত্র, স্বাধীন বস্তু বলিয়া অনুভূতি থাকিবে না। এইরূপে সর্ব্ব-পদার্থে ব্রহ্মসত্তার বোধ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। অতএব বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান ব্রহ্মবিদ্যার একটী সাধন। এই প্রকারে আচরিত হইতে থাকিলে, বৈদিক যজ্ঞগুলি আত্ম-জ্ঞান-প্রাপ্তির উপায় হইয়া উঠে। বিষয়বর্গ হইতে ইন্দ্রিয় ও মনের নিগ্রহের নাম—তপঃ *। অন্তরিন্দ্রিয়ের উদ্বেগশূন্যতার

* সাধারণ মনুষ্যমাত্রই বিষয়বর্গকে ব্রহ্ম-সত্তা হইতে, স্বাধীন বস্তু বলিয়া মনে করিয়া থাকে। এ ভাবে বিষয়-চিন্তা না করাকেই 'তপঃ' বলা যায়। কোন বিষয়েরই ব্রহ্মসত্তা হইতে স্বতন্ত্র সত্তা নাই, এইরূপ ভাবনা কর্ত্তব্য।

নাম—দম। এই তপ ও দমের অনুষ্ঠানও ব্রহ্মবিদ্যার প্রধান সাধন, জানিবে। এগুলির দ্বারা চিত্তের মালিন্য দূর হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান ফুটিয়া উঠিবার যোগ্যতা লাভ করে। চিত্তের কলুষতা থাকিলে ব্রহ্ম-কথা যথাযথ ভাবে গ্রহণ করা যায় না। দেহ-বাক্য-মনে কুটিলতা বর্জ্জন করিয়া, নিয়ত সত্য-পরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য। সত্যনিষ্ঠা, ব্রহ্ম-বিদ্যা-লাভের একটী প্রধান সাধন। যিনি এই উপনিষদে উপদিষ্ট ব্রহ্মবিদ্যার তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তিনি সর্ব্বপ্রকার পাপ-তাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া, অবিদ্যা-কাম-কর্ম্ম নামক * সংসার-বন্ধনের রজ্জু ছিন্ন করিতে সমর্থ হন এবং অনন্ত-পূর্ণ পরমানন্দ-সাগর ব্রহ্ম-বস্তুতে নিমগ্ন থাকিয়া মুক্ত হইয়া যান। আর তাঁহাকে সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না।”

এই বলিয়া আচার্য্য নীরব হইলেন।

ভাষ্যকার যে বেদের কর্ম্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ডের কথা বলিয়াছেন. আমরা তৎসম্বন্ধে এ স্থলে তাঁহার উক্তির তাৎপর্য্য নির্ণয় করিব। উপনিষদ আমাদিগকে দুই শ্রেণীর লোকের কথা বারংবার বলিয়া দিয়াছেন। যাহারা একান্ত সংসার-নিমগ্ন, যাহারা ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি এবং

* অবিদ্যা—ভেদবুদ্ধি। ব্রহ্মসত্তা হইতে স্বতন্ত্র বোধে বিষয়বর্গের উপলব্ধি। বিষয়বর্গকে এইরূপে স্বতন্ত্র বস্তু মনে করিয়া যে তৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত বাসনা, তাহার নাম—কাম। এবং তজ্জন্য যে অনুষ্ঠান, তাহাই কর্ম্ম।

আত্ম-সুখ-সাধনকেই একমাত্র মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য করিয়া লইয়াছে, ঈদৃশ জড়বুদ্ধি লোকের চিত্তে পরকাল এবং ব্রহ্মের তত্ত্ব ধীরে ধীরে ফুটাইয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে সর্ব্বপ্রথমে সকাম যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। নতুবা ঈদৃশ লোকের নিকটে একেবারেই নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম-সত্তার কথা এবং আত্মসুখ-বর্জ্জনের উপদেশ দিলে কোন ফল হইতে পারে না। এই জন্যই, বাপীকূপ তড়াগাদি খননাদি বিবিধ লোক-হিতকর কর্ম্মের কথা বলিয়া দিয়া প্রথমে পরার্থ-কর্ম্মের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। তৎপরে, যাহারা কিঞ্চিৎ উন্নত-চিত্ত, তাহাদিগকে স্বর্গ-সুখের কথা এবং দেবতার উপাসনার তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহারা অবশ্যই দেবতাবর্গকে স্বতন্ত্র বস্তু বোধেই প্রথমে উপাসনা করিয়া থাকে *। ইহাদের জন্যই সকাম যজ্ঞের বিধান বেদে বিহিত আছে। এ প্রকার লোকের উপযোগী বহু সূক্ত ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে চিত্ত যখন ক্রমেই উন্নত হইতে থাকে, তখন সাধক ক্রমেই বুঝিতে পারে যে, দেবতাবর্গ যখন ব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ত, তখন কখনই ব্রহ্ম-সত্তা হইতে ইহাঁদের স্বতন্ত্র সত্তা থাকিতে পারে না এবং স্বর্গ-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যও নিকৃষ্ট উদ্দেশ্য। তখন ইহাঁরা ক্রমে যজ্ঞীয় দেবতার

---

* "যোহি কর্ম্মফলেন অর্থী দৃষ্টেন ব্রহ্মবর্চ্চসাদিনা, অদৃষ্টেন স্বর্গাদিনা চ"দ্বিজাতিরহং কাণকুব্জত্বাদ্যনধিকার-ধর্ম্মবানিতি"আত্মানং মন্যতে" ইত্যাদি।.. "এবং ত্বয়ি নরমাত্রাভিমানিনি অশুভং কর্ম্ম ন লিপ্যতে ইতি"—শঙ্কর, ঈশ-ভাষ্য।

"অথযোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে অন্যোঽসাবন্যে.হমস্মীতি, ন স বেদ, পশুরেব স দেবানাম্"—বৃহদারণ্যক।

মধ্যে ব্রহ্ম-সত্তারই অনুভব করিতে আরম্ভ করেন এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তিই উদ্দেশ্য হইয়া উঠে। এইরূপে ক্রমে সকল পদার্থে ব্রহ্মসত্তার বোধ হইতে থাকে। কোন বস্তুকেই আর স্বতন্ত্র, স্বাধীন বলিয়া মনে হয় না। ঈদৃশ সাধক, ভাবনাত্মক-যজ্ঞ নির্ব্বাহের অধিকারী হন। ইহাঁরা যজ্ঞীয় অগ্নিতে ব্রহ্মসত্তাই দেখিতে পান, বৈদিক মন্ত্রে প্রাণ-শক্তিরই বিকাশ অনুভব করিতে থাকেন। এরূপ সাধকের উপযোগী সূক্ত ঋগ্বেদে বহুপ্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। উপনিষদে প্রথমোক্ত সকাম সাধকদিগকে "কেবল-কর্ম্মী" বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং দ্বিতীয়োক্ত সাধকদিগকে "কর্ম্ম ও জ্ঞানের সমুচ্চয়কারী" বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই জন্যই বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান নিষ্ফল নহে।

তৎপরে, যখন এই প্রকারে সাধকের চিত্ত ক্রমেই নির্ম্মল হইতে আরম্ভ করিল, তখন আর বাহ্যিক যজ্ঞাদি আচরণের কোন আবশ্যকতা থাকে না। তখন ক্রমেই সর্ব্বত্র সর্ব্বপদার্থে ব্রহ্ম-সত্তা অনুভূত হইতে থাকেন। ইহাই জ্ঞানমার্গ। এখন আর কোন বস্তুরই স্বতন্ত্র সত্তার প্রতীতি হয় না। বিশ্বসংসারে একমাত্র ব্রহ্ম-সত্তাই জাগরূক বলিয়া প্রতীতি জন্মে। সর্ব্বত্র অদ্বৈত-বোধের প্রতিষ্ঠালাভ করে। শঙ্করাচার্য্য এই প্রকার জ্ঞানের সঙ্গেই কর্ম্মের সমুচ্চয় নিষেধ করিয়াছেন। এই প্রকার সমুন্নত সাধকের উপযুক্ত সূক্ত ঋগ্বেদে অনেক আছে।

উপনিষদের এই প্রকার সিদ্ধান্ত, মূলতঃ ঋগ্বেদের সিদ্ধান্তেরই অনুরূপ। সাধকের যেমন প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর উল্লেখ করা হইল, ঋগ্বেদে প্রায় প্রত্যেক মণ্ডলেই এই তিন শ্রেণীর সাধকের উপযোগী তিন শ্রেণী সূক্তও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কেহ কেহ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ব্রহ্মের একত্ব-বোধ, উন্নত জ্ঞানকাণ্ডের সাধনা, ঋগ্বেদে

নাই, এ সিদ্ধান্ত সত্য নহে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। ভাষ্যকারও এরূপ বিশ্বাস পোষণ করিতেন বলিয়াই আমাদের ধারণা *। এ সকল কথা আমরা অবতরণিকায় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

উপনিষদে 'কেবল কর্ম্মীর' পরলোকে গতি, "পিতৃযান" পথ দিয়া হয় এবং 'জ্ঞান ও কর্ম্ম সমুচ্চয়কারী' সাধকের গতি "দেবযান" মার্গাবলম্বনে হইয়া থাকে বলিয়া উপদিষ্ট আছে। ঋগ্বেদেও এই দেবযান ও পিতৃযান মার্গের উল্লেখ আছে।

---

* যদি তাহাই না হইবে তবে ভাষ্যকার ঈশোপনিষদে স্পষ্ট করিয়া এ কথা বলিলেন কেন যে,—"আদ্যেন মন্ত্রেণ সর্ব্বৈষণা-ত্যাগেন জ্ঞাননিষ্ঠা উক্তা ইতি প্রথমবেদার্থঃ। অজ্ঞানাং জিজীবিষূনাং জ্ঞাননিষ্ঠাঽসম্ভবে "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষে" দিত্যাদি কর্ম্মনিষ্ঠা উক্তা ইতি দ্বিতীয়-বেদার্থঃ"।

গৌড়পাদকারিকাভাষ্যেও (মাণ্ডুক্য) এই প্রকার সিদ্ধান্ত আছে। আনন্দগিরির ব্যাখ্যা শুনুন্—"কার্য্যব্রহ্মোপাসকাঃ (স্বতন্ত্র বস্তুবোধে ইন্দ্রাদি দেবতার উপাসক) হীনদৃষ্টয়ঃ। কারণ-ব্রহ্মোপাসকাঃ (ইন্দ্রাদি দেবতার মধ্যে এক কারণ-সত্তাই অনুস্যূত এই ভাবের উপাসক) মধ্যমদৃষ্টয়ঃ। অদ্বিতীয়-ব্রহ্মদর্শনশীলাস্তু উত্তমদৃষ্টয়ঃ। মন্দানাং মধ্যমানাঞ্চ উত্তমদৃষ্টি-প্রবেশার্থং দয়ালুনা বেদেন উপাসনা উপদিষ্টা। তথাচ উপাসনানুষ্ঠান-দ্বারেণ একত্বদৃষ্টিং ক্রমেণ প্রাপ্তা উত্তমেষু অন্তর্ভবিষ্যন্তীতি অর্থঃ"।৩।১৫।

আমরা এই উপদেশ হইতে যে সকল তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছি, এস্থলে তাহার একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হইল :—

১। জগতে—আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়াদিবস্তু এবং আধিদৈবিক সূর্য্য, অগ্ন্যাদিবস্তু দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা স্ব স্ব ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

২। (ক) আত্ম-সত্তাই—ইন্দ্রিয়াদির মূলে অবস্থিত এবং এই পূর্ণ আত্মসত্তাই ইন্দ্রিয়াদির প্রেরক।

(খ) ব্রহ্ম-সত্তাই—আধিদৈবিক সূর্য্যাদির মূলে অনুপ্রবিষ্ট এবং এই পূর্ণ ব্রহ্মসত্তাই সূর্য্যাদির প্রেরক।

৩। বাহিরে ও ভিতরে একই সত্তা অনুপ্রবিষ্ট আছেন। বাহিরে আধিদৈবিক বস্তুগুলির মধ্যগত সত্তা এবং ভিতরে আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট সত্তা—এই উভয় সত্তায় কোনই ভেদ নাই।

৪। বিষয়বর্গের মূলে নির্ব্বিকার, নির্ব্বিশেষ সত্তার আভাস পাওয়া যায় এবং এইরূপেই তাঁহাকে জানা যায়। বুদ্ধিবৃত্তির মূলেও তাঁহারই আভাস পাওয়া যায়। তিনি অজ্ঞেয় নহেন।

৫। ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত কাহারই 'স্বতন্ত্র' সত্তা নাই। আত্মসত্তাতেই ইন্দ্রিয়বর্গের সত্তা; আত্মসত্তাতেই সূর্য্যাদির সত্তা।

৬। কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড—উভয় প্রকার সাধন যোগেই ব্রহ্মসত্তার ভাবনা করিতে হয়।

৭। সত্যনিষ্ঠা, ইন্দ্রিয় সংযম, তপশ্চর্য্যা, সর্ব্বত্র ব্রহ্মসত্তানুভূতি-লাভের জন্য উদ্যম—এগুলিও ব্রহ্ম-সাধনের সহায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

আচার্য্য পিপ্পলাদের উপদেশ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

(স্থূল-জগতের উপাদান-নির্ণয়।)

পুরাকালে সমগ্র ভারত-বর্ষের মধ্যে মহর্ষি পিপ্পলাদ, ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া বিদ্বৎ সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছিলেন। নানাদিগ্ দিগন্ত হইতে শত শত বিদ্যার্থী, এই মহাপুরুষের আশ্রমে উপস্থিত হইতেন এবং তাঁহারা তথায় ব্রহ্মচর্য্যাদি-সাধন অবলম্বন করতঃ, মহর্ষির নিকট হইতে ব্রহ্ম-বিদ্যা সম্বন্ধে সম্যক্ উপদেশ লাভ করিতেন এবং কৃতার্থ হইয়া যাইতেন। মহর্ষি পিপ্পলাদের নাম এবং তাঁহার একান্ত ভগবন্নিষ্ঠার কথা

না জানিত, এপ্রকার লোকের সংখ্যা ভারতে তৎকালে অতি অল্পই বর্ত্তমান ছিল। ইনি ব্রহ্ম-বিদ্যার সকল তত্ত্বই সম্যক্ অবগত ছিলেন এবং সর্ব্বদা বিশুদ্ধ-মনে, নির্জ্জনে, ব্রহ্ম-বিদ্যার আলোচনা করতঃ, ব্রহ্মতত্ত্ব হৃদয়ে অনুভব করিয়া, বিমল ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন থাকিতেন।

একদা পরব্রহ্ম-বিষয়ে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ছয়জন গৃহী, একত্রে মিলিত হইয়া, মহর্ষি পিপ্পলাদের আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহাঁরা সকলেই সগুণ ব্রহ্মতত্ত্বের * সাধনায় অভ্যস্ত ছিলেন। নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় পর-ব্রহ্মসম্বন্ধে ইহাঁদের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। ভরদ্বাজের পুত্র সুকেশা, শিবির পুত্র সত্যকাম, গর্গবংশোৎপন্ন সূর্য্যের পৌত্র সৌর্য্যায়ণি, অশ্বলের পুত্র কৌশল্য, বিদর্ভনগরের ভৃগুবংশোদ্ভব ভার্গব, এবং কত্যের পৌত্র কবন্ধী—এই ছয় জন, পরব্রহ্ম-প্রাপ্তিকামনায়, এই সুপ্রখ্যাত আচার্য্যের ভবনে উপস্থিত হইলেন। ইহাঁরা সকলেই বিনীত-বেশে, সমিৎ-পাণি হইয়া †, শ্রদ্ধা সহকারে, তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং আচার্য্যের নিকটে ব্রহ্মবিষয়ক কয়েকটী প্রশ্ন করিলেন। মহামতি পিপ্পলাদ

* সগুণ ব্রহ্মসম্বন্ধে, দ্বিতীয়খণ্ডের ৫৬ পৃষ্ঠা হইতে ৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। মায়াশক্তি-সংবলিত ব্রহ্মচৈতন্যই—সগুণব্রহ্ম।

† পূর্ব্বকালে শিষ্যবর্গ গুরুগৃহে গুরুর পরিচর্য্যা করিতেন। ব্রাহ্মণেরা নিত্য অগ্নিহোত্র করিতেন। অগ্নিহোত্রের কাষ্ঠের নাম—'সমিৎ'. শিষ্যেরাই সমিৎ সংগ্রহ করিয়া দিত।

ইহাঁদিগের যথাবিধি অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন,—"আপনারা একবৎসর কাল ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করতঃ আমার আশ্রমে বাস করুন্, পরে আমি আপনাদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।" তাঁহারা তাহাতেই সম্মত হইলেন।

একবৎসর যথাবিধি ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিবার পরে, ইহাঁদের মধ্যে যাঁহার যে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিবার ও জানিবার ইচ্ছা ছিল, তাঁহারা একে একে আচার্য্যের নিকটে তাহাই নিবেদন করিলেন।

প্রথমতঃ কবন্ধী কৃতাঞ্জলি-পুটে, আচার্য্যের সমীপে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ভগবন্! কিরূপে এই প্রজাবর্গ * উৎপন্ন হইয়াছে? জগতে যে সকল স্থূল পদার্থ ও স্থূল দেহ দেখা যাইতেছে, ইহাদের উপাদান কি? ইহারা কোন্ মূল হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং কি প্রকারেই বা ইহাদের অভিব্যক্তি হইয়াছে? এই তত্ত্ব জানিবার জন্য আমার একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে, দয়া করিয়া আমাকে তাহা বলিয়া দিন।"

আচার্য্য পিপ্পলাদ বলিতে লাগিলেন—"মহাশয়! আমি আপনাকে স্থূল জগতের উৎপত্তির কারণ বলিয়া দিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন্।"

---

* পরমেশ্বর এই জগতের সম্রাট্। সুতরাং বিশ্বের সকল পদার্থই তাঁহার প্রজাস্থানীয়।

প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ, * আপন জ্ঞানে এই স্থূল জগৎ বিকাশের নিমিত্ত সংকল্প করিয়াছিলেন। হিরণ্যগর্ভ কে তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-সত্তা †, সৃষ্টির প্রাক্কালে, আত্মসঙ্কল্প ‡ দ্বারা জগৎ-সৃষ্টির আলোচনা § করিয়াছিলেন। যে

* 'হিরণ্য-গর্ভ' সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা, "উপনিষদের উপদেশ", দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকায়, ১৫৫ হইতে ১৬৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত, প্রদত্ত হইয়াছে। অগ্রে সেই আলোচনাটী দেখিয়া লইলে, গ্রন্থোক্ত বর্ত্তমান বিষয়টী অতি সহজে বুঝিতে পারা যাইবে। ঋগ্বেদে এই হিরণ্যগর্ভের অপর নাম—'মাতরিশ্বা'। "মাতরি অন্তরীক্ষে শ্বসতীতি বায়ুঃ সর্ব্ব-প্রাণভৃৎ ক্রিয়াত্মকো যদাশ্রয়াণি কার্য্য-করণ-জাতানি যস্মিন্নোতানি প্রোতানি চ, যৎ 'সূত্র'-সংজ্ঞকং জগতো বিধারয়িতৃ স মাতরিশ্বা"—শঙ্করাচার্য্য। "মাতরিশ্বা যদমিমীত মাতরি, বাতস্য সর্গোঽ ভবৎ সরীমণি"—ঋগ্বেদ ; ৩।২৯।১১। "স জায়মানঃ পরমে ব্যোমন্,আবিরগ্নির-ভবন্মাতরিশ্বনে", ১।১৪৩।২। ইহা স্পন্দনশক্তি। উহা নির্ব্বিশেষ চৈতন্য-সত্তারই আকার-বিশেষ, অবস্থান্তরমাত্র। কিন্তু অবস্থান্তর দ্বারা বস্তু, কোন 'স্বতন্ত্র' বস্তু হইয়া উঠে না। সুতরাং ইহা সেই ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত অন্য কিছু নহে।

† এই সত্তা—পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ, পূর্ণশক্তিস্বরূপ। "সর্ব্বানুস্যূতস্যাপি অসঙ্গস্বভাবতয়া নির্ব্বিশেষত্বম্"—উপদেশ-সাহস্রী, ৪।৫৭

‡ এই সঙ্কল্প 'আগন্তুক'—জগৎসৃষ্টির প্রাক্কালে প্রাদুর্ভূত।

§ এই আলোচনাকে মূলে 'তপঃ' শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ব্রহ্ম যদিও নির্ব্বিশেষ জ্ঞানস্বরূপ, তথাপি সৃষ্টির প্রাক্কালে প্রাদুর্ভূত

শক্তি তাঁহাতে একাকার হইয়া—জ্ঞানাকারে—অবস্থান করিতেছিল, তাঁহার ইচ্ছাবশতঃ, সেই শক্তির অভিব্যক্তি হইবার উন্মুখাবস্থা * হইল। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-সত্তার, সৃষ্টির প্রাক্কালীন, এই অবস্থা-বিশেষকে † লক্ষ্য করিয়াই, ইহাকে 'অব্যক্ত-শক্তি' বলা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ইহা 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু নহে; ইহা সেই পূর্ণ-শক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই অব্যক্ত-শক্তি যখন সর্ব্ব-প্রথমে সূক্ষ্ম-রূপে ব্যক্ত হইল, তাহারই নাম হিরণ্য-

---

এই 'আগন্তুক' আলোচনাকে লক্ষ্য করিয়া, 'তপঃ' বলিয়া উহার একটী ভিন্ন সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে। ফলতঃ ইহা সেই পূর্ণজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন জ্ঞান নহে। আগন্তুক বলিয়াই ইহাকে জ্ঞানের বিকার বলা হয়। "যস্য জ্ঞানময়ং জ্ঞানবিকারমেব তপঃ"—মুণ্ডক-ভাষ্য, ১।১।৯

* শঙ্কর ইহাকে "জায়মান অবস্থা", "ব্যাচিকীর্ষিত-অবস্থা" বলিয়াছেন (মুণ্ডক-ভাষ্য, ১।১।৮ ও বেদান্তভাষ্য, ১।১।২১)। ইহাই জগতের প্রাগবস্থা। ইহাকে 'বীজশক্ত্যবস্থা' ও বলা হইয়াছে (বেদান্তভাষ্য, ১।৪।২)। রত্নপ্রভা ইহাকে 'সর্গোন্মুখ পরিণাম' বলিয়াছেন।

† ইহাই জগতের পূর্ব্বাবস্থা, সুতরাং ইহাই জগতের 'কারণ'। "প্রাগবস্থাং জগতঃ কারণত্বেন অভ্যুপগচ্ছামঃ" ইত্যাদি, বেদান্ত-ভাষ্য, ১।৪।৩। কার্য্যের যাহা 'কারণ', তাহা কার্য্যের 'শক্তি'; সুতরাং এই শক্তিই জগতের উপাদান। "কারণস্য আত্মভূতা 'শক্তিঃ', শক্তেশ্চ আত্মভূতং কার্য্যম্"—বেদান্তভাষ্য, ২।১।১৮। ইহা পূর্ণশক্তি ব্যতীত 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু নহে। সেই পূর্ণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসত্তাই ইহাতে অনুস্যূত।

"কার্য্যেষু বিদ্যমানমপি কারণ-স্বরূপং, তৎকার্য্যাকার-তিরো-

গর্ভ বা প্রাণ বা সূত্র ;—ইহা স্পন্দনেরই অপর নাম। ইনিও সেই ব্রহ্ম-সত্তা হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহেন। সুবর্ণ হইতে জাত কুণ্ডল যেমন সুবর্ণ হইতে পৃথক্ কিছু নহে, তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে জাত হিরণ্যগর্ভও ব্রহ্মাত্মক,—তাহা ব্রহ্মই *। এই সূত্র বা স্পন্দন হইতে, স্থূল বিশ্বের উপাদানভূত একটা মিথুন উৎপন্ন হইল,—স্পন্দনই দ্বিধা বিভক্ত হইয়া ক্রিয়ার বিকাশ করিল। এই মিথুনের নাম—"প্রাণ" ও "রয়ি" †। এই প্রাণ ও রয়ি নামক মিথুনের সহযোগেই বিশ্বের যাবৎ স্থূল-পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে।

সূক্ষ্ম স্পন্দন বা হিরণ্যগর্ভ,—প্রাণ ও রয়ির আকারে অভি-ব্যক্ত হইল। মহাশয়! এই তত্ত্বটা আপনাকে আরও একটু বিস্তৃত-ভাবে বুঝাইয়া দিতেছি। অসৎ বা শূন্য হইতে সতের উৎপত্তি হয় না; কিছু-না হইতে কিছু (কোন পদার্থ) উৎপন্ন হইতে পারে না। এই বিশ্বে একটা মহতী সত্তা

হিতত্বয়া ন স্বরূপেণাবভাসতে ইতি 'সূক্ষ্ম' মুচ্যতে"—শঙ্করপ্রণীত "উপদেশ-সাহস্রী", ৪।১৮। অব্যক্তশক্তি পূর্ণব্রহ্ম-শক্তিরই 'কার্য্য'।

* এই দৃষ্টান্তটী, কঠ-ভাষ্যটীকায়, আনন্দগিরি দিয়াছেন।

† শ্রুতিতে এই প্রাণকে—'অন্নাদ', 'অগ্নি', 'অত্তা', 'অমূর্ত্ত' প্রভৃতি বলা হয়। এবং রয়িকে—'অন্ন', 'সোম', 'ভোগ্য' 'মূর্ত্ত' প্রভৃতি বলা হয়। শঙ্করাচার্য্য প্রাণকে—'করণ' এবং রয়িকে—'কার্য্য' নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকের ভাষায় প্রাণ = Motion এবং রয়ি = Matter.

অনুগত—অনুস্যূত—হইয়া রহিয়াছে। এই বিশ্ব সেই সত্তারই অভিব্যক্তি। কারণ-সত্তাই কার্য্য-বর্গে অনুস্যূত হইয়া থাকে; অন্য কথায় বলিতে গেলে, কার্য্য—কারণ-সত্তারই বিকাশ বা অভিব্যক্তিমাত্র। কার্য্যগুলিই, কারণের অস্তিত্বের পরিচায়ক। জগতের পদার্থ-বর্গের মধ্যে আমরা যে সত্তা সর্ব্বত্র অনুস্যূত দেখিতে পাই, উহাই কারণ-সত্তা *। এই সত্তা স্বীকার না করিলে, ব্রহ্মই 'অসৎ' হইয়া পড়েন। কেন না, জগৎ-কারণরূপেই কেবল ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়। সুতরাং এই কারণ-সত্তা বা কারণ-শক্তি স্বীকার করিতেই হইবে। এই কারণ-সত্তাই জগতের সকল পদার্থে অনুস্যূত হইয়া আছে। ইহা সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-সত্তা ব্যতীত অন্য কিছু নহে †।

* "যৎকার্য্যং যদন্বিতং দৃশ্যতে, তৎ তস্য কারণং, কার্য্য-বিকল্পনাৎ প্রাক্‌সিদ্ধম্। তথা বুদ্ধ্যাদেবিকল্পস্য সদর্থান্বিততয়া উপলভ্যমানত্বাৎ প্রাক্‌সিদ্ধং 'সৎ'-কারণমেব যুক্তম্"।—উপদেশ-সাহস্রী, রামতীর্থ; ১৬।১৬। "সর্ব্বানুস্যূতস্যাপি অসঙ্গ-স্বভাবতয়া নির্ব্বিশেষত্বম্" ৪।৫৭।

† সকল-স্ববিকারানুগতস্যৈব উপাদান-কারণত্বাৎ, কার্য্যাপেক্ষয়া অধিকদেশ-বৃত্তিত্বেন ব্যাপিত্বং কারণস্য"—উপদেশ সাহস্রী (রামতীর্থ-কৃতটীকা)। "যথাচ কারণং ব্রহ্ম ত্রিষু কালেষু 'সত্ত্বং' ন ব্যভিচরতি, এবং কার্য্যমপি জগৎ ত্রিষুকালেষু 'সত্ত্বং' ন ব্যভিচরতি; একঞ্চ পুনঃ সত্ত্বম্"—বেদান্ত-ভাষ্যে শঙ্কর, ২।১।১৬। পরমার্থ-দৃষ্টিতে একই সত্তা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা জাগরূক, সুতরাং পরমার্থতঃ সে সত্তার অবস্থান্তর হইতে পারে

কারণ-সত্তা বা অব্যক্তশক্তিই সর্ব্বপ্রথমে সূক্ষ্ম স্পন্দনরূপে অভিব্যক্ত হয়। সুতরাং স্পন্দন বা হিরণ্যগর্ভই, বিশ্বের তাবৎ বস্তুর সূক্ষ্ম-উপাদান। কিরূপে ইহা স্থূল হয়, তাহা বলিতেছি। যখনই সূক্ষ্ম-স্পন্দন ক্রিয়ার বিকাশ করিতে থাকে, তখনই উহা 'প্রাণের' আকারে ও 'রয়ির' আকারে ব্যক্ত হইয়া কার্য্য করে। এই প্রাণ ও রয়ি—স্থূলজগতের স্থূল উপাদান। এই প্রাণ ও রয়ি কি?

আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় 'প্রাণকে' Motion এবং 'রয়িকে' Matter বলিয়া অনুবাদ করা যাইতে পারে। প্রাণ ও রয়ি এক সঙ্গে ব্যক্ত হয়, একত্রে থাকে, একসঙ্গে কার্য্য করে। রয়ির আশ্রয়ে থাকিয়া, প্রাণাংশ ক্রিয়া করিতে থাকিলে, উহার রয়ির অংশ (Matter) যেমন ঘনীভূত হইতে থাকে; তদ্রূপ প্রাণাংশও (Motion) সঙ্গে সঙ্গে ঘনীভূত হয়। এই প্রকারে উভয়ে একসঙ্গে এই জগৎ গড়াইয়া তুলে। প্রাণাংশ, আকাশে বায়ু, তেজ, আলোকাদির আকারে বিকীর্ণ হইতে থাকিলে; উহার রয়ি-অংশ, ঘনীভূত হইতে থাকে এবং এই ঘনীভবনের প্রথম-অবস্থা 'জল' ও শেষ অবস্থা 'পৃথিবী'। প্রাণীরাজ্যেও, গর্ভস্থ

না। তথাপি কার্য্যবর্গ যে কারণ-সত্তা হইতে 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু নহে, ইহাই বুঝাইবার জন্য, সৃষ্টিকালে নির্ব্বিশেষসত্তার একটা 'অবস্থান্তর' স্বীকার করিয়া কার্য্য-কারণ-বাদ অবলম্বিত হইয়াছে। "তত্ত্বদৃষ্ট্যা কার্য্যকারণত্বস্যাপ্রসিদ্ধত্বে অবিবেকিনাং বিবেকোপায়ত্বেন কার্য্য-কারণত্ব মুপেত্য সূত্রকার-প্রবৃত্তিঃ জন্মাদিসূত্র-প্রণয়নৈঃ। তদতিরেকেণ জগতোঽভাবাৎ ব্রহ্মৈব সর্ব্বমিতি"—গৌড়পাদ-ভাষ্যে আনন্দগিরি।

রূপে প্রথমে প্রাণাংশের অভিব্যক্তি হয়, এবং প্রাণাংশ রস-রুধিরাদির পরিচালনা করিতে থাকিলে, উহার রয়ি-অংশ ঘনীভূত হইয়া দেহের অবয়ব গুলির গঠন করিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাণাংশ চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়রূপে ব্যক্ত হইতে থাকে। এই প্রকারে, প্রাণ ও রয়ি উভয়ে, এক সঙ্গে ক্রিয়া করিয়া স্থূল জগৎ নির্ম্মাণ করে। অতএব প্রাণ এবং রয়ি নামক মিথুনই স্থূল উপাদান *। মহামতি Herbert Spencer এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। আমরা দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকায়, শ্রুতি ও শঙ্কর-ভাষ্য প্রচুররূপে উদ্ধৃত করিয়া, তাঁহার উক্তিও উদ্ধৃত করিয়াছি। পাঠকবর্গকে সেই অংশ দেখিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। এ স্থলে একটীমাত্র অংশ প্রদর্শিত হইতেছে ঃ—"In proportion as

* অগ্নি ও জল যে এইরূপেই বিকাশিত হয়, ঋগ্বেদও তাহা জানিতেন। আমরা একটা ঋক্ উদ্ধৃত করিতেছি। 'ক ইংবো নিণ্যমাচিকেত ? বৎসো মাতৄর্জনয়ত স্বধাভিঃ। বহ্বীনাং গর্ভো অপসামুপস্থাৎ, মহান্ কবিঃ নিশ্চরতি স্বধাবান্"—১।৯৫।৪। গূঢ় অগ্নিকে তোমাদের মধ্যে কে জানে ? সে অগ্নি পুত্র হইয়াও স্বধা (অন্ন—রয়ি) দ্বারা তাঁহার মাতাদিগকে (জলকে) জন্মদান করেন। এই মহান্ সর্ব্বজ্ঞ অগ্নি—স্বধা বা অন্নবিশিষ্ট। জলের গর্ভস্থানীয় অর্থাৎ সন্তানস্থানীয় ইনি, জল হইতেই নির্গত হইয়া থাকেন। পাঠক আরো দেখুন—"ত্বেষং রূপং কৃণুত উত্তরং যৎ, সংপৃঞ্চানঃ সদনে গোভিরদ্ভিঃ। কবি র্বুধ্নং পরি মর্ম্মৃজ্যতে ধীঃ, সা দেবতাতা সমিতি র্বভূব"—১।৯৫।৮। যখন তিনি অন্তরীক্ষে গমনশীল জলদ্বারা সংযুক্ত হইয়া দীপ্ত ও উৎকৃষ্টরূপ ধারণ করেন, তখন সেই মেধাবী, সর্ব্বলোকধারক অগ্নি জলের মূলীভূত অন্তরীক্ষকে তেজদ্বারা আচ্ছাদন করেন। অগ্নিদ্বারা বিস্তারিত সেই দীপ্তি একত্রিত হইয়াছিল।

an aggregate retains for a considerable time, such a quantity of Motion as permits secondary redistribution of its component Matter, there necessarily arises secondary redistribution of its retained Motion." "Every mass from a grain of sand to a planet, radiates heat to other masses and absorbs heat radiated by other masses; and in so far as it does the one, it bocomes integrated, while in so far as it does the other, it becomes disintegrated...... If the loss of molecular motion proceeds, it will presently be followed by liquefaction (জল) and eventually by solidification (পৃথিবী)"। শঙ্কর বলিয়াছেন— "আপ্যং বা পার্থিবং বা ধাতুমনাশ্রিত্য স্বাতন্ত্র্যেণ অগ্নেঃ আত্মলাভো নাস্তি"। এই জন্য ঋগ্বেদেও, অন্তরীক্ষে অগ্ন্যাদির সঙ্গে সঙ্গে জলের ও পৃথিবীর কথা বলা হইয়াছে। তৎসম্বন্ধে টীকায় কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে দেখান হইল। প্রাণীদেহ সম্বন্ধেও Herbert Spencer কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, দেখুন :—"In organisms, the advance towards a more integrated distribution of the retained motion which accompanies the advance towards a more integrated distribution of the component matter, is mainly what we understand as the development of functions. শঙ্কর বলিয়াছেন—"অন্নে দেহাকারে পরিণতে প্রাণস্তিষ্ঠতি, তদনুসারিণ্যশ্চ বাগাদয়ঃ স্থিতিভাজঃ"। "মুখ্যপ্রাণস্য বৃত্তিভেদান্ যথাস্থানমক্ষ্যাদি-গোলকস্থানে সন্নিধাপয়তি ইতরান্ চক্ষুরাদীন্"।

ঐতরেয়-আরণ্যক-ভাষ্যেও শঙ্কর বলিয়াছেন যে, প্রাণাংশ ও রয়ি-অংশ পরস্পর পরস্পরের উপকারক। রয়ি—দেহাবয়ব ও দেহ গড়িয়া তুলে এবং দেহান্তর্গত প্রাণ—ইন্দ্রিয়বর্গরূপে ক্রিয়াকরতঃ উপকার করে। "উপকার্য্যোপকারকত্বাৎ অত্তা (প্রাণাংশ) অন্নঞ্চ (রয়ি) সর্ব্বম্। এবং তদিদং জগৎ অন্নমন্নাদঞ্চ"। "ভূতানাং শরীরারম্ভকত্বেন উপকারঃ, তদন্তর্গতানাং তেজোময়াদীনাং করণত্বেন উপকারঃ" (বৃহদারণ্যক, মধুবিদ্যা)।

এই প্রাণকে—আদিত্য, অগ্নি, অন্নাদ নামে এবং রয়িকে—সোম, চন্দ্র, অন্ননামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। একটীকে 'ভোক্তা', অপরটীকে 'ভোগ্য' বলিয়াও নির্দ্দেশ করা হয়। প্রাণাংশই শক্তির সূক্ষ্মরূপ বা 'অমূর্ত্ত' আকার এবং রয়িই শক্তির স্থূল-রূপ বা 'মূর্ত্ত' আকার। সর্ব্বব্যাপী স্পন্দন বা প্রজাপতি * হইতেই এই মিথুনের (প্রাণ ও রয়ি) উদ্ভব হয়। স্বরূপতঃ উভয়ই এক-ই তত্ত্ব †। কেন না মূলতঃ উহারা

* স্পন্দনশক্তির সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য বর্ত্তমান, একথা ভুলিলে চলিবে না। চৈতন্য-সত্তাই যখন অব্যক্তশক্তিরূপে, এবং অব্যক্তশক্তিই যখন স্পন্দনরূপে অভিব্যক্ত, তখন উহা অবশ্যই চৈতন্য-বিশিষ্ট। এইজন্য শঙ্করাচার্য্য কঠ-ভাষ্যে স্পন্দন বা হিরণ্যগর্ভকে জ্ঞানাত্মক ও ক্রিয়াত্মক বলিয়াছেন। দ্বিতীয়খণ্ডের অবতরণিকায় সৃষ্টিতত্ত্ব দেখ।

† কেন না, যেটী অন্নাংশ (Matter), তাহাও শক্তিরই রূপান্তর মাত্র। Herbert Spencerএর কথা শুনুন :—"*Matter*, in all its properties, is the unknown cause of all sensations it produces in us, of which the one which remains when

শক্তিমাত্র এবং শক্তির বিকাশ হইতেই উহাদের উৎপত্তি। সূক্ষ্ম স্পন্দনশক্তি বিকাশিত হইতে আরম্ভ করিলেই, উহার একাংশ প্রাণরূপে এবং অপরাংশ রয়িরূপে ক্রিয়া করিতে থাকে *। জগতে যত কিছু পদার্থ আছে—তাবৎপদার্থই এই প্রাণ ও রয়ি হইতে জাত; সমস্তই এই অগ্নি-সোম হইতে উৎপন্ন।

— * —

ঋগ্বেদে অনেক সূক্তে অগ্নি ও সোম (কোন কোন স্থলে ইন্দ্রও সোম, এবং পুষা ও সোম বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট আছে) নামক দেবতার একত্র স্তুতি করা হইয়াছে। এই অগ্নি-সোম, উপনিষদের প্রাণ ও রয়ি মাত্র। কতকগুলি সূক্তে যেমন অগ্নি বা আদিত্যকে এবং অন্ন বা সোমকে পৃথক্ পৃথক্ স্তুতি করা হইয়াছে; তদ্রূপ অনেকগুলি সূক্তে অগ্নি-সোমকে একত্র করিয়াও স্তুতি করা হইয়াছে †। এই অগ্নিসোম

all the others are absent is *resistance* to our efforts." শঙ্করও বৃহদারণ্যকে 'মৈত্রেয়ীর উপাখ্যানে' বলিয়াছেন যে,—'বিষয় ও ইন্দ্রিয়—তুল্যজাতীয় পদার্থ'।

* "অন্নময়স্যাভ্যন্তর আত্মা, সাধারণঃ অত্তা, উক্‌থং, ব্রহ্মা, ইন্দ্রঃ, ইত্যেবং শব্দবাচ্যঃ"—ঐতরেয়ারণ্যক-ভাষ্য, শঙ্কর।

† ঋগ্বেদে সোমের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটা গল্প আছে। শ্যেন-পক্ষী স্বর্গ হইতে সোমকে পৃথিবীতে আনিতেছিল, পথে গন্ধর্ব্ব তাহা চুরি করিয়া লয়; পরে বাগ্দেবী যাইয়া সোমকে লইয়া আসিয়াছিলেন (১।৮০।২; ৩।৪৩।৭; ৪।২৬।৪-৬)। শতপথ এবং সায়ন উভয়ই এই শ্যেন পক্ষীকে—গায়ত্রীরূপী ও ছন্দোরূপী বলিয়া অর্থ করিয়াছেন।

যে জগতের উপাদান, ঋগ্বেদে তাহাও সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। শক্তির সকল প্রকার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই চৈতন্য সর্ব্বদা অবস্থিত—এমন কি মূলে যাহা চৈতন্য বা জ্ঞান, তাহাই বিকাশের সময়ে শক্ত্যা-

এই গল্পের তাৎপর্য্য কি? এই গল্পটী দ্বারা একটী বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। শক্তি বা স্পন্দন যখন প্রথমে 'করণ'-রূপে বা 'প্রাণ'রূপে ব্যক্ত হয়, তখন উহা 'রয়ি' বা 'সোমের' সহিতই ব্যক্ত হয়, পাঠকগণ ইহা মূলে দেখিয়াছেন। কিন্তু ব্যক্ত হইবার সময়ে উহা ছন্দোরূপে—তালে তালে—Pulsation বা Rhythm রূপে ব্যক্ত হয়। উহাই সকল শব্দের মূলীভূত। সায়ন সূর্য্যরশ্মিকেই 'গন্ধর্ব্ব' বলিয়াছেন। তেজের মধ্যেই সোম গূঢ়ভাবে ছিল, তাহাই তেজের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাক্‌রূপে—শব্দরূপে—ছন্দঃ-রূপে—Rhythm রূপে প্রকাশিত হইল। এই বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে চৈতন্য বর্ত্তমান, তাহা বুঝাইবার জন্যই বেদে 'ব্রহ্মণস্পতি' বা 'বৃহ-স্পতির' বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়।

রয়ি এবং প্রাণ সম্বন্ধে ঋগ্বেদের বর্ণনা শুনুন—"অপাঙ্ প্রাঙ্ এতি স্বধয়া গৃভীতো, অমর্ত্ত্যো মর্ত্ত্যেনা সযোনিঃ। তা শশ্বন্তা বিষূচীনা বিয়ন্তা, ন্যন্যং চিক্যুর্ণ নিচিক্যুরন্যম্", ১।১৬৪।৩৮ অমূর্ত্ত—মূর্ত্তের সহিত, নিত্য—অনিত্যের সহিত একস্থানে অবস্থান করে। স্বধা বা অন্ন দ্বারা যুক্ত হইয়া উহা কখন ঊর্দ্ধে, কখন অধোদিকে গমন করে। উহারা সর্ব্বদা একত্র অবস্থিতি করে, সর্ব্বত্র একত্রে গমন করে, (পরলোকেও) সর্ব্বত্র গমন করে। লোকে ইহাদের একটীকে চিনিতে পারে, অপরটীকে পারে না। পাঠক দেখুন Motion এবং Matter এর কেমন সুন্দর বর্ণনা। শঙ্করাচার্য্য ও সায়ন অনেক স্থলে 'স্বধা' অর্থ 'অন্ন' করিয়াছেন।

কারে বিকাশিত হইয়া থাকে *। এই জন্যই ঋগ্বেদ এই অগ্নি-সোমের স্তব করিতে গিয়া ইহাদিগকে চেতন বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন; অচেতন—জড়শক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই। ইহারা হিরণ্যগর্ভেরই অবস্থান্তর বা বিকাশমাত্র; সুতরাং ইঁহারাও চেতনাত্মক ও ক্রিয়াত্মক উভয়ই †। ঋগ্বেদ এই তত্ত্বটী বিস্মৃত হন নাই। ইহারা যে ব্রহ্ম-সত্তারই বিকাশাত্মক অবস্থা, সুতরাং ব্রহ্মসত্তা হইতে ইহাদের যে স্বতন্ত্র, স্বাধীন সত্তা নাই, ঋগ্বেদের ঋষি তাহা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। অগ্নি-সোম বা প্রাণ-রয়ি—বৈদিক যুগে এই ভাবেই পণ্ডিত-সমাজে গৃহীত হইয়াছিল। বর্ত্তমান কালে, এই মূল তত্ত্বটী বিস্মৃত হওয়াতে, আমরা বৈদেশিক পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যানুসারে বৈদিক 'অগ্নিকে' কেবলমাত্র ভৌতিক অগ্নি বলিয়া, এবং 'সোমকে' কেবলমাত্র সোম নামক মত্ততাজনক লতা-বৃক্ষ বলিয়া, গ্রহণ করিতে শিখিতেছি; এবং ঋগ্বেদের দার্শনিক সূক্ত গুলিকে—জড়বস্তুর উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত, ভীতি-বিস্ময়-সূচক প্রশংসা-বাদ মাত্র বলিয়া মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছি!! আমরা নিম্নে অনুবাদ সহ ঋগ্বেদ হইতে এই অগ্নি-সোম সম্বন্ধে কতিপয় মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠকবর্গ দেখিবেন, উপনিষদের সিদ্ধান্ত ও ঋগ্বেদের সিদ্ধান্ত কেমন একই পথ অনুসরণ করিয়াছে।

সোমের বর্ণনা শুনুন:—

"ত্বমিমা ওষধীঃ সোম! বিশ্বাঃ,
ত্বমপো অজনয়স্ত্বংগাঃ।

* "সম্ভূত শ্চাসৌ কম্মতয়া স্বসংবিদংজনয়তি ·· ···বিদ্বদ্দৃষ্ট্যনু-রোধেন অনন্তত্বাৎ"—আনন্দগিরি (গৌড়পাদকারিকা ভাষ্য) ৪।৫৪

† "হৈরণ্যগর্ভতত্ত্বং বোধাবোধাত্মকম্"—কঠভাষ্য।

ত্বমাততন্থোর্ব্বন্তরীক্ষং
ত্বং জ্যোতিষা বি তমো ববর্থ" ॥১।৯১।২২

হে সোম! তুমিই এই বিশ্বের যাবতীয় ওষধিবর্গকে উৎপন্ন করিয়াছ। তোমা হইতেই জল উৎপন্ন হইয়াছে এবং তেজ বা কিরণ-সমূহও তোমা হইতেই উৎপাদিত হইয়াছে। তুমিই এই বিশাল অন্তরীক্ষকে বিস্তারিত করিয়া রাখিয়াছ এবং তুমিই জ্যোতিঃ দ্বারা অন্ধকার নাশ করিয়াছ।

"তবেমাঃ প্রজা দিব্যস্য রেতসঃ,
ত্বং বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজসি।
অথেদং বিশ্বং পবমান! তে বশে
ত্বমিন্দো! প্রথমো ধামধা অসি" ॥৯।৮৬।২৮

তোমার যে দিব্য উৎপাদিকা শক্তি আছে, তাহা হইতেই এই বিশ্ব ভুবনের প্রজাবর্গ উৎপন্ন হইয়াছে। তুমিই এই প্রজাবর্গের সম্রাট,—প্রভু। এ বিশ্ব তোমারি অধীন। তুমিই সমুদয় লোকের (স্থানের) আদি-আশ্রয়-দাতা।

"যা তে ধামানি দিবি যা পৃথিব্যাং
যা পর্ব্বতেষ্বোষধীষ্বপ্সু।
তেভির্নো বিশ্বৈঃ সুমনা অহেলন্
রাজন্ সোম! প্রতি হব্যা গৃভায়" ॥১।৯১।৪

পর্ব্বতে, ওষধিতে; জলে পৃথিবীতে; এবং স্বর্গলোকে—সর্ব্বত্র তোমার স্থান; সর্ব্বত্র তুমি অবস্থান করিতেছ। আমাদিগকে, তাচ্ছল্য না করিয়া, প্রসন্নচিত্তে, সেই সকল স্থানের সহিত, রক্ষা কর। হে রাজন্! হে সোম! আমাদের প্রদত্ত হবিঃ গ্রহণ কর।

"সোমেনাদিত্যা বলিনঃ
সোমেন পৃথিবী মহী।
অথো নক্ষত্রাণামেষা—
মুপস্থে সোম আহিতঃ" ॥১০।৮৫।২

আদিত্যদিগের (সকল দেবতার) যে বল বা সামর্থ্য আছে, তাহা সোম হইতেই লব্ধ। এই মহতী পৃথিবীও সোম হইতেই সামর্থ্য লাভ করিয়াছে। আকাশস্থ নক্ষত্র-রাজির মধ্যেও এই সোমই নিহিত রহিয়াছে। অগ্নি সম্বন্ধে মন্ত্র শুনুন্ :—

"বিযো রজাংসি অমিমীত সুক্রতুঃ
বৈশ্বানরো বি দিবো রোচনা কবিঃ।
পরি যো বিশ্বা ভুবনানি পপ্রথে,
অদব্ধো গোপা অমৃতস্য রক্ষিতা" ॥ ৬।৭।৭

অগ্নি শোভনকর্ম্মবিশিষ্ট এবং প্রজ্ঞাবান্। ইনি ভূরাদি লোক সকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং আকাশে জ্যোতিষ্কবর্গকে ইনিই নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইনি বিশ্ব ভুবনের বিস্তারকর্ত্তা এবং রক্ষক এবং অমৃতকে ইনিই রক্ষা করিতেছেন। [অমৃত অর্থ—অবিনাশী ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।]

"স জায়মানঃ পরমে ব্যোমনি,
আবিরগ্নিরভবন্মাতরিশ্বনে" ॥ ১।১৪৩।২

এই অগ্নি পরম-ব্যোমে (আকাশে) সর্ব্বপ্রথমে, মাতরিশ্বার নিকটে, আবির্ভূত হইয়াছিল। [মাতরিশ্বা যে জগতের উপাদান 'অব্যক্তশক্তির' নাম, তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অব্যক্তশক্তি প্রথমে তেজ, আলোকরূপে অভিব্যক্ত হয়, ইহাই এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে।]

"নৃ চ পুরা চ সদনং রয়ীনাং,
জাতস্য চ জায়মানস্য চ ক্ষাম্।
সতশ্চ গোপাং ভবতশ্চ ভূরেঃ,
দেবা অগ্নিং ধারয়ন্ দ্রবিণোদাম্" ॥ ১।৯৬।৭

কার্য্যবর্গ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে এবং কার্য্যবর্গ উৎপন্ন হইবার পরে, এই অগ্নিই পৃথিব্যাদি কার্য্যবর্গের (রয়ি) আশ্রয়-স্থান। পূর্ব্ব-প্রলয়-কালে, বর্ত্তমানে এবং পুনরায় যখন প্রলয় হইবে,—এই তিন অবস্থাতেই, অগ্নিই তাবৎ পদার্থের আশ্রয়-স্থান। যাহা কিছু বিদ্যমান আছে এবং যে সকল পদার্থ ভবিষ্যতে প্রচুররূপে উৎপন্ন হইবে, অগ্নিই তাহাদিগের রক্ষক—পোষণকর্ত্তা। ঈদৃশ ধন-দাতা অগ্নিকে, তাবৎ দেবতাই ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। অগ্নি-সোম একত্রে এই ভাবে স্তুত হইয়াছেন—

"সোমা-পূষণা জননা রয়ীনাং,
জননা দিবো জননা পৃথিব্যাঃ।
জাতৌ বিশ্বস্য ভুবনস্য গোপৌ,
দেবা অকৃণ্বন্ অমৃতস্য নাভিম্" * ॥ ২।৪০।১

অগ্নি-সোম—তাবৎ স্থূল পদার্থের (রয়ীনাং) উৎপত্তির কারণ। দ্যোঃ এবং পৃথিবী, এই অগ্নি-সোম হইতেই জন্মিয়াছে। ইহারা অভিব্যক্ত হইবামাত্র বিশ্বভুবন রক্ষা করিয়া আসিতেছে। দেবতারা

* অগ্নি-সোম হইতেই যে সর্ব্বপ্রথমে সূর্য্য-চন্দ্র-নক্ষত্রাদি-সমন্বিত সৌরজগৎ উৎপন্ন হইয়াছিল, ঋগ্বেদ তাহা অতি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—"যুব মেতানি দিবি রোচনানি, অগ্নিশ্চ সোম স্ক্রতূ অধত্তম্"—১।৯৩।৫

ইহাদিগকে "অমৃতের নাভি" রূপে বিবেচনা করেন। ["অমৃতের নাভি"—কাহাকে বলে? অবিনাশী কারণ-সত্তা বা ব্রহ্মসত্তা ইহাদের মধ্যেই অনুস্যূত রহিয়াছে। সুতরাং অগ্নি-সোমই—অমৃতের নাভি।]

এই প্রকারে অসংখ্য মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, এই সকল মন্ত্র কদাপি জড় বস্তুর প্রতি প্রযুক্ত হয় নাই। এ সকল মন্ত্র অত্যন্ত স্পষ্ট-ভাষায় অগ্নি-সোমকে স্থূলবিশ্বের উপাদান-কারণ বলিয়াই উদ্‌ঘোষিত করিতেছে।

ইহারা যে মূলে চেতন-সত্তারই রূপান্তর, সুতরাং চেতন, তাহাও বহুমন্ত্রে দেদীপ্যমান আছে। তৎ-সম্বন্ধে দুই একটী মাত্র মন্ত্র উদ্ধৃত হইতেছে ঃ—

"ত্বং সোম! প্রচিকিতো মনীষা
ত্বং রজিষ্ঠ মনুনেষি পন্থাম্।
তব প্রণীতী পিতরো ন ইন্দো!
দেবেষু রত্নমভজন্ত দেবাঃ ॥ ১।৯১।১

হে সোম! তুমি আপনার জ্ঞানে সকল পদার্থকেই প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারিতেছ। বিশ্বের যে একটী ঋজু মার্গ আছে, তুমি সে মার্গের বিষয়ে অবগত আছ এবং তুমি সেই পথ দিয়াই জীবকে লইয়া যাও। হে ইন্দো! হে সোম! তোমার প্রদর্শিত নীতি ও পথ অবলম্বন করিয়াই আমাদের পিতৃ-পুরুষগণ, দেবলোকে দেবসাযুজ্য পাইয়া, রত্ন-লাভে সমর্থ হইয়াছেন।

অগ্নি সম্বন্ধে মন্ত্র দেখুন্ ঃ—

"স ইৎ তন্তুং স বিজানাতি ওতুং,
স বক্ত্বানি ঋতুথা বদাতি।

য ইং চিকেতৎ অমৃতস্য গোপা

অবশ্চরন্ পরো অন্যেন পশ্যন্ ॥ ৬।৯।৩

এই বিশ্বরূপ বস্ত্রের উভয়বিধ সূত্রের (টানা ও প'ড়েন) বিষয়, সেই অগ্নিই কেবল অবগত আছেন, ইহা অন্যে জানে না। যখন কাল-প্রভাবে বৈদিক তত্ত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন অগ্নিই আবার সেই তত্ত্ব-সকলকে জীবের নিকট বলিয়া দিয়া থাকেন। ইনি সকলই জানেন এবং ইনিই অবিনাশী অমৃতের রক্ষক। ইনি যেমন নিম্ন ভূলোকে অগ্নিরূপে অবস্থিত, তদ্রূপ ইনিই আকাশে সূর্য্যরূপে অবস্থিত রহিয়া পৃথিবীর তাবৎ বস্তুকে নিরীক্ষণ করিতেছেন।

প্রিয় পাঠক! আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন, এই মন্ত্রগুলি কি কখনও ভৌতিক জড়বস্তুর প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে?

এই প্রাণওরয়ি শক্তিই বিশ্বব্যাপক এবং বিশ্বের উপাদান। সৌরজগতে, প্রাণশক্তির প্রধান অভিব্যক্তি—তেজোরাশিপূর্ণ সূর্য্য; এবং রয়িশক্তির প্রধান অভিব্যক্তি—জলীয় উপাদান-বহুল চন্দ্র।

সূর্য্য যখন পূর্ব্বদিঙ্মুখে উদিত হইয়া আপন কিরণ-জাল বিকীর্ণ করে, তখন উহার ময়ূখ-মালা পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ঊর্দ্ধ, অধঃ—সকল দিকে বিকীর্ণ হইয়া, সকল পদার্থকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলে। তখন সূর্য্য, চতুর্দ্দিকে অবস্থিত পদার্থ-রাশি ও জীব-নিবহের প্রাণশক্তিকে আপন রশ্মির সহিত সম্বন্ধ—ব্যাপ্ত—করিয়া থাকেন। কেননা, যাবতীয় বস্তুর

অন্তর্গত প্রাণ বা ক্রিয়াশক্তি এবং সূর্য্যের তেজঃশক্তি—এক-জাতীয় শক্তিমাত্র। এই সূর্য্যকেই বৈশ্বানর, অগ্নি, বিশ্বরূপ ও প্রাণনামে পণ্ডিতেরা অভিহিত করেন। এই সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া একটী অতি পুরাতন গাথা প্রসিদ্ধ আছে, তাহার অর্থ এই :—

"বিশ্বস্থ পদার্থ ও জীবমাত্রেরই প্রাণস্বরূপ এই জ্যোতির্ম্মান্ সূর্য্য উদিত হইতেছেন। ইনি চতুর্দ্দিকে অসংখ্য রশ্মি বিকীর্ণ করিয়া, প্রত্যেক প্রাণীর দেহে বর্ত্তমান রহিয়াছেন *। ইনি প্রাণশক্তির রূপান্তর মাত্র; সুতরাং ইনি বিশ্বের তাবৎবস্তুই পরিজ্ঞাত আছেন। ইনি বিশ্বের তাবৎ ক্রিয়ারই আশ্রয়রূপে বিরাজিত। ইনিই জীবের দর্শনশক্তিরূপে দেহে অবস্থিত। ইনি বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া আছেন এবং ইনি স্বীয় রশ্মি দ্বারা সকল পদার্থকে উত্তাপ প্রদান করিয়া থাকেন †"।

জগৎ-সৃষ্ট্যাদি তাবৎক্রিয়াই কালে হইয়া থাকে; কেন না,

* প্রাণ বা 'করণাংশ' (Motion) সর্ব্বপ্রথমে তেজ, আলোকাদির আকারে অভিব্যক্ত হয় এবং উহার 'কার্য্যাংশ' (Matter) সঙ্গে সঙ্গে ঘনীভূত হইতে থাকে। এই ঘনীভবনের প্রথমাবস্থা 'জল' ও শেষ অবস্থা 'পৃথিবী'। গর্ভস্থ ভ্রূণে প্রাণশক্তি প্রথমে অভিব্যক্ত হয় এবং যতই উহা রস-রুধিরাদির চালনা করিতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে উহার 'কার্য্যাংশ' দেহের গঠন করিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে 'করণাংশ' ইন্দ্রিয়শক্তিরূপে ক্রিয়া করিতে থাকে। অতএব বাহিরের তেজঃ, আলোকাদি যে বস্তু, ভিতরে চক্ষু কর্ণাদি শক্তিও সেই বস্তু।

† এটী ঋগ্বেদেরই গাথা।

ক্রিয়ামাত্রই কালের অন্তর্ভুক্ত। এইজন্য, প্রজাপতিকে কালাত্মক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। বৎসর, মাস, দিবারাত্রি—ইহারা কালেরই অংশ বা অবয়ব। সুতরাং এ সকলই প্রজাপতির অভিব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। সূর্য্য এবং চন্দ্রই—কালের পরিমাপক। কালের প্রধান অবয়ব—বৎসর। এই বৎসর, সূর্য্য-চন্দ্র দ্বারা শাসিত। কিন্তু সূর্য্য-চন্দ্র,—রয়িও প্রাণনামক মিথুনেরই প্রধান অভিব্যক্তি; সুতরাং বৎসরেরও দুইটী অংশ। একবৎসরে ছয়মাস উত্তরায়ণ এবং ছয়মাস দক্ষিণায়ণ। এই অয়ণের সমষ্টিই—বৎসর। সূর্য্য-চন্দ্রই এই দুই অয়ণের শাসক। সুতরাং প্রাণ বা আদিত্য বা অগ্নি-শক্তিরই অভিব্যক্তি—উত্তরায়ণ; এবং অন্ন বা রয়ি বা চন্দ্র-শক্তিরই অভিব্যক্তি—দক্ষিণায়ণ *। এই উত্তর এবং দক্ষিণ—পথদ্বারা কর্ম্মানুসারে জীবের গতি হয়।

রয়ির অভিব্যক্তিস্বরূপ চন্দ্র দ্বারা যে পথটী শাসিত, উহার নাম "পিতৃযান-মার্গ"। প্রাণের অভিব্যক্তি স্বরূপ সূর্য্যদ্বারা যে পথটী শাসিত, উহার নাম "দেবযান-মার্গ"। যাঁহারা ব্রহ্মসত্তাকে উদ্দেশ্য রাখিয়া ক্রিয়ার আচরণ করিতে পারেন না; যাঁহারা ইহলোকের পুত্র-পশু-বিত্ত-যশ কামনায় বা পরলোকের

* কালেই ক্রিয়ার অভিব্যক্তি হয়। সুতরাং ক্রিয়ামাত্রেরই (অর্থাৎ কালের) দুইটী অংশ। একটী 'করণাত্মক' অংশ; একটী 'কার্য্যাত্মক' অংশ। এইটীই তাৎপর্য্য।

নিকৃষ্ট-স্বর্গ-ভোগাশায়, স্বতন্ত্রবস্তু বোধে দেবারাধনা বা যজ্ঞাদি-ক্রিয়া সম্পাদন করেন, তাঁহারাই এই হীন পথের, পিতৃযান-পথের যাত্রী। আর যাঁহারা কর্ম্মের সঙ্গে জ্ঞানকে মিশাইয়া লইয়া, দেবতাবর্গের মধ্যে ব্রহ্ম-সত্তার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, যজ্ঞের অগ্নিতে ও উপকরণে ব্রহ্মদর্শন করিতে সমর্থ; অথবা যাঁহারা সর্ব্বত্র কেবল ব্রহ্মসত্তার অনুভবরূপ ভাবনাত্মক যজ্ঞ করিতে অভ্যস্ত ;—এই প্রকার সাধকই উৎকৃষ্ট দেবযান-পথের যাত্রী। পিতৃযান-পথে যাঁহাদের গতি হয়, তাঁহাদিগকে পুনরায় এই মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিতে হয়। কিন্তু দেবযান-পথের যাত্রীকে আর ফিরিতে হয় না, উন্নত হইতে উন্নত-তর লোকে তাঁহার গতি হয়।

পিতৃযান-মার্গের সাধন ও দেবযান-মার্গের সাধন, বলিয়া দিতেছি, শ্রবণ করুন। দরিদ্রকে অন্নাদি বিতরণ, বাপী-কূপ-তড়াগাদির খনন, বিদ্যালয় ঔষধালয়াদি স্থাপন,—এই সকল পরোপকার-সাধক কর্ম্মই পিতৃযান-মার্গের সাধন। অগ্নিহোত্রাদি দ্রব্যাত্মক যজ্ঞানুষ্ঠান, অতিথিসেবা, বেদাধ্যয়ন, ভূত-বলি ও ঈদৃশ স্বর্গপ্রাপ্তি-সাধক সকাম ক্রিয়াও এই পথের সাধন। এই সাধনে দেবতাবর্গকে স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়াই বোধ থাকে। এই সকল সাধক জড়দৃষ্টি-সম্পন্ন। ইহারা কার্য্যবর্গকে স্বতন্ত্র-বস্তু বলিয়া বোধ করিয়া থাকে। এক কারণ-সত্তাই যে কার্য্যবর্গে অনুপ্রবিষ্ট, এই তত্ত্বের ধারণা ইহারা করিতে পারে না। কিন্তু

দেবযান মার্গের সাধন-প্রণালী অন্যপ্রকার। প্রথমতঃ, ইন্দ্রিয়-বর্গের সংযম সাধন করিতে হইবে। চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়বর্গ যেন যদৃচ্ছাক্রমে বাহ্য বিষয়-বর্গে ধাবিত না হইতে পারে, ইচ্ছামাত্রই যেন উহাদিগকে আত্ম-বশে লইয়া আসিতে পারা যায়; সর্ব্বদা এইরূপ অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্মচর্য্য সাধন। কাম্য-প্রবৃত্তির দমন যেন আত্মায়ত্ত হয় এবং ওজোধাতু যেন রক্ষিত থাকে, এই বিষয়ে সর্ব্বদা সাবধানতার সহিত মনঃসংযোগ রাখিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, আত্মসত্তা যে সর্ব্বত্র অবস্থিত, তদ্বিষয়ে নিয়ত প্রতীতি ও শ্রদ্ধা রাখিতে হইবে। সকল কার্য্যই যে কারণ-সত্তা হইতে অভিব্যক্ত, আত্মসত্তা বা কারণ-সত্তা হইতে যে কাহারই 'স্বতন্ত্র' সত্তা নাই;—যাহাতে ঈদৃশ শ্রদ্ধা ক্রমেই গাঢ় হইতে থাকে, সর্ব্বদা তাহার অনুশীলন করিতে হইবে। আত্ম-সত্তা ও অন্যান্য তাবৎ পদার্থের মধ্যগত সত্তা যে এক-ই, এই বোধ দৃঢ় ও স্থায়ী করিতে হইবে। এই প্রকার সাধকই প্রাণ-দর্শী সাধক। পিতৃযান-মার্গের সাধনা যেমন কার্য্যবর্গে নিবদ্ধ; দেব-যান মার্গের সাধনা তদ্রূপ নহে; ইহা কার্য্যবর্গে অনুস্যূত কারণ-সত্তায় নিবদ্ধ। এই জন্যই পূর্ব্বোক্ত পথটীকে চন্দ্রদ্বারা (কার্য্যাত্মক-অংশ) শাসিত এবং দেবযান পথটীকে সূর্য্যদ্বারা (করণাত্মক-অংশ) শাসিত বলিয়া, তত্ত্ব-দর্শীগণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। দেবযান মার্গে গমন করিতে পারিলে, অভয়, অমৃত, অবিনাশী, সকলের আশ্রয়,

পরম-পদ লব্ধ হইয়া থাকে। পিতৃযান মার্গে গতি হইলে ক্ষয়-শীল লোকে গতি হয় বলিয়া, পুনরায় সে স্থান হইতে ফিরিয়া আসিতে হয়।

এই যে আপনাকে কালের অবয়ব-স্বরূপ বৎসরের কথা বলিয়া আসিয়াছি, সেই বৎসর সম্বন্ধে আপনাকে একটা অতি প্রাচীন গাথা শুনাইতেছি :—

'কালাত্মক প্রজাপতির অবয়বভূত বৎসরের—দ্বাদশটী মাসই অঙ্গস্বরূপ। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত-শিশির, ও বসন্ত—এই পাঁচ ঋতুকে বৎসরের পাঁচপদরূপে কল্পনা করা যায়। ইহা সকলের জনক এবং ইহা আকাশে অবস্থিত *। যাঁহারা কালতত্ত্বজ্ঞ ও তত্ত্বদর্শী পুরুষ, তাঁহারা এই (কার্য্যাত্মক) বৎসরকে 'জল-বিশিষ্ট' বলিয়াও অবগত আছেন †। ইহাঁকে তত্ত্বদর্শীগণ

* সকল ক্রিয়ারই কালে বিকাশ হয়। অনন্ত বিভু কাল—ক্রিয়া দ্বারাই খণ্ড খণ্ডরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। স্পন্দন যখনই 'করণাকারে' ক্রিয়ার বিকাশ করিল, তখন হইতেই কালেরও অভিব্যক্তি। করণাংশের প্রথম বিকাশ তেজ বা সূর্য্য, সুতরাং 'আকাশে অবস্থিত' বলা হইয়াছে। করণাত্মক ও কার্য্যাত্মক ক্রিয়া হইতেই জগৎ জন্মিয়াছে ;—এই জন্য বৎসরকে 'সকলের জনক' বলা হইল।

† পাঠকবর্গ দেখিবেন, সূর্য্য যখন শক্তির করণাত্মক-অংশেরই প্রধান অভিব্যক্তি, তখন উহার সঙ্গে নিশ্চয়ই কার্য্যাত্মক-অংশও রহিয়াছে। কার্য্যাত্মক-অংশই ঘনীভূত হইয়া প্রথমে জলীয় ও পরে পার্থিব রূপ ধারণ করে। এইটী নির্দ্দেশ করিবার জন্যই সূর্য্যকে 'জল-

'সর্ব্বজ্ঞ' বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন *। কেহ কেহ ভুরাদি সপ্তলোককে † এই কালাত্মক বৎসরের সপ্তসংখ্যক অশ্বরূপে কল্পনা করিয়া এবং ছয় ঋতুকে অর-রূপে কল্পনা করিয়া, ইহাকে একখানি সতত-ঘূর্ণায়মান রথ-চক্ররূপে মনে করিয়া থাকেন। ইহারই মধ্যে সমগ্র বিশ্ব নিহিত রহিয়াছে' ‡।

ক্রিয়াত্মক কালের প্রধান অবয়ব বৎসরের কথা বলিলাম। এখন বৎসরের অবয়ব-স্বরূপ মাসের কথা বলিব। দুইটী পক্ষ লইয়াই একটী মাস হয়। প্রাণ ও রয়ি নামক মিথুন হইতেই যখন সকল অভিব্যক্ত হইয়াছে, তখন মাসেরও অবশ্যই দুইটী

বিশিষ্ট' বলিয়া কথিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের অন্য অনেক স্থলে একথাটী দৃষ্ট হয়।

* সর্ব্বজ্ঞ বলিবার অভিপ্রায়টীও পাঠক লক্ষ্য করিবেন। চেতন-সত্তাই যখন প্রথমে অব্যক্তশক্তিরূপে, পরে তাহাই স্পন্দনরূপে, পরে তাহাই আবার করণাত্মক ও কার্য্যাত্মকরূপে অভিব্যক্ত হয়; তখন কোন বিকাশই ত চেতন-সত্তা হইতে 'স্বতন্ত্র' নহে। এই কথা বলাই উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়খণ্ডের অবতরণিকায়, সৃষ্টিতত্ত্ব দেখ। সেই স্থলেই সকল কথা বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইয়াছে বলিয়া, আমরা এ সকল তত্ত্ব এস্থলে সংক্ষিপ্ত-ভাবেই বলিয়াছি।

† ভু (পৃথিবী), ভুবঃ (অন্তরীক্ষ), দ্যোঃ (আকাশ), মহঃ, জন, তপঃ, সত্য—এই সপ্তলোক। এই সকল লোকই জীব-পূর্ণ এবং এই গুলিতেই মনুষ্যের, মৃত্যুর পরে গতি হয়। অর=Spokes of a wheel

‡ এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৬৪ সূক্তের অন্তর্গত ১২ মন্ত্র।

অংশ আছে। একটী প্রাণ হইতে জাত, অপরটী রয়ি হইতে জাত। এই দুই অংশই—শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ নামে বিদিত *। যাঁহারা প্রাণ-দর্শনে সতত অভ্যস্ত,-যাঁহারা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র কেবল কারণ-সত্তা বা ব্রহ্মসত্তারই অনুভব করিয়া থাকেন, ঈদৃশ সাধক যে পক্ষেই কোন কর্ম্মের আচরণ করুন না কেন, তাঁহার কর্ম্ম শুক্লপক্ষে আচরিত হইবার তুল্য ফলই প্রসব করিয়া থাকে। কিন্তু যাহারা প্রাণশক্তির অনুভবে অসমর্থ,—যাহারা জড়দর্শী, অর্থাৎ যাহাদের এখনও স্বাতন্ত্র্য-বোধ তিরোহিত হয় নাই, তাহারা যদি শুক্লপক্ষেও কোন যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে, তথাপি সেই যজ্ঞ কৃষ্ণপক্ষে সম্পাদিত হইলে যে ফল হইত, তাদৃশ ফলই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহারা অজ্ঞানাচ্ছন্ন কর্ম্মী।

---

* প্রজাপতি (স্পন্দনাত্মক)—জ্ঞানাত্মক ও ক্রিয়াত্মক। সকলই যখন প্রজাপতি হইতে অভিব্যক্ত তখন অবশ্যই সকল পদার্থই জ্ঞানাত্মক ও ক্রিয়াত্মক। এ সকল কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। [এই 'বৎসরের' একটী চমৎকার বর্ণনা ঋগ্বেদে (৩।৫৬।২) দৃষ্ট হয়। সেটী এই--

"ষড়্-ভারান্ একো অচরো বিভর্ত্তি, ঋতংবর্ষিষ্ঠং উপগাবআগুঃ। ত্রিস্রো মহীরুপরাস্তস্থুঃ, অত্যাগুহাদ্বে দর্শ্যেকা" ॥ অপরিবর্ত্তনীয়, বৃদ্ধ, আদিত্যাত্মক বৎসরের. ছয় ঋতুই অবয়ব। ইনি একাই অটল হইয়া এই ছয় ভার বহন করিয়া থাকেন। রশ্মি সকল ইহাকে প্রাপ্ত হইয়া আছে। এই বৎসরেই, উৎপত্তি-নাশশীল ভূরাদি তিন লোক ক্রম-ঊর্দ্ধভাবে অবস্থিত। এক পৃথিবীকেই দেখা যায়; অপর দুইলোক লোকলোচনের নিগূঢ়।

সুতরাং প্রাণ ও জ্ঞানের ফল-লাভে ইহারা অসমর্থ। শুক্লপক্ষ—প্রকাশাত্মক জ্ঞানের প্রতিনিধি। কৃষ্ণপক্ষ—অপ্রকাশময় অজ্ঞানের প্রতিনিধি।

বৎসরের অবয়ব যেমন মাস; তদ্রূপ অহোরাত্রই আবার মাসের অবয়ব। এই অহোরাত্রেরও দুইটী অংশ। একাংশ—দিন; অপরাংশ—রাত্রি। প্রাণ বা অগ্নি এবং রয়ি বা চন্দ্র নামক মিথুন হইতেই যখন তাবৎ পদার্থ অভিব্যক্ত হইয়াছে, তখন দিনই সেই প্রাণের পরিচায়ক এবং রাত্রিই সেই রয়ির পরিচায়ক *।

এই রূপে ক্রম-পরিণতির নিয়মে, প্রাণীরাজ্যেও,—রয়ি-অংশ হইতে দেহ ও দেহাবয়ব নির্ম্মিত হইয়াছে এবং প্রাণাংশই জীবদেহে ইন্দ্রিয়শক্তিরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। এইরূপে প্রজাপতি স্থূল জড়বর্গের আকারে অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন। ব্রীহী-যবাদি ভক্ষণে দেহে শুক্র-শোণিত উৎপন্ন হয়। এই শুক্র শোণিত যোগেই জীবের বিকাশ।

মহাশয়! আমি আপনাকে যাহা বলিয়া আসিলাম, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, স্থূল বিশ্ব প্রলয়-কালে শক্তিরূপেই বিলীন

---

* শ্রুতি মূলে বলিয়াছেন যে, দিবসে মৈথুন করিবে না; রাত্রিই উহার প্রকৃত কাল। রাত্রিতে মৈথুন সম্পাদিত হইলে ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হয় না।

হইয়া যায় *। এই অব্যক্ত-শক্তিই জগতের উপাদান। এই অব্যক্তশক্তি—পূর্ণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-সত্তারই, সৃষ্টির প্রাক্কালীন, একটা অবস্থান্তর মাত্র। সুতরাং ইহা সেই ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু নহে। সেই অব্যক্তশক্তি সর্ব্ব-প্রথমে হিরণ্যগর্ভ বা সূত্র বা স্পন্দনাকারে সূক্ষ্মভাবে বিকাশিত হয়। ইহা ব্রহ্মসত্তারই বিকাশ, সুতরাং ইহা জ্ঞানাত্মক ও ক্রিয়াত্মক উভয়ই। এই সূক্ষ্ম স্পন্দন, 'করণাকারে' ও 'কার্য্যাকারে' অভিব্যক্ত হয়। সূক্ষ্মশক্তি এইরূপে স্থূল হয়। করণাত্মক ও কার্য্যাত্মক অংশই,—প্রাণ ও রয়ি নামে বিখ্যাত। এই প্রাণ ও রয়ি নামক মিথুনই, জড় স্থূল জগতের উপাদান। সুতরাং স্থূল বস্তু মাত্রেই এই অংশ আছে। বাহিরে—তেজ আলোকাদি প্রাণেরই বিকাশ, জল-পৃথিবী প্রভৃতি রয়ির বিকাশ। প্রাণী-রাজ্যে,—রয়ি-অংশ হইতে দেহ এবং প্রাণাংশ হইতে ইন্দ্রিয় জন্মিয়াছে। এইরূপে বিশ্বের প্রজাবর্গ, এই মিথুন হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

যাঁহারা প্রাণ-ব্রতপরায়ণ—অর্থাৎ যাঁহারা কার্য্যবর্গের মধ্যে প্রাণ বা কারণ-সত্তাই অনুভব করিতে পারেন, তাঁহারা

* "প্রলীয়মানমপিচেদং জগৎ শক্ত্যবশেষমেব প্রলীয়তে, শক্তিমূলমেব চ প্রভবতি, ইতরথা আকস্মিকত্ব-প্রসঙ্গাৎ"—বেদান্তভাষ্য ১।৩।৩০। "কারণাত্মনা লীনং কার্য্যমেব শক্তিঃ"—২।১।১৮

দেবযানমার্গ অবলম্বন করিয়া উন্নত-স্বর্গে * প্রস্থান করেন। তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, সত্যনিষ্ঠা—এই পথের প্রধান সাধন। কিন্তু যাঁহারা এই প্রাণসত্তা বা কারণসত্তার একত্ব অনুভবে আনিতে পারেন না, কেবলমাত্র যাঁহারা ভৌতিক, জড় কার্য্যবর্গ লইয়াই সতত-ব্যস্ত, তাঁহারা পিতৃযানমার্গ অবলম্বন করিয়া, অন্ধকারাবৃত নিকৃষ্ট লোকে গমন করেন এবং পুনরায় তথা হইতে আবর্ত্তিত হন। ইহাদের চিত্তে অনৃতপ্রিয়তা, কৌটিল্য ও অজ্ঞানতা (ভেদবুদ্ধি) প্রভৃতির প্রভাব অনেক অধিক। ইহাদের চিত্ত অবিশুদ্ধ।

মহাশয়! আপনার নিকটে স্থূল-জগতের উপাদান এবং মনুষ্যের সাধনমার্গের বিবরণ কীর্ত্তন করিলাম। আপনি এই সকল তত্ত্ব নিবিষ্ট চিত্তে পুনঃ পুনঃ মনন করিবেন”। এই বলিয়া আচার্য্য পিপ্পলাদ সে দিনের মত নীরব হইলেন।

——০——

* ভাষ্যকার আরো বলিয়াছেন যে, সাধারণ ইন্দ্রিয়পরায়ণ গৃহস্থগণের চিত্ত নিতান্ত বিক্ষিপ্ত ও চঞ্চল। সুতরাং ব্রহ্মচারী, বাণপ্রস্থ ও ভিক্ষুকবর্গই দেবযানমার্গের প্রকৃত অধিকারী। এক-নিষ্ঠ, উত্তম গৃহস্থবর্গের অধিকার এতদ্দ্বারা নিষিদ্ধ হইতেছে না। প্রথম খণ্ড দেখ।

আমরা এই উপদেশে, ব্রহ্মোপাসনার যে প্রণালী বর্ণিত দেখিতে পাইলাম এবং সাধকবর্গের পরকালে গতির সম্বন্ধে যে পথের উল্লেখ পাইলাম, তৎসম্বন্ধে একটু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

কর্ম্ম-মার্গ ও জ্ঞান-মার্গ সম্বন্ধে উপনিষদের যে সিদ্ধান্ত কথিত হইল, ঋগ্বেদের মধ্যেও অবিকল এইরূপ সিদ্ধান্তই দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ মনে করেন যে, ঋগ্বেদ কেবলমাত্র ভৌতিক পদার্থের প্রতি বিস্ময়-প্রকাশক কতকগুলি স্তোত্রের সমষ্টি এবং উহা যে যুগের গ্রন্থ তখন ব্রহ্মের একত্বের ধারণা ঋষিদিগের হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই।—এই মত ভ্রমাত্মক বলিয়া আমরা মনে করি। ঋগ্বেদের সময়ে যে ঋষিগণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেবতার উদ্দেশ্যে, কেবলমাত্র পুত্র-পশু-স্বর্গাদি কামনা করতঃ, মহাড়ম্বরে পশুবধ করিয়া, ঘৃত ঢালিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন এবং যজ্ঞীয় সোমরস পান করতঃ মত্ত হইয়া, ভীতি-বিহ্বল বা বিস্ময়-বিমূঢ়চিত্তে, সূর্য্য চন্দ্র পবনাদি ভৌতিক দেবতার উদ্দেশ্যে রাশি রাশি স্তুতি-গাথা রচনা করিয়া গিয়াছেন,—এবং ব্রহ্মের একত্বের ধারণা, ব্রহ্ম-সত্তার ভাবনা ও জ্ঞান-যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা তখন আদৌ তাঁহাদের হৃদয়ে উদিত হয় নাই;—এই সকল ধারণার মূলে বিন্দুমাত্রও সত্য নিহিত নাই, ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। দেবতাবর্গের সূক্তগুলি যদি আমরা নিবিষ্টমনে, ভক্তিভাবে, আলোচনা করি, তবে দেখিতে পাইব—ঋগ্বেদের প্রথম হইতেই, কর্ম্ম, জ্ঞান ও উপাসনাকাণ্ড—এই তিন বিভাগই পরিগৃহীত হইয়াছে। তৎকালে, কেবল সকাম সাধকেরও অভাব ছিল না। যাহাদের জ্ঞান তাদৃশ উন্নত নহে, তাঁহারা ঐ ঐ সূক্ত দ্বারা অগ্নি, সোম প্রভৃতি বস্তুকেই দেবতা বলিয়া ডাকিতেন এবং তাঁহাদের নিকট পুত্র-পশু-যশ-

স্বর্গ-ধন কামনা করিতেন। আর, যাহাঁরা বিশুদ্ধ-চিত্ত, তাঁহারা ঐ সূক্ত দ্বারা ভৌতিক অগ্নিরই উপাসনা না করিয়া, অগ্নির মধ্যে অনু-প্রবিষ্ট ব্রহ্ম-সত্তারই স্তুতি করিতেন এবং তাঁহারা সামান্য ক্ষণ-ভঙ্গুর পুত্র-পশু-স্বর্গ না চাহিয়া, অমৃত অক্ষয় পদের কামনা করিতেন। সমধিক উন্নত-চিত্ত সাধকগণ কেবল অন্তরেই ভাবনাত্মক জ্ঞান-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে নিযুক্ত রহিতেন। ঋগ্বেদের সময়ে এই ত্রিবিধ ভাবের উপাসনাই পাশাপাশি প্রচলিত ছিল। যাঁহারা পরমার্থদর্শী, উন্নত-চিত্ত, তাঁহারা অগ্নি, সোম, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার মধ্যে অনুস্যূত কারণ-সত্তারই অনুভব করিতেন এবং সেই সত্তার উপাসনা করিতে করিতে, ক্রমে তাঁহাদের চক্ষে অগ্নি-সোমাদির স্বতন্ত্র, স্বাধীন সত্তার আর প্রতীতি হইত না। আমরা যে কথা বলিলাম, তাহার নিদর্শন-স্বরূপে, এস্থলে যদৃচ্ছাক্রমে ঋগ্বেদ হইতে কতিপয় মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া, তাহার অনুবাদ দিব। আমরা যাহা বলিলাম তাহাই অধিক যুক্তি-সঙ্গত, না যাঁহারা ঋগ্বেদকে কেবলমাত্র আদিম অর্দ্ধসভ্য যুগের নিম্ন-শ্রেণীর হৃদয়-ভাব-প্রকাশক গ্রন্থ বলেন, তাঁহাদের অনুমানই অধিকতর সমীচীন, তাহার বিচার সুবিজ্ঞ পাঠক-মণ্ডলী করিবেন।

অগ্নি সম্বন্ধে মন্ত্র দেখুন—

"বিদ্মা তে অগ্নে! ত্রেধা ত্রয়াণি,
বিদ্মা তে ধাম বিভৃতা পুরুত্রা।
বিদ্মা তে নাম পরমং গুহা যৎ,
বিদ্মা তমুৎসং যত আজগন্থ" ॥১০।৪৫।২

হে অগ্নি! তুমি আকাশে, অন্তরীক্ষে এবং ভূলোকে যথাক্রমে সূর্য্য, বিদ্যুৎ ও অগ্নিরূপে অবস্থান করিতেছ, এই তত্ত্বটী আমরা অবগত

আছি ; এবং তোমার সত্তা (তেজঃ) যে সর্ব্বত্র নিহিত রহিয়াছে, তাহাও আমরা জানি। কিন্তু হে অগ্নি! তোমার এই স্থূল রূপ ব্যতীত অপর একটি অতি নিগূঢ় রূপ আছে ও গূঢ় একটী নাম আছে ; আমরা তোমার সেই গূঢ় নামটীও জানিতে পারিয়াছি। তুমি যে উৎস হইতে—যে অবিনাশী শক্তি-প্রবাহ হইতে—উৎপন্ন হইয়াছ, তাহা আমরা জানি।

সোম-সম্বন্ধে একটী মন্ত্র দেখুন :—

"সোমং মন্যতে পপিবান্যৎ
সংপিষন্তি ওষধিম্।
সোমং যং ব্রহ্মাণো বিদু
র্ন তস্যাশ্নাতি কশ্চন" ॥১০।৮৫।৩

"অয়মক্নণো দুষসঃ সপত্নীঃ,
অয়ং সূর্য্যে অদধাৎ জ্যোতিরন্তঃ।
অয়ং ত্রিধাতু দিবি রোচনেষু
ত্রিতেষু বিন্দদমৃতং নিগূঢ়ম্" ॥৬।৪৪।২৩

সাধারণ মনুষ্য সোমলতাকে পেষণ করিয়া, তাহা হইতে রস বাহির করতঃ, পান করিয়া থাকে এবং উহারা সোমকে চিনিতে পারিয়াছে বলিয়াই মনে করে। কিন্তু সোম! তাহা নহে, তাহা নহে। তোমার স্বরূপটিকে উহারা জানিতে পারে নাই, জানিতে পারে নাই। স্থূল পান-যোগ্য ওষধি,—এটি তোমার প্রকৃত স্বরূপ নহে। স্তোতাগণ জানেন যে, প্রকৃত সোমকে কেহ পান করিতে পারে না, উহা পানের যোগ্য নহে। এই সোম, উষা সুন্দরীকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সোমই সূর্য্যের অভ্যন্তরে জ্যোতিঃ নিহিত করিয়াছেন। সোম ত্রিধাতু ;—সত্ত্ব, রজঃ, তমেরই রূপান্তর। আকাশ, অন্তরীক্ষ ও ভূলোক,—এই

তিন উজ্জ্বল লোকের মধ্যে, আকাশে গূঢ়ভাবে যে অমৃত (অবিনাশী সত্তা) অবস্থান করিতেছে, সোমই তাহাকে লাভ করিয়াছেন। অর্থাৎ সৌর-জগতের অভিব্যক্তিতে সোমই উহার প্রধান উপাদান।

ইন্দ্র সম্বন্ধে শুনুন্ঃ—

"চত্বারি তে অসূর্য্যাণি নাম
অদাভ্যাণি মহিষস্য সন্তি।
ত্বমঙ্গ! তানি বিশ্বানি বিৎসে
যেভিঃ কর্ম্মাণি মঘবন্! চকর্থ"॥
"ত্বং বিশ্বা দধিষে কেবলানি
যানি আবি র্যাচ গুহা" ॥১০।৫৪।৪-৫
"মহত্তন্নাম গুহ্যং পুরুস্পৃক্
যেন ভূতং জনয়ো যেন ভব্যম্।
প্রত্নং জাতং জ্যোতির্যদস্য
প্রিয়ং প্রিয়াঃ সমবিশন্ত পঞ্চ ॥১০।৫৫।৩

হে ইন্দ্র! তোমার চারিটী নাম আছে; এই চারিটী নামই 'অসূর্য্য'—সূর্য্যোপলক্ষিত স্থানের উর্দ্ধে অবস্থিত। তুমি দুর্দ্ধর্ষ; কেহই তোমার পরাক্রমের বাধা দিতে পারে না। ঐ গূঢ় নাম দ্বারাই তুমি বিশ্বের তাবৎ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া থাক। তোমার যে সকল নাম প্রকাশিত এবং যে সকল নাম অতীব নিগূঢ়, তুমি উভয় প্রকার নামই ধারণ কর। স্থূল নাম ব্যতীতও হে ইন্দ্র! তোমার একটী মহৎ নিগূঢ় নাম আছে, তদ্দ্বারা তুমি সকল বস্তুকে স্পর্শ করিয়া বর্ত্তমান আছ এবং তদ্দ্বারাই ভূত ও ভবিষ্যৎকালে সকল পদার্থ উৎপন্ন করিয়া থাক। যে সকল জ্যোতির্ম্ময় পুরাতন প্রিয় বস্তু আছে, তৎসমস্ত

উহারি দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে, এবং তাহারি দ্বারা পঞ্চজনপদের মনুষ্য উপকার লাভ করিয়া থাকে। (অথবা এই অর্থও হইতে পারে—তোমার পুরাতন গূঢ় নামটীর জ্যোতি তোমার অতি প্রিয় এবং উহাই পঞ্চজনপদবাসী লোকে প্রবিষ্ট আছে)।

সূর্য্যের একটী মন্ত্র দেখুন্—

"দ্বে তে চক্রে সূর্য্যে ব্রহ্মাণ ঋতুথাবিদুঃ।
অথৈকং চক্রং যদ্গুহা তদদ্ধাতয় ইদ্বিদুঃ ॥১০।৮৫।১৬

হে সূর্য্য! যখন যখনই কাল-প্রভাবে সম্প্রদায়-ধ্বংসের পর পুনরায় তত্ব-সমূহ প্রাদুর্ভূত হয়, তখন তখনই তত্ত্বদর্শী পুরুষগণ, কল্পে কল্পে, তোমার যে দুইটী চক্র আছে তাহা জানিতে পারেন। তন্মধ্যে একটী চক্র অতীব নিগূঢ়;—প্রকৃত চিন্তাশীল ব্যক্তি ব্যতীত, তোমার সে চক্রটীকে কেহ জানিতে পারে না।

বিষ্ণুর একটী মন্ত্র শুনুন্—

"তৎ বিপ্রাসো বিপণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে।
বিষ্ণোর্যৎপরমং পদম্" ॥১।২২।২১

বিষ্ণু যে তিনটী পদ দ্বারা এই বিশ্বের তিন স্থানকে আক্রমণ করিয়া রহিয়াছেন, তদ্ব্যতীতও তাঁহার একটী পরম-পদ আছে। যাঁহারা মেধাবী ও সতত জাগরণশীল, কেবল তাঁহারাই প্রজ্বলিত যজ্ঞে সেই পরম পদটীকে দেখিতে পান।

বায়ু সম্বন্ধে মন্ত্র দেখুন্—

"যদদো বাত! তে গৃহে অমৃতস্য নিধির্হিতঃ *। ১০।১৮৬।৩

---

* পাঠক এই মন্ত্রটীও দেখুন্—"দ্বা বিমৌ বাতৌ বাত আসিন্ধোরা-পরাবতঃ। দক্ষং তে অন্য আবাতু, পরান্যো বাতু যদ্রপঃ" (১০।১৩৭।

হে বায়ুদেব ! তোমার গৃহে একটী অমৃতের নিধি নিহিত রহিয়াছে।

এই প্রকারে, সকল দেবতা সম্বন্ধেই, একটী "গূঢ়" স্বরূপের কথা সর্ব্বত্র বলা হইয়াছে। দেবতাবর্গের মধ্যে যে কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তা অনুপ্রবিষ্ট আছে,—দেবতাবর্গ যে মহাসত্তার বিকাশ—এতদ্বারা তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। তত্ত্বদর্শীগণ জানিতেন যে, ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য্য, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাবর্গ, ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত 'স্বতন্ত্র' বস্তু নহে এবং এই সকল দেবতার মধ্যে ব্রহ্মসত্তারই পূজা সম্পাদিত হইয়া থাকে। ইহা না হইলে, প্রত্যেক দেবতার মধ্যে এই "গূঢ়" স্বরূপের কথা বলিবার কোনই তাৎপর্য্য থাকে না।

পাঠকবর্গ অবশ্যই দেখিয়াছেন, উপনিষদের অনেক স্থলে ব্রহ্মকে—চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, আদিত্যের আদিত্য * প্রভৃতি-

---

২)। বায়ু দুইটী। একটী সমুদ্র হইতে বহিয়া আসিতেছে ; অপরটী অতিদূর (বিশ্বাতীত) স্থান হইতে বহিয়া আসিতেছে। হে রোগী ! একটী বায়ু তোমার রোগনাশ করিয়া, তোমাকে বলদান করুক্। অপর বায়ু তোমার অন্তরস্থ পাপধ্বংস করুক্। [জড়বায়ু কি প্রকারে পাপধ্বংস করিবে ?]

* ছান্দোগ্য উপনিষদে সূর্য্য সম্বন্ধে আছে—"উৎবয়ংতমসঃ পরি, জ্যোতিঃপশ্যন্ত উত্তরং। দেবং দেবত্রা সূর্য্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্", ৩।৫।১৫-১৭। এ স্থলে সূর্য্যের তিনটী প্রকার বর্ণিত হইয়াছে। যেটী স্থূল সূর্য্য, সেটী 'উৎ' ; যে সূর্য্য দেবতার মধ্যে দেবতা, তাহা 'উত্তর' এবং যেটী প্রকৃত সূর্য্য-জ্যোতি, তাহা 'উত্তম' সূর্য্য।

উত্তম সূর্য্যই—ব্রহ্মবস্তু। এইটীও ঋগ্বেদেরই একটী মন্ত্র এবং

রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। চক্ষু, শ্রোত্র, মন, সূর্য্য প্রভৃতি কার্য্য-বর্গের মধ্যে যে কারণ-সত্তা অনুস্যূত আছে, সেই সত্তাটীকে নির্দ্দেশ করাই, এই প্রকার উক্তির লক্ষ্য। আমরা ঋগ্বেদেও এই প্রণালী দেখিতে পাই। অগ্নি, সূর্য্যাদির মধ্যে যে একটা "নিগূঢ়" স্বরূপ আছে এবং অগ্নি সূর্য্যাদি দেবতা যে পার্থিব ধন ব্যতীতও একটা 'নিগূঢ় ধন' সাধককে দিতে পারেন, এ কথা বহুসূক্তে আছে। কিন্তু এই কথা বলিয়াও, ঋগ্বেদে এরূপ প্রশ্ন অনেক স্থলে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে যে,—"প্রকৃতপক্ষে সূর্য্য কতটী, প্রকৃত যজ্ঞীয় অগ্নি কোন্‌টী"? এ প্রকারের প্রশ্নের উত্তরও সেই কারণ-সত্তা।

"কত্যগ্নয়ঃ কতি সূর্য্যাসঃ?
কত্যুষাসঃ কত্যুস্বি দাপঃ?
নোপস্বিজং বঃ পিতরো বদামি,
পৃচ্ছামি বঃ কবয়োবিদ্মনে কম্ ॥ ১০।৮৮।১৮
"যত্রাবদেতে অবরঃ পরশ্চ,
যজ্ঞন্যোঃ কতরো নৌ বিবেদ?
আশেকুরিৎ সধমাদং সখায়ো-
নক্ষন্ত যজ্ঞং ক ইদং বিবেদ? ॥ ১০।৮৮।১৭

ঋগ্বেদ হইতেই ছান্দোগ্যে গৃহীত। উপনিষদে আকাশকেও দুই প্রকার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। একটী 'বায়ুরংখং," অপরটী "পুরাণংখং"। —বায়ুবিশিষ্ট আকাশ—জড়ীয় ভূতাকাশ। পুরাণ আকাশই—ব্রহ্ম-বস্তু। ইহাকেই "পরম-ব্যোম" বলিয়া ঋগ্বেদে বলা হইয়াছে। সুতরাং সকল জড় বস্তুরই দুইটী রূপ ॥

হে পিতৃপুরুষগণ! আমরা অজ্ঞান, মূঢ়; একটী কথা তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই। তোমরা সকল গূঢ় রহস্যই অবগত আছ। সেই কথাটী আমাদিগকে বলিয়া দাও। প্রকৃতপক্ষে সূর্য্যদেবতা কয়টী? উষা দেবীই বা কয়টী? আপ্ দেবতাই বা কয়জন? আমরা তর্ক করিবার অভিপ্রায়ে ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছি না; আমরা জানিতে পারিব বলিয়াই জিজ্ঞাসা করিতেছি। অগ্নির মধ্যে একটী পর (শ্রেষ্ঠ) এবং একটী অবর (নিকৃষ্ট) অগ্নি। এই দুই অগ্নির মধ্যে প্রকৃত যজ্ঞীয় অগ্নি কোন্‌টী? আমাদের মধ্যে কে ইহার তত্ত্ব অবগত আছেন?

এ স্থলে স্পষ্ট করিয়া, সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতির যে দুইটী রূপ,—একটী কার্য্যাংশ স্থূল, অপরটী তন্মধ্যগত কারণ-সত্তা—ইহা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যেটী অগ্নির 'অবর' বা স্থূল রূপ, সেইটীতে সকলে যজ্ঞনির্ব্বাহ করেন বটে, কিন্তু যেটী 'পর' বা উৎকৃষ্ট অগ্নি, তাহাই প্রকৃত যজ্ঞার্হ অগ্নি।

স্থূল, জড়, অগ্নি-সূর্য্যাদি পদার্থের মধ্যে যে একটী নিগূঢ়, অমৃত, অবিনাশী রূপ বা সত্তা আছে, তদ্বিষয়ে বৈদিক ঋষিদিগের চিত্তে কেবল যে জিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছিল তাহা নহে; সেই গূঢ় সত্তাটীই যে অগ্নি-সূর্য্যাদির প্রকৃত রূপ, উহাই যে প্রকৃতপক্ষে যজ্ঞের উপযোগী এবং উহাই যে ভাবনার যোগ্য, তাহা প্রত্যেক মণ্ডলের বহু সূক্তে নানাভাবে বুঝিতে পারা যায়। পরমার্থদর্শীগণ, ব্রহ্মপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে, দেবতাবর্গের মধ্যে ব্রহ্মসত্তারই অনুসন্ধান করিতেন এবং অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্টাধিকারীগণ, দেবতাবর্গকে 'স্বতন্ত্র', 'স্বাধীন' বস্তুবোধে, ঐহিক ধনজন ও স্বর্গপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ করিতেন। সাধকের মধ্যে এই ভেদ, ঋগ্বেদের সর্ব্বত্রই বড় সুস্পষ্ট। উপনিষদেরও ইহাই

তত্ত্ব। উপনিষদের এই তত্ত্বটী মূলতঃ ঋগ্বেদ হইতেই যে গৃহীত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অবতরণিকায় বিস্তৃত-ভাবে এ বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(শক্তির একত্ব-প্রতিপাদন।)

১। প্রথম অংশ।

পরদিন, বিদর্ভ-নগর হইতে সমাগত ভার্গব, আচার্য্য পিপ্পলাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া, বিনীত-ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ভগবন্! কোন্ কোন্ দেবতা এই স্থূল শরীরকে ধারণ করিয়া আছেন, আমি তাহাই জানিতে ইচ্ছা করি। বাহিরে এবং ভিতরে, কোন্ কোন্ শক্তি আপন আপন কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে এবং সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠই বা কে? আমি এই সকল বিষয় জানিতে উৎসুক হইয়াছি; দয়া করিয়া আমার সন্দেহের অপনোদন করুন"।

আচার্য্য পিপ্পলাদ বলিতে লাগিলেন—

"মহাশয়! ইতঃপূর্ব্বে আমি যে প্রাণ ও রয়ি নামক মিথুনের কথা বলিয়াছিলাম, বোধ করি আপনি তাহা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়াছেন। ক্রমবিকাশের নিয়মে, এই মিথুনই দেহ ও ইন্দ্রিয়রূপে প্রাণীর শরার-গঠন করে। গর্ভস্থ ভ্রূণে সর্ব্বপ্রথমে প্রাণশক্তির অভিব্যক্তি হয় *। এই

---

* "গর্ভস্থে হি পুরুষে প্রাণস্য বৃত্তিঃ..... পূর্ব্বং লব্ধাত্মিকা ভবতি।

প্রাণশক্তি রস-রুধিরাদির পরিচালনা করিয়া যতই বিবৃদ্ধ হয়, ততই উহার আশ্রয় রয়িশক্তি শরীরের গঠন ও পুষ্টি করিতে থাকে। রয়ি যতই ঘনীভূত হইয়া দেহ ও দেহাবয়বরূপে পরিণত হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে প্রাণশক্তি চক্ষু-কর্ণাদি বিবিধ ইন্দ্রিয়-শক্তিরূপে বিকাশিত হইতে থাকে। সুতরাং দেহের স্থূলাংশের উপাদান—রয়ি; এবং ইন্দ্রিয়াদির উপাদান—প্রাণ। প্রথম দিবসের উপদেশে এই তত্ত্ব বিশেষ করিয়া বলিয়াছি। দেহ-গঠনের ইহাই নিয়ম। এই জন্যই দেহকে 'কার্য্য-করণাত্মক' বলা হইয়া থাকে *। আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী—এই পাঁচ স্থূল ভূত এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় †—এই সকল লইয়াই দেহ। রয়ি বা অন্নাংশই পরিণত হইয়া জল ও পৃথিবীরূপে অভিব্যক্ত হয় এবং অবশেষে দেহ ও দেহাবয়ব গঠন করে। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ বা অন্নাদ-

যথা গর্ভো বিবর্দ্ধতে, চক্ষুরাদি-স্থানাবয়ব-নিস্পত্তৌ সত্যাং পশ্চাৎ বাগাদীনাং বৃত্তিলাভঃ"—শঙ্কর, বৃহৎ ভাষ্যং। "দেহান্তঃ প্রাণঃ সর্ব্বক্রিয়া-হেতুঃ। যাশ্চ তাঃ সর্ব্বজ্ঞানহেতুভূতাঃ চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো-বাগিত্যেতাঃ প্রাণাপানয়োর্নিবিষ্টাঃ......তদনুবৃত্তয়ঃ"—ঐতরেয়ারণ্যক-ভাষ্য, ২।৩।

* কার্য্য—স্থূলাংশ (Matter)। করণ—ইন্দ্রিয়াংশ (Motion ; functions)।

† কর্ম্মেন্দ্রিয়—বাক, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থেন্দ্রিয়। জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষুঃ, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, নাসা ও ত্বগিন্দ্রিয়।

অংশই বিকাশিত হইয়া বায়ু, তেজরূপে ব্যক্ত হয় এবং অবশেষে দেহমধ্যে ইন্দ্রিয়াদি শক্তিরূপে ব্যক্ত হয় *।

কার্য্য ও করণ—এই উভয় অংশই একত্রে এইরূপে দেহ-ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ইহারা দেহকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে বলিয়াই দেহ, বিশীর্ণ ও শিথিল হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে পারিতেছে না। একদা দেহস্থ ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়বর্গ পরস্পর বিবাদ করিতে আরম্ভ করিল এবং সকলেই আপন আপন বিক্রমের কথা গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল। সকলেই বলিতে লাগিল যে, তাহারা না থাকিলে দেহ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া যাইবে। ইন্দ্রিয়বর্গকে বিবাদ-পরায়ণ দেখিয়া, উহাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সেই প্রাণশক্তি উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন— "তোমরা বৃথা অভিমানে স্ফীত ও বিমূঢ় হইতেছ কেন? তোমাদের এ গর্ব্ব বৃথা। তোমরা মনে করিতেছ যে তোমাদের একের অভাবে শরীর বিশীর্ণ হইয়া, মৃতবৎ নিশ্চল হইয়া যাইবে, কিন্তু নিশ্চয় জানিও, তোমাদের এ অভিমানের মূলে কোন সত্য নাই। আমিই এ দেহকে † ধারণ করিয়া—

---

* এ সকল কথা এ স্থলে সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত হই ইহার বিশেষ বিবরণ, দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকায় 'সৃষ্টিতত্ত্বে' প্রদত্ত হইয়াছে।

† মূলে "বান" শব্দ আছে। বিনাশ প্রাপ্ত হয় এই অর্থে অথবা একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমন করিয়া থাকে এই অর্থে, বান—শরীর—আনন্দগিরি।

আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছি, তাই এ দেহ রহিয়াছে এবং ক্রিয়া-নির্ব্বাহ করিতে পারিতেছে, জানিবে। আমি কার্য্য-ভেদ-বশতঃ, নিজকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া * দেহে অবস্থান করিতেছি। আমি যদি এখনই এই দেহ পরিত্যাগ করি, দেখিবে শরীর বিশীর্ণ হইয়া পড়িয়া যাইবে"।

কোন ইন্দ্রিয়ই প্রাণের এই বাক্যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিল না দেখিয়া, প্রাণশক্তি অভিমান-ভরে, স্বীয় বিক্রম দেখাইবার উদ্দেশ্যে, শরীর ছাড়িয়া যাইবার উপক্রম করিল। কিন্তু তখনই দেখা গেল যে, প্রাণশক্তির দেহ পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গও স্ব স্ব ক্রিয়াচ্যুত হইতে আরম্ভ করিল। উহারা কেহই আর আপন আপন নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়া করিতে সমর্থ হইল না। যেমন মধুকর-রাজ কোন স্থান হইতে উড্ডান হইলে সেই দলের সকল মধুকরই সঙ্গে সঙ্গে উড্ডান হইয়া থাকে; আবার যে স্থলে মধুকর-রাজ উপবেশন করে, সকল মধুকরই তথায় বসিয়া পড়ে;—অর্থাৎ মধুকরগণ যদ্রূপ উহাদের রাজার একান্ত বশীভূত ও অনুগত, তদ্রূপ বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মন প্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয়ই প্রাণশক্তির পরাক্রম বুঝিতে পারিয়াছিল এবং আপন আপন অভিমান পরিত্যাগ

* প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান—মুখ্যপ্রাণশক্তির এই পাঁচ প্রকার ভেদ। শরীরের ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার ভেদেই এই বিভাগ। পরে ইহাদের বিশেষ বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

করিয়া, প্রাণশক্তিরই একান্ত অনুগত ও বশংবদ হইয়া, দেহে অবস্থান করিতে লাগিল *।

এই প্রাণশক্তি ভূলোকে অগ্নিরূপে প্রজ্বলিত হইয়া রহিয়াছে। ইহাই আকাশে সূর্য্যরূপে তাপ ও আলোক প্রদান করিয়া থাকে। অন্তরীক্ষে ইহাই, বায়ু বা উনপঞ্চাশৎ মরুদগণ রূপে, নক্ষত্র-চক্র ও মেঘমণ্ডলীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে †। চন্দ্র—প্রাণেরই রূপান্তর; ইহাই চন্দ্ররূপে ও পর্জ্জন্য (মেঘ)-

* দৈহিক সকল ক্রিয়ারই মূল এই প্রাণশক্তি। অপর ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াগুলি এই প্রাণশক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ। মন ও প্রাণ—মূলতঃ একই শক্তি। যখন প্রাণশক্তি বিবিধ ক্রিয়ার বিকাশ করে, তখন তদ্দারা আত্মার যে খণ্ড খণ্ড জ্ঞানের বিকাশ প্রতীত হইতে থাকে, সেই জ্ঞানগুলির দিকে লক্ষ্য করিয়াই, সেই খণ্ড খণ্ড বিজ্ঞান গুলির সাধারণ নাম 'মনঃ' বলা হয়; ক্রিয়ার দিকে লক্ষ্য করিয়া, সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার সাধারণ নাম—'প্রাণ'। "প্রজ্ঞাত্মা (মন) প্রাণ এবৈকো মিলিম্বোপাধিরিষ্যতে। দ্বয়োর্মূর্তৌ জীবনে চ সহভাবাৎ তদেকতা"। "ইন্দ্রিয়াণাং প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ 'প্রজ্ঞা'লোচনপূর্ব্বিকা। 'প্রাণ'-বায়ু প্রেরিতাচেত্যেবং লোকে ব্যবস্থিতিঃ"।—বিদ্যারণ্যকৃত "অনুভূতি প্রকাশ" (কৌষীতকী বিবরণ)।

† বায়ু, সূর্য্য ও অগ্নি,—একই শক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা বিকাশ-মাত্র। ঋগ্বেদে এই তত্ত্ব অতীব পরিস্ফুট। আমরা দেখিয়াছি, উপ-নিষদের মতে, প্রাণশক্তি সর্ব্বপ্রথমে সূক্ষ্ম-স্পন্দনরূপে বিকাশিত হয় এবং উহাই তেজ, আলোকাদির আকারে সৌর-জগতের সৃষ্টি করে। ঋগ্বেদে স্পন্দন শব্দ নাই; তৎপরিবর্ত্তে 'মাতরিশ্বা' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। "মাতরি অন্তরীক্ষে শ্বসতীতি মাতরিশ্বা"। অন্তরীক্ষে যাহা নিঃশ্বাসবৎ ক্রিয়া করে তাহাই মাতরিশ্বা। স্পন্দন অপেক্ষাও বোধ হয় এই শব্দটী অধিকতর উপযোগী। শক্তি—Pulsation রূপে, Rhythm

রূপে, ওষধি ও শস্যাদির উপচয় ও পুষ্টিসাধন করিতেছে। এই প্রাণই পৃথিবীরূপে সকল প্রাণীর আশ্রয়দাতা *।

রূপে—ছন্দোরূপে (তালেতালে) কার্য্য করে; বিজ্ঞান ইহা বলিয়া দিয়াছে। এই Pulsation বা Rhythm বুঝাইতে 'শ্বাস' শব্দই বোধ হয় বেশী উপযোগী। এই স্পন্দন বা মাতরিশ্বা—অগ্নি বা তেজরূপে ব্যক্ত হয়। বায়ুরই ঘনীভূত অবস্থা—তেজ। সুতরাং বায়ু ও তেজ,—স্পন্দনেরই রূপান্তর। ঋগ্বেদে ইহা অতীব সুস্পষ্ট। "আবিরগ্নির ভবন্মাতরিশ্বনে"। "মাতরিশ্বা যদমিমীত মাতরি, বাতস্য সর্গোঽভবৎ সরীমণি"। এই সকল মন্ত্রে এ কথা স্পষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে। এক তেজই যে আবার সূর্য্য, বায়ু বা বিদ্যুৎ ও অগ্নিরূপে অবস্থিত তাহাও বেদে সুস্পষ্ট। "অর্ক স্ত্রিধাতুঃ রজসো বিমানঃ" (৩।২৬।৭) "পার্থিবোঽগ্নির্ভূত্বা...অন্তরীক্ষে বিদ্যুদাত্মনা দিবি সূর্য্যাত্মনা" (নিরুক্ত, ১২।১৯)। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৮।২৮) আছে—"আদিত্যোবৈ অস্তংযন্ অগ্নিমনুপ্রবিশতি। অগ্নির্বৈ উদ্বন্ বায়ুমনু প্রবিশতি। বায়োরগ্নির্জায়তে। প্রাণাদ্ধি বলাৎ মথ্যমানোঽধিজায়তে"। পাঠক দেখুন্ শক্তির রূপান্তর ধারণের তত্ত্ব প্রাচীনকালে অজ্ঞাত ছিল না।

* চন্দ্র, জলীয় উপাদান-বহুল। চন্দ্রকে এইজন্য উপনিষদে "পাণ্ডরবাসাঃ" বলে। স্পন্দন যখন করণাকারে (Motion) ও কার্য্যাকারে (Matter) বিকাশিত হয়, তখন উহার করণাংশ যেমন তেজ, আলোকাদিরূপে বিকীর্ণ হইতে থাকে, উহার কার্য্যাংশও সঙ্গে সঙ্গে ঘনীভূত হয়। এই ঘনীভবনের প্রথমাবস্থা জল, শেষ অবস্থা পৃথিবী। সুতরাং জল এবং পৃথিবীও—শক্তিরই রূপান্তর। এতত্ত্ব ঋগ্বেদ জানিতেন কি না? "কইংবোনিণ্যমাচিকেত? বৎসোমাতৃর্জনয়ত স্বধাভিঃ। বহ্বীনাংগর্ভো অপসামুপস্থাৎ, মহান্ কবিঃ নিশ্চরতি স্বধাবান্" (১।৯৫।৪) এইমন্ত্রে অগ্নিকে 'স্বধাবান্' বলা হইয়াছে এবং এই স্বধা হইতে জল উৎপন্ন হয়, বলা হইয়াছে। বেদে স্বধা অর্থ—অন্ন, অর্থাৎ শক্তির কার্য্যাংশ (Matter) দ্বিতীয়খণ্ড, ১৭৬ পৃষ্ঠা হইতে ১৮২ পৃষ্ঠা দেখ।

এই প্রাণশক্তি ইন্দ্ররূপে * জীববর্গের কত কল্যাণসাধন করিতেছে এবং শত্রুবিনাশাদি করিতেছে। যাহা স্থূল, বিনাশী, মূর্ত্ত এবং যাহা সূক্ষ্ম, অবিনাশী, অমূর্ত্ত—সমস্তই প্রাণশক্তির বিকাশ বা অবস্থা-ভেদ মাত্র। রথ-নাভিতে যেমন উহার অর-গুলি † গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ বায়ু, জল, বুদ্ধি, মন প্রভৃতি ষোড়শ-কলা ‡ এই প্রাণশক্তিকে অবলম্বন করিয়াই বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঋক্ (পদ্যাত্মক), সাম (গানাত্মক) ও যজুঃ (গদ্যাত্মক) প্রভৃতি মন্ত্র; এই সকল মন্ত্র-নিষ্পাদ্য বৈদিক যজ্ঞগুলি; এবং এই যজ্ঞাদি কর্ম্মের অধিকারী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদি জাতি,—প্রাণেরই আশ্রয়ে অবস্থিত। প্রাণই

* বেদে যাঁহাকে ইন্দ্র বলা হইয়াছে, ইনি পৃথিবীতে বিকাশিত সকল বলেরই প্রতিনিধি স্বরূপ। শঙ্কর বেদান্ত-ভাষ্যেও বলিয়াছেন—"যা কাচ বলকৃতিঃ, স ইন্দ্রঃ"। যেখানে বলের ক্রিয়া, তাহাই 'ইন্দ্র' নামে বিদিত। "বিশ্বস্য কর্ম্মণো ধর্ত্তাসি" (ঋগ্বেদ, ১।৩।)।
যখন পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছিল, তখন বিপুল বাষ্পরাশি পৃথিবীকে গাঢ়-তররূপে সমাচ্ছন্ন করিয়াছিল। এই বাষ্প বিপুল বৃষ্টিরূপে বর্ষিত হইয়া, নদীর জল ও পর্ব্বতাদির অভিব্যক্তির সম্ভব হইয়াছিল। ইহা ইন্দ্রের কার্য্য বলিয়া বেদে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। বেদে রুদ্ধজলের নাম—বৃত্রাসুর বা অহি। রুদ্ধজলকে প্রবাহিত করাইয়াছিলেন বলিয়া, ইন্দ্র বৃত্রহন্তা।

† নাভি—Navel. অর—Spokes of a wheel.

‡ এই ষোড়শ-কলার বিবরণ, চতুর্থ পরিচ্ছেদে দেখ।

সকল। এই প্রাণশক্তিই, পিতৃ-শুক্ররূপে ও মাতৃ-শোণিত রূপে এবং গর্ভে ভ্রূণদেহরূপে পরিণত হয় *। দৈহিক প্রাণ-শক্তিই—চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয়বর্গে অনুগত হইয়া রহিয়াছে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ স্ব স্ব উপলব্ধিগুলিকে † এই প্রাণের নিকটেই অর্পণ করে। এই প্রাণশক্তিই বিষয়-বিজ্ঞানের ‡ মূলে অবস্থিত।

ইন্দ্রাদি আধিদৈবিক পদার্থের মধ্যে অগ্নিই দেব-শ্রেষ্ঠ; কেন না, অগ্নিই যজ্ঞীয় হবির বহনকর্ত্তা,—অগ্নিতেই মুখ্যরূপে কারণ-সত্তা বা ব্রহ্মসত্তার উপাসনা সিদ্ধ হইয়া থাকে §। প্রাণই —সেই অগ্নির আকার ধারণ করিয়াছে। পিতৃলোকের

* এ সকল কথা বিস্তৃতভাবে শঙ্করভাষ্য হইতে উদ্ধৃত করিয়া, দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকায় দেখান হইয়াছে। প্রাণশক্তিই দেহাকার ধারণ করিয়া বর্ত্তমান আছে। জীবের বাহ্যিক দেহাবয়ব এবং দেহস্থ ইন্দ্রিয়াদি—প্রণেরই অভিব্যক্তি,—এই কথাই বলা হইয়াছে।

† ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধি—Sensations.

‡ বিষয়-বিজ্ঞান—Perception.

§ অগ্নিতে—দ্রব্যাত্মক ও ভাবনাত্মক উভয়বিধ যজ্ঞই আচরিত হইয়া থাকে। শঙ্করাচার্য্য কঠোপনিষদের ভাষ্যে, ২।১।৮ মন্ত্রের উভয় প্রকার ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। সেটী ঋগ্বেদেরই একটী মন্ত্র। সুতরাং ঋগ্বেদে যে কর্ম্মমার্গ ও জ্ঞানমার্গ উভয় মার্গেরই যজ্ঞ বিহিত আছে, ভাষ্যকার তাহা বিশ্বাস করিতেন। ভাষ্যকারের এই বিশ্বাস লক্ষ্য করিয়া, আমরা এস্থলেও দুইরূপ ব্যাখ্যা দিলাম। অবতরণিকা দেখ।

উদ্দেশ্যে "স্বধা" নামক যে অন্ন প্রদত্ত হয়, তাহাও এই প্রাণেরই রূপান্তর। প্রাণক্রিয়ার অভাবে অঙ্গের শোষ উপস্থিত হয়—দেহাবয়ব শুষ্ক হইতে থাকে; সুতরাং দেহস্থ অপান, ব্যান প্রভৃতি ক্রিয়ার মধ্যে প্রাণই সারভূত—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ যে দেহধারণাদি চেষ্টা করিতেছে, সে চেষ্টার মূলে প্রাণই অবস্থিত। কেন না, প্রাণেরই অংশ ইন্দ্রিয়-গুলিতে অনুপ্রবিষ্ট। জগতের বিকাশ-কালে প্রাণশক্তিই বিকাশিত হইয়াছিল *। বিশ্বের স্থিতিকালে প্রাণই বিশ্বের রক্ষক এবং বিশ্বের প্রলয়-কালে প্রাণই রুদ্ররূপে সকল সংহার করিয়া থাকে †। প্রাণই—সকল জ্যোতির অধিপতি সূর্য্য-রূপে

* মূলে 'ইন্দ্র' শব্দ আছে। ইন্দ্রের অর্থ এস্থলে ঈশ্বর। জগতের উপাদান 'অব্যক্ত' শক্তির সঙ্গে সঙ্গে যে চৈতন্য বর্ত্তমান, তাঁহারই নাম 'ঈশ্বর' বা সগুণ ব্রহ্ম। দ্বিতীয় খণ্ড দেখ।

† আনন্দগিরি বলিয়াছেন—বিষ্ণুরূপে প্রাণ, জগতের পালক। বিশ্বে যে শক্তি অবিরত পালন ও পোষণ কার্য্যে নিযুক্ত আছে, ঋগ্বেদে তাহাই প্রধানতঃ 'বিষ্ণুদেবতা' নামে পরিচিত। আকাশ, অন্তরীক্ষ, ভূলোক—এই তিন লোকে বিষ্ণুর তিনপাদ। ইঁহার চতুর্থ পাদ—অবিনাশী মধুপূর্ণ। (ঋগ্বেদ, ১।১৫৪।৫,৪ ; ১।২২।২১ প্রভৃতি দেখ)। জগতে যাহা বিনাশক-শক্তি, যে শক্তি জগতে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বিনাশকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে, ঋগ্বেদে উহাই 'রুদ্র-দেবতা' নামে পরিচিত। (ঋগ্বেদ, ২।৩৩।১০; ৭।৪৬।১ ; ১।১১৪ প্রভৃতি দেখ।) শক্তির বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার সঙ্গে যে চৈতন্য বর্ত্তমান আছেন, সেই চৈতন্য-মিলিত শক্তির বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াকে লক্ষ্য করিয়াই, ঋগ্বেদে ভিন্ন ভিন্ন 'দেবতার' নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

আকাশে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। প্রাণই যখন মেঘ-রূপে * ভূলোকে বারি-ধারা বর্ষণ করে, তখন বর্ষণ-প্রভাবে ব্রীহী-যবাদি শস্যের পুষ্টি হয় এবং সেই শস্য-ভক্ষণে জীবের জীবন-সামর্থ্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় †। সুতরাং জীববর্গ যে বৃষ্টি দর্শনে আনন্দিত হয়, প্রাণই তাহার মূল কারণ।

প্রাণই সর্ব্বপ্রথমে সূক্ষ্ম-স্পন্দন রূপে বিকাশিত হইয়াছিল, সুতরাং উহা বিশুদ্ধ—বিকৃতি রহিত ‡। প্রাণই 'একর্ষি' নামক অগ্নি। ইনি 'করণ'রূপে সকল ভোজ্যের ভোক্তা §। ইহাই আবার 'কার্য্য' রূপে সকলের ভোজ্য। প্রাণশক্তি আকাশে স্পন্দনরূপে—মাতরিশ্বারূপে বিকাশিত হয়। স্থূল বায়ু—এই মাতরিশ্বা বা স্পন্দনের প্রথম অভিব্যক্তি ¶।

---

* "আপশ্চ পৃথিবী চ অন্নং; এতন্ময়ানি হি অন্নানি ভবন্তি। জ্যোতিশ্চ বায়ুশ্চ অন্নাদম্। এতাভ্যাং হি ইদং সর্ব্বমন্নমভ্যাবপনমাকাশঃ। আকাশেহীদং সর্ব্বং সমোপ্যতে"।—ঐতরেয়ারণ্যক-ভাষ্যে শঙ্কর। মেঘ, জলেরই ঘনীভূত অবস্থা। শক্তির 'কার্য্যাংশ' (Matter) হইতেই জল ব্যক্ত হয়।

† "অন্নেন হি দামস্থানীয়েন প্রাণোবদ্ধঃ......প্রাণস্য স্থিতিকরং ভবতি"—ঐ আং ভাষ্য। "অন্নে দেহাকারে পরিণতে প্রাণস্তিষ্ঠতি, তদনুসারিণ্যশ্চ বাগাদয়ঃ"—বৃহদারণ্যক-ভাষ্য।

‡ স্পন্দন যখন হইতে করণাকারে ও কার্য্যাকারে প্রকাশ পাইল; উহাই স্পন্দনের দেশকাল-বদ্ধ রূপ। সুতরাং ইহা বিকৃত বা খণ্ড খণ্ড।

§ করণ—Motion; কার্য্য—Matter।

¶ শ্রুতির আকাশ অর্থে ভৌতিক-আকাশ। স্পন্দনশক্তিসমন্বিত

সুতরাং বায়ুর জনক আকাশ এবং আকাশের জনক প্রাণশক্তি। এই জন্য প্রাণশক্তিকে জগতের ‘পিতা’ বলা যায়।

প্রাণেরই অংশ, বাগিন্দ্রিয়ের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া শব্দোচ্চারণ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। প্রাণেরই অংশ,—শ্রবণেন্দ্রিয়ে, চক্ষুরিন্দ্রিয়ে এবং মনে অনুগত—অনুস্যূত—রহিয়া স্ব স্ব ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতেছে *। সংকল্প-বিকল্পাত্মক মনে প্রাণের যে অংশ অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে, সর্ব্বদা প্রার্থনা করি, যেন সেই অংশ কদাপি আমাদের অকল্যাণ সাধন না করে; আমাদের মন সর্ব্বদা শুভবিষয়ের সঙ্কল্প করুক্! বিশ্বের তাবৎ বস্তুই প্রাণশক্তির আয়ত্তাধীন। আকাশেও অন্তরীক্ষে সূর্য্যাদি দেবগণের যাহা ভোগ্য, তাহা প্রাণ দ্বারাই পরিরক্ষিত হইতেছে। স্নেহময়ী জননী যেমন স্বীয় শিশুটিকে বুকে রাখিয়া পালন করেন, হে প্রাণশক্তি! তুমি আমাদিগকে সেইরূপ স্নেহে পালন ও রক্ষা কর। আমাদিগকে ব্রাহ্মণোচিত প্রজ্ঞা এবং ক্ষত্রিয়োচিত ঐশ্বর্য্য প্রদান কর!

আকাশই ‘ভৌতিক আকাশ’। এই জন্যই আকাশকে বায়ুর কারণ বলা হয়। দ্বিতীয় খণ্ডের সৃষ্টিতত্ত্ব দেখ।

* বাগিন্দ্রিয়ে অপান, শ্রবণেন্দ্রিয়ে ব্যান, চক্ষুতে প্রাণ, মনে সমান—মুখ্য প্রাণের এই সকল ভিন্ন ভিন্ন অংশ বা অবয়ব ইন্দ্রিয়বর্গে অবস্থিত। একই শক্তির ক্রিয়া-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ। ভিন্ন ভিন্ন সকল ক্রিয়ার মধ্যেই সেই একই শক্তি অনুস্যূত।

মহাশয়! প্রাণকেই সকলের কারণ বলিয়া জানিবেন। এই প্রাণই, সৃষ্টিকালে, প্রজাপতি বা স্পন্দনরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিল এবং কি আধিদৈবিক, কি আধ্যাত্মিক,—সকল বস্তুতেই এই প্রাণ অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে, জানিবেন"।

এই সকল কথা বলিতে বলিতে, সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। শক্তির একত্ব-বিষয়ে সে দিন আর কোন কথা হইল না।
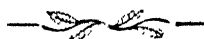
তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(শক্তির একত্ব-প্রতিপাদন।)

—o—

২। দ্বিতীয় অংশ।

—o—

পরদিন আবার প্রদোষ-সময়ে, সন্ধ্যাকালীন উপাসনাদি সমাপনান্তে, ছয়জন শিষ্য, পূর্ব্বদিবস শক্তির একত্ব-সম্বন্ধে যে উপদেশ পাইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ ও বিচার করিতে লাগিলেন। আচার্য্য যে বিষয়গুলি বলিয়া দিয়াছিলেন, উহাঁরা তৎসম্বন্ধেই মনন-চিন্তন করিতে লাগিলেন। এ সম্বন্ধে আরো কয়েকটী প্রশ্ন আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, ইহাই স্থিরীকৃত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে, মহামতি পিপ্পলাদ, তথায় উপস্থিত হইলেন এবং উহাঁদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।

এই সময়ে কৌশল্য, আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভগবন্! আপনি যে প্রাণের স্বরূপ ও মহিমা বর্ণন করিয়াছেন, এই প্রাণ কোথা হইতে উৎপন্ন হইল *? কোথা হইতে, কি প্রকারে দেহে আসিয়া উপস্থিত হইল? আপনি যে সেদিন বিদর্ভকে বলিয়া দিয়াছেন যে, প্রাণের পাঁচ প্রকার বৃত্তি-ভেদ,

* দেহমধ্যে প্রাণ—অনেক-বৃত্তিবিশিষ্ট, সুতরাং উহা 'সাবয়ব' (অর্থাৎ দেশ-বিভক্ত খণ্ড খণ্ড ক্রিয়ারূপে প্রতীত)। সাবয়ব বলিয়াই উহার উৎপত্তিও আছে—আনন্দগিরি।

—প্রাণ পাঁচ-ভাগে বিভক্ত হইয়া দেহে অবস্থান করে; সেই পাঁচ প্রকার বিভাগই বা কিরূপ? কিরূপেই বা প্রাণ, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক পদার্থগুলিকে ধারণ করিয়া * আছে? কিরূপেই বা ইহা মৃত্যুকালে দেহ ছাড়িয়া যাইবে? গুরো! এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে ত বিশেষ উপদেশ দেন নাই। দয়া করিয়া আমাদিগকে এই সকল বিষয়ের গূঢ় সন্ধান বলিয়া দিয়া কৃতার্থ করুন্"।

আচার্য্য বলিলেন——

"মহাশয়! আপনি বড় গুরুতর সূক্ষ্ম প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছেন। প্রাণশক্তির স্বরূপ নির্ণয় করাই অতি দুরূহ ব্যাপার, আপনি আবার সেই শক্তির উৎপত্ত্যাদির কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। বিষয়টী বড়ই সূক্ষ্ম ও নিগূঢ়। আপনাকে বিশেষ ব্রহ্মনিষ্ঠ দেখিতেছি, তাই আমি আপনাকে এ সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিব। আপনি মনোযোগী হউন, আমি বলিতেছি।

অক্ষর পরম-পুরুষ হইতে প্রাণশক্তি অভিব্যক্ত হয় †। "সৃষ্টির প্রাক্কালে, পূর্ণব্রহ্ম-চৈতন্য এই জগৎ সৃষ্টির সঙ্কল্প, কামনা

* "তত্তদ্রূপেণাবস্থানমেব 'তদ্ধারণম্'"—আনন্দগিরি।

† এই অক্ষর পরম-পুরুষ হইতে জগৎ অভিব্যক্ত হয়, তাহা বিস্তারিত ভাবে "মুণ্ডক-উপনিষদে" প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ দেখ। বুঝিবার সুবিধার জন্য এস্থলে তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃত হইল।

বা ইচ্ছা করিলেন। এই 'আগন্তুক' সংকল্পকে 'তপঃ' বা 'ঈক্ষণ' শব্দ দ্বারাও নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সকল শব্দ ব্রহ্মের সৃষ্টি-বিষয়ক আলোচনাকে লক্ষ্য করিয়াই ব্যবহৃত হয়। ব্রহ্ম-চৈতন্য—পূর্ণজ্ঞান স্বরূপ, পূর্ণশক্তি স্বরূপ। ব্রহ্মসংকল্পবশতঃ, সৃষ্টির প্রাক্কালে, সেই শক্তিরও জগদাকারে অভিব্যক্ত হইবার একটা উন্মুখতা উপস্থিত হইল। এখনও শক্তি জগদাকারে অভিব্যক্ত হয় নাই; কেবলমাত্র অভিব্যক্ত হইবার উপক্রম করিল,—পরিণামোন্মুখ হইল। সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার কার্য্যে যে জ্ঞান ও শক্তি নিযুক্ত করিতে হইবে, সৃষ্টির প্রাক্কালে, ব্রহ্ম যেন সেই জ্ঞান ও শক্তিযোগে কিঞ্চিৎ 'পুষ্ট' হইয়া উঠিলেন। এই 'আগন্তুক' * জ্ঞান ও শক্তিদ্বারাই ব্রহ্মকে 'পুষ্ট' বলা যায়; নতুবা, পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণশক্তি স্বরূপ ব্রহ্মের আবার 'পুষ্টি' কি? এই আগন্তুক, পরিণামোন্মুখ শক্তিকে 'অব্যক্তশক্তি' বা 'প্রাণশক্তি' বলিয়া নির্দ্দেশ করা

* ইহা সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল না; এই আলোচনা সৃষ্টির প্রাক্কালে মাত্র উপস্থিত হইল; সুতরাং ইহাকে 'আগন্তুক' বলা হইয়াছে। ইহা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-সত্তারই একটা আগন্তুক বিশেষ-অবস্থামাত্র। শঙ্কর ইহাকে 'ব্যাচিকীর্ষিতাবস্থা', 'জায়মান-অবস্থা' বলিয়াছেন। বেদান্ত-ভাষ্যে ইহাকে "ভূত-সূক্ষ্ম" বলা হইয়াছে। বাস্তবিক-পক্ষে, ইহা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসত্তা হইতে 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু নহে। অবস্থার ভেদে বস্তু, স্বতন্ত্র কিছু হইয়া উঠে না। উহা পূর্ব্বেও যাহা, পরেও তাহাই থাকে। ইহাই তত্ত্বদর্শীর অনুভব।

হইয়া থাকে। এই শক্তিই সমুদয় সংসারের বীজ *। এই বীজই ব্যক্ত হইয়া জগদাকারে পরিণত হইয়াছে"। হস্তপদাদি-বিশিষ্ট পুরুষ-দেহে উহার ছায়া যেমন 'আগন্তুক', ইহাও তদ্রূপ আগন্তুক। সুতরাং ইহাকে চির-নিত্য বা 'সত্য' বলা যাইতে পারে না। ব্রহ্মই একমাত্র পরম-সত্য বস্তু। সেই পরম-সত্য ব্রহ্মবস্তুর তুলনায়, ইহাকে 'অসত্য' বলিয়াই নির্দ্দেশ করিতে হয়। যাহা আগন্তুক, তাহাকে স্বতঃসিদ্ধ বা 'সত্য' বলা যাইতে পারে না। ব্রহ্মসত্তারই যখন ইহা একটা আগন্তুক অবস্থা-বিশেষ মাত্র, তখন ব্রহ্ম সত্তাতেই ইহার সত্তা নির্ভর করে। ইহার কোন 'স্বতন্ত্র', স্বাধীন সত্তা নাই। যাহার নিজের স্বাধীন সত্তা নাই, ব্রহ্ম-সত্তাতেই যাহার সত্তা ;—তাহা ব্রহ্মের ন্যায় চির-নিত্য, স্বতঃসিদ্ধ বস্তু হইতে পারে না। এই জন্য, এই আগন্তুক প্রাণ-শক্তিকে 'অসত্য' বলা যাইতে পারে †।

---

* বেদান্তদর্শনে শঙ্কর ইহাকে 'বীজ-শক্তি' বলিয়াছেন। ইহাই কারণ-সত্তা। "জগৎ প্রাগবস্থায়াং··· বীজশক্ত্যবস্থং অব্যক্তশব্দ-যোগ্যং দর্শয়তি" (১।৪।৩)। "বীজাত্মকত্বমপরিত্যজ্যৈব প্রাণশব্দত্বং সতঃ, সৎশব্দবাচ্যতা চ।··· তস্মাৎ সবীজত্বাভ্যুপগমেনৈব সতঃ প্রাণত্বব্যপদেশঃ, সর্ব্বশ্রুতিষু চ 'কারণত্ব'-ব্যপদেশঃ"—গৌড়পাদকারিকা-ভাষ্য, ১।২। এই কারণ-সত্তাই জগতে অনুস্যূত; এবং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সত্তা হইতে প্রকৃতপক্ষে স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে। ইহাই শঙ্করের মীমাংসা।

† এই প্রকারেই শঙ্কর জগৎকে 'অসত্য' বলিয়াছেন। নতুবা

মৃত্যুকালে জীব যে কামনা-কর্ম্মাদি লইয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করে, সেই কামনা-কর্ম্মাদির সংস্কারের বলে সে, লোকান্তরে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। চিত্তের এই কামনা-কর্ম্মাদির বলেই, গর্ভস্থভ্রূণে প্রাণশক্তির প্রথমাভিব্যক্তি হয় *। প্রাণশক্তি, উপযুক্ত দেহ গঠন করিয়া না দিলে, জীব সেই সকল কামনা-কর্ম্মাদির আচরণ করিতে পারে না। এইরূপেই প্রাণশক্তি, জীব-দেহে অভিব্যক্ত হইয়া, দেহের ধারণ, পোষণ, গঠনাদি করিয়া থাকে, জানিবেন। এই প্রকারে মুখ্য প্রাণশক্তি, দেহে অভিব্যক্ত হইয়া, কার্য্য-ভেদে পাঁচ-ভাগে বিভক্ত হইয়া অবস্থান করে। যেমন সম্রাট্ তাঁহার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারি-বর্গকে নানা বিভাগের আধিপত্যে স্বতন্ত্র ভাবে নিযুক্ত করিয়া থাকেন, প্রাণও তদ্রূপ নিজেরই অংশস্বরূপ চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়শক্তিকে † তাহাদের আপন আপন স্থানে—চক্ষুরাদি-

---

তিনি ইহাকে অলীক বলেন নাই। দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকায় ইহারও আলোচনা আছে। ১২০ হইতে ১২৮ পৃষ্ঠা দেখ।

* মৃত্যুকালে প্রাণশক্তিতেই সকল ইন্দ্রিয়, মনের সকলবৃত্তি, সংস্কারাকারে লীন হয়। এই সকল সংস্কারবিশিষ্ট প্রাণশক্তিই, জীবকে যথাযোগ্য স্থানে লইয়া যায়। প্রথম খণ্ড, ৩২৬ হইতে ৩৪২ পৃষ্ঠায় জীবের গতি বর্ণিত হইয়াছে। সেই অংশটা দেখুন।

† প্রাণশক্তি দেহের সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার মূল। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-গুলি এই প্রাণশক্তিরই বৃত্তি-ভেদ-মাত্র (Functions)। স্থান-ভেদে

গোলকে—স্বতন্ত্র ভাবে সংস্থাপিত করে। সংক্ষেপে, এই বিভাগের তত্ত্ব বর্ণনা করিতেছি।

মুখ্যপ্রাণশক্তি নিজকে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান,—এই পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া দেহধারণ করিতেছে। দেহের অধোভাগের ছিদ্রে—পায়ু এবং উপস্থে—মল-মূত্র-শুক্রাদির বহির্নির্গমন-ব্যাপার-নির্ব্বাহার্থ প্রাণশক্তি, অপান-ক্রিয়ারূপে অবস্থান করিতেছে। চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মুখ ও নাসিকায় যে সকল ক্রিয়া হইয়া থাকে, উহা প্রাণের কার্য্য। মুখ্য-প্রাণশক্তি, দেহের এই সকল ঊর্দ্ধ-ছিদ্রগুলিতে প্রাণ নামে ক্রিয়া করিতেছে। সমান,—প্রাণ ও অপানের মধ্যদেশে নাভিতে অবস্থিত রহিয়া, প্রাণীদ্বারা গৃহীত অন্ন-পানাদির পরিপাক ক্রিয়া-নির্ব্বাহ ও সমতা-সাধন করিতেছে। প্রাণী-দেহে যে খাদ্য ও জলাদি গৃহীত হইয়া থাকে, সেই গুলি জঠরাগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া, পরিপাক হইয়া যায় এবং এইরূপে পরিপাক পাইয়া, তজ্জাত রস-রুধিরাদি হৃদয়-দেশ * হইতে

ও ক্রিয়া-ভেদে এই বিভাগ কল্পিত হইয়াছে। "যাশ্চ তাঃ সর্ব্বজ্ঞান-হেতুভূতাঃ—চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনোবাগিত্যেতাঃ—প্রাণপানয়োর্নিবিষ্টাঃ ·· তদনুবৃত্তয়ঃ"—ঐতরেয়-আরণ্যক-ভাষ্য, ২।৩।

* কেহ কেহ নাভি-কন্দকেই স্নায়ুসকলের উৎপত্তিস্থান বলেন। শ্রুতির সিদ্ধান্ত তাহা নহে। শ্রুতি বলেন, সূক্ষ্ম-দেহ নাভিতেও স্নায়ুজাল দ্বারা সঞ্চরণ করিয়া থাকে।—আনন্দগিরি।

প্রসৃত স্নায়ু-জাল-যোগে * দেহের সর্ব্বত্র সঞ্চালিত হইয়া থাকে এবং এই অন্ন-রসের বলেই, দেহে ইন্দ্রিয়শক্তি গুলিও যথাযথ-ভাবে চক্ষুঃ-শ্রোত্রাদি গোলকস্থানে স্ব স্ব ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে †। ভুক্ত ও পীত দ্রব্যের এই প্রকারে সমতাসাধন

* Artery বা ধমনী-যোগে সর্ব্বদেহে সঞ্চালিত হয় এবং Vein বা শিরাযোগে অবিশুদ্ধ রক্ত পুনশ্চ Pulmonary artery দ্বারা ফুস্‌ফুসে নীত হইয়া Oxydised হইতেছে এবং পুনশ্চ Pulmonary Vein দ্বারা হৃদয়ে আনীত ও তথা হইতে সঞ্চালিত হইতেছে। ইহাই আধুনিক Physiology বা শরীর-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত।

† শ্রুতি এস্থলে হোমের সঙ্গে তুলনা দিয়াছেন। ভুক্তদ্রব্য জঠরাগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া পরিপাক হইতেছে। দেহমধ্যে সর্ব্বদা যেন একটী যজ্ঞ সম্পাদিত হইতেছে। যেন আহবনীয় অগ্নিতে হবিঃ প্রক্ষিপ্ত হইয়া দেহমধ্যে হোম ও যজ্ঞ সম্পন্ন হইতেছে! দেহের ঊর্দ্ধভাগে, যে চক্ষুঃ কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি বিষয়-দর্শনাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতেছে, উহা যেন সেই হোমাগ্নি হইতে নিঃসৃত সপ্তবিধ রশ্মিরেখা বা অগ্নিশিখা। উন্নত সাধকগণ, ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক কার্য্যেও যজ্ঞ-ভাবনা করিয়া থাকেন। সকল ক্রিয়ায় যজ্ঞ-ভাবনা করিলে, সর্ব্বত্র ব্রহ্মশক্তিই অনুভূত হইতে থাকে, বিষয়াসক্তি কমিয়া যায়। এই মহা উদ্দেশ্যেই শ্রুতি এইভাবে এই কথাগুলি বর্ণনা করিয়াছেন। এমন উপদেশ কি আর কোথাও আছে? বিষয়-দর্শনকালে, স্বপ্নদর্শনে ও সুষুপ্তিতেও যজ্ঞ-ভাবনার ব্যবস্থা আছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদ দেখ। ঋগ্বেদেও, সৃষ্টি-প্রক্রিয়াকে একটী যজ্ঞরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

ও যথাযথ বিভাগ করিয়া দেওয়া, সমানেরই কার্য্য। এইরূপে দেহস্থ প্রাণশক্তি, দর্শন-শ্রবণাদি সপ্তপ্রকার ইন্দ্রিয়রূপে * ক্রিয়া করিতেছে এবং বিষয়-বিজ্ঞান লাভ করিতেছে †।

মনুষ্য-হৃদয়ে একটী পুণ্ডরীকাকার স্নায়ু-গ্রন্থি আছে। এই স্নায়ু-গ্রন্থির মধ্যগত আকাশে (অবকাশ-স্থানে) চৈতন্যাধিষ্ঠিত লিঙ্গ-শরীর ‡ অবস্থিত। সূর্য্যমণ্ডল হইতে যেমন সহস্র সহস্র রশ্মি-রেখা বহির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হয়, হৃদয়-দেশস্থ স্নায়ু-গ্রন্থি হইতেও তদ্রূপ সহস্র সহস্র স্নায়ু-জাল শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া, সমগ্র দেহ ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। সমগ্র-দেহ-ব্যাপ্ত এই সকল স্নায়ুছিদ্রেই ব্যানের § সঞ্চরণ-মার্গ। অঙ্গের সন্ধি-স্থানে, স্কন্ধ-দেশে এবং সমুদয় মর্ম্ম-স্থানেই ¶ ব্যান,

* সপ্তপ্রকার ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া—চক্ষুর্দ্বয়, শ্রোত্রদ্বয়, নাসিকাদ্বয় ও বদনক্রিয়া (নাসিকা ও বদনকে একটী ক্রিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে) এবং রসনা—এই সপ্তক্রিয়া। জঠরাগ্নি দ্বারা অন্নরস পরিপক্ক হইয়া যে সামর্থ্য জন্মে, সেই সামর্থ্য-প্রভাবেই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। অন্নরসই প্রাণশক্তির আশ্রয় এবং সেই আশ্রয়েই উহা পুষ্ট হয়।

† বিষয়-বিজ্ঞান—Perceptions.

‡ জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটী, কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটী, মন এবং বুদ্ধি—এই বারটী শক্তি এবং ইহার আধার স্বরূপ পাঁচ স্থূল ভূত ;—সর্ব্বশুদ্ধ এই ১৭টী লইয়াই সূক্ষ্মদেহ বা লিঙ্গদেহ গঠিত।

§ ব্যাপন করে বলিয়া ইহার নাম—ব্যান।

¶ মর্ম্ম স্থান—Vital parts of the body.

বিশেষ-ভাবে অভিব্যক্ত হইয়া আছে। যত প্রকার পরাক্রম বা বীর্য্যসূচক কার্য্য, তৎসমস্তই ব্যানেরই প্রভাব, জানিবেন। এখন আপনার নিকটে উদানের স্থান ও কার্য্য নির্দ্দেশ করিতেছি। আমি যে আপনাকে শিরা-জালের কথা বলিলাম, তাহাদের মধ্যে একটী প্রধান শিরা, ঊর্দ্ধমুখে মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়াছে ; ইহার নাম সুষুম্না নাড়ী। ইহারই ছিদ্রপথ দিয়া, ক্রিয়া-প্রবাহ সঞ্চারিত হয়। পাদতল হইতে মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত ইহার গমন-মার্গ। মনুষ্য ইহজীবনে যে সকল পুণ্য ও পাপ কার্য্যের আচরণ করিয়া থাকে, সেই সকল কার্য্য-প্রভাবে, জীবের মৃত্যুকালে পরলোকে যথাযোগ্য স্থানে গতি হইয়া থাকে। উদানই এই গতির নিয়ন্তা ; এই উদানই জীবকে যথাযোগ্য স্থানে লইয়া যায় *। মহাশয় ! প্রাণশক্তি এই প্রকারে বিভক্ত হইয়া দেহরচনা ও দেহ-ধারণ করিতেছে।

প্রাণশক্তির আধ্যাত্মিক বিকাশের ও বিভাগের তত্ত্ব শুনিলেন। এখন আপনাকে প্রাণশক্তির আধিদৈবিক বিকাশ ও বিভাগের কথা বলিতেছি। এই যে সূর্য্য দেখিতেছেন, ইহা প্রাণশক্তিরই রূপান্তর। প্রাণশক্তিই (স্পন্দন), তেজোমণ্ডল-স্বরূপ সূর্য্যরূপে অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। দেহেও প্রাণশক্তি,

* পুণ্যকর্ম্মপ্রভাবে উন্নত দেবলোকে, পাপপ্রভাবে উদ্ভিজ্জ ও নিকৃষ্ট প্রাণীলোকে। পুণ্য ও পাপ উভয়বিধ কর্ম্মের মিশ্রণে মনুষ্য-লোকে গতি হইয়া থাকে।

চক্ষুরিন্দ্রিয়রূপে ব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং একই প্রাণ-শক্তি, বাহিরে ও ভিতরে দুই আকারে অবস্থিত। সূর্য্য, আপন আলোক-রশ্মি দ্বারা দর্শনেন্দ্রিয়ের সহায়তা করিয়া থাকে; এইরূপ সহায়তা দ্বারা, দর্শনেন্দ্রিয় রূপ-দর্শনে সমর্থ হয়। ভূলোকে যাহা অগ্নি (তেজঃ) রূপে অবস্থিত, তাহাই-দেহস্থ অপান-শক্তির উপকার করিয়া থাকে। পৃথিবীর এই ক্রিয়া নিবন্ধন, দেহ, গুরুত্ব-বশতঃ পড়িয়া যাইতেছে না, বা ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইতে পারিতেছে না। দেহাভ্যন্তরে যে সমান-বায়ু ক্রিয়া করিতেছে তাহাকে, ভূলোক ও আকাশের মধ্যে প্রবাহিত বায়ু, উপকার ও সাহায্য করিয়া থাকে। বাহিরে যে সাধারণ বায়ু সতত সঞ্চালিত হয় তাহাই, দেহব্যাপ্ত ব্যান-বায়ুর উপকার সাধন করে। বাহিরে যাহা তেজ বা তাপরূপে ক্রিয়া করিয়া থাকে, তাহাই দৈহিক উদান-বায়ুর উপকার সাধন করিতেছে। উভয় তাপই, মূলে একই শক্তির অভিব্যক্তি। এইরূপে, প্রাণশক্তি—সূর্য্যাদি আধিদৈবিক পদার্থরূপে অবস্থান করিয়া, দেহমধ্যস্থ আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়বর্গেরও উপকার সাধন করিতেছে *। একই প্রাণশক্তি, বাহিরে ও ভিতরে নানা আকার ধারণ করিয়া, পরস্পর পরস্পরের উপরে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া করিতেছে। এইরূপে দেহ-রক্ষা হইতেছে।

* "যঃ প্রাণঃ তচ্চক্ষুঃ; যোঽপানঃ সা বাক্; যো ব্যান স্তৎশ্রোত্রং; যঃ সমান স্তন্মনঃ; য উদানঃ স বায়ুঃ—ইতি শ্রুত্যন্তরে চক্ষুরাদীনাং প্রাণাদ্যাত্মকত্বম্"—আনন্দগিরি।

মৃত্যুকালে, জীবের কর্ম্মক্ষয় বশতঃ, বাহিরের তাপশক্তি আর দেহস্থ উদানের ক্রিয়া উত্তেজিত করিতে সমর্থ হয় না। এই জন্য দৈহিক উষ্মাও ক্রমে ক্রমে শান্ত হইয়া যায়। দৈহিক তাপক্ষয় দেখিয়া লোকে, মুমুর্ষু ব্যক্তির মৃত্যু আসন্ন* হইল, মনে করিয়া লয়। মৃত্যুকালে সূর্য্যাদি আধিদৈবিক পদার্থগুলি, আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়-বর্গের কোন ক্রিয়ারই উত্তেজনা করিতে পারে না। সুতরাং ইন্দ্রিয়গুলি মনঃশক্তিতে উপসংহৃত হইয়া যায়। মনও স্বীয় বৃত্তি-সহ বুদ্ধিতে লীন হইয়া যায়। অবশেষে বুদ্ধির বিবিধ-বিজ্ঞানগুলিও প্রাণশক্তিতে (উদান-ক্রিয়াতে, দৈহিক তেজের মধ্যে) একাকার হইয়া বিলীন হইয়া যায়। এইরূপে, মৃত্যুকালে, চক্ষুকর্ণাদি বাহ্যইন্দ্রিয়বর্গ প্রথমতঃ বাহ্য-বিষয় পরিত্যাগ করিয়া, অন্তঃকরণে লীন হয়; কেবল অন্তঃ-করণে সংস্কাররূপে বিশেষ বিশেষ বোধগুলি জাগরূক থাকে। পরে, মনের এই ক্রিয়াগুলিও (বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানগুলি) প্রাণে বিলীন হইয়া যায়; তখন আর বিশেষ কোন বোধ থাকে না; কেবলমাত্র নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বহিতে থাকে এবং দেহে উষ্ণতা অনুভূত হইতে থাকে। এই উষ্ণতা, উদান বৃত্তির কার্য্য। প্রাণশক্তি, এই উদানবৃত্তির দ্বারা জীবকে যথাযোগ্য পরলোকে লইয়া যায়। যাদৃশ সংস্কার প্রাণশক্তিতে লীন হইয়াছিল,

* সমুদয় ইন্দ্রিয়শক্তি ও সংস্কারাদি উদানবৃত্তির মধ্যেই বীজরূপে বিলীন থাকে। এই বীজই পুনর্জন্মের হেতু।

তাদৃশ সংস্কারের প্রভাবে, জীবের তদুপযুক্ত স্থানে গতি হয় *। সেই স্থানে প্রাণশক্তির প্রথম অভিব্যক্তি হয়।

অতএব আপনি দেখিতে পাইতেছেন যে, এক প্রাণশক্তি (স্পন্দন), বাহিরে সূর্য্যাদিরূপে এবং দেহে অপানাদিবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়শক্তিরূপে, রূপান্তর গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিতেছে *। যিনি; প্রাণশক্তির উৎপত্তি,উহার দেহে অবস্থান, সকল পদার্থের বিধারণ প্রভৃতি রহস্য বুঝিতে ও অনুভব করিতে সমর্থ হন, তিনি প্রাণশক্তির একত্ব বুঝিতে পারেন। ঈদৃশ ব্যক্তি, আপনার সত্তা ও প্রাণসত্তা যে এক-ই,—এই অদ্বৈত-তত্ত্ব উত্তম-রূপে অনুভব করিতে পারেন। এই একত্ব-ধ্যান-পরায়ণ ব্যক্তির ইহলোকে অকালমৃত্যু ঘটে না, দেহান্তেও তিনি ব্রহ্মভূত হইয়া মুক্তিলাভ করেন।

---

* যে শক্তি বাহিরে তেজ, বায়ু, আলোকাদিরূপে অবস্থিত, সেই শক্তিই দেহে দৈহিক সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ারূপে অবস্থিত। উভয়েরই মূল এক এবং একই শক্তি উভয়প্রকার বস্তুগুলিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে। শক্তির এই মহা একত্ব প্রাচীনকালে ভারতে বিশেষরূপে বিদিত ছিল। কিন্তু সকল ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য অবস্থিত, ইহাও ঋষিগণ ভুলেন নাই। ঋগ্বেদে এই জন্যই শক্তির বিকাশ মাত্রকেই "দেব" বলা হইয়াছে। "একং 'সৎ' বিপ্রা বহুধা বদন্তি, অগ্নিং যমং মাতরিশ্বান মাহুঃ" ১।১৬৪।—ইহা ঋগ্বেদেরই আবিষ্কার।

যে সকল বিষয় অদ্য উপদিষ্ট হইল, ইহা শক্তির একত্ব-প্রতিপাদক তত্ত্ব। ইহা বড়ই নিগূঢ় উপদেশ। উত্তমরূপে এই তত্ত্ব হৃদয়ে ধারণ করুন"।

এই প্রকারে এই দিনের উপদেশ সমাপ্ত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

(জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি অবস্থার বিবরণ।)

তৎ-পরদিবস, সৌর্য্যায়ণি জিজ্ঞাসা করিলেন——

"ভগবন্! পুরুষের দেহ কার্য্য-করণাত্মক,—এই কথাটী আপনি আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন *। দেহের স্থূল অবয়ব-গুলি উহার কার্য্যাংশ এবং অভ্যন্তরস্থ ইন্দ্রিয়বর্গ উহার করণাংশ। ভগবন্! আমরা সর্ব্বদাই তিনটী অবস্থা অনুভব করিয়া থাকি। সেই তিনটী অবস্থা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি। ভগবন্! জাগরণের অবস্থায় কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয় কি প্রকারে দর্শন-শ্রবণাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া থাকে? কার্য্যাংশ এবং করণাংশের মধ্যে কেই বা স্বপ্ন দর্শন করিয়া থাকে? স্বপ্নাবস্থায় আমরা দেহের মধ্যে, জাগরিতাবস্থায় যেরূপ বিষয়-দর্শন হয়, তদনুরূপ দর্শনই ত করিয়া থাকি; কে এই প্রকার দর্শন-ক্রিয়া তখন সম্পাদন করিয়া থাকে? আবার, আমরা যখন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হই, তখন ত কোন প্রকার অনুভূতিই থাকে না; কেবলমাত্র আয়াস-রহিত, প্রসন্ন, শান্ত সুখের অনুভূতি

---

* পূর্ণস্বরূপ বলিয়া "পুরুষ" বলা যায়। পুরুষের সত্তা ব্যতীত বাহ্য বা আন্তর কোন বস্তুরই স্বতন্ত্র সত্তা নাই, এই জন্য তিনি পূর্ণ। কার্য্য—Matter. করণ—Motion.

থাকে *। তখন কে এই অনুভূতি লাভ করে? জাগরিত ও স্বপ্ন—এই দুই অবস্থায় যে সকল অনুভূতি পাওয়া যায়, সেই সকল অনুভূতি কি প্রকারে একীভূত হইয়া অবস্থান করে, কোথায়ই বা একীভূত হয়? মধুতে যেমন কটু-তিক্তাদি নানা প্রকার রস একীভূত হইয়া অবস্থান করে, রসগুলির ভিন্নতা আর বুঝা যায় না; সমুদ্রে যেমন বিবিধ নদীর জলগুলি একীভূত হইয়া যায়, কোন্ নদীর কোন্ জল তাহা যেমন তখন আর পৃথক্ করিতে পারা যায় না; তদ্রূপ গাঢ়সুষুপ্তির সময়ে ইন্দ্রিয়-বর্গ একাকার হইয়া, কোথায় বিলীন হইয়া যায়? ইহারা কি স্ব স্ব ক্রিয়া হইতে বিরত হইয়া, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবেই অবস্থান করিতে থাকে, না ইহারা ইহাদিগের হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্তুতে লীন হইয়া অবস্থান করে? এই সকল বিষয় বিস্তারিত-ভাবে এবং বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করি। দয়া করিয়া, আমার এই সংশয়ের অপনোদন করুন্" †।

* গাঢ় নিদ্রা হইতে উঠিবার পর, 'আমি কেমন সুখে নিদ্রিত হইয়াছিলাম'—এইরূপ অনুভূতি হয়। ইহা হইতেই অনুমান করা যায় যে, গাঢ় সুষুপ্তির সময়ে একটা সুখানুভূতিমাত্র থাকে। তৎকালে বিষয়সম্পর্ক থাকে না বলিয়া চিত্তের বিক্ষেপ বা কলুষতা থাকে না; এই জন্য 'প্রসন্ন' বলা হইয়াছে। তৎকালে বিজ্ঞেয় বস্তু না থাকায়, 'আয়াস রহিত' বলা হইয়াছে। নির্বাত দেশে স্থাপিত প্রদীপবৎ অবস্থা বলিয়া, 'শান্ত' বলা হইয়াছে।—আনন্দগিরি।

† ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, প্রশ্নকর্ত্তার এ প্রকার আশঙ্কা যুক্তি-

আচার্য্য এই প্রশ্ন শুনিয়া বলিতে লাগিলেন—"মহাশয়! প্রদোষ-কালে সূর্য্যাস্তের সময়ে আপনি অবশ্যই ইহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ সহস্র সহস্র রশ্মি-সমূহ, তেজোরাশির আধার সূর্য্যমণ্ডলে একীভূত হইয়া যায়। তখন আর রশ্মিগুলির পার্থক্য অনুভব করিতে পারা যায় না। পুনরায় সূর্য্যোদয়-কালে, সূর্য্যমণ্ডল হইতে বিভক্ত হইয়া, সহস্র সহস্র রশ্মি-সকল, পুনরায় চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতে থাকে এবং তদ্দ্বারা দিগ্বলয় বিভাসিত হইয়া উঠে। জাগরিতাবস্থায়, যে সকল ইন্দ্রিয় বিষয়-সংযোগে প্রবুদ্ধ হইয়া, রূপদর্শন, শব্দশ্রবণ, স্পর্শোপলব্ধি প্রভৃতি বিবিধ ক্রিয়ায় নিযুক্ত ছিল; উহারা স্বপ্নাবস্থায়, বাহ্য-বিষয়-বর্গ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, সকল ইন্দ্রিয়ের প্রেরক অন্তঃকরণে একীভূত হইয়া যায়; তখন কেবল সংস্কার-রূপে (স্মৃতিরূপে) * ইন্দ্রিয়বর্গ অন্তঃকরণের

সঙ্গত। কেন না, যাহা সংহত, অর্থাৎ যাহার অবয়বগুলি মিলিত, তাহা নিশ্চয়ই অপর কাহারও প্রয়োজন সাধন করে এবং অপরের প্রয়োজন-সাধনের জন্যই, এইরূপ মিলিত হইয়া ক্রিয়া করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়বর্গ যখন সাবয়ব এবং সংহত, তখন ইহাদের এই যে মিলিত-ভাবে ক্রিয়া-শীলতা, ইহা অবশ্যই ইহাদের হইতে স্বতন্ত্র কোন চেতন-সত্তাকেই লক্ষ্য করে। সেই চেতন-সত্তাতেই তবে ইহারা, সুষুপ্তিকালে, লীনভাবে অবস্থান করিতে থাকে।

* সংস্কার—Impressions.

মধ্যে ক্রিয়া করিতে থাকে। স্বপ্নসন্দর্শন-সময়ে, কেবল অন্তঃ-করণই জাগরিত থাকে এবং জাগ্রদবস্থায় যে সকল অনুভূতি পাওয়া গিয়াছিল, তদনুরূপ অনুভূতি সংস্কার-রূপে ক্রিয়া করিতে থাকে। আবার জাগরিত হইলে, বিষয়-যোগে ইন্দ্রিয়বর্গ উদ্বুদ্ধ হইয়া, এই অন্তঃকরণ হইতেই বিভক্ত হইয়া, স্ব স্ব ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে থাকে *। জাগ্রদবস্থায়, স্থূল বিষয়বর্গ হইতে ক্রিয়া প্রবাহিত হইয়া চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গের প্রতিক্রিয়া উত্তেজিত করে। অন্তঃকরণ বা বুদ্ধি,—এই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াদ্বারা উপরঞ্জিত হইয়া, বিষয়াকার ধারণ করে †। আত্মা—বিষয়াকারে পরিণত বুদ্ধির প্রকাশক।

* "চক্ষুরিন্দ্রিয়-দ্বারক-বুদ্ধিবৃত্তিবহিঃ-প্রসৃতা, রূপাদিবিষয়োপরঞ্জিতা জানাতি ক্রিয়াত্মিকা উচ্যতে, সা "দৃষ্টিঃ"। এবং সর্ব্বত্র।—উপদেশ-সাহস্রী। "দক্ষিণাক্ষি-প্রধানেষু যদা বুদ্ধির্বিচেষ্টতে। বিষয়ৈ র্হবিষা দীপ্তা, আত্মাগ্নিঃ স্থূলভুক্ তদা"—শঙ্কর, উপ-সাহস্রী ।১৫।২২

† চক্ষু কর্ণাদি ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধিগুলি যে যুগপৎ এক-কালেই আত্মাতে অনুভূত হয় না, 'মন' নামক ইন্দ্রিয়ই তাহার হেতু। মনই ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ভিন্ন ভিন্ন উপলব্ধিগুলিকে সাজাইয়া গুছাইয়া শ্রেণীবদ্ধ করিয়া, একে একে, বুদ্ধির নিকটে উপস্থিত করে। বুদ্ধি সেই গুলিকে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে গুছাইয়া, স্থির-নিশ্চয় করিয়া দিয়া, আত্মার নিকটে উপস্থিত করে। বিষয়-বিজ্ঞানের প্রকৃতি এইরূপ।—শঙ্কর-প্রণীত 'উপদেশ-সাহস্রী', ১৬।৩-৪ দেখ।

জাগ্রদবস্থায় এই প্রকারে বিষয়ের উপলব্ধি হইয়া থাকে। অতএব, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা বুদ্ধির এই যে বিষয়াকারে স্পন্দন, ইহারই নাম জাগ্রদবস্থা। স্বপ্নাবস্থায় বাহ্যবিষয়বর্গ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের উপরে ক্রিয়ার উত্তেজনা করায় না। কিন্তু জাগ্রদবস্থায় মনের যে বিষয়াকার-স্পন্দন উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই স্পন্দনের সংস্কার বা স্মৃতি অন্তঃকরণে অঙ্কিত হইয়া যায়। চিত্রিত পটের ন্যায়, এই সংস্কারাঙ্কিত অন্তঃকরণ, স্বপ্নাবস্থায় ক্রিয়াশীল হইয়া উঠে। সুতরাং তৎকালে, স্থূল-বিষয়ানুভূতি না থাকিলেও, অন্তঃকরণে বাসনাময় সূক্ষ্ম-অনুভূতি জাগিয়া উঠে *। পুরুষ তৎকালে, স্থূল রূপদর্শন, শব্দশ্রবণ, গন্ধাঘ্রাণ, বা স্পর্শানুভব করিতে সমর্থ হয় না ; সে তখন বাক্যদ্বারা কথা বলে না, হস্তেন্দ্রিয়যোগে কোন বস্তু গ্রহণ করে না, পায়ূ ও উপস্থেন্দ্রিয় দ্বারা ও কোন ক্রিয়া নির্ব্বাহ করে না। লোকে বলে—'এ ব্যক্তি ঘুমাইতেছে'। কিন্তু দেহাভ্যন্তরে অন্তরিন্দ্রিয় তখনও জাগরিত থাকে এবং বাসনাময় অনুভূতি লাভ করে। তখন দেহাভ্যন্তরে পঞ্চবৃত্তিবিশিষ্ট প্রাণশক্তি জাগরিত রহিয়া, নিজ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে থাকে। এই নবদ্বারযুক্ত † দেহ-পুরীতে প্রাণাগ্নি তখন প্রজ্বলিত হইয়া,

* "বাহ্যেন্দ্রিয়-প্রযুক্তং মন-উপাধিকৃতং—জাগরণম্। কেবল-মন-উপাধি-কৃতঃ স্বপ্নঃ (স্বপ্নকালে বিষয়ান্ করণানিচ উপসংহৃত্য মনো জাগর্ত্তি,")—আনন্দগিরি।

† ছান্দোগ্য-উপনিষদে, হৃদয়ের পাঁচটী দ্বার বা ছিদ্রের কথা বলা

স্বপ্রভায় দেহাভ্যন্তর উজ্জ্বল করিয়া রাখে। হিন্দু গৃহস্থের গৃহে যেমন নিয়ত অগ্নিহোত্রের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত থাকে, দেহ-পুরীতেও তদ্রূপ প্রাণাগ্নি প্রজ্বলিত থাকে এবং দেহাভ্যন্তরে যেন তখন হোমক্রিয়া—যজ্ঞানুষ্ঠান—হইতে থাকে *। স্বপ্নাবস্থার এই অন্তর্যজ্ঞে, মুখ্যপ্রাণই—আহবনীয় অগ্নিস্বরূপ। সমান—

হইয়াছে এবং প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান—এই পাঁচ বায়ুকে (দেহের ক্রিয়াকে) পাঁচজন দ্বারপালরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। গীতাতে দেহকে নবদ্বার-বিশিষ্ট পুরীর সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে।

* শ্রুতি কেন এই যজ্ঞের কথা উত্থাপন করিলেন? সাধক যেমন প্রথমে দ্রব্যাত্মক যজ্ঞের আচরণ করিয়া থাকেন; উন্নত সাধকের পক্ষেও তদ্রূপ ক্রমশঃ ভাবনাত্মক যজ্ঞানুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে। যজ্ঞীয় অগ্নিতে ও যজ্ঞের উপকরণে ও যজ্ঞীয় মন্ত্রে সর্ব্বদা সর্ব্বব্যাপক প্রাণশক্তির ভাবনা উপনিষদে বিহিত আছে। এইরূপ, সূর্য্যাদি পদার্থে এবং আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়বর্গে—প্রাণশক্তির ভাবনা উপদিষ্ট রহিয়াছে। সর্ব্বদাই, কি জাগরণে, কি স্বপ্নে, কি নিদ্রায়—সাধকের ভাবনাত্মক যজ্ঞ করা কর্ত্তব্য। ইহার দ্বারা সর্ব্বত্র এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মসত্তার ভাবনা জাগরূক হইয়া উঠে। স্বপ্নকালেও সাধক যেন প্রাণশক্তির ভাবনা না ভুলেন, ইহাই উদ্দেশ্য। ইন্দ্রিয়গুলি যখন বিষয়োপলব্ধিতে ব্যস্ত থাকে, তখনও—জাগরণে—ব্রহ্মভাবনা, হোম-ভাবনা, করিবার উপদেশ মুণ্ডক-উপনিষদে প্রদত্ত হইয়াছে। এ স্থলে স্বপ্নেও সেই হোমভাবনা বলা হইল। ঋগ্বেদে, প্রাণশক্তির প্রথম বিকাশ বা সৃষ্টিকার্য্যকেও একটী পুরুষ-যজ্ঞরূপে ভাবিবার উপদেশ দৃষ্ট হয়।

গার্হপত্য অগ্নিস্থানীয়; ব্যান—দক্ষিণাগ্নিস্বরূপ। সমান—এই যজ্ঞের অগ্নিস্থানীয় হইলেও, নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসের সমতাসাধন করিয়া শরীর ধারণ করিতেছে বলিয়া, সমানকে এই যজ্ঞের হোতা বলাই কর্ত্তব্য। কেন না, হোতা নামক পুরোহিত যেমন আহবনীয় অগ্নিতে দুইটী আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন, সমান ও তদ্রূপ দেহমধ্যে নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসের সমতা সাধন করিতেছে। এ যজ্ঞের যজমান—মন। যজমান যেমন যজ্ঞে সমুদয় প্রধান প্রধান কার্য্যগুলি সম্পাদন করিয়া থাকে এবং যজমান যেমন স্বর্গ বা ব্রহ্মপ্রাপ্তি-উদ্দেশেই যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকে; স্বপ্নাবস্থায় মনও তদ্রূপ বিষয়বর্গ ও বাহ্য-ইন্দ্রিয়বর্গকে সংহৃত করিয়া জাগরূক থাকে এবং স্বপ্নাবস্থার পরে, সুষুপ্তি সময়ে, মন নিত্যই আত্ম-স্বরূপ লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং মনই এই যজ্ঞের যজমান। সাধকের মৃত্যুর পরই, যজ্ঞের ফলস্বরূপ স্বর্গ বা ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। উদানই, মৃত্যুকালে মনুষ্যকে কর্ম্মানুরূপ স্থানে লইয়া যায়। সুতরাং স্বপ্নাবস্থার এই যজ্ঞেও উদানকেই এই যজ্ঞের ফল-নিষ্পাদক বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে। কেন না, উদানই ত স্বপ্নাবস্থা হইতে সুষুপ্তি-অবস্থা প্রাপ্তির হেতু। এইরূপে মনুষ্যের স্বপ্নাবস্থায় প্রাণাগ্নি-সকল জাগরিত রহিয়া নিত্যই অন্তর্যাগ সম্পাদন করিয়া দেয়।

অতএব, যাঁহারা তত্ত্বদর্শী পুরুষ, তাঁহারা প্রাণের সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়াতেই যজ্ঞানুভব করিয়া থাকেন। কি জাগরণে, কি স্বপ্নে,

কি গাঢ়নিদ্রায়,—সর্ব্বত্র সর্ব্বাবস্থায়, সাধকের পক্ষে অন্তর্যাগ ভাবনা করা কর্ত্তব্য। তত্ত্বদর্শী বিদ্বান্ ব্যক্তি কদাপি কর্ম্ম-বিহীন হইয়া অবস্থান করেন না *।

মহাশয়! আপনি যে জানিতে চাহিয়াছিলেন যে—জাগ-রিত ও সুষুপ্তাবস্থার অন্তরালে, স্বপ্নদর্শন সময়ে, কোন্ দেবতা দেহে জাগরূক থাকেন, এখন বোধ করি সে প্রশ্নের উত্তর পাইলেন। চক্ষুঃকর্ণাদি বাহ্য-ইন্দ্রিয়বর্গের উপরে যখন বাহ্য-বিষয়বর্গ ক্রিয়ার উত্তেজনা করে না, সেই সময়ে বাহ্য বিষয় ও

* পাঠক শঙ্করাচার্য্যের কথার তাৎপর্য্য লক্ষ্য করিবেন। অনেকে মনে করেন যে, শঙ্কর, ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে সর্ব্ববিধ কর্ম্মের নিষেধ করিয়া, নিষ্কর্ম্মা সন্ন্যাসীর দলের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এটী বড়ই ভ্রান্ত ধারণা। যাঁহারা গভীর ভাবে শঙ্কর-ভাষ্য পড়েন না, তাঁহারাই শঙ্কর-সম্বন্ধে এই সকল অপসিদ্ধান্ত করিয়া বসেন। শঙ্করের কর্ম্মত্যাগ অর্থ —সকাম কর্ম্মত্যাগ মাত্র। প্রথম খণ্ডের অবতরণিকার শেষ অংশে এ বিষয়টী বিচার দ্বারা মীমাংসা করা গিয়াছে। পাঠক সেই স্থলটীও দেখিতে পারেন।

জাগ্রদবস্থায়, বহিরিন্দ্রিয়গুলি ক্রিয়াশীল হইলে বৈষয়িক অনুভূতি-লাভ করা যায়। সুতরাং এই অনুভূতিগুলি ইন্দ্রিয়েরই ধর্ম্ম; আত্মার ধর্ম্ম নহে। স্বপ্নাবস্থায়, বহিরিন্দ্রিয়ের ক্রিয়া থাকে না, কেবল প্রাণই জাগরূক থাকে; সুতরাং স্বপ্নাবস্থার বাসনাময় অনুভূতিগুলি, প্রাণেরই ধর্ম্ম; আত্মার ধর্ম্ম নহে। বিদ্বান্ ব্যক্তি ইহা বুঝিতে পারেন। সাধারণ লোক ইহা বুঝিতে পারে না।—আঃ গিঃ।

ইন্দ্রিয়বর্গ অন্তঃকরণে উপসংহৃত হইয়া যায়। তখন অন্তঃকরণে—জাগ্রদবস্থায় অনুভূত বিষয়-বিজ্ঞানের স্মৃতি বা সংস্কারগুলি জাগরূক হইয়া উঠে। এই স্মৃতির প্রভাবে, বিষয়ানুভূতির ঠিক্ অনুরূপ অনুভূতি-সকল সংস্কাররূপে ক্রিয়াশীল হয়। ইহারই নাম স্বপ্নাবস্থা। অন্তঃকরণ বা মনই—এই প্রকার অনুভূতির দ্বার বা সাধন। মনই—আত্ম-চৈতন্যের উপাধি। আত্মা—মনেরই দ্বারা অনুভূতি লাভ করিয়া থাকেন। কি জাগরণে, কি স্বপ্নে, মনই আত্মার বিষয়োপলব্ধির প্রধান সহায় বা দ্বার। আত্মা স্বপ্রকাশ-স্বরূপ। কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন যে, স্বপ্নসন্দর্শন-কালে আত্মার এই প্রকাশ-স্বরূপের ক্ষতি জন্মে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কোনই ক্ষতি হয় না। কোনকালে কেহই আত্মার এই প্রকাশের বাধা জন্মাইতে পারে না। কেন না, আত্মার স্বাতন্ত্র্য সর্ব্বদাই অব্যাহত থাকে। যে কোন অবস্থার উদয় হউক্ না কেন, আত্মা সকল অবস্থার মধ্যেই আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া থাকেন,—কদাপি কোন কারণে এই স্বাতন্ত্র্যের ক্ষতি হয় না *। সুতরাং জাগ্রদবস্থার স্থূল বিষয়ানু-

* "বুদ্ধিরেব সর্ব্বাসু অবস্থাসু অর্থাকারা দৃশ্যতে। চিত্তং রূপাদীন্ বিষয়ান্ ব্যাপ্য বং তদাকারং দৃশ্যতে"। "ধিয়োবিষয়-ব্যাপ্তিঃ পরিণামমন্তরেণ ন ভবতি"। বিষয়দর্শনকালে বুদ্ধিরই পরিণাম হয়, আত্মার পরিণাম হয় না। "চক্ষুর্দ্বারজনিতা রূপাকারাকারিতা মানসী বৃত্তিঃ, সা—আত্মরূপয়া নিত্যয়া দৃষ্ট্যা চৈতন্য-প্রকাশ-লক্ষণয়া নিত্যমেব দৃশ্যতে। যা তু চক্ষুরাদি-দ্বার-নিরপেক্ষা অন্তর্মনসিচিত্তে স্মৃতিরাগাদিরূপা, সাপি আত্মদৃষ্ট্যা দৃশ্যতে"—উপঃ সাঃ।

ভূতি* বা স্বপ্নকালের সূক্ষ্ম সংস্কারময় অনুভূতি†,—এতদুভয়ের কাহারই দ্বারা আত্মার স্বপ্রকাশ-স্বরূপের বিঘ্ন হইতে পারে না। জাগরণে ও স্বপ্নে, বুদ্ধিই বিষয়াকার ধারণ করে—বুদ্ধিই পরিণত হয়; কিন্তু আত্মার কোন পরিণাম সম্ভব হয় না ‡। আত্মা,—সর্ব্বপ্রকার অনুভূতির 'দ্রষ্টা', অনুভূতিগুলি আত্মার 'দৃশ্য'। দ্রষ্টা এবং দৃশ্য—এক জাতীয় বস্তু হইতে পারে না। দৃশ্যবর্গ হইতে দ্রষ্টা স্বতন্ত্র না হইয়া পারেন না §। সুতরাং সর্ব্বাবস্থাতেই আত্মার জ্যোতি বা প্রকাশের স্বতন্ত্রতা অব্যাহত থাকে।

---

* জাগ্রদ্দৃশ্যাদপি স আত্মা অন্য এব দ্রষ্টৃত্বাৎ"।

† "স্বপ্ন এব স্মৃতিরুচ্যতে। পূর্ব্বানুভূত-বিষয়াকারা হি বৃত্তিরন্তঃকরণাত্মিকা—স্মৃতিঃ। সাপি আত্মদৃষ্ট্যা দৃশ্যতে। অত্র চিত্তমেব স্মর্য্যমানাধিকরণতয়া দৃশ্যতে ইতি অন্তঃকরণস্য সাক্ষি-প্রত্যক্ষত্বম্"। —উপঃ সাঃ টীকা, ১৫।৪

‡ "যদ্যপি ধিয়ো বিষয়-ব্যাপ্তিঃ পরিণামমন্তরেণ ন ভবতি, তথাপি চৈতন্যাত্মনো ধীবৃত্তি-ব্যাপ্তৌ ন পরিণামাপেক্ষা ; চিদাত্মন্যেব তৎপ্রকাশ-কবলিতায়া এব ধিয়ঃ সদ্যোৎপত্তেঃ"—১৪।৬ "ন অধ্যক্ষস্য সাক্ষিণঃ পরিণামঃ, তস্য অবিশেষত্বাৎ ; স্বতঃ পরতো বা নিরবয়বস্য বিশেষা-সম্ভবাৎ। কিন্তু বুদ্ধেরেব সাভাসায়া অবস্থা-বিশেষঃ"।

§ "দ্রষ্টা সদৈব দৃশ্যাৎ অসজাতীয়ঃ, দৃশ্যাংশস্য অচেতনত্বাৎ আত্মত্বানুপপত্তেঃ"—১৫।৫। "অন্যথা, দ্রষ্টৃ-দৃশ্যয়োঃ রসজাতীয়ত্বান-ঙ্গীকারে, দ্রষ্টুঃ পরিণামিত্বাৎ, ধীবৎ, সাক্ষিতা—আত্মতা—ন স্যাৎ"।

জাগরণ-অবস্থায়, অবিদ্যাচ্ছন্ন মনুষ্য প্রত্যেক বস্তুকেই দেশ-কাল-বদ্ধ স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্র বস্তুরূপে অনুভব করিয়া থাকে। 'এই বৃক্ষ', 'এই গৃহ', 'এই পুত্র', 'এই কলত্র', 'এই সুখ',—ইত্যাকারে বৈষয়িক-বিজ্ঞান উপলব্ধি করিয়া থাকে। বিষয়বর্গ ইন্দ্রিয়ের উপরে প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করিলে, অন্তঃকরণ এই সকল ঐন্দ্রিয়িক উপলব্ধিকে বিচার দ্বারা শ্রেণীবদ্ধ করিয়া লইলেই—সাজাইয়া গুছিয়া লইলেই—বিষয়-বিজ্ঞান সুসিদ্ধ হইয়া থাকে *। অন্তঃকরণের মধ্যে অনুগত আত্মাই এই

* "সমানাসমান-জাতীয়েভ্যো ব্যবচ্ছিন্নমনো লক্ষয়তি"—সাংখ্য-কারিকায়, বাচস্পতি মিশ্র। ব্যক্তিগত ও জাতিগত ভাবে সজ্জিত করাকেই—শ্রেণীবদ্ধ করা বলা হইয়াছে। এই সজ্জীভূত-করণের মূলে—সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিচার নিহিত থাকে। 'বর্ত্তমানের অনুভূতি গুলি, অতীতে লব্ধ অনুভূতির সমান-জাতীয়, এবং ইহারা অন্যান্য অনুভূতি হইতে বিজাতীয়' ইত্যাকার বিচার আবশ্যক হয়। তবে সম্পূর্ণ বিষয়-বিজ্ঞান (Perception) লব্ধ হয়। সাংখ্যদর্শনে এ তত্ত্ব বিশেষরূপে প্রদত্ত আছে। "অস্তি হ্যালোচনং জ্ঞানং প্রথমং নির্ব্বিকল্পকম্। ততঃ পরং পুনর্বস্তুধর্ম্মৈর্জাত্যাদিভির্যয়া, বুদ্ধ্যাহবসীয়তে সাহি প্রত্যক্ষত্বেন সম্মতা"। প্রথমতঃ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, সামান্যাকারে বিষয়ালোচনায় প্রবৃত্ত হয়। পরে বুদ্ধিদ্বারা বিশেষ ভাবে—অনুগত (Similar) ও ব্যাবৃত্ত (Dissimilar) ধর্ম্মসহকারে আলোচিত হয়। "Our idea of an object exists first as an undivided unit on which the several qualities come to the front one after another through the experience of *similars* with a *difference*"—Martineaue.

বিচার করেন। আত্মা যে এই সকল অনুভূতি হইতে স্বতন্ত্র, তাহা এই বিচার-দ্বারাই বুঝা যায় *। স্বপ্নাবস্থায়, স্থূল বিষয়-বর্গ থাকে না। কেবল অন্তঃকরণ, পূর্ব্ব-লব্ধ রূপ-রসাদির সংস্কার লইয়া ক্রীড়া করিতে থাকে। জাগ্রদবস্থায় ইহাদের যে দেশকালবদ্ধ স্থূল আকার ছিল, সেই স্থূল আকার এখন আর নাই। এখন অনুভূতি গুলি বাসনাত্মক সূক্ষ্ম-আকার ধারণ করিয়াছে †। কিন্তু যে আত্মা জাগরিত-কালে স্থূল বিষয়ানুভূতি লাভ করিয়াছিল, সেই আত্মাই, এখনও স্বপ্নাবস্থায়, বিষয়ের এই সূক্ষ্ম বাসনাকার অনুভূতি লাভ করিতেছেন ‡। সুতরাং স্বপ্নাবস্থায় যদিও জাগ্রদবস্থার ন্যায় আকার

---

* "চিত্তস্য মূর্ত্তত্বাৎ বিষয়-ব্যাপ্তৌ তদাকারাপত্তিঃ। নতু নিরবয়-বস্য আত্মনঃ ধী-ব্যাপ্তৌ তথা"—উপঃ সাহস্রী, রামতীর্থ, ১৪।৪। "ন বুদ্ধিবদ্বিকারবত্তা, নাপি বুদ্ধিরেব দ্রষ্ট্রী"—৪।৫৩ "নচৈবংসতি বুদ্ধেরনুপ-যোগ এব, চৈতন্যস্য বিষয়-বিশেষাকারত্বাপাদনায় তদুপযোগাৎ"—Ibid. "আত্মনো ন বিকারিত্বং বুদ্ধিবৎ ;—সাবয়বত্বাভাবাৎ সর্ব্ববিকার-সাক্ষিত্বাচ্চ—৪।৫১

† জাগ্রদবস্থায় যে যে বিষয় উপলব্ধি করা হইয়াছিল, অন্তঃকরণে সেই গুলির একটা সংস্কার অঙ্কিত হইয়া যায়। স্বপ্নাবস্থায়, এই পূর্ব্বাঙ্কিত সংস্কার গুলিই উদ্ভূত হইয়া উঠে।

‡ "স্বপ্নাবস্থায়াং মনঃ-পরিণামরূপাঃ বিষয়াকারা বৃত্তয়ঃ, ততো ব্যতিরিক্তস্যৈব দ্রষ্টুঃ দৃশ্যাঃ"।

নাই, তথাপি তদ্দ্বারা আত্মার কোন রূপান্তর ঘটিতেছে না। আত্মা—উভয় অবস্থারই দ্রষ্টা।

যখন গাঢ় নিদ্রা উপস্থিত হয়, তাহার নাম সুষুপ্তি। এই অবস্থায়, স্বপ্নাবস্থার অনুভূত বাসনাময় অনুভূতিও আর থাকে না। দর্শন ও স্মৃতি—উভয়ই মনঃ-স্পন্দন মাত্র। সুষুপ্তিকালে এই উভয় প্রকার স্পন্দনই নিবৃত্ত হইয়া যায়। এই অবস্থায়, বাহ্য বা আন্তর কোন প্রকার অনুভূতিই থাকে না; বাসনা-সংস্কারাদিও বিলীন হইয়া যায়। এ অবস্থায়, অন্তঃকরণের বাহ্যিক ও আন্তর সর্ব্বপ্রকার অনুভূতি (রূপাদি-বিজ্ঞান বা তাহার স্মৃতি) বিলীন হইয়া গিয়া, প্রাণশক্তিতে প্রচ্ছন্ন-ভাবে অবস্থান করে *। তখন সকল বিজ্ঞান, সকল সংস্কার, সকল বাসনা,—প্রাণশক্তিতে বীজ-ভাব ধারণ করে †। এ সময়ে, হৃদয়ের ছিদ্র-পথ পিত্তদ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া যায়। সুতরাং বাসনা-প্রবাহও অবরুদ্ধ হইয়া যায়। সুতরাং তখন ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত অন্তঃকরণের ক্রিয়া-প্রবাহ হৃদয়ে উপসংহৃত—লীন—হইয়া যায়। সকল প্রকার বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান, তখন এক

---

* "দর্শন-স্মরণ এবহি মনঃ-স্পন্দিতে, তদভাবে হৃদ্যেব অবিশেষেণ প্রাণাত্মনা অবস্থানম্"—গৌড়পাদভাষ্যে শঙ্কর, ২।

† "জাগ্রৎ-স্বপ্নৌ—স্থূল-সূক্ষ্ম-বিষয়-ভোগলক্ষণঃ। তয়োর্বীজং কারণং তমোময়ং যদজ্ঞানপ্রায়ং সুষুপ্তিসংজ্ঞকং তমোবীজম্"—উপদেশ সাহস্রী, রামতীর্থ, ১৬।১৮।

সাধারণ জ্ঞানাকারে সমুদয় শরীর ব্যাপিয়া অবস্থান করিতে থাকে। তখন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের মাত্র অনুভূতি হইতে থাকে। কার্য্য ও কারণবর্গ তখন শান্তভাব ধারণ করিয়া, গাঢ় সুপ্তিতে নিমগ্ন হইয়া যায়। সুতরাং কেবলমাত্র শান্ত, অদ্বয়, শিব, প্রশান্ত আত্ম-স্বরূপ ফুটিয়া উঠে। ইহাই গাঢ়-সুষুপ্তি নামে প্রখ্যাত। মহাশয়! নানা দিগ্‌দিগন্ত হইতে বিহঙ্গমগণ উড্ডীন হইয়া যেমন প্রদোষ-সময়ে একত্রীভূত হইয়া, আপন কুলায়ে আসিয়া সমবেত হয়, তদ্রূপ তখন সমুদয় বিজ্ঞান * এক প্রাণশক্তিতেই—অক্ষর পুরুষ-চৈতন্যে—একাকার হইয়া অবস্থান করে †। তখন শ্রোতব্য বিষয়ও শ্রবণেন্দ্রিয়, ঘ্রাতব্য বিষয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়, স্প্রষ্টব্য বিষয়ের সহিত স্পর্শেন্দ্রিয় (ত্বক্), গৃহীতব্য বিষয়ের সহিত হস্তেন্দ্রিয়, গন্তব্যদেশের সহিত গমনেন্দ্রিয় (পদ), সংকল্প-বিকল্পের সহিত মন, বোদ্ধব্য বিষয়ের সহিত বুদ্ধি, অভিমান-বৃত্তির সহিত অহঙ্কার ‡ এবং সর্ব্বপ্রকার কার্য্য-করণবর্গের মূলীভূত প্রাণ

* বিজ্ঞান—শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, রূপজ্ঞান, রসজ্ঞান প্রভৃতি।

† সুষুপ্তিকালে, প্রাণশক্তি বিলুপ্ত হয় না। কিন্তু তৎকালে প্রাণের কোন বিশেষ—দেশকালবদ্ধ—ক্রিয়ার অভিব্যক্তি থাকে না। সাধারণ ক্রিয়ামাত্র হইতে থাকে। এই প্রাণবীজ থাকে বলিয়াই, জাগরিত হইলে, আবার এই বীজ হইতেই দর্শনাদি ক্রিয়াপ্রবাহ উদ্ভূত হয়।

‡ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—এই তিনের একত্রে নাম—'অন্তঃকরণ'। এক অন্তঃকরণ নামক বস্তুরই, ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার ভেদবশতঃ, মন, বুদ্ধি,

বা সূত্র (স্পন্দন)—এই সকলই, পরম অক্ষর পুরুষ-চৈতন্যে বিলীন হইয়া যায়।

যাঁহাতে এই সকল বিলীন হইয়া যায়, তিনিই পরম-পুরুষ †। এই পূর্ণ পুরুষই প্রকৃত-পক্ষে দর্শন-কর্ত্তা, শ্রবণ-কর্ত্তা, ঘ্রাণ-কর্ত্তা, মননকর্ত্তা, বোদ্ধা, এবং বিজ্ঞানময় পুরুষ-চৈতন্য। ইনি সর্ব্বদাই জ্ঞানস্বরূপ। ইনি আপন সত্তাদ্বারা অন্তরস্থ সমুদয় ক্রিয়া এবং দেহের বাহিরের সকল বিষয়কে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া, ইহাঁকে পূর্ণ পুরুষ বলা যায়। সুষুপ্তি-কালে ইহাঁতেই, সকল বিজ্ঞান, সকল ক্রিয়া বিলীন হইয়া যায় ‡।

অহঙ্কার এই তিন নাম। অন্তঃকরণের যে বৃত্তি দ্বারা চৈতন্যের অভিব্যক্তি হয়, তাহাকে 'চিত্ত'ও বলা যায়। বেদান্তে, কাহারও কাহারও মতে, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত,—এই চারিটী লইয়াই 'অন্তঃকরণ'।

† "পূর্ণমনেন প্রাণ-বুদ্ধ্যাত্মনা জগৎ সমস্তমিতি 'পুরুষঃ'। পুরি (দেহে) শয়নাদ্বা 'পুরুষঃ'"—ঈশভাষ্য।

‡ শঙ্করাচার্য্য মাণ্ডুক্যভাষ্যে যাহা বলিয়াছেন, তাহা ও উল্লিখিত হইতেছে। সুষুপ্তিকালে সর্ব্বপ্রকার বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান প্রাণশক্তিতে লীন হইয়া যায়। আত্মাই এই প্রাণশক্তির অধিষ্ঠান। এই বীজযুক্ত আত্মচৈতন্যই শ্রুতিতে 'সদ্ব্রহ্ম' বা 'কারণব্রহ্ম' নামে বিদিত। এই প্রাণবীজকে, সুষুপ্তি-অবস্থায়, স্বীকার করিতেই হইবে। যদি এই বীজকে স্বীকার না করা যায়, তবে সুষুপ্তির পরে জীবের জাগরিত হওয়াই সম্ভব হইত না। জীব যে পুনরায় জাগরিত হয় এবং পুনরায় দর্শন-

এই পরম-পুরুষ—সর্ব্ববিধ গুণ, বিশেষণ ও ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত। ইনি স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ,—এই তিন অবস্থার অতীত। ইনি নাম-রূপাদি উপাধি হইতে স্বতন্ত্র। ইনি শুদ্ধ, নির্ব্বিকার, তুরীয়। ইনি পরম-সত্য—ইহাঁর সত্তা সর্ব্বদা একরূপ, সর্ব্ব-ব্যাপক ও স্বতঃ-সিদ্ধ। ইনি প্রাণ ও মনের অগোচর। ইহাঁর স্বরূপ জানিতে পারিলে, জানিতে আর কিছুই বাকী থাকে না। কেননা ইনিই সকলের কারণ। সুবর্ণের সত্তা যেমন হার-বলয়-কুণ্ডলাদি বিবিধ কার্য্যের আকার ধারণ করে; তদ্রূপ এই কারণ-সত্তাই (পুরুষ-সত্তা), বিবিধ কার্য্যাকারে অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছেন। সুতরাং কারণ-সত্তার জ্ঞানলাভ করিতে পারিলেই, বিশ্বের তাবৎ পদার্থের বোধও সহজ-সিদ্ধ হইয়া

শ্রবণাদি করিতে থাকে.—এই প্রাণবীজই তাহার কারণ। আত্মায় এই প্রাণবীজ থাকে বলিয়াই, উহা হইতেই পুনরায় দর্শন-শ্রবণাদি ক্রিয়ার অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। এই প্রাণই—জাগরিতবস্থা ও স্বপ্নাবস্থার বীজস্বরূপ। স্বপ্নাবস্থায় যে সকল বাসনা-সংস্কারাদি ক্রিয়া করে, সেই সকল বাসনাসংস্কারাদি, সুষুপ্তিকালে, এই প্রাণবীজেই লীন হয় (সূক্ষ্ম কারণাবস্থা ধারণ করে)। আবার এই কারণ-বীজ হইতেই পুনরায়, জাগ্রদবস্থায়, ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া অভিব্যক্ত হয়। সুতরাং সুষুপ্তাবস্থাটী বীজাবস্থা, অর্থাৎ আত্মার শক্তি-সংবলিত অবস্থা। ইহা ছাড়া, আত্মার একটী 'তুরীয় অবস্থা' আছে। ইহা নির্বীজ অবস্থা। ইহা করণাবস্থারও অতীত। কেবল 'নেতি,' 'নেতি' শব্দদ্বারাই এই অবস্থাটীকে কথঞ্চিৎ বুঝাইয়া দেওয়া যায়।

উঠে। অগ্নি, সূর্য্যাদি আধিদৈবিক পদার্থসমূহ; চক্ষুরাদি আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়-বর্গ; এবং পৃথিব্যাদি ভৌতিক পদার্থ-সকল—এই পরম পুরুষের সত্তাকে অবলম্বন করিয়া অবস্থান করে। এই পরম অক্ষর-পুরুষকে জানিতে পারিলেই, জানিবার আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না;—সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারা যায়। তাঁহার সর্ব্বত্র সর্ব্বাত্ম-ভাব জন্মে *।

মহাশয়! আপনি যে জীবের তিনটী প্রধান অবস্থা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি নামে পরিচিত অবস্থা—জানিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহা কথিত হইল। এতদ্দ্বারা, বিষয়-বিজ্ঞানের তত্ত্ব এবং আত্মার প্রকৃত স্বরূপের তত্ত্বও সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আপনি এই উপদেশগুলি নিয়ত মনন করিবেন এবং আত্মার স্বরূপানুসন্ধানে নিয়ত উদ্‌যুক্ত রহিবেন"।

এই বলিয়া আচার্য্য নীরব হইলেন।

* একই কারণ-সত্তা হইতে যখন বাহ্য ও আন্তর সমুদয় পদার্থ অভিব্যক্ত হইয়াছে এবং একই কারণ-সত্তা যখন সকল পদার্থে অনু-প্রবিষ্ট, তখন আত্মাতেও যে সত্তা, বাহিরেও সেই সত্তা—এই অদ্বয়-বোধের নামই 'সর্ব্বাত্ম-ভাব'॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

(ষোড়শ কলার বিবরণ)

পরদিন প্রদোষ-কালে, সুকেশা বিনীত-ভাবে আচার্য্য পিপ্পলাদের সমীপে উপবেশন করিয়া নিবেদন করিলেন—

"ভগবন্! সে দিন আমাদিগকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তদ্দ্বারা জীবের সুষুপ্তিকালে বিষয়বর্গ ও ইন্দ্রিয় সকল কি প্রকারে আত্ম-সত্তায় বিলীন হইয়া যায়, তাহাই আলোচিত হইয়াছে। আমরা তদ্দ্বারা ইহাও প্রসঙ্গতঃ বুঝিয়াছি যে, প্রলয়-কালে—কার্য্য-করণাত্মক এই জগৎ *, সেই পরম-

---

* কার্য্য—Matter. করণ—Motion.

জীবের সুষুপ্তি-অবস্থা এবং জগতের প্রলয়াবস্থা—উভয়ই সমান বলিয়া শ্রুতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুষুপ্তিকালে—ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই প্রাণশক্তিতে অনভিব্যক্তভাবে বিলীন থাকে। আবার, পুনরায় জাগ্রদবস্থায় ঐ প্রাণশক্তিরূপ বীজ হইতেই ইন্দ্রিয়াদি অভিব্যক্ত হয়। প্রলয়কালেও এই জগৎ 'অব্যক্ত' প্রাণশক্তিতেই লীন হয়। এই বীজ হইতেই পুনঃ সৃষ্টিকালে জগৎ ব্যক্ত হয়। প্রলয়ে ও সুষুপ্তিতে—উভয় অবস্থাতেই এই প্রাণ-বীজ স্বীকার করিতে হয়। নতুবা সুষুপ্তির পর ইন্দ্রিয়াদির এবং প্রলয়ের পর জগতের পুনরায় অভিব্যক্তি কোথা হইতে হইবে? আনন্দগিরি এ জন্যই গৌড়পাদকারিকার ভাষ্য-

কারণ স্বরূপ অক্ষর-পুরুষে লীন হইয়া যাইবে। এবং পুনরায় সৃষ্টিকালে সেই পুরুষ-সত্তা হইতেই জগৎ অভিব্যক্ত হইবে। কার্য্যবর্গ—উহাদের উপাদান ব্যতীত অন্য কোন বস্তুতে লীন হইয়া অবস্থান করিতে পারে না, অন্য কিছু হইতে অভিব্যক্তও হইতে পারে না। উপাদান-কারণ হইতেই কার্য্যের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, আবার তাহারা সেই কারণ-সত্তাতেই বিলীন হইয়া যায়,—ইহাই নিয়ম। আপনি ইহাও বলিয়া দিয়াছেন যে, এই বিশ্ব-জগতের যিনি মূল-কারণ, তাঁহাকেই সম্যক্ প্রকারে জানা কর্ত্তব্য এবং তাঁহাকে জানিতে পারিলেই মনুষ্যের পরম-কল্যাণ (মুক্তি) হইয়া থাকে *। কারণ-সত্তার প্রকৃত বোধ জন্মিলেই অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করিতে পারা যায় এবং অদ্বৈত জ্ঞানই সকল জ্ঞানের সার এবং মুক্তির হেতু। 'কারণ-সত্তা হইতে কোন কার্য্যেরই 'স্বতন্ত্র' সত্তা নাই'—ইহাই অদ্বৈত-বোধের মূল তত্ত্ব। সুতরাং আপনি দয়া করিয়া সেই পরম-কারণ অক্ষর-পুরুষের

ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, সংসারের বীজস্বরূপ এই 'অব্যক্ত'কে কেবল মাত্র একটা সংস্কার বা Idea মনে করা যায় না। উহা মনের একটা অজ্ঞানাত্মক সংস্কার নহে। উহা জড়জগতের জড়ীয় উপাদান। "উপাদানত্বেন অনাত্মজ্ঞানসিদ্ধিঃ"—ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

* প্রিয় পাঠক, শঙ্করাচার্য্যের কথার তাৎপর্য্য লক্ষ্য করিবেন। জগৎকে বাদ দিয়া ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভের কথা বলা হইল না। জগতেরই অন্তরালবর্ত্তী সত্তা বা সাক্ষীরূপেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপদেশ প্রদত্ত হইল।

স্বরূপ কীর্ত্তন করুন্ এবং কি প্রকারে তাঁহা হইতে এই বিশ্ব প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, তাহাই বিস্তৃত-ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া, আমা-দিগকে পরিতৃপ্ত ও কৃতার্থ করুন্, ইহাই আমার নিবেদন।

একদা কোশল-দেশের ক্ষত্রিয় রাজপুত্র শ্রীমান্ হিরণ্যনাভ, রথারোহণে, আমার নিকটে আগমন পূর্ব্বক, আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'মহাশয়। আপনি "ষোড়শ-কলা-বিশিষ্ট পুরু-ষের স্বরূপ জানেন কি? ষোড়শ কলাই বা কাহাকে বলে এবং কি প্রকার? আর সেই ষোড়শ কলা-বিশিষ্ট পুরুষই বা কে'? ভগবন্! আমি রাজ-পুত্রের জিজ্ঞাসিত বিষয়টী জানিতাম না; সুতরাং পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়াও আমি তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলাম না। তিনি রথারোহণ করিয়া, বিমর্ষ-চিত্তে, আপন ভবনে ফিরিয়া গেলেন। ভগবন্! আমি সেই প্রশ্নটীই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আপনি ব্রহ্মজ্ঞ, মহাপুরুষ। আপনি ভিন্ন এই মহারহস্য ভেদ করিতে পারেন, ঈদৃশ ব্যক্তি, ভারত-বর্ষে, বর্ত্তমানে, অপর কেহই নাই। অতএব, আমি কৃতাঞ্জলি-পুটে সবিনয়ে প্রার্থনা করিতেছি যে, আমার মনোবাঞ্ছা পূরণ করুন্। এই উদ্দেশ্যটী পোষণ করি-য়াই আমি বহুদূর হইতে আপনার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি"।

আচার্য্য, সুকেশার অকপট আগ্রহ ও হৃদয়ের পিপাসা বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাকে ষোড়শ-কলার বিবরণ বলিতে আরম্ভ করিলেন—

"মহাশয়! এই দেহের মধ্যে যে পুরুষ বাস করিতেছেন, তাঁহা হইতে ষোড়শটী কলা উৎপন্ন হইয়াছে। পুরুষ, সকল কলার অতীত; কলাগুলি তাঁহার উপাধি *। এই উপাধি-যোগেই সেই সর্ব্বাতীত পুরুষ কলাবিশিষ্ট বলিয়া উপলক্ষিত হইয়া থাকেন।

এই কলা-সকল, পুরুষ-চৈতন্যের সত্তা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে; স্থিতিকালে, তাঁহারই সত্তার আশ্রয়ে অবস্থান করে এবং প্রলয়ে, তাঁহার সত্তাতেই বিলীন হইয়া যায়। ইহারা কোন অবস্থাতেই, তাঁহার সত্তা হইতে 'স্বতন্ত্র' ভাবে থাকিতে পারে না। ইহাদের নিজের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। যাহাদের নিজের স্বতন্ত্র সত্তা নাই,—যাহাদের সত্তা পুরুষ-সত্তার উপরেই নির্ভর করে; তাহারা নিশ্চয়ই 'অসত্য' †।

* পুরুষ-সত্তা, এই সকল কলা হইতে স্বতন্ত্র। কিন্তু পুরুষ-সত্তা হইতে কলাগুলি স্বতন্ত্র নহে। কলাগুলি, সেই নির্ব্বিশেষ পুরুষ-সত্তারই একটা বিশেষ-অবস্থা বা বিশেষ-আকার মাত্র। কিন্তু বিশেষ একটা আকার ধারণ করিলেই বস্তুটী অন্য কোন স্বতন্ত্র বস্তু হইয়া উঠে না। এই জন্যই, পুরুষ-সত্তাকে—কলাগুলি হইতে স্বতন্ত্র বলা হইয়াছে। তিনি স্বতন্ত্র থাকিয়াই, কলাগুলির অধিষ্ঠান। এই জন্য কলাগুলি—তাঁহার 'উপাধি'। সৃষ্টির প্রাক্কালে এই বিশেষাবস্থাটী আসিয়াছিল বলিয়া, পুরুষ-সত্তা সর্ব্বদাই 'স্বতন্ত্র'। দ্বিতীয়খণ্ডের অবতরণিকা দেখ।

† এই ভাবেই শঙ্কর জগৎকে 'অসত্য' বলিয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকা, ১২০ পৃষ্ঠা হইতে ১২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বাগ্রে আপনাকে এই পুরুষের স্বরূপ কীর্ত্তন করিয়া, পরে আপনার নিকট ষোড়শ কলার বিবরণ প্রদান করিব।

পুরুষ—চৈতন্য-স্বরূপ। চৈতন্য বা জ্ঞানই পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ। এই জ্ঞান বা চৈতন্যের কোন অবস্থান্তর নাই, কোন বিশেষত্ব নাই। ইহা নির্ব্বিশেষ, সর্ব্বদা একরূপ। ইহা সদা বর্ত্তমান, নিত্য। ইহার কদাপি ব্যভিচার হয় না;—অর্থাৎ ইহা এখন একরূপ, তখন অন্যরূপ; বা ইহা এখন আছে, তখন নাই; —এ প্রকার কখনই হয় না। সকল বস্তুই—এই জ্ঞানের জ্ঞেয়, ইহা সর্ব্বদা প্রকাশ স্বরূপ। বিষয় উপস্থিত হইলেই, তাহা এই চৈতন্যদ্বারা প্রকাশিত হইবেই। বৃক্ষ-লতাদি বিষয়বর্গ নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে; নিয়ত অবস্থান্তর গ্রহণ করে; ইহাদের নিয়ত উৎপত্তি-বিনাশ হইয়া থাকে। কিন্তু বিষয়-বর্গের এই সকল অবস্থান্তরের মধ্যে, এই প্রকাশ-স্বরূপ চৈতন্য সর্ব্বদা একরূপে বর্ত্তমান। বিষয়বর্গের সকল অবস্থান্তরই, এই চৈতন্য দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রকাশ করাই ইহাঁর স্বরূপ। জ্ঞানই ইহাঁর স্বরূপ। একটী বস্তু জ্ঞান-স্বরূপ, অথচ তাহা কাহাকেও জানিতে পারিতেছে না, ইহা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। একটী নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের অনুভূতি কালে, অপর একটী বিষয়ের অনুভূতি না হইতে পারে; যখন ঘটের জ্ঞান হইতেছে, তখন পটের জ্ঞান না হইতে পারে; কিন্তু জ্ঞান—সর্ব্বত্র, সর্ব্বকালে, অনুস্যূত থাকে। বিষয় উপস্থিত থাকুক্ বা না

থাকুক, প্রকাশ করাই জ্ঞানের স্বরূপ। নিত্য জ্ঞান-স্বরূপ চৈতন্য, সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছেন। কোন বিষয় উপস্থিত হইবা মাত্রই তাহা, সেই প্রকাশ-স্বরূপ জ্ঞান বা চৈতন্য দ্বারা প্রকাশিত হইবেই। সুতরাং চৈতন্যের কদাপি ব্যভিচার হয় না। যাহা সেই চৈতন্যের জ্ঞেয় পদার্থ, তাহারই ব্যভিচার বা অবস্থান্তর হইয়া থাকে। সুতরাং জ্ঞান থাকিলেই যে তাহার জ্ঞেয় পদার্থটীকে সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিতই থাকিতে হইবে, এমন নিয়ম হইতে পারে না। কিন্তু কোন জ্ঞেয় পদার্থ উপস্থিত থাকিলে, তাহা যে প্রকাশ-স্বরূপ চৈতন্য দ্বারাই প্রকাশিত হইতেছে,—ইহা অনিবার্য্যরূপে সত্য।

যদি এরূপ আশঙ্কা উদিত হয় যে, যখন কোন মনুষ্য গাঢ়-নিদ্রায় সুষুপ্ত, তখন ত তাহার কোন বিষয়-বিজ্ঞান থাকে না; সুতরাং এ স্থলে ত জ্ঞানের ব্যভিচার দেখা যাইতেছে। কিন্তু এই আশঙ্কা অকিঞ্চিৎকর। কেন না, অন্ধকারে চক্ষু, কোন-রূপ দেখিতে পায় না বলিয়া কি তৎকালে চক্ষুরই অভাব হইয়াছে বলিতে হইবে? সুযুপ্তিকালেও জ্ঞানের অভাব হয় না; কেবল জ্ঞানের অভিব্যঞ্জক বিষয় থাকে না বলিয়াই, উহা বুঝা যায় না এই মাত্র। জ্ঞেয় বিষয়ের অভাবে, জ্ঞানেরই যে অভাব হয়, ইহা মনে করা ভুল। এই যে জ্ঞেয় বিষয়ের 'অভাব,'—এই অভাবকেই বা কে বুঝাইয়া দেয়? জ্ঞানই ত বলিয়া দেয় যে, এস্থলে জ্ঞেয় বিষয়ের অভাব আছে। কেন

না, 'অভাব'ও এক প্রকার 'জ্ঞেয়'। সুতরাং এ প্রকার যুক্তিতেও ইহাই প্রমাণিত হয় যে, জ্ঞেয়-বিষয়ের অভাব হইলে জ্ঞানের অভাব হয় না। অতএব জ্ঞান—নিত্য এবং জ্ঞানের কখনও অভাব হয় না।

কেহ কেহ জ্ঞানকে অখণ্ড মনে করেন না। তাঁহারা বলেন যে, খণ্ড খণ্ড জ্ঞান-সমূহের ধারাই আত্মার স্বরূপ। ইহাঁদের মতে এই জ্ঞান-ধারাগুলির মধ্যে একটী জ্ঞান অন্যটীর জ্ঞেয়। কিন্তু জ্ঞেয় হইলেও, সকল গুলিই যখন জ্ঞান-ধারামাত্র, তখন ইহাঁদের মতে, জ্ঞান এবং জ্ঞেয়—এই উভয়ে কোন ভেদ নাই। কিন্তু জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় কদাপি এক হইতে পারে না। জ্ঞেয় হইতে জ্ঞাতা অবশ্যই ভিন্ন *। কোন পদার্থকে কাহারও জ্ঞেয় হইতে হইলে, জ্ঞাতাকে জ্ঞেয় হইতে স্বতন্ত্র হইতে হয়। সকলই যদি কেবল জ্ঞান-ধারা † মাত্রই হয়, তবে একটী জ্ঞান অপর-টীকে জানিবে কি প্রকারে? নিজেই ত নিজকে জানিতে পারা যায় না ‡। অতএব জ্ঞান বা চৈতন্য—খণ্ড খণ্ড নহে। ইহা এক, নিত্য।

---

* আমি চন্দ্র দেখিলাম। এ স্থলে আমি চন্দ্রের জ্ঞাতা, চন্দ্র আমার জ্ঞেয়। এ স্থলে আমি ও চন্দ্র—এক হইতে পারে না।

† জ্ঞান-ধারা—Series of Consciousness.

‡ একটা আশঙ্কা উঠিতে পারে যে, ব্রহ্ম-চৈতন্যকে 'সর্ব্বজ্ঞ' বলা যায় কিরূপে? প্রকৃত সিদ্ধান্ত এই যে, জ্ঞেয় বস্তু না থাকিলেও জ্ঞানের

এক, অখণ্ড, নিত্য জ্ঞান—বিবিধ নাম ও রূপাদি উপাধি-যোগে খণ্ড খণ্ড বিজ্ঞানরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। এক অখণ্ড জ্ঞানই—নামরূপাদির অধিষ্ঠান *; সুতরাং উহা নাম—রূপাদি কলা হইতে স্বতন্ত্র। এই কলাগুলি, সৃষ্টিকালে, পুরুষ-সত্তা হইতেই উৎপন্ন হয় এবং স্থিতি-কালে, পুরুষ-সত্তাকে অবলম্বন করিয়াই অবস্থিত রহিয়াছে; আবার, প্রলয়-কালে, পুরুষ-সত্তাতেই বিলীন হইয়া যাইবে। পুরুষ-সত্তাতেই নাম-রূপাদির সত্তা; উহাদের 'স্বতন্ত্র' সত্তা নাই †। পুরুষ-সত্তা যে চেতন-স্বরূপ—অখণ্ড-জ্ঞানস্বরূপ—তাহা আপনাকে বলিলাম। এখন, পুরুষসত্তাই যে জগতের কারণ—নামরূপাদি কলার উপাদান, তাহাই বলিতেছি।

ব্যভিচার হয় না। যে স্থলে জ্ঞানের যোগ্য (প্রকাশ্য) কোন বস্তু উপস্থিত নাই, সেখানেও জ্ঞান থাকে; বিষয়ের অভাবে তাহা অভিব্যঞ্জিত হয় না, এই মাত্র। সর্ব্বজ্ঞত্ব অর্থ—স্বপ্রকাশত্ব। সুতরাং বিষয়-প্রকাশের যোগ্যতা ব্রহ্মের সর্ব্বদাই আছে। জ্ঞেয় বিষয় যখনই উপস্থিত হইবে, তখনই উহা প্রকাশিত হইবে।

* "চৈতন্যস্য একত্বেন, নিত্যত্বাৎ জগদ্ভিন্নত্বেন, তস্য 'অধিষ্ঠান'-ত্বোপপত্তেঃ"—আনন্দগিরি।

† সৃষ্টিবিষয়ক শ্রুতিগুলি সর্ব্বত্র ব্রহ্মসত্তার অনুভূতির সহায়। কেননা, এই জগৎ সেই সত্তার জ্ঞান আনয়ন করিবে। কেননা, জগতের ত স্বতন্ত্র সত্তা নাই। "কলানামধ্যারোপ আত্মপ্রতিপত্ত্যর্থম্"। আনন্দগিরি।

দেহ-মধ্যেই পুরুষ-চৈতন্য অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু দেহ কখনই চৈতন্যের আধার হইতে পারে না। কেন না, দেহ এবং দেহের উপাদান নামরূপাদি কলাগুলি,—সকলই সাবয়ব, জড়। চৈতন্য—নিরবয়ব, অখণ্ড। দর্শন, শ্রবণ, মননাদি বিবিধ বিজ্ঞান দ্বারা দেহে সেই অখণ্ড চৈতন্যের উপলব্ধি বা অভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জন্যই তাঁহাকে দেহমধ্যে অবস্থিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। আরো একটী কথা আছে। কারণ-সত্তাই—কার্য্যবর্গের মধ্যে অনুস্যূত থাকে। দেহাদি কার্য্যবর্গ, পুরুষ-সত্তা হইতেই অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং দেহাদির মধ্যে পুরুষ-সত্তা অনুস্যূত রহিয়াছেন। এই নিমিত্তই তাঁহাকে দেহ-মধ্যস্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে।

চেতন পুরুষ সত্তা হইতে কি প্রকারে ষোড়শ কলা অভি-ব্যক্ত হয় এবং ষোড়শ কলাই বা কি কি, এখন তাহাই বলিব।

নির্ব্বিশেষ চৈতন্য-সত্তা, সৃষ্টির প্রাক্কালে, জগৎসৃষ্টির আলোচনা করিয়াছিলেন। এই 'আলোচনা' বা সৃষ্টিবিষয়ক সংকল্প 'আগন্তুক' বলিয়া, তাঁহাকে এই আগন্তুক সংকল্পের 'কর্ত্তা' বলা যায়। প্রকৃত পক্ষে, এই সংকল্প তাঁহারই সংকল্প *। যিনি পূর্ণ জ্ঞানস্বরূপ, তিনিই ত সৃষ্টিকালে সৃষ্টিবিষয়ক সংকল্প

* এই সংকল্পকে 'জ্ঞানের বিকার' বলা হইয়াছে। কেননা, ইহা পূর্ণজ্ঞানেরই একটা বিশেষ-অবস্থা—একটা আগন্তুক আলোচনা।

করিয়াছিলেন। সুতরাং সৃষ্টিবিষয়ক—এই সংকল্প বা জ্ঞান; 'আগন্তুক' হইলেও, ইহা প্রকৃত পক্ষে সেই পূর্ণজ্ঞান ব্যতীত স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে। কিন্তু তথাপি, এই আগন্তুক অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই, তাঁহাকে এই জ্ঞানের 'কর্ত্তা' বলা হইয়া থাকে। এইরূপেই নির্ব্বিশেষ পুরুষ-চৈতন্যকে জগৎকর্ত্তা, জগৎস্রষ্টা বলা হইয়া থাকে *। নতুবা, তিনি সর্ব্বদাই একরূপ বলিয়া, নির্ব্বিশেষ, নিত্য, নির্ব্বিকার; তাঁহার আবার অবস্থান্তর বা বিশেষত্ব সম্ভব হইবে কি প্রকারে † ? তত্ত্বদর্শীর নিকটে, ব্রহ্মসত্তা সর্ব্বদাই একরূপ। জগৎসৃষ্টির প্রাক্কালে, এই যে

---

* "নিত্যস্যাপি জ্ঞানস্য...ব্রহ্মস্বরূপাৎ 'ভেদং' কল্পয়িত্বা কার্য্যস্যোপ-চারাৎ ব্রহ্মণস্তৎ-কর্ত্তৃত্বব্যপদেশঃ"।—বেদান্ত-ভাষ্যে রত্নপ্রভা। "ননু স্বাভাবিকনিত্যচৈতন্যেন কথং কাদাচিৎকেক্ষণম্?—সৃষ্টিকালে অভি-ব্যক্ত্যুন্মুখীভূতানভিব্যক্তনামরূপাবচ্ছিন্নং সৎস্বরূপচৈতন্যমেব ঔন্মুখ্য-কাদাচিৎকত্বাৎ কাদাচিৎকমীক্ষণম্"—ঐতরেয়-ভাষ্যে জ্ঞানামৃতটীকা।

† পাঠকবর্গ এস্থলে একটী কথা অনুধাবন করিয়া দেখিবেন। যাহা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-সত্তা, সৃষ্টির প্রাক্কালে তাঁহার একটা বিশেষ-অবস্থা উপস্থিত হয়, ইহা কি প্রকারে স্বীকার করা যায়? শঙ্করের উত্তর এইরূপ—'তুমি কথাটা উল্‌টা করিয়া বলিতেছ। তত্ত্বদর্শীর চক্ষে অবস্থান্তর কোথায়? কোন অবস্থান্তরের মধ্যেও ব্রহ্ম-সত্তার রূপান্তর হয় না। যাহাকে অজ্ঞলোকে অবস্থান্তর বলিয়া স্বতন্ত্র একটা বস্তু মনে করে, তত্ত্বদর্শী জানেন যে, অবস্থান্তরের মধ্যেও ব্রহ্মসত্তা ঠিকই

আগন্তুক অবস্থা-বিশেষ উপস্থিত হয়, ইহাতেও ব্রহ্মসত্তা কোন 'স্বতন্ত্র' বস্তু হইয়া উঠেন না।

এই বিশেষাবস্থাই—জগৎ-সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা। ইহাই জগতের উপাদান। ইহা ব্রহ্মসত্তারই একটা আগন্তুক অবস্থা। সুতরাং ইহা হইতে তিনি 'স্বতন্ত্র'। কিন্তু এই বিশেষ অবস্থাটী যখন তাঁহারই একটা অবস্থা ; তিনিই যখন এই অবস্থা-বিশেষের মধ্যেও অনুপ্রবিষ্ট ; তখন, এই অবস্থান্তরটী ব্রহ্মসত্তা হইতে প্রকৃত পক্ষে কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহে। তত্ত্বদর্শী বুঝিতে পারেন যে, উহা ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত অন্য কিছু নহে ; উহা ব্রহ্মসত্তাই।

আছে। তত্ত্বদর্শীর অনুভব এই যে, ব্রহ্মসত্তা সর্ব্বদাই একরূপ। সৃষ্টির পূর্ব্বে, সৃষ্টির প্রাক্কালে, সৃষ্টির পরে এবং সৃষ্টির বিনাশে—সর্ব্বাবস্থায় ব্রহ্ম-সত্তা একরূপেই অবস্থিত। অবস্থার ভেদ—অজ্ঞলোকের কথামাত্র। অজ্ঞলোক যাহাকে উৎপত্তি-বিনাশশীল জগৎ বলে ; পরমার্থদর্শীর চক্ষে তাহা প্রতীতি হয় না ; তাঁহারা জগতের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট ব্রহ্মসত্তাই অনুভব করিয়া থাকেন এবং বুঝেন যে, সেই সত্তা এই অবস্থান্তর দ্বারা রূপান্তরিত বা স্বতন্ত্র কোন বস্তু হইয়া উঠেন নাই। উহা পূর্ব্বেও যে সত্তা, এখনও সেই সত্তাই রহিয়াছেন। তত্ত্বদর্শী জানেন যে, এ জগৎ সেই সত্তারই পরিচায়ক চিহ্নমাত্র—তাঁহারই ঐশ্বর্য্যমাত্র; সুতরাং স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে। শঙ্কর এই তত্ত্বদর্শীর চক্ষেই জগৎকে দেখিতেন।

কেহ কেহ * এই অবস্থা-বিশেষকে 'স্বতন্ত্র' ও স্বাধীন বস্তু বলিয়াই মনে করেন এবং ইহাকে 'প্রকৃতি' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এবং তাঁহারা এই প্রকৃতিকেই জগতের স্বাধীন উপাদান-কারণ বলিয়া বোধ করেন। পুরুষ-চৈতন্য হইতে ইহা স্বতন্ত্র, স্বাধীন বস্তু। সুতরাং তাঁহাদের মতে, এই প্রকৃতিই জগতের কর্ত্রী; পুরুষ-চৈতন্য কেবল সুখদুঃখের ভোক্তা †। কিন্তু তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। প্রকৃতিকে স্বাধীন বস্তু মনে করা উচিত নহে। উহা যখন ব্রহ্মসত্তারই একটা আগন্তুক অবস্থামাত্র, তখন প্রকৃতপক্ষে উহা স্বাধীন নহে। এই অবস্থান্তর-গ্রহণ দ্বারা ব্রহ্মসত্তার স্বাতন্ত্র্যের কোন ক্ষতি হয় নাই। তিনি কোন স্বতন্ত্র বস্ত্বন্তর হইয়া উঠেন নাই। তাঁহার কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি সমস্ত—এই আগন্তুক অবস্থাযোগেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। স্বরূপতঃ, তাঁহার কর্ত্তৃত্বও ভোক্তৃত্বও নাই; তিনি সর্ব্বদাই একরূপ—সর্ব্বদাই স্বতন্ত্র। সুতরাং পুরুষ-চৈতন্যকে স্বরূপতঃ সুখদুঃখের ভোক্তা মনে করা এবং প্রকৃতিকে স্বাধীন কর্ত্রী মনে করা নিতান্তই ভ্রমাত্মক। কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব—উভয়ই বিকৃত অবস্থা। নির্ব্বিকার পুরুষ-সত্তায় স্বরূপতঃ বিকার আসিতে পারেনা। এই আগন্তুক অবস্থাবিশেষকে লক্ষ্য করিয়াই কেবল, পুরুষ-চৈতন্যকে এই

* এতদ্দ্বারা 'সাংখ্য-মত' কথিত হইয়াছে।

† ভোক্তা—সুখদুঃখের অনুভবকারী।

অবস্থাবিশেষের কর্ত্তাও ভোক্তা বলা যাইতে পারে *। স্বরূপতঃ তিনি কর্ত্তাও নহেন, ভোক্তাও নহেন। তিনি নির্ব্বিশেষ, নির্ব্বিকার। সম্রাট কোন যুদ্ধে সেনাপতিকে নিযুক্ত করিলে, সেই সেনাপতি যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও, যেমন লোকে সম্রাটকে যুদ্ধজয়ের কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে; কিন্তু যুদ্ধ-জয়ের মুখ্য কর্ত্তা সেনাপতি ব্যতীত অন্য কেহ নহেন। সম্রাট কেবল গৌণভাবেই যুদ্ধ-জয়ের কর্ত্তা। এই দৃষ্টান্তানুসারে, যদি প্রকৃতিকেই জগৎ-স্বষ্টির মুখ্যকর্ত্রী মনে করা যায় এবং পুরুষের কর্ত্তৃত্ব গৌণমাত্র মনে করা যায়; কিন্তু এ প্রকার বিবেচনা করাও সঙ্গত নহে। কেন না, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্ম-সত্তাই জগৎ-স্বষ্টির কর্ত্তা বা কারণ। সুতরাং জগৎ-স্বষ্টি-ব্যাপারে ব্রহ্মেরই মুখ্য কর্ত্তৃত্ব, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

পরিশেষে, ষোড়শ-কলার বিবরণ প্রদান করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব।

---

* ভোগ অর্থ কি? প্রকৃতি যখন জীবের চিত্তাকারে পরিণত হয়, তখন চিত্তের একপ্রকার পরিণামযোগে পুরুষ সুখভোগ করেন; চিত্তের অন্যপ্রকার পরিণাম হইলে পুরুষ দুঃখভোগ করেন। চিত্তের পরিণাম-বিশেষের দ্বারাই পুরুষের 'ভোগ' সিদ্ধ হয়। স্বরূপতঃ পুরুষে ভোগ সিদ্ধ হইতে পারে,না।

সৃষ্টির প্রাক্কালে, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-সত্তা এই জগৎসৃষ্টির আলোচনা করিলে, সর্ব্বপ্রথমে সূক্ষ্মরূপে প্রাণের * অভিব্যক্তি হয়। এই প্রাণ—ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তিরূপে † দ্বিবিধ।

* সৃষ্টির প্রাক্কালে পূর্ণশক্তিস্বরূপ ব্রহ্মসত্তার, জগৎরূপে অভিব্যক্ত হইবার উন্মুখাবস্থা হইয়াছিল। ইহা সেই নির্ব্বিশেষ সত্তারই একটা বিশেষ-আকার মাত্র। কিন্তু তত্ত্বদর্শীর চক্ষে, এই বিশেষাকার ধারণ করাতে, সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসত্তা কোন স্বতন্ত্র বস্তু হইয়া উঠিলেন না। নির্ব্বিশেষ সত্তার এই বিশেষ-অবস্থাটীকে 'অব্যক্ত', 'প্রাণ,' 'মায়াশক্তি' প্রভৃতি নামে ব্যবহার করা হইয়া থাকে ; ইহাই জগতের পূর্ব্বাবস্থা, ইহাই জগতের উপাদান। এই উপাদানই সর্ব্বপ্রথমে সূক্ষ্ম প্রাণরূপে—স্পন্দনরূপে অভিব্যক্ত হয়। এই সূক্ষ্ম স্পন্দন—করণাকারে (Motion) ও কার্য্যাকারে (Matter) বিকাশিত হইয়া স্থূল হয়।

† প্রাণ বা স্পন্দনকে সাংখ্যেরা 'মহত্তত্ত্ব' এবং বেদান্ত ইহাকে 'হিরণ্যগর্ভ' নামে বলিয়া থাকেন। গর্ভস্থ ভ্রূণে, প্রাণশক্তি সর্ব্বপ্রথমে উদ্ভূত হয় এবং ইন্দ্রিয়াদির গোলক নির্ম্মিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে, দর্শন-শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়শক্তিরূপে বিকাশিত হইয়া থাকে। এই জন্য ইহাকে জ্ঞানশক্তিও বলা যায়। কেননা, ইহার দ্বারাই জ্ঞানের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। শ্রুতি এই জ্ঞানশক্তিকে 'শ্রদ্ধা' শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "মহত্তত্ত্বং হ্যেকমেব প্রকৃতেরুৎপদ্যমানং জ্ঞান-ক্রিয়াশক্তিভ্যাং বুদ্ধি-প্রাণ শব্দাভ্যাং অভিলপ্যতে"—বেদান্তভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষু ২।৪।১১

এই প্রাণ বা স্পন্দন *—করণরূপে ও কার্য্যরূপে ক্রিয়া করিয়া থাকে। করণাংশই তেজ, আলোকাদিরূপে এবং কার্য্যাংশ, জলও পৃথিবীরূপে অভিব্যক্ত হয়। এইপ্রকারে, কার্য্যাংশ হইতে ক্রমে জীবের দেহ ও দেহাবয়ব এবং করণাংশ হইতে ইন্দ্রিয়-বুদ্ধি প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। পঞ্চস্থূলভূতই ইন্দ্রিয় প্রভৃতির আধার; স্থূল পঞ্চভূত দ্বারা গঠিত দেহের আশ্রয়েই ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি শক্তি ক্রিয়া করিয়া থাকে। প্রাণী যে অন্নাদি গ্রহণ করে তাহাতেই দেহের পোষণ হইতে থাকে এবং ইন্দ্রিয়াদিরও সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়। ভুক্ত অন্ন হইতে শুক্র-শোণিত উৎপন্ন হয় এবং শুক্র-শোণিত যোগেই জীবদেহ গঠিত হইয়া থাকে। এইরূপে জীব সকল সৃষ্ট হইয়া, ঋগ্বেদাদিতে উপদিষ্ট মন্ত্র দ্বারা দ্রব্যাত্মক ও ভাবনাত্মক—উভয়বিধ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা, এই সকল ক্রিয়ার ফলস্বরূপ নানাবিধ লোকে, দেহান্তে, গমন করিয়া থাকে এবং এই সকল ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন নামে ক্রমশঃ উন্নীত হইতে থাকেন। বোধ করি, এখন আপনি ষোড়শ-কলা কি কি, তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। ক্রিয়াশক্তি ও

---

* "কলানাং হি রূপম্—আরোপ্যাধিষ্ঠানোভয়াত্মকং সত্যানৃত-মিলনরূপং। তত্র, আরোপ্যস্য নামরূপাত্মকস্য ভেদে, অধিষ্ঠানাত্মক-রূপ-পুরুষাত্মতা উচ্যতে"—আনন্দগিরি। সকল পদার্থে অনুস্যূত ব্রহ্মসত্তাই একমাত্র 'সত্য' বস্তু; নামরূপাদি আকারগুলি অসত্য—চঞ্চল—উৎপত্তিবিনাশশীল।

জ্ঞানশক্তি ভেদে প্রাণের স্পন্দন, পঞ্চ স্থূল ভূত এবং ইন্দ্রিয় ও মন, এই নয়টী কলা। প্রাণীদিগের ভোজ্য ব্রীহী-যবাদি 'অন্ন' ও অন্ন হইতে উৎপন্ন সামর্থ্য,—এই একাদশ কলা। বৈদিক-মন্ত্র, দ্রব্যাত্মক ও ভাবনাত্মক যজ্ঞ,—এই চতুর্দ্দশ কলা। এই যজ্ঞের ফলস্বরূপ লোকগুলি এবং সেই লোকে জীবের ভিন্ন ভিন্ন নাম গুলি;—সর্ব্বশুদ্ধ এই ষোড়শটী কলা। এই গুলিই "ষোড়শ কলা" নামে প্রসিদ্ধ। জীবদিগের অবিদ্যা-কাম-কর্ম্ম-বশতঃ এইসকল কলা সৃষ্ট হইয়াছে। পুরুষ-সত্তা হইতেই ইহারা অভিব্যক্ত হইয়াছে। পুরুষসত্তা ব্যতীত, ইহাদের স্বতন্ত্র সত্তা নাই বলিয়াই, ইহারা 'অসত্য'। পুরুষ-সত্তার আশ্রয়েই ইহারা অবস্থিত থাকে।

সমুদ্রজল সূর্য্য-কিরণদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া মেঘাকার ধারণ করে এবং মেঘ হইতে সেই জল অভিবর্ষিত হইয়া গঙ্গা, সিন্ধু, যমুনাদি নদীর জলে পতিত হয়। তখন আর তাহাকে সমুদ্রজল বলা যায় না। তখন গঙ্গা, সিন্ধু, যমুনাদির জল বলিয়াই লোকে তাহাকে ব্যবহার করিয়া থাকে। এ অবস্থায় এই জলগুলি অবশ্যই সমুদ্রজল হইতে 'ভিন্ন' বলিয়াই প্রতীত হইতে থাকে। কিন্তু স্বরূপতঃ এই জলগুলি সমুদ্রজল ব্যতীত অন্য কিছু নহে। তার পর যখন এই নদী গুলি বহিয়া সেই সাগরে পতিত হয়, তখন আর গঙ্গাদি নদীর জলগুলির সেই 'ভিন্নতা' থাকে না; এখন তাহারা এক সাগর-জল রূপেই পরিণত হইয়া যায়।

এই প্রকার, বিবিধ নামরূপাদি কলাগুলিকে আত্মস্বরূপ হইতে 'ভিন্ন' বলিয়াই লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহারা প্রকৃত-পক্ষে আত্ম-সত্তা হইতে 'ভিন্ন' নহে, তথাপি লোকে ভিন্ন বলিয়াই ব্যবহার করিয়া থাকে। প্রকৃত জ্ঞানোদয়ে, যখন অবিদ্যা দূরীভূত হয়, তখন আর এই নামরূপাদি কলাগুলিকে প্রকৃতপক্ষে আত্মস্বরূপ হইতে 'ভিন্ন' বলিয়া বোধ থাকে না। এইরূপে কলাগুলি, প্রলয়কালে, পুরুষ-সত্তায় লীন হইয়া অবস্থান করে।

রথচক্রের নাভিতে যেমন উহার অরগুলি * নিহিত থাকে, আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান থাকে; প্রাণাদি কলাগুলিও তদ্রূপ, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কালে, সর্ব্বাবস্থায়, পুরুষসত্তার আশ্রয়েই অবস্থান করে। পুরুষ-সত্তাই ইহাদিগের আত্ম-ভূত—পুরুষ-সত্তাই ইহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট। ইহাদের কাহারই 'স্বতন্ত্র' সত্তা নাই। এই অভেদবুদ্ধি উদিত হইলে, মৃত্যু আর আপনা-দিগের ব্যথা উৎপাদন করিতে পারিবে না। এই প্রকারে আপনারা এই অদ্বৈত-তত্ত্বের আলোচনা ও অনুভব করিতে যত্নপরায়ণ হউন্"।

আচার্য্য পিপ্পলাদ এইরূপে সে দিন স্ববক্তব্য শেষ করিলেন।

---

* নাভি—Navel, অর—Spokes. নাভৌনেম্যাঞ্চ প্রোতাস্তি-র্য্যক্কাষ্ঠবিশেষাঃ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

(প্রণবের ব্যাখ্যা।)

— (*) —

পরদিন সত্যকাম, আচার্য্য পিপ্পলাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

“ভগবন্! শুনিয়াছি, জীবদিগের দেহান্তে যে সকল লোকে গতি হইয়া থাকে, সেই লোকগুলির সংখ্যা অনেক। বাহ্য বিষয়-বর্গের চিন্তা না করিয়া—শব্দস্পর্শাদি বিষয়বর্গে চিত্তকে নিমগ্ন না রাখিয়া, নিয়ত ব্রহ্মচর্য্য, জীবে অহিংসা ও অকপট ব্যবহার, বাহ্যাভ্যন্তরে পবিত্রতা, বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়ের যথাযথ সংযম ও আত্মবশ্যতাবিধান, চিত্তের প্রসন্নতা—প্রভৃতি সাধনের সাহায্যে যে সকল ব্যক্তি একান্ত-মনে, ব্রহ্মের বাচক ও স্বরূপ-প্রকাশক ও শব্দটাতে ভক্তির সহিত ব্রহ্মের আরোপকরতঃ—ব্রহ্ম-দৃষ্টি করতঃ—যাবজ্জীবন ধ্যানপরায়ণ থাকেন, ঈদৃশ ব্যক্তিগণ ইহজীবন শেষ হইলে, কোন্ লোকে গমন করিয়া থাকেন? ভগবন্! যাঁহারা আত্ম-বিষয়িনী চিন্তা ব্যতীত অন্য বিষয়ের ভাবনা চিত্তে না আনিয়া নিশ্চল নির্ব্বাত দীপশিখার ন্যায় সুসমাহিত-চিত্তে ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশক-রূপে সেই ওকার-শব্দটীকেই নিয়ত ধ্যান করিয়া

থাকেন, তাঁহারা কি প্রকার লোকে গমন করিতে সমর্থ হন, দয়া করিয়া আমাদিগকে এখন সেই বিষয়ের সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করুন।”

ভগবান্ পিপ্পলাদ বলিতে লাগিলেন—

“আমি আপনাদিগকে ইতঃপূর্ব্বে যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের কথা বলিয়াছি, তাহাই “পর” ব্রহ্ম বলিয়া বিখ্যাত। আর যে প্রাণ বা হিরণ্যগর্ভের কথা বলিয়াছি, তিনিই “অপর” ব্রহ্ম। যিনি পূর্ণ অনন্ত জ্ঞান ও শক্তি স্বরূপ, তিনিই নির্ব্বিশেষ নিগুর্ণ সত্তা। তিনিই ‘পর’-ব্রহ্ম *। আর, এই বিশ্বে যে সকল গুণ ও ক্রিয়ার অভিব্যক্তি হইয়াছে, এই সকলের বীজস্বরূপিনী যে ‘অব্যক্ত-শক্তি,’ তৎসংবলিত ব্রহ্ম-চৈতন্যই— ‘অপর’-নামে ব্রহ্মবিৎ সম্প্রদায়ে পরিচিত। যিনি নির্ব্বিশেষ-সত্তা, তিনি মনের অতীত; সুতরাং কোন অবলম্বন ব্যতীত, কেবল চিত্তদ্বারা তিনি ধ্যানেরও অতীত †। যতপ্রকার অভিব্যক্ত পদার্থ আছে, সকলই কোন না কোন ‘নামে’ বা কোন না কোন ‘রূপে’ পরিচিত। বিশ্বে যতপ্রকার নাম আছে,— যতপ্রকার শব্দ আছে,—তন্মধ্যে ওঁ-শব্দটীই—সর্ব্বাপেক্ষা

* দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকা, ৫—২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† শঙ্কর অন্যত্রও এই কথা বলিয়াছেন—“বাহ্যবিশেষেষু অনাত্মসু আত্মভাবিতা বুদ্ধির্নালম্ব্য বিশেষং কঞ্চিৎ, সহসা অন্তরতম-প্রত্যগাত্ম-বিষয়া নিরালম্বনা কর্ত্তুমশক্যা”—তৈত্তিরীয়-ভাষ্য।

ব্রহ্মস্বরূপের বাচক ও প্রকাশক। যতপ্রকার অভিব্যক্ত পদার্থ আছে, তন্মধ্যে এই ওঁ শব্দটীই সর্ব্বাপেক্ষা ব্রহ্মের নিকটবর্ত্তীও অন্তরঙ্গ *। সুতরাং এই ওঁ শব্দটীকে অবলম্বন করিয়া, এই শব্দেই ব্রহ্মের স্বরূপ ও সত্তার ভাবনা করিতে করিতে, সাধকের চিত্তে ব্রহ্ম-সত্তা স্বতঃই ফুটিয়া উঠিতে থাকে †। এইরূপে

* ছান্দোগ্য উপনিষদে, "লোকেষু সাম উপাসীত"—ইত্যাদি স্থলে এই তত্ত্বই নির্দ্দেশিত হইয়াছে। বেদান্তদর্শনে, "ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎ কর্ষাৎ"—এই সূত্রে ও অন্যান্য স্থলে ইহারই ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে। বেদান্তে ইহাই 'প্রতীকোপাসনা' নামে বিখ্যাত। নিকৃষ্ট বস্তুতে উৎকৃষ্ট বস্তুর আরোপ করিয়া লইয়া—কার্য্যবর্গে কারণের সত্তার আরোপ করিয়া লইয়া—ভাবনা করিতে থাকিলে, ক্রমে সেই নিকৃষ্ট বস্তুটী তিরোহিত হইয়া গিয়া, তৎপরিবর্ত্তে উৎকৃষ্ট বস্তুটীই চিত্তে ভাসিতে থাকে। এই উপাসনার ইহাই লক্ষ্য। অভিব্যক্ত চন্দ্র সূর্য্যাদি পদার্থে ব্রহ্মসত্তার ভাবনা উপদিষ্ট হইয়াছে। কারণ-সত্তাই কার্য্যবর্গের মধ্যে অনুস্যূত আছে। কার্য্যবর্গের স্বতন্ত্র কোন সত্তা নাই। সুতরাং সূর্য্যাদি পদার্থে কারণ-সত্তা বা ব্রহ্মসত্তার ভাবনা দৃঢ় হইলে, ক্রমে সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-সত্তাই জাগরিত হইয়া উঠে। ওঁকারাদিশব্দে ও সূর্য্যাদিতে—ব্রহ্মদৃষ্টি করার ইহাই ফল। কোন কার্য্য বস্তুকে অবলম্বন না করিয়া, সাক্ষাৎ-ভাবে, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসত্তার ভাবনা করা যায় না; কেন না তিনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর। "ওঁকারো ব্রহ্মবুদ্ধ্যা উপাস্যমানো ব্রহ্ম-প্রতিপত্ত্যুপায়ো ভবতি"—আনন্দগিরি, মাণ্ডুক্যভাষ্যে।

† মাণ্ডুক্যভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন যে, বাক্যমাত্রই ওঁকারেরই

কার্য্য-পদার্থে কারণ-সত্তার ভাবনা বা অনুসন্ধান অভ্যস্ত হইতে থাকিলে, অবশেষে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসত্তা * আপনিই (বিনা অবলম্বনে) প্রকাশিত হইয়া উঠেন। এই জন্যই ওঁ শব্দটী—এই অবলম্বনটী—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন।

ওঁকার সকল অবলম্বন অপেক্ষা কেন শ্রেষ্ঠতম, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ওঁকারের তিনটী মাত্রা বা অবয়ব

বিকার ; সকল বাক্যে ওঁকারই অনুস্যূত হইয়া আছে। "বাগনুরক্ত বুদ্ধি-বোধ্যত্বাৎ বাঙ্‌মাত্রং সর্ব্বম্। বাগ্‌জাতঞ্চ সর্ব্বমোঙ্কারানুবিদ্ধত্বাৎ ওঁকারমাত্রম্"। যতকিছু পদার্থ আছে, সকলই কোন না কোন শব্দের 'বাচ্য'। সুতরাং শব্দগুলিই পদার্থের বাচক। কিন্তু বাচক শব্দমাত্রই—ওঁ শব্দেরই বিকার। "যদিদমর্থজাতং অভিধেয়ভূতং, তস্য অভিধানা-ব্যতিরেকাৎ। অভিধানস্যচ ওঁকারাব্যতিরেকাৎ"—মাণ্ডুক্যভাষ্যে শঙ্করঃ। যতকিছু পদার্থ, সকলই শব্দ দ্বারা প্রকাশ্য ; সুতরাং শব্দই পদার্থের স্বরূপ। আবার, শব্দমাত্রই ওঁশব্দেরই বিকার ; সুতরাং ওঁশব্দই সকলের স্বরূপ—সকল শব্দে অনুগত হইয়া আছে। সুতরাং ওঁকার ব্যতীত বস্তু কোথায় ? অতএব, ওঁশব্দই ব্রহ্মের নিতান্ত সমী-পবর্ত্তী ও অন্তরঙ্গ।

* সকল বস্তুতে অনুস্যূত কারণ-সত্তা—সবিশেষ-সত্তা। কেননা কারণ-সত্তা বা উপাদানই ত কার্য্যবর্গের আকারে পরিণত হয়। সুতরাং ইহা দেশকালে পরিণত হইবার যোগ্যতাবিশিষ্ট। কিন্তু এই পরিণামিণী কারণ-সত্তা—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসত্তারই বিশেষ-অবস্থামাত্র। সুতরাং ইহা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-সত্তা ব্যতীত অন্য কিছু নহে।

আছে। অকার, উকার এবং মকার। কোন ব্যক্তি, ওঁকারের এই তিনটীমাত্রা যুগপৎ গ্রহণ করিতে সমর্থ না হইলে, তাহার সাধনেও ফললাভ হইয়া থাকে। যে সাধক, ওঁকারের সকল মাত্রার কথা বিদিত নহেন, তিনি যদি কেবলমাত্র ওঁকারের প্রথম-মাত্রা—অকার শব্দটীতেই ব্রহ্মদৃষ্টি করিয়া ভাবনা করিতে আরম্ভ করেন *, তবে দেহান্তে, ঈদৃশ সাধকের অধোগতি হয় না; ইনি মর্ত্ত্যলোকের শ্রেষ্ঠ অধিবাসী মানবকুলে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন; তাঁহাকে আর নিকৃষ্ট জীব-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। এই প্রকার সাধক মনুষ্য-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, ব্রহ্মচর্য্য, তপশ্চর্য্যা প্রভৃতির আচরণে পুনঃ প্রবৃত্ত হন; তাঁহার আর যথেচ্ছাচরণে প্রবৃত্তি জন্মে না। তিনি নিয়ত ব্রহ্মভাবনাপরায়ণ হইয়া, ব্রহ্মানুভবেই নিমগ্ন থাকেন। প্রণবের প্রথম মাত্রা—অকার, ঋগ্বেদ-রূপিণী।

যিনি ওঁকারের দুইমাত্রাই অবগত আছেন এবং অকার ও উকার—এই দুই মাত্রা অবলম্বন করিয়া, সেই উভয়-মাত্রা-বিশিষ্ট ওঁকারে, একাগ্র-চিত্তে † ব্রহ্মসত্তার ভাবনা করিতে

* কেহ কেহ অর্থ করেন যে, বিরাটের সত্তাও আত্মসত্তাকে এক করিয়া উপাসনা করাই ইহার তাৎপর্য্য।

† মূলে আছে "মনসি সম্পদ্যতে"। দীপিকা ইহার অর্থ করিয়াছেন—"একাগ্রতয়া চিন্তনম্"। কেহ কেহ অর্থ করেন যে, হিরণ্যগর্ভের সত্তাও আত্মসত্তা এক—এই উপাসনাই ইহার তাৎপর্য্য।

থাকেন, ঈদৃশ সাধকের চন্দ্রলোকে গতি হয়। দেহান্তে, চন্দ্রলোকে উন্নীত হইয়া, তথায় বিবিধ ঐশ্বর্য্য ভোগান্তে কর্ম্ম-ক্ষয়ে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে প্রবিষ্ট হইতে হয়। ওঁকারের এই দুই মাত্রা—আকারও উকার, যজু-রূপিণী।

যে সকল সাধক ওঁকারের তিনটী মাত্রাই একত্র * মিলাইয়া, ওঁশব্দ উচ্চারণ করতঃ, আদিত্যমণ্ডলস্থ সত্তার সহিত স্বীয় আত্ম-সত্তাকে এক ও অভিন্ন মনে করিয়া সতত ব্রহ্মানু-ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন, ঈদৃশ সাধকের সূর্য্যলোকে গতি হয়। আর সেই লোক হইতে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে হয় না। সর্প যেমন জীর্ণ ত্বক্ পরিত্যাগ করিয়া নব-কলেবরে সুশোভিত হয়, এই সাধকও তদ্রূপ চিত্তের অশুদ্ধির অপগমে পবিত্র হইয়া ক্রমশঃ উন্নত হইতে উন্নততর লোক গুলিতে, ব্রহ্মৈশ্বর্য্য সন্দর্শন করিতে করিতে, সর্ব্বোন্নত ব্রহ্মলোকে গমন করিতে সমর্থ হন। ইহাই হিরণ্যগর্ভের লোক। হিরণ্যগর্ভ—সকল জীবের সূক্ষ্ম-শরীরের সমষ্টি-স্বরূপ। এই সূক্ষ্ম বীজ (কার্য্যাত্মক ও করণাত্মক) হইতেই সকল জীবের ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইজন্য ইহাঁকে "জীব-ঘন" শব্দেও নির্দ্দেশ করা †

* কেহ কেহ অর্থ করেন যে, সগুণব্রহ্ম বা 'ঈশ্বরের' সত্তা ও আত্ম-সত্তা এক—এই উপাসনাই ইহার তাৎপর্য্য।

† "সর্ব্বে জীবা গোত্বসামান্যে খণ্ডমুণ্ডাদয় ইব সংহতাঃ"—আনন্দগিরিঃ।

হইয়া থাকে। এই লোকে, সাধক, সর্ব্বপদার্থে অনুস্যূত পূর্ণ ব্রহ্মসত্তার অনুভব করিয়া, অদ্বৈতামৃত-লাভে কৃতার্থ হইয়া যান। প্রণবের তিন্‌মাত্রা—অ + উ + ম্, সামরূপিণী।

বলিয়াছি, ওঁকার—ব্রহ্মের স্বরূপ-প্রকাশক। ওঁকার কি প্রকারে ব্রহ্ম-স্বরূপের প্রকাশক, তাহা বলিতেছি।

ওকারের তিনটী মাত্রা বা পাদের কথা বলিয়াছি। এই বিশ্বেরও তিনটী অবস্থা আছে এবং বিশ্বের অধিষ্ঠাতা পুরুষ-চৈতন্যেরও তিনটী অবস্থা আছে। ওঁকারাবলম্বনে ধ্যান করিতে থাকিলে, ওঁকারের এই তিন পাদ—বিশ্ব ও বিশ্বের অধিষ্ঠাতা পুরুষেরও তিন পাদের কথা স্মৃতিপথে জাগরূক করিয়া দিবে। এইপ্রকারেই ওঁকার, ব্রহ্মস্বরূপের পরিচায়ক। এই বিশ্ব যখন অব্যক্ত-ভাবে—বীজরূপে—অবস্থিত ছিল, এই বীজ-শক্তির সঙ্গে সঙ্গে যে ব্রহ্মচৈতন্য অবস্থিত, ব্রহ্মচৈতন্যের সেই অবস্থার নাম "ঈশ্বর"। ইঁহাকেই অন্তর্যামী, সর্ব্বজ্ঞ বলা হইয়া থাকে। পরে যখন সেই অব্যক্ত বীজশক্তি—সূক্ষ্ম স্পন্দনরূপে অভিব্যক্ত হইল, ইহাই বিশ্বের সূক্ষ্মাবস্থা। বীজাবস্থা হইতে বিশ্ব,প্রথমতঃ সূক্ষ্মাবস্থায় উপস্থিত হয়। সেই স্পন্দন-শক্তি-সংবলিত চৈতন্যকে সূত্রাত্মা বা হিরণ্যগর্ভ বলা যায়। পরে যখন এই সূক্ষ্ম-স্পন্দন-শক্তি, কার্য্যও করণাকারে স্থূলভাব ধারণ করিয়া এই বিশ্ব নির্ম্মিত করিয়া তুলে, বিশ্বের ইহাই স্থূলাবস্থা। বিশ্বের স্থূলকার্য্যবর্গের সঙ্গে সঙ্গে যে চৈতন্য

অবস্থিত আছেন, তাঁহাকে 'বিরাট্' বলা হয়। জগতের যাহা উপাদান-শক্তি, তাহার অভিব্যক্তি বা বিকাশের এই তিনটী অবস্থা এবং এই তিন অবস্থার অধিষ্ঠাতা চৈতন্যেরও তিনটী অবস্থা। এই তিন অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া, এক চৈতন্যেরই তিনটী সংজ্ঞা—ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ, বিরাট্—প্রদত্ত হইয়া থাকে *। সমষ্টি-ভাবে জগতের এই তিন অবস্থা বিবৃত হইল। ওঁকারের তিনটী যে মাত্রা আছে, সেই মাত্রা তিনটীর ভাবনার সময়ে, ব্রহ্ম-চৈতন্যেরও এই তিন অবস্থার কথা চিত্ত-পটে অঙ্কিত হইয়া উঠা আবশ্যক। এই প্রকারে, ওঁকার ব্রহ্মের পরিচায়ক।

ব্রহ্ম-চৈতন্যের যে তিনটী অবস্থা বর্ণিত হইল, ব্যষ্টিভাবে জীব-চৈতন্যেরও তাদৃশ তিনটী অবস্থা আছে। ওঁকারের ভাবনায়, জীব-চৈতন্যেরও তিন অবস্থার কথা স্মরণ হওয়া আবশ্যক। কেবল তাহাই নহে। ব্রহ্মচৈতন্যের তিন অবস্থা এবং জীব-চৈতন্যের তিন অবস্থা,—ইহারা এক এবং অভিন্ন, একথাও ওঁকার স্মরণ করাইয়া দেয়। এই তত্ত্বটি আপনাকে আরো পরিষ্কার করিয়া বলিব। কিন্তু অগ্রে জীব-চৈতন্যের অবস্থাত্রয়ের বিবরণ শুনুন্।

* দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকায়, 'সৃষ্টিতত্ত্বে'—এই তত্ত্বগুলির বিস্তৃত আলোচনা আছে। ওঁকার সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্য, মাণ্ডুক্য-উপনিষদের ভাষ্যে যে সকল কথা বলিয়াছেন, আমরা তৎসমস্তই এই অংশে গ্রথিত করিয়া দিয়াছি।

জীবের জাগ্রদবস্থা এবং ব্রহ্মের বিরাট্-রূপ,—একই। জাগ্রদবস্থায়, এই বিশাল বিশ্বের স্থূল কার্য্যবর্গ ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে বিস্তারিত থাকে। জাগ্রদবস্থায় জীব,—কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ প্রভৃতি দ্বারা বিষয়বর্গের উপলব্ধি লাভ করিয়া থাকে। বিরাট্-পুরুষও, স্থূল বিষয়বর্গ ও ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতারূপে অবস্থিত। জাগ্রদবস্থাটী চৈতন্যের ব্যষ্টি-রূপ; বিরাট্-অবস্থাটী চৈতন্যের সমষ্টি-রূপ। বিরাট-পুরুষের বর্ণনা শ্রবণ করুন্। আকাশ, এই পুরুষের মস্তক; সূর্য্য ইহাঁর চক্ষুঃ; বায়ু ইহাঁর প্রাণ; অন্তরীক্ষ ইহাঁর দেহের মধ্য-অংশ; জল ইহাঁর বস্তি-স্থানীয় এবং পৃথিবী এই বিরাট-পুরুষের চরণ। অগ্নিকে বিরাটের মুখস্থানীয় মনে করা যাইতে পারে। বিরাট্-পুরুষের বিরাট-দেহ এই সাতটী অঙ্গদ্বারা গঠিত; সকল জীবের চক্ষুঃ-কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্‌শক্তি, গ্রহণশক্তি প্রভৃতি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়; কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ে অনুস্যূত প্রাণাপানাদি পঞ্চক্রিয়াশক্তি, চিত্ত মন ও বুদ্ধি;—এই সকলের দ্বারা এই বিরাট-পুরুষ স্থূল-বিশ্বের বিষয়োপলব্ধির কর্ত্তা *। বিরাট-পুরুষে যে সত্তা অনুস্যূত, জীবচৈতন্যও তাহা

* বিরাটের এই বর্ণনা মাণ্ডুক্য-ভাষ্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। শ্রুতিতে এই উপদেশ দৃষ্ট হয় যে, বিরাটের এক একটী অঙ্গ লইয়া, নিজের দেহের এক একটী অঙ্গের সহিত অভিন্ন বলিয়া ভাবনা করিতে হয়। এইরূপ ভাবনায় নিজের ব্যষ্টি দেহ চলিয়া গিয়া, তৎস্থলে

হইতে ভিন্ন নহে। এই প্রকার অনুভব করা কর্ত্তব্য। এই বিরাট-পুরুষকে "বৈশ্বানর" বলিয়াও নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। জীব-চৈতনাকে "বিশ্ব" নামে নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। জীবের স্বপ্নাবস্থা এবং ব্রহ্মের হিরণ্যগর্ভাবস্থা—একই। স্বপ্নাবস্থায় স্থূল-বিষয়-বর্গ চক্ষুরাদি-বহিরিন্দ্রিয়যোগে অনুভূত হয় না। স্বপ্নাবস্থায়, জাগ্রদবস্থার অনুভূত বিষয়বর্গ সূক্ষ্মসংস্কার-রূপে অনুভূত হয়। জাগ্রদবস্থায় বিষয়যোগে মনের যে স্পন্দন হয়, সেই স্পন্দনানুরূপ সংস্কার মনে অঙ্কিত হইয়া যায়; স্বপ্নাবস্থায় এই সংস্কারগুলিই জাগরিত হইয়া উঠে। তৎকালে আত্মচৈতন্য—মনের এই সংস্কারগুলিকে দর্শন করেন। স্বপ্নাবস্থার অনুভূতি বা প্রজ্ঞাগুলি অবিকল জাগ্রদ-বস্থার ন্যায়; তখন ইহারা সূক্ষ্মবাসনাকারে—স্মরণাত্মক স্পন্দনাকারে—অনুভূত হইতে থাকে মাত্র। ব্যষ্টি জীব-চৈতন্য এইরূপে স্বপ্ন অনুভব করিয়া থাকে। এই অবস্থায় জীব-চৈতন্যকে "তৈজস" শব্দে নির্দ্দেশ করা হয়। সমষ্টি-ভাবে

বিশ্বরূপই জাগিতে থাকে। প্রথমখণ্ড, "বৈশ্বানরবিদ্যা," ১৪৫—১৪৫ পৃষ্ঠা দেখ। বৃহদারণ্যক উপনিষদের "মধুব্রাহ্মণে"ও আমরা আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক বস্তুর একত্ব দেখিতে পাই। পৃথিবীর মধ্যে যে অমৃতময় পুরুষসত্তা (প্রাণশক্তি) অনুস্যূত, এবং অধ্যাত্মদেহে যে অমৃতময়সত্তা (প্রাণশক্তি) অনুস্যূত, উভয়ই এক।—ইত্যাদি প্রকারে উভয়ের মৌলিক একত্ব প্রকটিত হইয়াছে।

ইহার নাম "হিরণ্যগর্ভ"। সূক্ষ্ম স্পন্দন-শক্তি, কার্য্যাকারে ও করণাকারে * বিকাশিত হইলে, তৎ-সংবলিত চৈতন্যকেই "হিরণ্যগর্ভ" বলা হয়। সুতরাং তৈজস ও হিরণ্যগর্ভ—উভয়ই মূলতঃ এক স্পন্দনেরই অবস্থা-ভেদ মাত্র। অতএব উভয়ের সত্তা এক ও অভিন্ন। এইরূপে সাধকের অনুভব করা কর্ত্তব্য। আরও একটী কথা লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। স্থূল কার্য্যবর্গ যেমন সূক্ষ্ম-স্পন্দনাকারে পরিণত হইয়া বিলীন হয়, তদ্রূপ বিরাট্-রূপকে, হিরণ্যগর্ভরূপে লীন করিয়া ভাবনা করাও বিধেয়। মহাশয়! এখন আপনাকে জীবের সুষুপ্তি-অবস্থার তত্ত্ব বলিব। জীবের সুষুপ্তি-অবস্থা এবং ব্রহ্মচৈতন্যের "ঈশ্বরাবস্থা" একই। সুষুপ্তিকালে, কোন প্রকার স্থূল বা সূক্ষ্ম অনুভূতি থাকে না। মনের স্থূল বৈষয়িক স্পন্দন বা সূক্ষ্ম বাসনাময় স্পন্দন—কিছুই থাকেনা। মনের সর্ব্বপ্রকার বিজ্ঞান ও ক্রিয়াগুলি একাকার হইয়া প্রাণশক্তিতে অব্যক্তভাবে অবস্থান † করিতে থাকে।

* কার্য্য—Matter. করণ—Motion; কার্য্যাংশই—জল ও পৃথিব্যাদিরূপে ব্যক্ত হয় এবং করণাংশ—তেজ—আলোকাদিরূপে ব্যক্ত হয়। প্রাণীতেও, করণাংশ—ইন্দ্রিয়-মন-প্রভৃতি শক্তিরূপে ব্যক্ত হয় এবং কার্য্যাংশ—দেহ ও দেহাবয়বের গঠন করে। এ সকল কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়খণ্ডে সৃষ্টিতত্ত্ব দেখ।

† সুষুপ্তিকালে প্রাণশক্তি অব্যক্তভাবে অবস্থান করে। প্রাণের ক্রিয়া দেশ-কাল-বদ্ধ হইয়া তখন আর প্রকাশিত হয় না। তখন প্রাণের ক্রিয়ার উপরে অভিমান অর্পিত হয় না। এই জন্যই তখন প্রাণশক্তি অব্যক্তভাবে অবস্থান করিয়া থাকে।—মাণ্ডুক্যভাষ্য।

ইহাই বীজাবস্থা। নিদ্রা হইতে পুনরায় জাগিয়া উঠিলে, এই বীজ হইতেই—প্রাণশক্তি হইতেই—আবার সমুদয় সংস্কার ও ইন্দ্রিয়-ক্রিয়াগুলি বিকাশিত হইয়া উঠে। তৎকালে মন আর বিষয়ি ও বিষয়ের আকারে স্পন্দিত হয় না। সুষুপ্তি-অবস্থায় জীব-চৈতন্যকে "প্রাজ্ঞ" নামে নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। কেন না, তৎকালে যদিও কোন বিশেষ-প্রকার অনুভূতি থাকে না, তথাপি নির্ব্বিশেষরূপে সাধারণ জ্ঞান থাকে। তৎকালে একটা সাধারণ আনন্দানুভূতিও থাকে। ব্যষ্টিভাবে যাহা "প্রাজ্ঞ" সমষ্টিভাবে তাহাই "ঈশ্বর" বা "অন্তর্যামী"। কথাটা বুঝাইয়া দিতেছি, মনোযোগ দিন্। জগৎ যখন স্থূল ও সূক্ষ্মাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া, কারণাবস্থা গ্রহণ করে,—তখন এই কারণশক্তি-সংবলিত চৈতন্যকেই "সদ্ব্রহ্ম" বা কারণ-ব্রহ্ম বা অন্তর্যামী বলা হইয়া থাকে *। প্রলয়কালে এই জগৎ শক্তি-রূপেই লীন হইয়া যায় †। এই শক্তি বা উপাদান হইতেই

* জড়জগৎ—প্রাণশক্তি বা কারণশক্তি হইতেই, উর্ণনাভদেহ হইতে সূত্র যেমন তদ্রূপে উৎপন্ন হয়। আর পরমাত্ম-চৈতন্য হইতে জীবচৈতন্য প্রাদুর্ভূত হয়, অগ্নি হইতে যেমন স্ফুলিঙ্গ সকল প্রাদুর্ভূত হয় তদ্রূপ। "ইতরান্ সর্ব্বভাবান্ (পদার্থান্) প্রাণবীজাত্মা জনয়তি যথোর্ণনাভিঃ। পুরুষঃ রবিয়-বিলক্ষনান্ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ-সলক্ষনান্ জীবলক্ষণান্ ..জনয়তি —মাণ্ডুক্যকারিকায়াংশঙ্করঃ, ১।৬

† "প্রলীয়মানমপিচেদং জগৎ শক্ত্যবশেষমেব প্রলীয়তে, শক্তিমূলমেব চ প্রভবতি, ইতরথা আকস্মিকত্ব-প্রসঙ্গাৎ"—বেদান্ত-ভাষ্য, ১।৩।৩০ "ইদমেব জগৎ প্রাগবস্থায়াং......বীজ-শক্ত্যবস্থং অব্যক্ত-শব্দ-যোগ্যম্"

পুনরায় সৃষ্টিকালে জগৎ অভিব্যক্ত হয়। এই কারণশক্তি স্বীকার না করিলে, জগতের সৃষ্টির কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারা যাইত না। তাহা হইলে জগৎ, শূন্য হইতে অভিব্যক্ত হয়, ইহাও বলিতে হইত। কিন্তু শূন্য বা অসৎ কাহারও কারণ হইতে পারে না *। এই বীজ স্বীকার না করিলে জীবের মুক্তিও অসম্ভব হইয়া উঠে †। এই সকল কারণে,

—বেদান্তভাষ্য, ১।৪।২ "প্রলয়ে সর্ব্বকার্য্য-করণ-শক্তীনামবস্থান মভ্যুপগন্তব্যং শক্তিলক্ষণস্য নিত্যত্ব-নির্ব্বাহায়"—আনন্দগিরি (কঠভাষ্য)।

* "কার্য্যেন হিলিঙ্গেন কারণংব্রহ্ম 'সৎ' ইত্যবগম্যতে. অন্যথা গ্রহণদ্বারাভাবাৎ ব্রহ্মণঃ অসত্ত্বপ্রসঙ্গঃ"—মাণ্ডুক্যকারিকাভাষ্য. ১।৬। "আকাশাদিকারণত্বাৎ ব্রহ্মণোন নাস্তিতা"—তৈত্তিরীয়ভাষ্য, ২।৬।২। "সদাস্পদং হি সর্ব্বং, সর্ব্বত্র সদ্বুদ্ধ্যনুগমাৎ" গীতাভাষ্য, ১৩।১৫। "শশবিষাণাদেরসতঃ সমুৎপত্ত্যদর্শনাৎ অস্তি সদ্রূপং বস্তু জগতোমূলং, তচ্চ প্রাণপদলক্ষ্যং প্রাণপ্রবৃত্তেরপি হেতুত্বাৎ"—বেদান্তভাষ্যে রত্নপ্রভা।

† কেন না যদি পুনরুৎপত্তির কারণ-স্বরূপ এই বীজশক্তি স্বীকার না করা যায়, তবে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে, জ্ঞান দ্বারা কোন্ বীজ দগ্ধীভূত হইয়া মুক্তব্যক্তির আর পুনর্জ্জন্ম হইবে না? টীকাকার আনন্দগিরি মাণ্ডুক্যকারিকার ভাষ্যব্যাখ্যায় স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, জগতের বীজস্বরূপ 'অজ্ঞানকে' মনেরই একটা সংস্কার (Idea) রূপে ধরিয়া লইতে পারা যায় না। এই অজ্ঞান, কোন সংস্কার বা Idea মাত্র নহে; ইহা জড়জগতের জড়ীয় 'উপাদান'। এই উপাদান হইতেই জগৎ উৎপন্ন হয়।

শ্রুতিতে সর্ব্বত্র জগতের কারণশক্তি স্বীকৃত হইয়াছে এবং এই কারণশক্তি-যুক্ত ব্রহ্ম-চৈতন্যকে সর্ব্বত্র 'প্রাণব্রহ্ম' বা 'সদ্ব্রহ্ম' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে *। সকল কার্য্যই কারণ-রূপে লীন হইয়া যায়, আবার এই কারণ হইতেই অভিব্যক্ত হয়। সুষুপ্তিকালে জীব-চৈতন্য যেমন প্রাণশক্তিযুক্ত থাকেন, প্রলয়ে বা সৃষ্টির প্রাক্কালেও ব্রহ্ম-চৈতন্য তদ্রূপ এই প্রাণশক্তি-সংবলিত থাকিয়া, 'সদ্ব্রহ্ম' বা অন্তর্যামী বা ঈশ্বর নামে নির্দ্দে-শিত হইয়া থাকেন। অতএব জীবের সুষুপ্তি-অবস্থা এবং ব্রহ্ম-চৈতন্যের কারণাবস্থা—মূলতঃ একই। এইভাবে সাধক ভাবনা করিবেন। আরো একটী কথা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। স্থূল কার্য্যবর্গ,—সূক্ষ্মস্পন্দনাকারে পরিণত হইয়া লীন হয়; তদ্রূপ সূক্ষ্ম-স্পন্দনও কারণশক্তিতে পরিণত হইয়া অব্যক্ত আকার ধারণ করে। এইরূপ, বিরাটকে 'হিরণ্যগর্ভ'রূপে লীন করিয়া ভাবনা করা কর্ত্তব্য এবং হিরণ্যগর্ভকে অব্যক্ত-কারণ সত্তাতে ল[illegible] করিয়া ভাবনা করা কর্ত্তব্য। ওঁকারের তিন মাত্রা এইরূপে জীব-চৈতন্যের এবং ব্রহ্মচৈতন্যের তিনটী অবস্থার পরিচয় প্রদান করে এবং উভয় চৈতন্যের মধ্যগত সত্তা যে এক,—

* "বীজাত্মকত্বমপরিত্যজ্যৈব 'প্রাণ'-শব্দত্বং সতঃ, 'সৎ'-শব্দবাচ্যতা চ ....তস্মাৎ সবীজত্বাভ্যুপগমেনৈব সতঃ প্রাণত্বব্যপদেশঃ, সর্ব্বশ্রুতিষু চ 'কারণত্ব'—ব্যপদেশঃ"—মাণ্ডুক্যকারিকায়াং শঙ্করঃ। "ব্রহ্মণঃ সল্লক্ষণস্য শবলত্বাঙ্গীকারাৎ"—আনন্দগিরি।

তাহাও প্রকাশ করিয়া থাকে। * অতএব ওঁকার ব্রহ্ম-স্বরূপের প্রধান পরিচায়ক।

ওঁকারের একটী নিগূঢ় চতুর্থ মাত্রা আছে †। ব্রহ্ম-চৈতন্যেরও একটী নির্ব্বিশেষ পূর্ণ স্বরূপ আছে। এইটীই নিরুপাধিক স্বরূপ। ইহা সেই অব্যক্ত-বীজ হইতেও স্বতন্ত্র। ইহাই ব্রহ্মের "তুরীয়" অবস্থা বলিয়া বিখ্যাত। স্থূল কার্য্যবর্গ যেমন অব্যক্ত কারণ-সত্তায় বিলীন হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই অব্যক্ত কারণ-সত্তাও—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-সত্তা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে ‡। এইরূপে স্থূলকার্য্যবর্গ বিলীন হইয়া গিয়া

---

* এই জন্য নিয়ম আছে যে, ওঁকারের স্থূলমাত্রা 'অকার'কে উকারে; সূক্ষ্মমাত্রা 'উকার' কে মকারে; এবং কারণীভূত 'মকার'কে অবশেষে কার্য্য-কারণের অতীত ব্রহ্মসত্তায় লীন করিয়া ভাবিতে হয়।

† ওঁকারের নাদ-বিন্দুই এই চতুর্থমাত্রা। ইহাই কার্য্য কারণের অতীত অবস্থা। "কার্য্য-কারণরূপতাং বিহায় সর্ব্বকল্পনাধিষ্ঠানতয়া স্থিতস্য সত্যজ্ঞানানন্তানন্দাত্মনা চতুর্থপাদত্বম্"—আনন্দগিরি।

‡ অবস্থার ভেদে প্রকৃত পক্ষে বস্তুর ভেদ হয় না। ইহাই তত্ত্বদর্শীর অনুভব। "নচ বিশেষদর্শনমাত্রেন বস্ত্বন্যত্বংভবতি। নহি দেবদত্তঃ সঙ্কোচিত-হস্তপাদঃ প্রসারিতহস্তপাদশ্চ, বিশেষেণ দৃশ্যমানোঽপি, বস্ত্বন্যত্বং গচ্ছতি, স এবেতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ.....তথা সতি গর্ভবাসিন উত্তানশায়িনশ্চ ভেদ-প্রসঙ্গঃ"—বেদান্তভাষ্য, ২।১।১৮ নির্ব্বিশেষ পূর্ণব্রহ্মসত্তা সৃষ্টির প্রাক্কালে জগদাকার ধারণের উন্মুখ হন;

এক পূর্ণ অদ্বৈত-তত্ত্বই সর্ব্বদা জাগরিত রহেন। পূর্ণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসত্তা, সৃষ্টির প্রাক্কালে একটা বিশেষ-অবস্থা—অভিব্যক্ত হইবার উন্মুখ আকার—ধারণ করেন। ইহাই আবার প্রথমে সূক্ষ্মাবস্থা, পরে স্থূলাবস্থা ধারণ করে। কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বদর্শীর নিকটে, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসত্তা সকল অবস্থার মধ্যেই একরূপই থাকেন। ঘট-শরাবাদি বিশেষ বিশেষ আকার ধারণ করায়, মৃত্তিকার সত্তার কি কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হইয়া থাকে? সুতরাং সকল অবস্থার মধ্যে অনুস্যূত ব্রহ্মসত্তা সর্ব্বদাই একরূপ। এ জগৎবিকাশের পূর্ব্বেও যে ব্রহ্মসত্তা, বিকাশের প্রাক্কালেও সেই ব্রহ্মসত্তা; জগৎ যখন স্থূলাকারে দেখা দেয়, তাহার মধ্যেও সেই ব্রহ্ম-সত্তা। আবার, জগৎ যখন এই স্থূলাকার ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে কারণাকারে বিলীন থাকিবে, তখনও সেই ব্রহ্মসত্তা *। কার্য্য ও কারণের এই সম্বন্ধের তত্ত্বও, ওঁকারই

পরমার্থতঃ, এই বিশেষ-আকার দ্বারা সেই নির্ব্বিশেষ সত্তার কোনই ক্ষতি বা রূপান্তর হয় না। এই জন্যই বৃহদারণ্যকে ব্রহ্মের কোন অবস্থা ও রূপান্তর অস্বীকৃত হইয়াছে। পরমার্থ-দৃষ্টির অনুভব হইতেই এই নিষেধ;—এ কথাটী পাঠক মনে রাখিবেন। এই সত্তাই—বৈশ্বানরাদি তিন অবস্থার মধ্যেই অনুস্যূত হইয়া থাকেন।

* যথাচ কারণং ব্রহ্ম ত্রিষু কালেষু 'সত্ত্বং' ন ব্যভিচরতি, এবং কার্য্যমপি জগৎ ত্রিষু কালেষু 'সত্ত্বং' ন ব্যভিচরতি; একঞ্চপুনঃ সত্ত্বম্"—বেদান্ত-ভাষ্য, ২।১।১৬

সাধকের চিত্তে উদ্বুদ্ধ করিয়া দিতে সমর্থ। সুতরাং ওঁকারের তুল্য অন্তরঙ্গ অবলম্বন (প্রতীক) আর কৈ ? ব্রহ্মস্বরূপবোধের পক্ষে ইহাই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। এই প্রকারে ওঁকারের ভাবনায়, ক্রমে ক্রমে তুরীয় ব্রহ্ম-তত্ত্বে প্রবেশ করিতে পারা যায়। মহাশয় ! আমি আপনাদের নিকটে পরব্রহ্মের স্বরূপ ও সাধনের প্রণালীর উপদেশ দিলাম। মনুষ্যের পক্ষে, এই পরব্রহ্মের তত্ত্ব ব্যতীত অপর কোন বস্তু বিজ্ঞেয় নাই। সকলেরই পক্ষে, পরব্রহ্মের জ্ঞানলাভ করা কর্ত্তব্য। অবিদ্যারূপ মহাসাগরের অপর পারে উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত, ইহাই একমাত্র উপায় জানিবেন"। এই বলিয়া আচার্য্য পিপ্পলাদ নীরব হইলেন।

সুকেশা, সত্যকাম প্রভৃতি ছয়জন গৃহী, এইরূপে আচার্য্যের মুখে পর ব্রহ্ম সম্বন্ধে মহার্হ উপদেশ লাভ করিয়া, আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। তাঁহারা আচার্য্যকে পুনঃ পুনঃ প্রণতি পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—"ভগবন্ ! আপনি আমাদিগকে মুক্তির মার্গ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া, রোগদুঃখাদি-গ্রাহ-সঙ্কুল অবিদ্যারূপ ভীষণ মহাসাগরের অপরপারে উত্তীর্ণ হইবার উপায় বলিয়া দিয়া, কৃতার্থ করিলেন। আপনিই আমাদিগের পিতৃস্থানীয়। আমরা আপনার শ্রীচরণে শরীর, মন ও আত্মাকে সর্ব্বতোভাবে সমর্পণ করিতেছি"। ওঁ তৎসৎ।

আমরা এই সুবৃহৎ আখ্যায়িকা হইতে যে সকল উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা এস্থলে প্রদত্ত হইতেছে—

১। হিরণ্য-গর্ভ বা স্পন্দনই--এই বিশ্বের সূক্ষ্ম কারণ-বীজ।

২। এই স্পন্দন, ক্রিয়া করিবার সময়ে দুই আকারে বিকাশিত হয়। এক অংশের নাম—প্রাণ; অপর অংশের নাম—রয়ি।

৩। প্রাণ ও রয়িই—এই বিশ্বের স্থূল উপাদান।

ক। প্রাণাংশ হইতে বায়ু, তেজ, আলোকাদি ব্যক্ত হয়।

খ। রয়ি—অংশ হইতে জল ও পৃথিবী ব্যক্ত হয়।

গ। প্রাণীরাজ্যেও, প্রাণাংশ হইতে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি ব্যক্ত হয়। এবং রয়ি-অংশ হইতে প্রাণীর দেহ ও দেহাবয়ব ব্যক্ত হয়।

৪। ঋগ্বেদে, এই প্রাণও রয়ি নামক মিথুনই—'অগ্নি' ও 'সোম' নামে বর্ণিত আছে।

৫। বিশ্বের প্রত্যেক স্থূল পদার্থেরই দুইটী অংশ। এক অংশ প্রাণ; অপর অংশ রয়ি।

৬। সকল স্থূল পদার্থের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট এই 'কারণ-সত্তার' বা প্রাণশক্তির অনুসন্ধান ও ভাবনা করা কর্ত্তব্য। এই কারণ-সত্তা—ব্রহ্ম-সত্তা ব্যতীত স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে।

৭। প্রাণশক্তিই দেহে পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। মৃত্যু-কালে এই প্রাণশক্তিই জীবকে স্ব-সংস্কারানুরূপ লোকে লইয়া যায়।

৮। জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—এই অবস্থার বিবরণ।

ক। জাগ্রদবস্থায়—স্থূল বিষয়-যোগে প্রবুদ্ধ ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা স্থূল বিষয়ের অনুভূতি লব্ধ হয়।

খ। স্বপ্নাবস্থায়—কেবলমাত্র সূক্ষ্ম-সংস্কারময় অনুভূতি অন্তঃকরণে জাগরিত হয়।

গ। সুষুপ্তিতে—সমুদয় বিশেষ বিশেষ সূক্ষ্ম সংস্কার প্রাণশক্তিতে বিলীন হইয়া যায়। তৎকালে কেবলমাত্র প্রাণশক্তি নির্ব্বিশেষভাবে জাগরিত থাকে।

৯। পুরুষ-চৈতন্য হইতেই প্রাণশক্তি অভিব্যক্ত হয়। প্রাণশক্তি—নির্ব্বিশেষ পূর্ণ ব্রহ্ম-সত্তারই আকার বা অবস্থা-বিশেষ মাত্র। এই প্রাণশক্তিই 'ষোড়শ-কলা'য় পরিণত হয়।

১০। ষোড়শ কলার বিবরণ।

১১। প্রণবের ব্যাখ্যা। ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝিবার পক্ষে, প্রণবই সর্ব্বপ্রধান উপায়।

১২। প্রণব ও ব্রহ্মের সাদৃশ্য-নির্দ্ধারণ।

১৪। মুক্তির ব্যাখ্যা।

চতুর্থ অধ্যায়।

মহীদাসের আত্ম-স্বরূপ-কীর্ত্তন।

পূর্ব্বকালে ইতরার পুত্র মহীদাস, আত্মার যেটী প্রকৃত স্বরূপ তাহা বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। একদা ব্রহ্মবিদ্‌গণের পরিষদে উপবিষ্ট হইয়া তিনি, আপনার সেই অনুভবের কথা তাঁহাদিগকে বলিতেছিলেন। তিনি যাহা বলিতেছিলেন, তাহা এই :—

"বর্ত্তমানে অসংখ্য নামরূপ-বিশিষ্ট পদার্থ দেখা যাইতেছে। সৃষ্টির পূর্ব্বে, এই সকল নাম-রূপ এ ভাবে ছিল না। ইহারা অব্যক্তভাবে আত্ম-সত্তার মধ্যে অবস্থিত ছিল। সুতরাং সৃষ্টির পূর্ব্বে, কেবল এক অদ্বিতীয় আত্মাই ছিলেন, অপর কিছু ক্রিয়াশীল ছিল না। বর্ত্তমানেও—যখন অসংখ্য নাম ও রূপ-বিশিষ্ট বিবিধ পদার্থ ব্যক্ত হইয়াছে তখনও—সেই আত্মসত্তাই অবস্থিত রহিয়াছেন সত্য; কিন্তু উভয় অবস্থার মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে। জগৎ-সৃষ্টির পূর্ব্বে, এই নামরূপগুলি অব্যক্ত-ভাবে ছিল; সুতরাং তখন কেবলমাত্র এক আত্মশব্দ

দ্বারা নির্দ্দেশ করিলেই বুঝা যাইত। কিন্তু জগৎসৃষ্টির পরে,—যখন নামরূপ সকল ব্যক্ত হইল তখন—এই জগৎকে আর কেবলমাত্র আত্মশব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করিলেই বুঝা যায় না; এখন এই জগৎকে—আত্মশব্দ দ্বারা এবং নামরূপাদি বিবিধ ভেদাত্মক শব্দদ্বারা নির্দ্দেশ করিতে হয়। আত্মসত্তা এবং নামরূপাদি অসংখ্য ভেদ—এই উভয় প্রকারে এখন জগতের নির্দ্দেশ করিতে হয়। কিন্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে, কেবলমাত্র এক আত্মসত্তা দ্বারাই এই জগৎকে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারিত; কেন না, তখন সেই আত্মসত্তাতেই নামরূপগুলি অব্যক্তভাবে অবস্থিত ছিল। সমুদ্র জলের দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটা পরিস্কার বুঝা যাইবে। সমুদ্রজলে ফেন, বীচি, তরঙ্গাদি উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে, সমুদ্রজলকে এক 'জল' শব্দদ্বারা নির্দ্দেশ করিলেই চলে। কিন্তু যখন উহাতে ফেনাদির উদ্ভব হয়, তখন জল এবং ফেণাদি—এই উভয় প্রকারেই নির্দ্দেশ করিতে হয়। ফেন, বীচি, তরঙ্গ—ইহারা জলেরই পৃথক্ পৃথক্ নাম ও রূপ। ইহারা উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে, সমুদ্রজল বলিলেই চলে। কিন্তু ইহারা যখন জল হইতে স্বতন্ত্র নাম ও রূপ গ্রহণ করিল, তখন সলিল শব্দ ও ফেণাদি শব্দ—উভয়ই বলিতে হয় *। সাংখ্য-

* পাঠক শঙ্করের তাৎপর্য্য লক্ষ্য করিবেন। সৃষ্টির অর্থ—আধিক্য। আত্মসত্তা এবং আত্মসত্তার উপরে আরো কিছু,—ইহারই নাম সৃষ্টি। সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল এক আত্মসত্তা ছিলেন। সৃষ্টির পরে,

দিগের 'প্রকৃতি' যেমন "অনাত্ম-পক্ষপাতী" *, স্বতন্ত্র একটা বস্তু ; নৈয়ায়িকদিগের 'পরমাণু' যেমন স্বতন্ত্র, স্বাধীন বস্তু ;— সৃষ্টির পূর্ব্বে তদ্রূপ, আত্মসত্তা হইতে স্বতন্ত্র কোন ক্রিয়াশীল বস্তু ছিল না। কেবলমাত্র এক অদ্বিতীয় আত্মসত্তাই ছিলেন। সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, নিত্য শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত, অজর, অদ্বয় আত্মসত্তা-মাত্র তৎকালে অবস্থিত ছিলেন।

আত্মসত্তা তৎকালে সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ-শূন্যভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি অদ্বিতীয়। চেতন আত্মসত্তার মধ্যে এমন কোন বস্তু ছিল না, যাহাদ্বারা তাঁহার 'স্বগত' ভেদ হইতে পারে। বৃক্ষ এক হইলেও যেমন উহার অন্তর্গত শাখা-প্রশাখাদি দ্বারা উহার স্বগত ভেদ দৃষ্ট হয়, আত্মসত্তার মধ্যে তাদৃশ কোন ভেদ ছিল না। আবার সেই অদ্বিতীয় আত্মসত্তা ব্যতীত, অন্য কোন চেতনান্তরও ছিলেন না যে তদ্দ্বারা তাঁহার 'সজাতীয়' ভেদ হইতে পারে। আবার, চেতন আত্মসত্তা ব্যতীত অন্য কোন 'বিজাতীয়' জড় বস্তুও তৎকালে ছিল না। অতএব তৎকালে তাঁহার অদ্বিতীয়ত্বের কোন ব্যাঘাত হয়।

এখন কথা হইতেছে এই যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে, নামরূপগুলি ত আত্মসত্তায় অব্যক্তভাবে অবস্থিত ছিল। তাহা হইলেই, ইহারা ত বীজরূপে তাঁহাতে ছিল। বীজরূপে না থাকিলে ইহারা

* 'অনাত্ম পক্ষপাতী'—আত্মসত্তা হইতে স্বতন্ত্র, স্বাধীন।

সৃষ্টির পরে আসিবে কি প্রকারে? শূন্য বা অসৎ হইতে, কোন বস্তু প্রাদুর্ভূত হইতে পারে না। সুতরাং ইহাদের বীজ স্বীকার করিতেই হয়। এই বীজাবস্থার নামই ত "মায়া" *। কিন্তু আত্মসত্তার মধ্যে যদি জড়া মায়াশক্তির সত্তা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ত আত্মসত্তার অদ্বিতীয়ত্বের হানি হয়! কিন্তু একটী কথা আছে। মায়াশক্তির নিজের কোন 'স্বতন্ত্র' সত্তা নাই; আত্ম-সত্তাতেই উহার সত্তা। সুতরাং উহাদ্বারা আত্ম-সত্তার অদ্বিতীয়ত্বের ক্ষতি হইবে কি প্রকারে? যাহারা অজ্ঞ, তাহারাই নামরূপকে 'স্বতন্ত্র' বস্তু বলিয়া মনে করে। কিন্তু যাঁহারা তত্ত্বদর্শী, তাঁহারা জানেন যে, আত্মসত্তা হইতে কাহারই স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তা নাই। মায়াশক্তিকে কোন 'বিজাতীয়' বস্তু বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। কেন না, মায়া থাকিলেও তৎকালে মায়ার কোন ক্রিয়া ছিল না। কিন্তু কোন ক্রিয়া না থাকিলেও, মায়াশক্তি ত ছিল; তদ্দারাই ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্বের হানি হইল; যদি এই প্রকার আশঙ্কাই করা যায়, তবে তাহার উত্তর এই যে, মায়ার নিজের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই; আত্ম-সত্তাতেই উহার সত্তা। উহা আত্মারই শক্তি; সুতরাং উহা

* প্রলয়ে সর্ব্বকার্য্য-করণশক্তীনামবস্থানমভ্যুপগন্তব্যং, শক্তিস্ব-লক্ষণস্য নিত্যত্বনির্ব্বাহায়। তাসাং সমাহারো "মায়াতত্ত্বম্"।—কঠভাষ্য টীকা।

আত্মারই অন্তর্ভুত,—আত্মপক্ষপাতী। শক্তি কদাপি শক্তিমান্ হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে না। যাহার নিজের সত্তা আছে ও নিজের ক্রিয়া আছে,—সে স্বতন্ত্র। কিন্তু জগৎ বা জগতের উপাদান-শক্তির কোন স্বতন্ত্র সত্তাও নাই, ক্রিয়াও নাই। সুতরাং উহাকে 'অসত্য' বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমানে জগৎকে আত্মসত্তা হইতে স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়াই মনে হয়; উহা যে আত্ম-সত্তা হইতে স্বতন্ত্র নহে, এ প্রকার বোধ বর্ত্তমানে সহসা উদিত হয় না। কিন্তু যখন এই নামরূপ গুলির অভিব্যক্তি ছিল না, সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন নামরূপগুলি বীজাকারে আত্মসত্তাতেই লীন ছিল;—তখন কেবলমাত্র আত্মসত্তাই ছিলেন, এই বোধ বড়ই সহজে উপলব্ধি হয়। এবং সৃষ্টির পূর্ব্বকালের এই বোধ হইতে বর্ত্তমানেও যে সেই আত্মসত্তাই আছেন—ঈদৃশ বোধও সহজ-প্রাপ্য হইয়া পড়ে। এই জন্যই, সৃষ্টির পূর্ব্বকালে কেবল যে আত্মসত্তাই ছিলেন,—এই প্রকার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে *।

কার্য্যের পূর্ব্বাবস্থা—অসৎ বা অলীক হইতে পারে না। কার্য্যের যাহা পূর্ব্বাবস্থা তাহা নিশ্চয়ই 'সৎ'। সদ্বস্তু হইতেই কার্য্যবর্গ অভিব্যক্ত হয়। এই সদ্বস্তুই কার্য্যের কারণ বা উপাদান। এই উপাদানের, আত্মসত্তা হইতে কোন

* এই সকল কথা টীকাকার জ্ঞানামৃত যতির উক্তি হইতে গৃহীত হইয়াছে।

স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। তত্ত্বদর্শীর চক্ষে, ইহা আত্মসত্তা হইতে 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু নহে; উহা—আত্মসত্তাই; উহা সৎব্রহ্মবস্তু। সুতরাং ব্রহ্মই জগতের উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত কারণ—উভয়ই হইতেছেন। অচেতন জড় উপাদান কখনও স্বতন্ত্র স্বাধানভাবে ক্রিয়া করিতে পারে না; সুতরাং ব্রহ্মসত্তাকে উহার অধিষ্ঠান বলা হইয়াছে। এই অধিষ্ঠানের সত্তাতেই উহার সত্তা এবং অধিষ্ঠানের ক্রিয়াতেই উহার ক্রিয়া। সুতরাং উহার স্বতন্ত্র সত্তা ও স্বতন্ত্র ক্রিয়া না থাকায়, অধিষ্ঠান-সত্তাকেই উপাদান-সত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে *।

* আমরা এই সকল কথা টীকাকার জ্ঞানামৃত যতির উক্তি হইতে গ্রহণ করিয়াছি। পাঠক দেখিবেন, বেদান্তমতে জগতের উপাদানশক্তি অস্বীকৃত হয় নাই। শঙ্কর, প্রকৃতি-শক্তিকে স্বীকার করিতেন। কিন্তু উহার স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করিতেন না। বেদান্ত ভাষ্যে [১।২।২২] তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, "আমরা প্রধানকে [প্রকৃতিকে] কোন স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া মনে করি না। আমাদের প্রকৃতি বা 'অব্যাকৃতশক্তি', আত্মসত্তা হইতে 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু নহে। ইহাকে 'ভূতসূক্ষ্ম' নামেও অভিহিত করা যায়।" এই জন্য, যদিও প্রকৃতিই জগতের উপাদান; তথাপি তত্ত্বদর্শীর চক্ষে ব্রহ্মই জগতের উপাদান হইতেছেন। আত্ম-সত্তাতেই প্রকৃতির সত্তা; সুতরাং প্রকৃতি 'অসত্য'। যাহার নিজের 'সত্তা' নাই, সে বস্তু অবশ্যই অসত্য। এই প্রকার অর্থেই প্রকৃতিকে

এই সর্ব্বজ্ঞ,সর্ব্বশক্তিমান্, নিত্য, ব্রহ্মবস্তু—সৃষ্টির প্রাক্কালে সৃষ্টিবিষয়ক আলোচনা করিয়াছিলেন *। কিন্তু কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকা, জল প্রভৃতি উপাদানদ্বারা কুম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে;

'অসত্য' বলা হইয়াছে। নতুবা প্রকৃতিকে অলীক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয় নাই। জ্ঞানামৃত বলিয়াছেন যে,—"বর্ত্তমানে নামরূপ গুলিকে মিথ্যা বলা যায় না, কেন না, উহাদিগকে প্রত্যক্ষ দেখা যাই-তেছে। প্রত্যক্ষের অপলাপ সম্ভব হয় না। সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন ইহারা এ ভাবে ছিল না, তখনই ইহাদিগকে মিথ্যা বলা যায়। ইহারা সৃষ্টির পূর্ব্বে এ ভাবে ছিল না; সৃষ্টির পরে ইহারা আসিয়াছে। সুতরাং ইহারা আগন্তুক, কদাচিৎক, ক্ষণিক। প্রলয়েও ইহারা অন্যরূপ ধারণ করিবে। সুতরাং আগন্তুক বলিয়াই ইহারা অসত্য, মিথ্যা। এই ভাবেই ইহাদিগকে বর্ত্তমানে মিথ্যা বলা যায়। পাঠক, জ্ঞানামৃতের তাৎপর্য্য অনুভব করুন। জগৎ অস্থির, নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, সর্ব্বদা রূপান্তর গ্রহণ করে। সুতরাং জগৎ অসত্য। কিন্তু ব্রহ্মসত্তা চির-নিত্য, স্থির, অপরিবর্ত্তনীয়। সুতরাং ব্রহ্ম—সত্য।

*সৃষ্টিবিষয়ক আলোচনা শ্রুতিতে—'ঈক্ষণ', 'তপঃ', 'সংকল্প' প্রভৃতি সংজ্ঞা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যিনি নিত্য, অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ, তাঁহাতে সৃষ্টি সময়ে একটা আগন্তুক আলোচনা (জ্ঞানের বিকার) আসিল কি প্রকারে? ইহা একটী গুরুতর প্রশ্ন। কিন্তু শঙ্করভাষ্যে ও শঙ্করভাষ্যের টীকাকারগণের মন্তব্যে, এ প্রশ্নের সমাধান করা হইয়াছে। "ননু স্বাভাবিকেন নিত্যচৈতন্যেন কথং কদাচিৎকমীক্ষণমিতি? অত্র কেচিৎ

ব্রহ্মবস্তুর তৎকালে তাদৃশ ত কোন উপাদান ছিল না। তবে তিনি কিসের দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিলেন? তৎকালে আত্মসত্তা ব্যতীত অন্য কোন স্বতন্ত্র বস্তু ত ছিল না; তবে কেমন করিয়া, কিসের দ্বারা জগৎ সৃষ্ট হইল?

জগতের কার্য্যবর্গমাত্রেই বিকারী, পরিণামী। সুতরাং এই বিকারবর্গের কারণরূপে একটী পরিণামি-উপাদান নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হয়। আত্মা ত নির্ব্বিকার, নিরবয়ব। সুতরাং আত্মা সেরূপ কোন উপাদান হইতে পারেন না। পরিণামী কার্য্যবর্গের উপাদানও পরিণামী,—ইহা অঙ্গীকার করিয়া লইয়া, নামরূপের বীজভূত অব্যক্ত উপাদান বা শক্তি—মায়া বা প্রকৃতি—অঙ্গীকার করিতে হয়। কিন্তু ইহা আত্মসত্তা হইতে—সদ্ব্রহ্ম বস্তু হইতে—কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহে। আত্মসত্তাতেই

সর্গাদৌ প্রাণিকর্ম্মভিরেকা সৃজ্যাকারা অবিদ্যাবৃত্তিরুৎপদ্যতে, তস্যামাত্মচৈতন্যং প্রতিবিম্বতে, তদেব ঈক্ষণম্। অপরেতু সৃষ্টিকালে অভিব্যক্ত্যুন্মুখীভূতানভিব্যক্তনামরূপাবচ্ছিন্নং সৎস্বরূপচৈতন্যমেব ঔন্মুখ্য কাদাকত্বাৎ কাদাচিৎকমীক্ষণমিত্যাহুঃ”—জ্ঞানামৃত। যাহা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসত্তা, সৃষ্টিকালে সেই সত্তারই একটা আগন্তুক অবস্থান্তর—সৃষ্টি হইবার উন্মুখাবস্থা—হইল। ইহার নাম ‘ঈক্ষণ’। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ জানেন যে, এই অবস্থান্তর গ্রহণ দ্বারা ব্রহ্মসত্তা কোন স্বতন্ত্র বস্তু হইলেন না। এই অবস্থান্তরই—মায়াশক্তি।

ইহার সত্তা; ইহা আত্মভূত,—আত্মশব্দ দ্বারাই নির্দ্দিষ্ট *। সুতরাং, এই আত্মভূত,—আত্মসত্তা হইতে অ-স্বতন্ত্র—অব্যক্ত উপাদানযোগে, সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মচৈতন্য জগৎ নির্ম্মাণ করিলেন। এই উপাদানশক্তি—আত্মসত্তারই অন্তর্ভূত, আত্মশব্দেরই বাচ্য, এবং আত্মসত্তা হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে। ইহা আত্ম-

* "বিয়দাদেঃ পরিণামিত্বমঙ্গীকৃত্য তত্র অনভিব্যক্তনামরূপাবস্থং বীজভূতমব্যাকৃতং......মায়াং ·...প্রকৃতিং ....পরিণাম্যুপাদান মস্তীতি আহ 'নৈষদোষ' ইতি"।—জ্ঞানামৃত।

নামরূপগুলি 'আগন্তুক' আকারমাত্র। আত্মসত্তাকে অবলম্বন করিয়া কতকগুলি নামরূপ আসিয়াছে। এই নামরূপগুলি নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল; সৃষ্টির পূর্ব্বে ইহারা এভাবে ছিল না, তখন ইহারা অব্যক্ত বীজভাবে ছিল; সৃষ্টির পরেও ইহারা সর্ব্বদাই আকারান্তর ধারণ করিতেছে; নিয়ত রূপান্তরগ্রহণ করিতেছে ও পরিবর্ত্তিত হইতেছে। আবার প্রলয়েও, ইহাদের এই আকার থাকিবে না। সুতরাং এই নামরূপাত্মক আকারগুলি 'অসত্য'। কিন্তু ইহারা যে সত্তার অভিব্যক্তি, যে সত্তার আশ্রয়ে ইহারা অবস্থিত, সেই সত্তা চিরনিত্য। ইহাই ব্রহ্মসত্তা। ইহারা যখন সৃষ্টির পূর্ব্বে বীজভাবে ছিল, তখনও সেই ব্রহ্মসত্তা ছিলেন; ইহারা যখন ব্যক্ত হইয়া জগদাকার ধারণ করিল, তখনও সেই ব্রহ্মসত্তা আছেন। আবার যখন ইহারা প্রলয়ে বীজভাব ধারণ করিবে, তখনও সেই ব্রহ্মসত্তা থাকিবেন। এই বীজাকারই—জগতের উপাদান। ব্রহ্মসত্তাতেই উহারও সত্তা।

সত্তাই। সুতরাং আত্মসত্তাই বিবিধ নাম-রূপাদিবিশিষ্ট জগদাকারে অভিব্যক্ত হইলেন।

এই অব্যক্তশক্তি বা মায়াশক্তি সর্ব্বপ্রথমে সূক্ষ্ম প্রাণ-স্পন্দনরূপে অভিব্যক্ত হয়। ইহাই প্রজাপতি বা হিরণ্যগর্ভ বা প্রাণব্রহ্ম নামে পরিচিত *। এই প্রজাপতি হইতে—প্রাণস্পন্দন হইতে—এই স্থূল জগৎ বিকাশিত হইয়াছে।

জীবের ভোগের নিমিত্তই, এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। ভোগ করিতে হইলেই,—ভোগের স্থান, ভোগের উপকরণ, ভোগাবস্তু এবং ভোক্তা চেতনজীবের আবশ্যক হয়। এই জন্য, প্রাণ-স্পন্দন হইতে ভোগের ভূমি বা স্থানরূপে চতুর্ব্বিধ 'লোক' উৎপন্ন হয়। অম্ভঃ, মরীচি, মর এবং আপ্ নামে চতুর্ব্বিধ লোক বা স্থান প্রথমে ব্যক্ত হইয়াছিল। সৃষ্টির আদিতে, 'অম্ভ' বা বিপুল লঘু তরল বাষ্পরাশি † অভিব্যক্ত হইল। এই বাষ্পরাশি আকাশে আবর্ত্তিত হইতে হইতে, ইহার এক অংশ হইতে চন্দ্রসূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর আশ্রয় স্বরূপ 'মরীচি' বা অন্তরীক্ষলোক বিকশিত হইল; এবং ইহার অপর-অংশ

---

* হিরণ্যগর্ভের অভিব্যক্তির বিস্তৃত বিবরণ, "উপনিষদের উপদেশ," দ্বিতীয়খণ্ডের অবতরণিকায়, 'সৃষ্টিতত্ত্বে' প্রদর্শিত হইয়াছে।

† এই বাষ্পরাশি, ঋগ্বেদে "সমুদ্র" নামে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাই পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের Nebulous theory.

হইতে স্থূল জল বা 'অপ্' এবং উহাই ঘনীভূত হইয়া 'মর'-লোক বা পৃথিবী অভিব্যক্ত হইল *।

ভোগ-ভূমি বিনির্ম্মিত হইলে, ভোগের উপকরণ-স্বরূপ—চন্দ্র-সূর্য্যাদি আধিদৈবিক পদার্থ সকল উৎপন্ন হইল। এবং ক্রমে ক্রমে, চক্ষুঃ-কর্ণাদি আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়বর্গও উৎপন্ন হইল। চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়বর্গের অধিষ্ঠাতা সূর্য্যচন্দ্রাদি আধিদৈবিক পদার্থবর্গ—ইহারাই ভোগের উপকরণ। প্রাণস্পন্দন হইতেই সর্ব্বপ্রথমে বায়ু, তেজ, আলোকাদি ব্যক্ত হইয়া, সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্ন্যাদি জ্যোতিষ্মান্ পদার্থ সমূহ ব্যক্ত হইয়াছিল। বায়ু, তেজ, আলোকাদিশক্তিই আবার, প্রাণীদেহের অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে, চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়শক্তিরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। জীব, এই চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়দ্বারাই বিষয়ভোগে সমর্থ হয়। সুতরাং ইহারাই ভোগের সাধন।

আধিদৈবিক সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি পদার্থকে প্রজা-

* স্পন্দন, স্থূলাকারে বিকাশিত হইলেই—'করণরূপে' (Motion) এবং 'কার্য্যরূপে' (Matter) বিকশিত হয়। শ্রুতিতে ইহাই প্রাণও রয়ি নামে পরিচিত। কোন কোন স্থলে আন্নাদ ও অন্ন নামে পরিচিত। Motion ঘনীভূত হইয়া বায়ু, তেজ, আলোকাদিরূপে ব্যক্ত হয়। Matter সঙ্গে সঙ্গে ঘনীভূত হইয়া জল (তরল) ও পৃথিবী (কঠিন) রূপে বিকশিত হয়।

পতির অঙ্গরূপে কল্পনা করা যাইতে পারে। কেন না, অঙ্গীর সত্তাতেই যেমন অঙ্গসকলের সত্তা ; তদ্রূপ প্রাণস্পন্দন ব্যতীত, সূর্য্যচন্দ্রাদিপদার্থের স্বতন্ত্র সত্তা থাকিতে পারে না *। এই জন্যই ইহাদিগকে বিরাট্-পুরুষের অঙ্গরূপে বর্ণনা করাই সঙ্গত। অগ্নি, সেই প্রজাপতি বা বিরাট্‌পুরুষের বাক্যস্বরূপ। বায়ু— তাঁহার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস (নাসিকা)। সূর্য্য—তাঁহার চক্ষুস্বরূপ। দিক্ (আকাশ) তাঁহার শ্রবনেন্দ্রিয়-স্বরূপ। ওষধিবর্গ তাঁহার ত্বক্ বা স্পর্শেন্দ্রিয় স্বরূপ। চন্দ্র তাঁহার মনঃস্থানীয়। জল তাঁহার রেতঃ-স্থানীয়।

এই প্রকারে, প্রাণ-স্পন্দন হইতে, সেই প্রাণেরই অঙ্গরূপে, —সূর্য্যচন্দ্রাদি আধিদৈবিক পদার্থগুলির বিকাশ হইল।

এই আধিদৈবিক পদার্থগুলিকে প্রজাপতি, বিষয়-তৃষ্ণা-বিশিষ্ট † করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যে পদার্থ যাহার উপরে ক্রিয়া করিবে, উৎপত্তির সময় হইতেই তাহা নির্দ্দিষ্ট

* মূলে ইহাই প্রকারান্তরে বর্ণিত হইয়াছে। মূলে আছে—'প্রজাপতির মুখ ফুটিল, মুখ হইতে বাক্য এবং বাক্য হইতে অগ্নি জন্মিল'। প্রজাপতির চক্ষু ফুটিল, চক্ষু হইতে দর্শনেন্দ্রিয় এবং দর্শনেন্দ্রিয় হইতে সূর্য্য উৎপন্ন হইল'।—ইত্যাদি।

† মূলে 'অশনা-পিপাসা' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সায়নদীপিকায় ইহার অর্থ—'বিষয়-লোলতা' করা হইয়াছে।

ছিল। কিন্তু, সূর্য্যাদি পদার্থগুলি, ইন্দ্রিয়বর্গের উপরেই ক্রিয়া করিয়া থাকে। এই জন্য প্রাণীদেহ উৎপন্ন হইলে, ইহাঁরা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের উপরে ক্রিয়া করিতে লাগিল। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ও, ইহাদের সহায়তা পাইয়া, আপন আপন বিষয়ের গ্রহণে যোগ্য হইল *। সূর্য্য (আলোক) চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্য না করিলে, চক্ষু কদাপি রূপ-দর্শনে সমর্থ হইত না। অগ্নি বাক্‌শক্তির সাহায্য না করিলে, বাক্য উচ্চারিত হইতে পারিত না। দিক্‌সকল অবকাশ প্রদান না করিলে, কর্ণ কখনও শব্দ শ্রবণে সমর্থ হইত না। এইপ্রকারে, আধিদৈবিক পদার্থগুলি আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়বর্গের উপকার সাধন করিয়া থাকে এবং এই প্রকারেই জীবের ভোগ সিদ্ধ হয় †।

এইরূপে 'ভোগ-সাধন' ইন্দ্রিয়াদি উৎপন্ন হইল। এই

* মূলে ইহাই প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে। মূলে আছে—'সূর্য্য দর্শনেন্দ্রিয়রূপে চক্ষুতে প্রবেশ করিল'। 'অগ্নি বাক্যরূপে মুখে প্রবেশ করিল' ইত্যাদি। টীকাকার বলেন, 'সূর্য্য-চন্দ্রাদি অপরিচ্ছিন্ন, বিশ্ব-ব্যাপক শক্তি। সুতরাং ব্যষ্টিদেহে পরিচ্ছিন্নরূপে ইহারা প্রবিষ্ট না হইলে, বিষয়-ভোগ করিবে কি প্রকারে'?

† মূলে এই কথাই একটু অন্যভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। মূলে আছে যে, সূর্য্যচন্দ্রাদি দেবতাবর্গ প্রজাপতির নিকটে নিবেদন করিল যে, আমাদিগের ভোগের নিমিত্ত দেহ প্রদান করুন্। বিরাট্‌দেহ সর্ব্বব্যাপক, অপরিচ্ছিন্ন; উহাতে থাকিয়া বিষয়ভোগ সম্ভব হয় না'। প্রজাপতি দেবতাবর্গের কথা শুনিয়া, প্রথমতঃ তাঁহাদিগের নিকটে গো, অশ্ব প্রভৃতি ইতর প্রাণীবর্গের দেহ উপস্থিত করিলেন। কিন্তু

প্রকারে, প্রাণস্পন্দন হইতেই 'ভোগ্য' বস্তুগুলিও উৎপন্ন

দেবতারা বলিলেন যে, এই সকল দেহ অসম্পূর্ণ; ইহাতে আমরা প্রবেশ করিয়া সমগ্র বিষয়ভোগ করিতে পারিব না। তৎপরে প্রজাপতি মনুষ্যের দেহ নির্ম্মাণ করিয়া উপস্থিত করিলে, দেবতারা তাহা দেখিয়া আহ্লাদিত হইলেন এবং হৃষ্টচিত্তে ঐ দেহে চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়রূপে প্রবেশ করিলেন। প্রিয় পাঠক, এই গল্পের তাৎপর্য্য লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন। এই গল্প হইতে আমরা দুইটী কথা পাইতেছি। প্রথম কথা এই যে, যে শক্তি হইতে সূর্য্য, চন্দ্রাদি আধিদৈবিক শক্তিগুলি ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা হইতেই ইন্দ্রিয়াদিশক্তি অভিব্যক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় কথা এই যে, মনুষ্যের উৎপত্তির পূর্ব্বে ইতর প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছিল এবং ইতর প্রাণীতে যে সকল ইন্দ্রিয় অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা অসম্পূর্ণ; তাহা বিষয়-ভোগের সম্পূর্ণ যোগ্য নহে। কেবল মনুষ্যেই ইন্দ্রিয়বর্গ অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ই বিষয়ভোগের সম্পূর্ণ উপযোগী।

বিশ্বব্যাপিনী প্রাণশক্তিই—তেজ, আলোকাদিরূপে বিশ্ব ব্যাপিয়া বর্ত্তমান আছে। প্রাণীদেহেও সর্ব্বপ্রথমে প্রাণশক্তির অভিব্যক্তি হয় এবং উহাই ক্রমে চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়রূপে বিকাশিত হয়। সুতরাং বাহিরে ও ভিতরে একই শক্তি। মৃত্যুকালে দৈহিক পরিচ্ছিন্ন প্রাণ-বায়ু,—আধিদৈবিক অপরিচ্ছিন্ন প্রাণশক্তিতে লীন হয়। চক্ষুঃকর্ণাদি পরিচ্ছিন্ন শক্তিগুলি—সূর্য্য, আকাশ প্রভৃতি অপরিচ্ছিন্ন শক্তিতে লীন হয়। এই জন্যই, শ্রুতিতে সূর্য্যচন্দ্রাদির ইন্দ্রিয়বর্গরূপে দেহে প্রবেশ উক্ত হইয়াছে।

হইয়াছিল। স্পন্দনের বাহ্য কার্য্যাংশ বা 'রয়ি'-অংশ, তাহাই ক্রমশঃ ঘনীভূত—কঠিন—হইয়া স্থূল ব্রীহাযবাদি বস্তু উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাই "অন্ন" নামে পরিচিত। এইপ্রকারে, ভোগ্য বিষয়বর্গ উৎপন্ন হয়। এই ব্রীহীযবাদি অন্ন গ্রহণ করিয়াই জীব বাঁচিয়া থাকে। ভুক্ত অন্নাদি প্রাণীদেহে গৃহীত হইলে, উহাই পরিপক্ক হইয়া দেহস্থ ইন্দ্রিয়বর্গের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। নতুবা ইন্দ্রিয়াদিশক্তি কার্য্যক্ষম হইতে পারিত না। দেহমধ্যস্থ "অপান' বায়ু দ্বারা অন্ন পরিপক্ক হইয়া থাকে *। অপানবৃত্তি—দেহমধ্যস্থ প্রাণশক্তিরই কার্য্যভেদ মাত্র। প্রাণ-

---

* মূলে এই তত্ত্বটী প্রকারান্তরে বর্ণিত হইয়াছে। মূলে আছে যে, প্রজাপতি কর্তৃক 'অন্ন' নির্ম্মিত হইলে, অন্ন পলায়ন করিতে লাগিল। চক্ষুঃ, কর্ণ, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ একে একে সেই অন্নকে ধরিবার জন্য, উহার পশ্চাৎ ধাবিত হইল। কিন্তু কোন ইন্দ্রিয়ই উহাকে ধরিতে পারিল না। অবশেষে, অপানবায়ু মুখছিদ্র দ্বারা বহির্গত হইয়া অন্নকে ধরিয়া ফেলিল। তখন অন্ন জঠরে প্রবেশ করিল। পাঠক দেখিবেন এই বর্ণনার তাৎপর্য্য এই যে, ভুক্ত অন্ন-পানাদি, জঠরে পরিপক্ক না হইলে ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্যের পুষ্টি সাধন করিতে পারেনা। অপানবায়ুর (ক্রিয়ার) জঠরেই স্থান। এইজন্যই প্রাণকে—'অন্নায়ু,' 'অন্ন-বন্ধন' বলা হইয়া থাকে। যে বায়ু নাসিকা ও মুখছিদ্র দ্বারা দেহ-মধ্যে প্রবেশ করে, তাহাই অপান। অতএব, অন্নগ্রহণ কার্য্য শ্বাস-বৃত্তি-বিশিষ্ট প্রাণেরই ধর্ম্ম।

শক্তিই দেহে পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়া অবস্থান করিতেছে *।

এই প্রকারে এক প্রাণস্পন্দন হইতে আধিদৈবিক পদার্থ-গুলি এবং ভোগের সাধন-স্বরূপ আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়বর্গ এবং ইন্দ্রিয়বর্গের ভোগ্য অন্নাদি বিষয়বর্গ উৎপন্ন হইয়াছে। এখন 'ভোক্তা' জীবাত্মার প্রবেশের কথা বলা যাইতেছে। ভোক্তা জীব ব্যতীত, দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি কেহই ক্রিয়াশীল হইতে পারে না। প্রাণশক্তি বিবিধ ইন্দ্রিয়রূপে ক্রিয়া করিতে থাকিলে, সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যের অভিব্যক্তি প্রতীত হইতে থাকে †। এই অখণ্ড চৈতন্যই, ইন্দ্রিয়বর্গের অধিষ্ঠান; ইনিই ইন্দ্রিয়বর্গের প্রেরক; ইনিই ইন্দ্রিয়বর্গের—বিবিধ বিজ্ঞানের—সাক্ষিরূপে, দ্রষ্টারূপে, অবস্থান করিতেছেন। ইনি আছেন বলিয়াই, ইন্দ্রিয়বর্গ স্ব স্ব বিষয়ে ধাবিত হইতে পারিতেছে। যাহা সাবয়ব, যাহা জড়; তাহা জড়বর্গ হইতে স্বতন্ত্র চেতনের প্রয়োজন সাধন করে এবং তাঁহারই প্রয়োজন-সাধনের জন্য মিলিত ভাবে

* এই গ্রন্থের ১১৪ পৃষ্ঠা হইতে ১১৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

† মূলে এই তত্ত্ব প্রকারান্তরে নির্দিষ্ট হইয়াছে। মূলে আছে যে, ভোক্তা-পুরুষ মস্তকের মধ্যভাগ বিদীর্ণ করিয়া দেহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই ভোক্তা পুরুষই দেহ-পুরীর রাজা। সকল ইন্দ্রিয়, ইহাঁরই নিকটে বিষয়-বিজ্ঞানরূপ উপহার (বলি) প্রদান করিয়া থাকে। ইহাঁরই জন্য ইন্দ্রিয়বর্গ, ক্রিয়াশীল। ইহাঁরই প্রয়োজন-সাধনোদ্দেশ্যে,ইন্দ্রিয়বর্গ পরস্পর মিলিত হইয়া রহিয়াছে।

ক্রিয়া করিয়া থাকে। আত্মচৈতন্যই, স্বপ্রয়োজনার্থ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গকে প্রেরণ করেন; নতুবা ইহারা ক্রিয়াশীল হইতে পারিত না। তিনি সকলের প্রেরক। তিনি সকল বিজ্ঞানের বিজ্ঞাতা এবং তিনিই জ্ঞানস্বরূপ *।

এখন, কিপ্রকারে জীবের 'ভোগ' সিদ্ধ হয়, কিপ্রকারে জীবের বিষয়োপলব্ধি সম্পাদিত হয়, তাহাই বলা যাইতেছে।

---

* টীকাকার জ্ঞানামৃত এস্থলে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা উল্লিখিত হইতেছে। আত্মাকেই জ্ঞাতা ও জ্ঞানস্বরূপ—উভয়ই বলিতে হয়। জ্ঞাতাকেই জ্ঞানস্বরূপ না বলিলে, কোন্ জ্ঞানের তিনি জ্ঞাতা হইবেন? তাহা হইলে অন্য কোন স্বতন্ত্র জ্ঞানের তাঁহাকে জ্ঞাতা বলিতে হয়। কিন্তু, তাহা হইলে, কর্ত্তা ও কর্ম্ম একই হইয়া উঠে। আবার, সেই জ্ঞানের যদি অন্য একটী স্বতন্ত্র জ্ঞাতা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে তাহারও আবার অপর এক স্বতন্ত্র জ্ঞাতা স্বীকার করা প্রয়োজন হয়,—এইরূপে 'অনবস্থা' দোষ হয়। এই কারণেই, যিনিই জ্ঞাতা, তিনিই জ্ঞানস্বরূপ, ইহাই সিদ্ধান্ত। স্বতন্ত্র জ্ঞান ও স্বতন্ত্র জ্ঞাতা, ইহা স্বীকার করা যায় না। এইজন্যই, আত্মা জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয় স্বরূপ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

আত্মার প্রয়োজন সাধনোদ্দেশ্যেই ইন্দ্রিয়বর্গের ক্রিয়াশীলতা। প্রয়োজন দুইপ্রকার। এক প্রয়োজন—ইন্দ্রিয়াদির দর্শনাদি ব্যবহার সম্পাদন। অন্য প্রয়োজন—আত্মার প্রকৃত স্বরূপের বোধ। ইন্দ্রিয়াদির খণ্ড খণ্ড বিজ্ঞানের মূলে এক অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ আত্মার প্রতীতি হইয়া থাকে।

দেহে নয়টী ছিদ্রে প্রাণশক্তি নয় প্রকারে ক্রিয়া করে। দেহের ঊর্দ্ধভাগে চক্ষুকর্ণাদি সাতটী ছিদ্র; এবং দেহের অধোভাগে দুইটী ছিদ্র। এতদ্ব্যতীত মস্তকে একটী ছিদ্র বা পথ আছে। মৃত্যুকালে, উত্তম সাধকের এই পথে গতি হয়। ইহা মুক্তি-পথ।

আত্মার তিনটী ক্রীড়া-স্থান আছে। এই তিন স্থানেই জীবাত্মা বিহার করিয়া বেড়ান। জাগ্রদবস্থায় জীবাত্মা প্রধানতঃ চক্ষুদ্বারাই বিষয়দর্শন করিয়া থাকেন। স্বপ্নাবস্থায় জীবাত্মা কণ্ঠদেশে অবস্থান করেন। গাঢ় সুষুপ্তির সময়ে জীবাত্মা হৃদয়াকাশে অবস্থিত থাকেন। এই নিমিত্ত, চক্ষুঃ, কণ্ঠ, এবং হৃদয় এই তিনটীই জীবাত্মার ক্রীড়ার স্থান বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। এই জীবাত্মার জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই তিনটী অবস্থা ব্যবহারিকভাবে নির্দ্দিষ্ট আছে। পারমার্থিকভাবে অখণ্ড, অনন্ত, পুরুষ-চৈতন্যের অবস্থা-ভেদ থাকিতে পারে না। এই অবস্থাগুলি উপাধিবশতঃ ও ব্যবহারিক ভাবেই সিদ্ধ হইতে পারে। সংসার-দশায় জীবাত্মার প্রকৃত স্বরূপ আচ্ছাদিত থাকে।

পরমকারুণিক ব্রহ্মদর্শী আচার্য্যের উপদেশে জীবাত্মা—আপনার প্রকৃত স্বরূপটীকে দেখিতে সমর্থ হন। এইজন্যই ইহাঁর নাম 'ইদন্দ্র' *। এই ইদন্দ্রকেই পণ্ডিতেরা পরোক্ষ-ভাবে 'ইন্দ্র' নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

---

* ব্রহ্মকে সাক্ষাৎভাবে অনুভব করা কর্ত্তব্য। বুদ্ধিগুহায়, সকল বিজ্ঞানের সাক্ষীরূপে আত্মা 'প্রত্যক্ষ' হন। সকল ক্রিয়ার সঙ্গে মিলিত-ভাবে যে তাঁহার অনুভব, তাহা 'পরোক্ষ' অনুভব। ইন্দ্রিয়বর্গ আত্মার প্রকৃত স্বরূপকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে বলিয়াই প্রত্যক্ষ অনুভব হয় না। ইন্দ্রিয়বর্গ শব্দস্পর্শাদির অনুভূতি লইয়াই ব্যস্ত। ইন্দ্রিয়বর্গ—সূর্য্যাদিরই অভিব্যক্তি। সুতরাং ইন্দ্রিয়বর্গকে 'দেবতা' বলা হইয়াছে।

জীবাত্মার তিন প্রকার জন্ম; দেহস্থ তেজঃ-স্বরূপ শুক্রের মধ্যে জীবের প্রথম জন্ম। মাতৃগর্ভে শুক্র-শোণিত-যোগে জীবদেহ গঠিত ও পুষ্ট হয়,—ইহাই জীবের দ্বিতীয় জন্ম। জীব ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়া, কর্ম্মফলানুসারে অন্যলোকে জন্ম গ্রহণ করে,—ইহাই জীবের তৃতীয় জন্ম।

পুরাকালে বামদেব * মাতৃগর্ভে থাকিয়াই, জীবের এই জন্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, আত্মা প্রকৃতপক্ষে দেহাদির অতীত, জন্মমরণাদি অবস্থার অতীত। ইহা বুঝিতে পারিয়াই তিনি ভূমিষ্ঠ হইতেই জীবন্মুক্ত হইয়া গিয়াছিলেন †।

আত্মার প্রকৃত স্বরূপ কি প্রকার, এখন তাহাই নির্দ্ধারিত হইতেছে। দেহে দুই প্রকার বস্তুর উপলব্ধি হইয়া থাকে। উপলব্ধির কতকগুলি 'করণ' এবং উপলব্ধির একজন 'কর্ত্তা'—এই দেহে রহিয়াছেন। করণগুলি—সাবয়ব এবং অনেক। যিনি উপলব্ধির কর্ত্তা, তিনি নিরবয়ব, এক। করণগুলি—কর্ত্তারই প্রয়োজন-সাধনের জন্য মিলিতভাবে ক্রিয়া করিয়া থাকে। করণবর্গ হইতে কর্ত্তা স্বাধীন, স্বতন্ত্র। অদ্য আমি

* বামদেবের এই কথা ঋগ্বেদ হইতে শ্রুতিতে গৃহীত হইয়াছে। অবতরণিকায় এই অংশ উদ্ধৃত করিয়া, ইহার তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়া দেখান হইয়াছে।

† আমরা উপনিষদের এই অংশের অনুবাদ অতি সংক্ষেপে দিলাম। এই অংশগুলি তত আবশ্যকীয় নহে।

একটী বৃক্ষ চক্ষুদ্বারা দেখিলাম। দুই দিন পরে কোন কারণে আমার চক্ষু নষ্ট হইয়া গেলেও, বৃক্ষদর্শনের স্মৃতি রহিয়াই যাইবে। সুতরাং এই স্মৃতিই নির্দ্দেশ করে যে, প্রকৃত যিনি দ্রষ্টাপুরুষচৈতন্য, তিনি চক্ষুরাদি হইতে স্বতন্ত্র। দুইদিন অগ্রে একটী পদার্থকে আমি চক্ষু দ্বারা দেখিয়াছিলাম; অদ্য সেই পদার্থটীকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলাম। এক্ষেত্রেও, একই আত্মা যে দর্শন এবং স্পর্শন উভয়েরই কর্ত্তা এবং উভয় হইতেই স্বতন্ত্র, তাহা প্রমাণিত হইতেছে। এক অন্তঃকরণই—বিষয়-যোগে চক্ষুরাদি বিবিধ ইন্দ্রিয় রূপে ক্রিয়া করে। বিষয় হইতে ক্রিয়া প্রবাহিত হইয়া, চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া উদ্বুদ্ধ করে। ইন্দ্রিয়ের এই বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াগুলি এক অন্তঃকরণেরই আকার-ভেদমাত্র। এক অন্তঃকরণই, বিষয়বর্গের ক্রিয়াবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন আকারে পরিণত হইয়া থাকে। অন্তঃকরণেরই এই ভিন্ন ভিন্ন আকার-গুলি—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়নামে পরিচিত। সুতরাং অন্তঃকরণই সকলপ্রকার উপলব্ধির দ্বার। আত্মা এই দ্বার-যোগেই উপলব্ধির কর্ত্তা বা বিজ্ঞাতা হইয়া থাকেন। প্রকৃত-পক্ষে আত্মা—অন্তঃকরণ হইতে স্বতন্ত্র। কিন্তু তথাপি, অজ্ঞ-লোকে, অন্তঃকরণের বিবিধ ক্রিয়ার সহিত আত্মাকে অভিন্ন বলিয়া মনে করে। ভ্রমের বীজ এই স্থানে। প্রকৃতপক্ষে আত্মা—অন্তঃকরণের এই সকল দর্শনশ্রবণাদি বৃত্তি বা ক্রিয়া হইতে স্বতন্ত্র। কিন্তু লোকে আত্মার এই স্বতন্ত্রতার কথা

ভুলিয়া যায়। এই অন্তঃকরণ—প্রাণাত্মক। জ্ঞানের দিক্ দিয়া যাহা অন্তঃকরণ বা মন ;—ক্রিয়ার দিক্ দিয়া তাহাই প্রাণ *। সংজ্ঞান, আজ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞান, মেধা, দৃষ্টি, ধৃতি, মতি, মনীষা, জূতি, সংকল্প, ক্রতু, অসু, কাম, বশ—এইগুলিই মন বা অন্তঃকরণের বৃত্তি †। আত্মবস্তু—অন্তঃকরণের এই সকল বৃত্তির সাক্ষী বা দ্রষ্টারূপে অবস্থিত। এই-

* "যো বৈ প্রাণঃ, সা প্রজ্ঞা। যা বৈ প্রজ্ঞা, সঃ প্রাণঃ"—ইতি কৌষীতকী উপনিষদ্। দ্বিতীয় খণ্ডের ৩১৪ পৃষ্ঠা হইতে ৩১৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত এই তত্ত্বটীর ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। "চক্ষুরাদীনাং প্রাণাংশত্বাৎ অথর্ব্বহং প্রাণস্য'—প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্য। প্রাণেরই ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াবশতঃ, এক অখণ্ড চৈতন্যের (জ্ঞানের) যে ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞান অনুভূত হয়, সেই বিজ্ঞানগুলিকে লক্ষ্য করিয়াই প্রাণকেই 'মন' নামে নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। "মনঃস্পন্দিতমাত্রং বিষয়জাতং····· চলনব্যাপার পূর্ব্বকাণ্যেব হি স্বব্যাপারেষুলক্ষ্যন্তে করণানি। ন হি প্রাণাদন্যত্র চলনাত্মকত্বোপপত্তিঃ"—বৃহদারণ্যকভাষ্য।" "মননদর্শনাত্মকানাং চলনাত্মকানাঞ্চ ক্রিয়াসামান্যমাত্রে (প্রাণে) অন্তর্ভাবঃ"—বৃং ভাং। প্রাণশক্তি পরিণত হইয়া ইন্দ্রিয়ের স্থানগুলি নির্ম্মাণ করিয়া দিলে, তবে বিশেষ বিশেষ ঐন্দ্রিয়িক বিজ্ঞানগুলি প্রাদুর্ভূত হয়।" "শরীরদেশে ব্যূঢ়েষুতু করণেষু বিজ্ঞানময় উপলভ্যতে"। সুতরাং মন ও প্রাণ উভয়ই একবস্তু।

† অন্তঃকরণের যে বৃত্তিদ্বারা 'আমি চেতন জীব' এই প্রকার বোধ হয়, সেই বৃত্তির নাম 'সংজ্ঞান'। যে বৃত্তিদ্বারা নিজের ঈশ্বরভাব (প্রভুত্ব)

রূপেই তাঁহাকে উপলব্ধির কর্ত্তা বলা যায়। এই সকল উপাধি-যোগে—অন্তঃকরণের এই সকল ক্রিয়া-যোগে—আত্মাকে দ্রষ্টা, শ্রোতা, মননকর্ত্তা প্রভৃতিরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ তিনি সকল উপাধি হইতে—সকল ক্রিয়া হইতে—স্বতন্ত্র, নির্ব্বিকার, পূর্ণ। চক্ষুরাদির দর্শনাদি ক্রিয়াগুলি—অনিত্য, পরিবর্ত্তনশীল এবং বিকারী। তিনি সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার মূলে নির্ব্বিকার প্রেরকরূপে অবস্থিত।

অনুভূত হয়, তাহাকে 'আজ্ঞান' বলে। যে বৃত্তিদ্বারা চতুঃষষ্টিপ্রকার কলা-শিল্পাদি বিজ্ঞান লব্ধ হয়, তাহার নাম 'বিজ্ঞান'। তাৎকালিক প্রতিভার নাম—'প্রজ্ঞান'-বৃত্তি। গ্রন্থাদির উপদেশ ধারণের যে সামর্থ্য, তাহার নাম 'মেধা'। ইন্দ্রিয়বর্গ দ্বারা লব্ধ সর্ব্বপ্রকার বৈষয়িক বিজ্ঞানের সাধারণ নাম—'দৃষ্টি' বৃত্তি। যে সামর্থ্য-প্রভাবে শরীর ও ইন্দ্রিয়ের অবসাদ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়, তাহাকে 'ধৃতি' বলে। মননশক্তির নাম—'মতি'। মনের স্বাতন্ত্র্যের নাম—'মনীষা'। চিত্তের রোগাদি-জনিত পীড়ার নাম—'জূতি'। স্মরণ-বৃত্তির নাম—'স্মৃতি'। মনের যে বৃত্তিদ্বারা বস্তু-প্রত্যক্ষ-সময়ে 'ইহা শুক্ল কি পীত' ইত্যাকার বিশেষ-বিচার করা যায়, তাহাই 'সংকল্প (ও বিকল্প)'-বৃত্তি। যে বৃত্তিবশতঃ—'ইহা বৃক্ষই বটে, মনুষ্য নহে' ইত্যাকার স্থির-নিশ্চয় করা যায়, তাহার নাম 'ক্রতু' (অধ্যবসায়, ইহা বুদ্ধিরধর্ম্ম)। চেষ্টাত্মক জীবনক্রিয়ার নাম—'অসু' (প্রাণ-ক্রিয়া)। অসন্নিহিত বিষয়ের জন্য তৃষ্ণার নাম—'কাম'। স্ত্রী-সমাগমের অভিলাষের নাম—'বশ'।—শঙ্করাচার্য্য।

চক্ষুরাদির দর্শনাদিগুলি বিষয় যোগে প্রবুদ্ধ হয়, বিষয় না থাকিলে উদ্বুদ্ধ হয় না। এই প্রকার, শ্রবণশক্তি, মননশক্তি, বুদ্ধিশক্তি—ইহারা সকলেই স্ব স্ব শব্দাদি বিষয়-যোগে প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে; বিষয়াভাবে প্রবুদ্ধ হয় না। অতএব এই সকল ক্রিয়া অনিত্য, উৎপত্তিবিনাশ-শীল। কিন্তু আত্মশক্তি—নিরবয়ব; নিরবয়ব বলিয়াই ইহার সহিত কাহারই যোগ বা বিয়োগ সম্ভবে না। এই জন্যই ইহা নিত্য। আবার, রোগাদিদ্বারা দর্শনাদি ক্রিয়া নষ্ট হইয়া যায়; রোগের অপগমে পুনরায় উহা পূর্ব্ববৎ সক্রিয় হয়। সুতরাং দর্শনাদি ক্রিয়াগুলি অনিত্য। কিন্তু আত্মশক্তি সর্ব্বদা একরূপ, ইহার বিনাশও নাই, উৎপত্তিও নাই। ইহা—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-ক্রিয়ার সর্ব্বাবস্থার সাক্ষীরূপে অবস্থিত। যখন চক্ষুরাদি রোগাদিদ্বারা নষ্ট হয়, তখনও আত্মাই তাহা জানিতে পারেন; আবার যখন রোগবিগমে দর্শন-ক্রিয়া পুনরায় ফিরিয়া আইসে, তাহারও সাক্ষী বা দ্রষ্টা—আত্মা। চক্ষুঃ নষ্ট হইয়া গেলেও, স্বপ্নে পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর দর্শন হইয়া থাকে। সুতরাং চক্ষুরাদি-ক্রিয়া হইতে স্বতন্ত্র একটী নিত্য-দর্শনশক্তি আছেন। আত্মশক্তি—নিত্য, পূর্ণ, নির্ব্বিকার। ইনি সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার 'গ্রাহক'। আর সকল জড়ীয় ক্রিয়া ইহাঁরই 'গ্রাহ্য'। এই জন্যই লোকে ভ্রমবশতঃ, গ্রাহ্য ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তি-বিনাশ দ্বারা, গ্রাহক আত্মারও উৎপত্তি-বিনাশ ধরিয়া লয়। ফলতঃ, আত্ম-

শক্তি সর্ব্বপ্রকার বিশেষত্ব-রহিত ; ইহা নির্ব্বিশেষ, নির্ব্বিকার। ইহাই সকলের প্রেরক, সকলের গ্রাহক। ইহা ব্যতীত কাহারই স্বতন্ত্র ক্রিয়া থাকিতে পারে না। সমুদয় ক্রিয়া, সমুদয় নাম-রূপ,—তাঁহাতেই একীভূত হইয়া যায়। তিনি সকলের অতীত, সকলের সাক্ষীরূপে অবস্থিত। কিন্তু কোন বস্তুই তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র নহে ; তাঁহারই সত্তা ও স্ফুরণ সকল বস্তুতে অনুস্যূত রহিয়াছে।

তিনি প্রজ্ঞান-স্বরূপ। অন্তঃকরণের বিবিধ বিজ্ঞানের তিনি সাক্ষী বা দ্রষ্টারূপে অবস্থিত। অন্তঃকরণাদির ক্রিয়া দ্বারা সেই অখণ্ড জ্ঞানই খণ্ড খণ্ড রূপে প্রতিভাত হইতেছে। সুতরাং এই সকল বিবিধ বিজ্ঞানদ্বারা, তিনি যে অখণ্ড জ্ঞান-স্বরূপ, আমরা তাহার আভাস পাইতেছি। তিনি প্রজ্ঞানস্বরূপ বলিয়াই ত, অন্তঃকরণের এই সকল বৃত্তিকে আমরা বিবিধ 'বিজ্ঞান' বলিয়া নাম দিয়া থাকি। এইরূপেই বুদ্ধিবৃত্তিগুলি, আত্মার স্বরূপোপলব্ধির উপায় হয়। ইহারা সেই প্রজ্ঞান-ব্রহ্মেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম বা উপাধি। সেই এক প্রজ্ঞান-ব্রহ্মই—প্রাণনক্রিয়া দ্বারা 'প্রাণ'নামে অভিহিত হন। মনন-ক্রিয়া দ্বারা সেই প্রজ্ঞানব্রহ্মই 'মন' নামে অভিহিত হন। ফলতঃ তিনি সকল ক্রিয়ার মধ্যেই অনুস্যূত—অনুগত—হইয়া রহিয়াছেন। মনের এই বৃত্তিগুলি জড়, অচেতন। সুতরাং ইহারা কেমন করিয়া বিষয় প্রকাশ করিবে ? আত্মাই ইহা-

দিগকে প্রকাশ করেন বলিয়াই ইহারা বিষয়প্রকাশে সমর্থ হয়। এই প্রজ্ঞানসত্তাই সকল বৃত্তি হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া, সকল বৃত্তির মধ্যে অনুগত হইয়া রহিয়াছেন। যখন অব্যক্ত-শক্তি সর্ব্বপ্রথমে প্রাণ-স্পন্দনরূপে সূক্ষ্মভাবে ব্যক্ত হইল, তখনও সেই প্রজ্ঞানসত্তা উহাতে অনুস্যূত ছিলেন। সুতরাং ইহাঁকেই "ইন্দ্র" বা "প্রজাপতি" নামে লোকে নির্দ্দেশ করে। আবার যখন সমগ্র বিশ্বের উপাদানস্বরূপ অব্যক্তবীজ-শক্তি জগৎরূপে অভিব্যক্ত হইবার উন্মুখ হইয়াছিল, তাহারও মধ্যে এই প্রজ্ঞানসত্তা অনুস্যূত ছিলেন। সুতরাং ইহাঁকেই ব্রহ্মজ্ঞগণ "সদ্ব্রহ্ম" বা "ঈশ্বর" নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আবার যখন, সূক্ষ্মপ্রাণ স্পন্দন 'অন্নাদ' ও 'অন্ন' রূপে বিকাশিত হইয়া যাবতীয় স্থূল পদার্থরাশি নির্ম্মাণ করিল, তখনও সেই প্রজ্ঞান-সত্তা উহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। এই জন্যই তত্ত্বজ্ঞগণ ইহাঁকে "বিরাট্" পুরুষ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এই প্রজ্ঞানের সত্তাতেই সকলের সত্তা এবং এই প্রজ্ঞানসত্তা দ্বারাই সকল বস্তু স্ব স্ব ক্রিয়ায় প্রবর্ত্তিত হইয়া রহিয়াছে। এই জন্যই তত্ত্বজ্ঞগণ ইহাঁকে "প্রজ্ঞা-নেত্র" বলিয়া নির্দ্দেশ করেন *। সকল পদার্থের সত্তা এবং ক্রিয়া (স্ফুরণ)সর্ব্বতোভাবে ইহাঁরই অধীন। সুতরাং উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়—সর্ব্বাবস্থায়

* "প্রজ্ঞানেন সত্তাং নীয়তে সত্তাংপ্রাপ্যতে সত্তাবৎক্রিয়তে ইত্যর্থঃ। যদ্বা স্বব্যাপারেষু প্রবর্ত্ত্যতে ইতি বা"। "নেত্র শব্দেন সর্ব্বস্য সত্তা-

এই জগৎ সেই প্রজ্ঞান-সত্তারই অধীন। ইনি নির্ব্বিশেষ, নির্ব্বিকার। এই সত্তাই বিবিধ নাম-রূপাকারে অভিব্যক্ত হইয়া, সকল নাম-রূপের মধ্যে অনুস্যূত—অনুগত—হইয়া রহিয়াছেন। কোন বস্তুরই ইহাঁর সত্তা ব্যতীত 'স্বতন্ত্র' সত্তা নাই, স্বতন্ত্র 'ক্রিয়া' নাই। সকল ভূতে এই সত্তা এক। এই সত্তাই সকলের অধিষ্ঠান, অদ্বিতীয়। ইনি নিত্য, বুদ্ধ, শুদ্ধ, মুক্তস্বরূপ। পুরাকালে বামদেব এই অমৃত প্রজ্ঞানসত্তার অনুভব লাভ করিয়া, জন্মজরা-মরণ-জাল ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন *।"

ব্যাপারহেতুত্বমুক্তম্ ..ইদানীং সর্ব্বস্য স্ফুরণ-হেতুত্বমেবেতিউচ্যতে"। "সর্ব্বস্য জগতঃ সত্তাস্ফুর্ত্ত্যোঃ প্রজ্ঞানাধীনত্বাৎ"—টীকাকার।

* নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসত্তাই যে অব্যক্ত বীজশক্তির প্রেরক, সুতরাং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম যে পূর্ণশক্তি-স্বরূপ, ইহা সুস্পষ্ট নির্দ্দেশিত হইয়াছে—

"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তমেকমদ্বয়ং···বিশুদ্ধ-প্রজ্ঞোপাধি-সম্বন্ধেন সর্ব্বজ্ঞ-মীশ্বরং—সর্ব্বসাধারণাব্যাকৃত--জগদ্বীজ--প্রবর্ত্তকংনিয়ন্তৃত্বাদন্তর্যামিসংজ্ঞং ভবতি। তদেব ব্যাকৃত-জগদ্বীজভূত-হিরণ্য-গর্ভসংজ্ঞং ভবতি। তদেবান্তরণ্ডোদ্ভূত-প্রথম-শরীরোপাধি·বিরাট্‌-প্রজাপতিসংজ্ঞং ভবতি" ইত্যাদি।—শঙ্করাচার্য্য। অব্যক্তশক্তি বা প্রাণশক্তি, সৃষ্টির প্রাক্কালে অভিব্যক্তির উন্মুখ হইয়াছিল; সুতরাং ইহা 'আগন্তুক'। ইহা নির্ব্বিশেষ সত্তারই একটা আগন্তুক আকার-বিশেষ মাত্র। ইহা 'আগন্তুক' বলিয়াই ব্রহ্ম ইহা হইতে স্বতন্ত্র। এই জন্যই ইহাকে 'উপাধি' শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকা এবং তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ পরিচ্ছেদ দেখ। প্রাণশক্তিকে কেন 'প্রজ্ঞা' বলা হয়, তৎসম্বন্ধে দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৭ পৃষ্ঠার টীকা দেখ।

এই আখ্যায়িকায় উপদিষ্ট বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই :—

১। প্রজাপতি বা প্রাণস্পন্দন হইতেই এই বিশ্ব অভিব্যক্ত হইয়াছে।

২। প্রাণের আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ।

৩। কোন বস্তুই প্রাণ-স্পন্দন হইতে স্বতন্ত্র নহে। সকল বস্তুই প্রজাপতির অঙ্গ-স্থানীয়।

৪। বিশ্বব্যাপ্ত, অপরিচ্ছিন্ন তেজ ও আলোকাদি শক্তিই প্রাণীদেহে পরিচ্ছিন্ন ভাবে, ইন্দ্রিয়শক্তিরূপে ব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে।

৫। আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক বস্তুগুলির মূলে, একই প্রাণ-স্পন্দন। ইহারা পরস্পর পরস্পরের উপরে ক্রিয়া ও উপকার করিয়া থাকে।

৬। প্রথমে সূর্য্যচন্দ্রাদির অভিব্যক্তি ; তৎপরে ওষধিবনস্পতি প্রভৃতির অভিব্যক্তি ; তৎপরে ইতর প্রাণীবর্গ এবং সর্ব্বশেষে মনুষ্যের অভিব্যক্তি।

৭। অন্ন বা বাহ্য জড়াংশই --প্রাণশক্তির আশ্রয় এবং পোষক।

৮। আত্মা, বিষয়েন্দ্রিয়-যোগে শব্দস্পর্শাদি ভোগ করেন।

৯। আত্মা—সকল বস্তু হইতে স্বতন্ত্র ; বিষয়ও ইন্দ্রিয়ের অতীত।

১০। বুদ্ধির সর্ব্বপ্রকার বিজ্ঞানের সাক্ষী, এই আত্মা।

১১। জ্ঞানই আত্মার স্বরূপ। আত্মসত্তা—জগতের প্রত্যেক পদার্থে অনুগত হইয়া রহিয়াছেন। জগতের প্রত্যেক অবস্থা বা বিকাশের মধ্যে এই সত্তা অনুস্যূত।

পঞ্চম অধ্যায়।

ব্রহ্ম-নিরূপণ এবং ব্রহ্ম-প্রাপ্তি। *

প্রথম পরিচ্ছেদ।

(ব্রহ্মের স্বরূপ-নির্ণয়।)

একদা একটী শিষ্য, তদীয় আচার্য্যকে তিনটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। সেই প্রশ্ন তিনটী এই ঃ—

"ভগবন্! আপনার মুখে অনেকদিন শুনিয়াছি যে ব্রহ্মবস্তু সর্ব্বপ্রকার বিশেষত্ব-রহিত। ব্রহ্মের অবস্থান্তর নাই, বিশেষত্ব নাই, তিনি সর্ব্ব-সাধারণ-স্বরূপ। কিন্তু যাহার বিশেষত্ব নাই,

* সমগ্র পঞ্চম অধ্যায়ে তৈত্তিরীয় উপনিষদ গৃহীত হইয়াছে। বর্ত্তমান কালের অনুপযোগী বোধে "শিক্ষাবল্লী" পরিত্যক্ত হইয়াছে। বুঝিবার সুবিধার জন্য, "ব্রহ্মবল্লী"র ও "আনন্দবল্লী"র উপদিষ্ট বিষয়-গুলিকে তিনটী পরিচ্ছেদে বিভক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে। "ভৃগুবল্লীর" বিবরণ, চতুর্থ পরিচ্ছেদে দেওয়া গিয়াছে।

সে বস্তুর অস্তিত্ব কি প্রকারে স্বীকার করা যাইতে পারে? যাহার বিশেষত্ব নাই, তাহা ত শূন্য, তাহা ত অসৎ হইয়াই উঠে। গুরো! তবে কি ব্রহ্মবস্তু অসৎ? আমার আরো দুইটী সন্দেহ আছে। তাহারও উত্তর জানিতে ইচ্ছা করি। ব্রহ্ম যদি বিশেষত্ব-রহিতই হন, তাহা হইলে যাহারা ব্রহ্মজ্ঞ নহে, তাহারাই বা ব্রহ্মকে না পাইবে কেন? আর যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ, তাঁহারাই বা ব্রহ্মকে পাইবেন কেন? যাহা সর্ব্ব-সাধারণ, সে বস্তু ত সকলেরই সর্ব্বদা প্রাপ্য। তাহা হইলে, ব্রহ্মজ্ঞ-ব্যক্তিরই ব্রহ্ম-প্রাপ্তি ঘটিবে, আর যাহারা ব্রহ্মজ্ঞ নহে তাহারা ব্রহ্মকে পাইবে না,—ইহাই বা কি প্রকারে সম্ভব হয়? গুরো! আমাকে এই প্রশ্ন তিনটীর উত্তর প্রদান করিয়া কৃতার্থ করুন্"।

আচার্য্য, শিষ্যের প্রশ্ন ও আশঙ্কা বুঝিতে পারিয়া এই প্রকারে তাহার সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিলেন:—

"সৌম্য! তুমি উত্তম প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছ। আমি অগ্রে তোমার নিকটে ব্রহ্মের স্বরূপ কীর্ত্তন করিতেছি। তুমি, ব্রহ্মের স্বরূপ কি প্রকার, তাহা বুঝিতে পার নাই।

ব্রহ্মবস্তু—সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত-স্বরূপ। সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত—এই তিনটী ব্রহ্মের বিশেষণ। সত্য, জ্ঞান এবং অনন্ত—এই তিনটী বিশেষণ প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্, ব্রহ্মবস্তুকে বিশেষিত করিতেছে। অর্থাৎ, ব্রহ্ম সত্য-স্বরূপ, ব্রহ্ম জ্ঞান-

স্বরূপ, ব্রহ্ম অনন্ত স্বরূপ। সজাতীয় ও বিজাতীয় সমুদয় বস্তু হইতে, এই বিশেষণগুলি,—ব্রহ্মবস্তুকে পৃথক্‌কৃত বা ব্যাবর্ত্তিত * করিতেছে। এই বিশেষণগুলি ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কোন বস্তুকে বুঝাইতে পারে না। ইহারা কেবলমাত্র ব্রহ্ম-স্বরূপেরই নির্দ্দেশ করে।

যে বস্তু যে প্রকারে নিশ্চিত আছে, যদি তাহা চিরকাল তদ্রূপই থাকে ;—কোন প্রকারে তাহার স্বরূপের কোন রূপান্তর বা প্রকারান্তর বা ব্যভিচার না হয়, তাহা হইলেই সেই বস্তুটীকে 'সত্য' বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। আর, যে বস্তু যে প্রকারে নিশ্চিত আছে, যদি তাহার সেই প্রকারের পরিবর্ত্তন হয় বা অবস্থান্তর হয় বা অন্যরূপে ব্যভিচার হয় তবেই সেই বস্তুকে 'অসত্য' বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই জন্যই বিকার-বর্গকে অসত্য, অনৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। কেননা, বিকারমাত্রেই সর্ব্বদাই রূপান্তরিত হয়, অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় ; উহাদের স্বরূপের স্থির-নিশ্চয়তা নাই। যেমন, মৃত্তিকা হইতে ঘট ও শরাব নির্ম্মিত হইল। এ স্থলে,

* ব্যাবর্ত্তিত করা—Differentiate. "সত্য শব্দদ্বারা, জড় এবং পরিচ্ছেদ (Condition, limit)—উভয় হইতেই ব্রহ্ম পৃথক্‌কৃত হইতেছেন। কেন না, পরিচ্ছিন্ন জড়বর্গ সমস্তই 'অসত্য'। জ্ঞানশব্দ দ্বারা, অসত্য পরিচ্ছেদ হইতে ব্রহ্ম ব্যাবর্ত্তিত হইতেছেন ; কেননা স্বপ্রকাশ-স্বরূপের কেহই বাধা দিতে পারে না"—জ্ঞানামৃত।

মৃত্তিকাই 'সত্য' বস্তু; কিন্তু ঘট ও শরাব 'অসত্য' বস্তু। মৃত্তিকা হইতে ঘট-শরাবাদি যাহাই নির্ম্মিত হউক্ না কেন, সকলের মধ্যেই মৃত্তিকার সত্তা স্থির থাকে; কিন্তু ঘট-শরাবাদি নিয়তই পরিবর্ত্তনশীল। কেন না, ঘট ও শরাব পূর্ব্বে ছিল না, উহারা পরে আসিয়াছে। এবং উহারা বর্ত্তমানেও পরিবর্ত্তিত হইতেছে। আবার উহাদিগকে ভাঙ্গিয়াও ফেলান যাইতে পারে; অন্য আরও কত বস্তু নির্ম্মাণ করাও যাইতে পারে। ঘটশরাবাদি ধ্বংস করিলে উহারা পুনরায় স্বীয় আকার ত্যাগ করিয়া, সেই মৃত্তিকাতেই পরিণত হইয়া যায়। সুতরাং ঘট-শরাবাদি বিকার-বর্গ চির-স্থির নহে। এই জন্যই, ইহারা 'অসত্য'। কিন্তু মৃত্তিকার সত্তা, ঘটশরাদি উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেও ছিল; ঘট-শরাবাদি উৎপন্ন হওয়াতেও সেই মৃত্তিকার সত্তাই উহাদিগের মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছে; আবার ঘট-শরাবাদির ধ্বংসেও সেই মৃত্তিকার সত্তাই থাকিবে। সুতরাং মৃত্তিকা 'সত্য'। এই-রূপ, ব্রহ্মও সত্যবস্তু। ব্রহ্মকে 'সত্য' বলিয়া নির্দ্দেশ করায়, ব্রহ্ম যে বিকারবর্গ হইতে স্বতন্ত্র—নির্ব্বিকার—তাহাও পাওয়া যাইতেছে। এবং ব্রহ্ম যে জগতের 'কারণ', তাহাও বুঝা যাইতেছে। মৃত্তিকাদির ন্যায়, ব্রহ্ম যে অচেতন কারণ নহেন, তাহা বুঝাইবার জন্য, ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

ব্রহ্মকে জ্ঞাতা (জ্ঞানের কর্ত্তা) বলা যায় না; ব্রহ্ম—জ্ঞান-

স্বরূপ। কেন না, ব্রহ্মকে জ্ঞাতা বলিতে গেলে, তিনি যে 'সত্য' এবং 'অনন্ত', এই বিশেষণ দুইটী অসঙ্গত হইয়া উঠে। কেন না, যিনি জ্ঞাতা, তিনি বিকারী। কিন্তু যাহা বিকারী, তাহা কদাপি 'সত্য' হইতে পারে না, 'অনন্ত'ও হইতে পারে না। অন্য কোন বস্তু যাহাকে পরিচ্ছিন্ন করিতে পারে না,—যাহাকে অন্য কোন বস্তু হইতে ভিন্ন করিয়া লইতে পারা যায় না;—তাহাই 'অনন্ত'। কিন্তু, যিনি কোন কিছুর বিজ্ঞাতা, তিনি অবশ্যই 'জ্ঞান' ও 'জ্ঞেয়'—উভয় হইতেই ভিন্ন। জ্ঞাতাকে—জ্ঞেয় হইতে স্বতন্ত্র হইতে হয়। যিনি জ্ঞাতা, তিনি জ্ঞেয় বস্তু হইতে স্বতন্ত্র হইয়াই সেই বস্তুর বিজ্ঞাতা হন। সুতরাং ব্রহ্মকে জ্ঞাতা বলিলে, তাঁহাকে আর 'অনন্ত' বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না *। এই জন্যই ব্রহ্মে জ্ঞান-কর্তৃত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং তাঁহাকে জ্ঞান-স্বরূপ বলিয়াই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আমরা লৌকিক জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিনাশ দেখিতে পাই; লৌকিক জ্ঞানের অবস্থান্তরও দেখিতে পাই। সুতরাং

---

* "কর্তৃত্বং কর্ম্মত্বঞ্চ ভিন্নাধিকরণং প্রসিদ্ধম্"—জ্ঞানামৃত। "প্রসিদ্ধমেব অন্যো অন্যৎ পশ্যতীতি"—ভাষ্যকার। "যত্র নান্যৎ বিজানাতি, স ভূমা। অথ যত্র অন্যৎ বিজানাতি, তদল্পম্"—ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। ব্রহ্ম নিজেই নিজের জ্ঞাতা, ইহাও বলা যায় না। কেন না, ব্রহ্ম নিরবয়ব, তাহার এক অংশ, অপরাংশের জ্ঞাতা,—এ প্রকার অংশ-বিভাগ সম্ভব হয় না।

ব্রহ্মকে জ্ঞান-স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করাতে যদি কেহ আশঙ্কা করে যে, তবে বুঝি ব্রহ্মেরও নাশ আছে, অবস্থান্তর আছে ;—এই আশঙ্কা-নিবৃত্তির জন্যই তাঁহার আর দুইটী বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। ব্রহ্ম—সত্য-স্বরূপ। মৃগ-তৃষ্ণা, বন্ধ্যাপুত্র, শশ-শৃঙ্গ প্রভৃতি অলীক পদার্থের ন্যায়, ব্রহ্মবস্তু শূন্য বা অসৎ নহেন। এই নিমিত্ত তাঁহাকে 'সত্য-স্বরূপ' বলা হইয়াছে। তিনি সকল পদার্থের অধিষ্ঠান। তাঁহারই সত্তাকে আশ্রয় করিয়া সকল পদার্থ বর্ত্তমান।

জীবাত্মা ও পরমাত্মায় স্বরূপগত ভেদ নাই। এইজন্য ব্রহ্মকে 'আত্মা' শব্দদ্বারাও নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। কিন্তু আমরাও দেখিতে পাই যে, আত্মা—বিষয়-বিজ্ঞান-সমূহের বিজ্ঞাতা ; আত্মা ত সকল জ্ঞেয় পদার্থেরই বিজ্ঞাতা। তবে কি পরমাত্মাও এইরূপে জ্ঞানের কর্ত্তা? সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মবস্তু জগৎ-সৃষ্টির সংকল্প বা কামনা করিয়াছিলেন,—শ্রুতিতে ইহারও উল্লেখ আছে। সুতরাং পরমাত্মাকে সংকল্পের কর্ত্তা বলিয়াই ত বুঝা যাইতেছে। ব্রহ্ম যদি জ্ঞাতাই হন, তবে ত তাঁহাকে অন্যের অধীনও বলিতে হয়। কেন না, যিনি জ্ঞাতা, তিনি ত বিষয়-বর্গেরই জ্ঞাতা ; সুতরাং তিনি ত জ্ঞেয় বিষয়-বর্গের অধীন। সুতরাং ব্রহ্মকে 'জ্ঞাতা' বলিলে, এই সকল দোষ হয়। এ সকল দোষের—এই সকল আশঙ্কার মীমাংসা কি?

জ্ঞানই আত্মার স্বরূপ। এই জ্ঞান—আত্মবস্তু হইতে স্বতন্ত্র বা অতিরিক্ত কোন পদার্থ নহে। সুতরাং এই জ্ঞান অনিত্য নহে; ইহা নিত্য। বিষয়বর্গ দ্বারা চক্ষুরাদির ক্রিয়া উদ্বুদ্ধ হইয়া, সেই ক্রিয়া-যোগে, অন্তঃকরণের বিষয়াকারে পরিণতি হইলে, শব্দস্পর্শাদি বিজ্ঞানগুলি উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং উহারা আত্মার অখণ্ডজ্ঞানদ্বারা সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত হইয়াই উৎপন্ন হয়। অজ্ঞলোকেরা এই বিজ্ঞানগুলিকে আত্মার (অখণ্ডজ্ঞানের) বিকার—ধর্ম্ম—বলিয়াই মনে করিয়া লয়। কিন্তু আত্মার স্বরূপ, প্রকৃতপক্ষে, এপ্রকার নহে। উহা—অখণ্ড, নিত্য, নির্ব্বিকার, জ্ঞানস্বরূপ। জ্ঞান—ব্রহ্মের স্বরূপ হইতে স্বতন্ত্র বা ভিন্ন কোন বস্তু নহে। তিনি সকল দেশ ও সকল কালের কারণ। বিভাগের বা ভিন্নতার হেতুভূত দেশ ও কাল—তাঁহারই কুক্ষিগত, তাঁহারই অন্তর্ভুক্ত। দেশ ও কাল অবিভক্ত-ভাবে তাঁহাতেই অন্তর্ভুক্ত। কোন বস্তুই—কোন জ্ঞেয়ই তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র দেশে অবস্থিত রহিতে পারে না। বর্ত্তমান, ভূত, ভবিষ্যৎ প্রভৃতি কালের অবয়বগুলিও অবিভক্ত-ভাবে তাঁহারই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কোন জ্ঞান বা কোন ক্রিয়াই তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র বা ভিন্ন হইতে পারে না। কোন বস্তুই তাঁহার অজ্ঞেয় হইতে পারে না। তাঁহার বিজ্ঞেয় সকল বস্তুই যুগপৎ তাঁহার মধ্যে অবস্থান করিতেছে। এই জন্যই ব্রহ্মকে "সর্ব্বজ্ঞ" বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে।

তাঁহা হইতে কোন দ্বিতীয় বস্তু নাই, তাঁহার জ্ঞানের ধ্বংস নাই—বিলোপ নাই। তিনি নিত্য জ্ঞানস্বরূপ।

আমরা কিন্তু জ্ঞানশব্দ দ্বারা, শব্দ স্পর্শাদি জ্ঞানকেই বুঝিয়া থাকি। এ জ্ঞান-গুলি ত অনিত্য, বিকারী। এইজন্যই, জ্ঞানশব্দ মুখ্যভাবে ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করিতে পারে না। ব্রহ্মের স্বরূপভূত যে জ্ঞান, তাহা কখনই লৌকিক জ্ঞানের ন্যায় খণ্ড, খণ্ড, দেশ-কাল-বিভক্ত, জ্ঞান হইতে পারে না। সে জ্ঞান—অখণ্ড, নিত্য। এই জন্যই ব্রহ্ম মুখ্যভাবে জ্ঞানশব্দের 'বাচ্য' হইতে পারেন না। জ্ঞানাদিশব্দ "লক্ষণা" দ্বারাই কেবল, তাহার উপরে প্রযুক্ত হয়। সুতরাং তিনি জ্ঞানাদি শব্দের 'লক্ষ্য'। তিনি সকল শব্দের অতীত, সকল বাক্যের অতীত। বুদ্ধির যে সকল বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, এই সকল বিজ্ঞানের অনুগত রূপে, এই সকল বিজ্ঞানের সাক্ষীরূপে তাঁহার অখণ্ড জ্ঞানের আভাস পাওয়া যায়।

'সত্য' শব্দ সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। সত্যশব্দ বা সত্তা শব্দ, জড়ীয় কারণকেই বুঝাইয়া থাকে *। মৃত্তিকাদির ন্যায় বিশেষ বিশেষ সত্তাগুলিই আমাদের পরিচিত। কিন্তু ব্রহ্মে কোন বিশেষত্ব নাই, তিনি নির্ব্বিশেষ। তিনি সর্ব্বপ্রকার

* "সত্যশব্দো জড়ে 'কারণে' বর্ত্ততে"।—জ্ঞানামৃত। "সত্তা চ অনুগতরূপং সামান্যম্"—জ্ঞানামৃত। "বাহ্যসত্তাসামান্য-বিষয়েণ 'সত্য'-শব্দেন লক্ষ্যতে সত্যং ব্রহ্মেতি"—ভাষ্যকার।

বিশেষ বিশেষ বস্তু হইতে স্বতন্ত্র। সুতরাং সত্য বা সত্তা শব্দ মুখ্যরূপে তাঁহাকে বুঝাইতে পারে না। 'লক্ষণা' দ্বারাই এই শব্দ তাঁহাকে নির্দ্দেশ করে। অর্থাৎ, আমরা যেমন ঘটাদির কারণরূপে ঘট-শরাবাদিতে অনুগত মৃত্তিকাদির বিশেষ বিশেষ সত্তা বুঝিয়া থাকি; তদ্রূপ জগৎ-কারণরূপে নির্বিবশেষ ব্রহ্ম-সত্তারও আভাস প্রাপ্ত হইয়া থাকি। জড়ীয় সত্তাগুলি, ব্রহ্ম-সত্তার আভাস সূচিত করে *।

ব্রহ্মবস্তু—দেশ, কাল এবং বস্তু হইতে 'অনন্ত'। কোন দেশ, কোন কাল বা কোন বস্তুই—তাঁহার পরিচ্ছেদ করিতে, ইয়ত্তা করিতে, পরিমাণ করিতে, পারে না। আকাশ—সর্ব্ববিধ দেশ হইতে † অনন্ত; কোন বিশেষ দেশই আকাশকে পরিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। কিন্তু আকাশ কার্য্য দ্রব্য ‡; সুতরাং উহা—কাল ও বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন; সুতরাং উহা কাল ও বস্তু

* এই প্রকারে, যদিও সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ব্রহ্মের স্বরূপ জানিতে পারা যায় না, যদিও ব্রহ্ম কেবলমাত্র 'নেতি নেতি' শব্দবাচ্য, তথাপি জগতে যে বিবিধ বিজ্ঞান ও বিবিধ ক্রিয়ার অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা ঐ সকলের সাক্ষীস্বরূপ ব্রহ্মবস্তু যে অখণ্ডজ্ঞান স্বরূপ ও অখণ্ডসত্তা-স্বরূপ, তাহার আভাস পাওয়া যায়। দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকা দ্রষ্টব্য।

† দেশ—Limitted spaces. পরিচ্ছেদ—Limit.

‡ আকাশ—unlimited space. শ্রুতিমতে ভূতাকাশই কার্য্য দ্রব্য। প্রাণ-স্পন্দন-বিশিষ্ট আকাশই 'ভূতাকাশ' নামে পরিচিত।

হইতে অনন্ত হইতে পারে না। কিন্তু ব্রহ্মবস্তু এই আকাশ হইতেও অনন্ত; কেন না, তিনি আকাশেরও কারণ। তবেই দেখা যাইতেছে যে, ব্রহ্মবস্তু—দেশ ও কাল, উভয় হইতেই অনন্ত। কালও তাঁহার পরিচ্ছেদ করিতে পারে না। যাহা 'কার্য্য', কেবল তাহাই কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইতে পারে। কিন্তু ব্রহ্ম ত কাহারও কার্য্য নহেন; তিনি সকলেরই 'কারণ'। সুতরাং কাল কেমন করিয়া তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন করিবে? সুতরাং তিনি কাল হইতেও অনন্ত। এইরূপ, তিনি বস্তু সকল হইতেও অনন্ত। কোন বস্তুই তাঁহার পরিচ্ছেদ কবিতে পারে না; কেন না, কোন বস্তুই ত ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বা ভিন্ন নহে। একটী বস্তু, অন্যবস্তু হইতে স্বতন্ত্র হইলে, তবে ত একবস্তু অন্য-বস্তুকে পরিচ্ছেদ করিয়া থাকে। কিন্তু কোন বস্তুই ত ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে। কেন স্বতন্ত্র নহে? ব্রহ্ম—সকল বস্তুরই 'কারণ' বলিয়া, কোন বস্তুই তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র নহে। কার্য্য ও কারণের সম্বন্ধ কিরূপ? কার্য্য কখনই কারণ-সত্তা হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে না। উহা প্রকৃতপক্ষে কারণ-সত্তা হইতে ভিন্ন কোন বস্তু নহে; উহা কারণসত্তা-ই। সুতরাং, ব্রহ্ম যখন সকল বস্তুরই কারণ, তখন তাঁহা হইতে 'পৃথক্' বস্তু কোথায় যে তদ্দারা ব্রহ্মের অনন্ততার হানি হইবে? সুতরাং ব্রহ্ম—বস্তু সকল হইতেও অনন্ত। লোকে সর্ব্বব্যাপক আকাশকে সকলদেশ হইতে অনন্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। কিন্তু

ব্রহ্মবস্তু সেই আকাশেরও কারণ। সুতরাং তিনি নিরতিশয়রূপে অনন্ত। তিনি সকলেরই কারণ বলিয়া, তিনি কাল হইতেও অনন্ত এবং কোন বস্তুই তাঁহার সত্তা হইতে স্বতন্ত্র নহে বলিয়া, তিনি বস্তু হইতেও অনন্ত *। সুতরাং ব্রহ্মবস্তু নিরতিশয়-রূপে 'সত্য'।

সৌম্য! ব্রহ্মের স্বরূপ বলিলাম। ব্রহ্ম যে জ্ঞান স্বরূপ, সত্যস্বরূপ ও অনন্ত স্বরূপ, তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারিলে। এই পরম-সত্য ব্রহ্মবস্তু 'অব্যাকৃত আকাশে' গূঢ়ভাবে অবস্থান করেন। এই 'অব্যাকৃত' আকাশকে 'পরম-ব্যোম' এবং 'গুহা' শব্দেও নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে †। ইহাই সকল পদার্থের বীজ। এই বীজ হইতেই সকল পদার্থ অভিব্যক্ত হয়। সকল জ্ঞান, সকল জ্ঞেয়, সকল জ্ঞাতা—এই অব্যাকৃত বীজে নিহিত

* "কেন না, উপাদান-সত্তাতেই কার্য্যদ্রব্যের সত্তা। উপাদানসত্তা ব্যতীত, কার্য্যবস্তুর 'স্বতন্ত্র' সত্তা নাই। সুতরাং তিনি বস্তু হইতেও অনন্ত"।—জ্ঞানামৃত।

† ইহাই মায়াশক্তি, জগতের উপাদানশক্তি। বৃহদারণ্যকে ইহাই 'অক্ষর' নামে পরিচিত। "এতস্মিন্ খলু অক্ষরে গার্গি আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ।" ইহা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসত্তারই বিশেষ আকার বা অবস্থান্তর মাত্র। যাহা নির্ব্বিশেষ-সত্তা, সৃষ্টির প্রাক্কালে, তাহাই সবিশেষ হয়,—অর্থাৎ জগৎরূপে ব্যক্ত হইবার উন্মুখাবস্থা ধারণ করে। কিন্তু অবস্থান্তর ধারণ করিলেই, বস্তুটী স্বতন্ত্র কোন বস্তু হইয়া উঠে না। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসত্তাই উহাতে অনুস্যূত।

থাকে। এই অব্যাকৃত বীজই বিশ্বের উপাদান। যিনি জগৎকারণ ব্রহ্মসত্তাকে এই অব্যাকৃত বীজশক্তিতে নিহিত বলিয়া অনুভব করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত তত্ত্বদর্শী। কোন বস্তুই, কোন কামনাই, তাঁহার অপ্রাপ্য থাকে না। তিনি সকল কামনার বস্তু যুগপৎ লাভ করিতে পারেন। কেননা, যিনি ব্রহ্মসত্তাকে সর্ব্বত্র অনুভব করিতে পারিয়াছেন, কোন বস্তুই ত তাঁহা হইতে দূর হইতে পারে না; কোন ব্যবধান না থাকায়, বস্তুর লাভে বাধার সম্ভাবনা কোথায়? কোন কামনা, কোন বস্তুই, ইহাঁর নিকটে, ব্রহ্মসত্তা হইতে 'স্বতন্ত্র' বলিয়া প্রতীত হয় না *।"

* ভাষ্যকার আরও বলিয়াছেন যে, এই 'পরম গুহাকে' প্রাণশক্তিতে—বুদ্ধিতে—অনুগত ব্রহ্ম-সত্তা বলিয়াও অর্থ করা যাইতে পারে। ব্রহ্মবস্তুকে বুদ্ধিগুহায় অনুভব করা কর্ত্তব্য। বুদ্ধির যাবতীয় বৃত্তির সাক্ষীরূপে ব্রহ্ম অবস্থান করিতেছেন। তাঁহারই দ্বারা প্রেরিত হইয়া বুদ্ধি স্বকার্য্যে ক্রিয়াশীল হইতেছে এবং বিবিধ বিজ্ঞান উৎপন্ন হইতেছে। তিনি এই সকল বিজ্ঞানের সাক্ষী ও প্রেরক। ইহাঁকে "হৃদয়াকাশও" বলা যায়। বাহিরে যাহা 'পরম-ব্যোম', ভিতরে তাহাই 'হৃদয়াকাশ'। প্রাণস্পন্দন—অব্যক্তশক্তি হইতেই উদ্ভূত হইয়া জগৎনির্ম্মাণ করে। দেহেও সর্ব্বপ্রথমে প্রাণশক্তি উদ্ভূত হইয়া ইন্দ্রিয়াদি নির্ম্মাণ করে। এই বীজশক্তির মূলে ব্রহ্ম-সত্তা বিদ্যমান।

আচার্য্য এই প্রকারে শিষ্যের নিকটে ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপের কথা বলিয়াছিলেন। শিষ্য সে দিবস আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল না; উপদিষ্ট বিষয়গুলি পুনঃ পুনঃ চিত্তে ধারণ ও মনন করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(ব্রহ্মের সত্তা-নির্দ্ধারণ।)

আচার্য্য পুনরায় শিষ্যটীকে নিকটে ডাকিয়া আনিলেন এবং বলিলেন যে,—

"বৎস ! গতকল্য তোমাকে ব্রহ্মের স্বরূপ কি প্রকার, তাহা বলিয়া দিয়াছি। তুমি আমাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এখন তাহার উত্তর দিব। তুমি ব্রহ্মের সত্তা বা অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলে। অদ্য তোমাকে ব্রহ্মের সত্তার কথা বুঝাইয়া দিব। ব্রহ্ম যে জ্ঞানস্বরূপ, সত্যস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ, তাহা তোমাকে বলিয়াছি। ব্রহ্মকে কি প্রকারে সত্যস্বরূপ বলা হয়, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিলেই তোমার প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে।

যাহার সত্তা আছে, সেই সত্তাদ্বারাই তাহাকে 'সত্য' শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়। কিন্তু কথাটা এই যে, ব্রহ্ম ত সাধারণ ;— সর্ব্বপ্রকার বিশেষত্ব-রহিত। যাহার বিশেষত্ব নাই, তাহার অস্তিত্ব আমরা বুঝিতে পারি না। যাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, তাহারও অস্তিত্ব আমরা বুঝিতে পারি না। এই সকল কারণে,

ব্রহ্ম 'অসৎ' হইয়া উঠেন। তবে কি ব্রহ্ম অসৎ ? এই আশঙ্কার উত্তর কি ?

ব্রহ্ম যখন এই জগতের 'কারণ', তখন তিনি কদাপি অসৎ বা শূন্য হইতে পারেন না। যাহা হইতে কোন কিছু উৎপন্ন হয়, তাহা অসৎ হইতে পারে না। অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, সুতরাং অঙ্কুর উহার উপাদান ; ইহা অসৎ হইতে পারে না। মৃত্তিকা হইতে ঘট উৎপন্ন হয় ; মৃত্তিকাই ঘটের উপাদান ; সুতরাং উহা অসৎ হইতে পারে না। কারণ-সত্তাই কার্য্যবর্গে অনুস্যূত হয়। এইরূপ জগৎ—ব্রহ্ম' হইতে উৎপন্ন ; ব্রহ্মই জগতের 'কারণ'। যাহা কারণ, তাহা অসৎ হইতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্ম সদ্বস্তু *। যদি জগতের এই নাম-রূপাদি কার্য্য-বর্গ অসৎ হইতে উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে উহাদিগের মধ্যে অসৎই অনুস্যূত হইয়া থাকিত, এবং পদার্থমাত্রকেই অসদন্বিত বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু আমরা ত প্রত্যেক পদার্থকেই সত্তা-বিশিষ্ট বলিয়াই অনুভব করিয়া থাকি। অতএব জগৎ-কারণ ব্রহ্ম অসৎ নহেন। অসৎ হইতে—শূন্য হইতে—কোন কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে না। যদি অসৎ হইতেই কার্য্যবর্গ

* "সবীজত্বাভ্যুপগমেনৈব সতঃ প্রাণত্বব্যপদেশঃ। সর্ব্বশ্রুতিষু চ 'কারণত্ব'-ব্যপদেশঃ'—মাণ্ডুক্যভাষ্য। এই কারণ-সত্তা স্বীকার না করিলে ব্রহ্ম অসৎ হইয়া পড়েন। শক্তির দ্বারাই ব্রহ্মের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়, শঙ্কর অতি স্পষ্ট ভাষায় তাহা বলিয়া দিয়াছেন।

উৎপন্ন হইত, তবে কার্য্যবর্গও অসৎ হইয়া উঠিত ;—সর্ব্ব-শূন্যতা উপস্থিত হইত। ব্রহ্ম-সত্তা হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং সেই সত্তাই জগতের প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছে। সুতরং ব্রহ্ম সদ্বস্তু।

মৃত্তিকা প্রভৃতি জড়ীয় কারণ-কলাপের ন্যায়, ব্রহ্মবস্তু অচেতন কারণ নহেন। সৃষ্টি-বিষয়ক কামনা হইতেই, এই সদ্বস্তু যে চেতন তাহা বুঝা যায়। কেননা, কারণসত্তা অচেতন জড় হইলে, উহা সৃষ্টিবিষয়িণী কামনা করিবেন কি প্রকারে ? কিন্তু একটী কথা বিবেচনা করিতে হইবে। যাহার কোন বস্তুর অভাব থাকে, তাহাকেই ত সেই বস্তুর জন্য কামনা করিতে দেখা যায়। তবে কি ব্রহ্মবস্তুর কোন অভাব আছে যে, তিনি কামনা করিবেন ? ব্রহ্মবস্তু কাহারও অধীন নহেন ; তিনি সর্ব্বদাই স্বতন্ত্র, স্বাধীন। কামনা যেমন আমাদিগকে সম্পূর্ণ-রূপে বশীভূত করিয়া লইয়া, প্রবৃত্তির পথে টানিয়া লইয়া যায় ; ব্রহ্মের কামনা ব্রহ্মকে আয়ত্তীকৃত করিতে পারে না। এই কামনা তাঁহা হইতে কোন 'স্বতন্ত্র' বস্তু নহে যে, তদ্দারা তিনি বশীভূত হইবেন। তাঁহার কামনা, তাঁহা হইতে কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহে ; উহা তাঁহারই আত্মভূত ; উহা তাঁহারই স্বরূপভূত ; উহা তাঁহার স্বরূপ হইতে কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহে। ব্রহ্মবস্তু—সত্যস্বরূপ ও জ্ঞান-স্বরূপ, একথা আমি তোমাকে বলিয়াছি। তাঁহার কামনাও, সত্যস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ। মায়াশক্তি-যোগেই

ব্রহ্ম—জগৎ-কারণ। কামনা-সংকল্পাদি সেই মায়ারই পরিণতি মাত্র। তদ্দ্বারাই ব্রহ্ম, জগৎ-সৃষ্টিবিষয়ক কামনা করেন। কিন্তু এই মায়াশক্তি তাঁহার সত্তা হইতে কোন 'স্বতন্ত্র' বস্তু নহে; উহা তাঁহারই আত্মভূত। উহা জ্ঞানদ্বারা ব্যাপ্ত। উহা বিশুদ্ধ *। উহা সত্য-জ্ঞানাত্মক ব্রহ্মেরই স্বরূপভূত, স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে †। স্বতন্ত্র নহে বলিয়াই ইহা, ব্রহ্মকে আয়ত্তীকৃত করিতে পারে না। ব্রহ্মই এই কামনার প্রেরয়িতা। সৃজ্যমান নামরূপাত্মক পদার্থরাশির কর্ম্ম ও সংস্কার অনুসারেই ব্রহ্ম, সংকল্প বা কামনা করিয়া থাকেন। এই জন্যই ব্রহ্মের স্বাতন্ত্র্য অব্যাহত থাকে। ব্রহ্মের অপ্রাপ্য কোন বিষয় নাই—কোন অভাব নাই;—কামনারও কোন বস্তু নাই। তিনি সর্ব্বদা পূর্ণকাম। আমাদের কামনা যেমন ধর্ম্মাধর্ম্মাদি প্রবৃত্তি-জাত এবং ইন্দ্রিয়াদি সাধনবর্গের অপেক্ষা রাখে; ব্রহ্মের কামনা তদ্রূপ কোন ইন্দ্রিয়াদির অপেক্ষা রাখে না। উহা

* মনুষ্যের কামনা অবিদ্যা-অজ্ঞানাদিদোষে দূষিত। কিন্তু ব্রহ্মকামনা বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান। কেননা, উহা সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের অভিব্যক্তির বীজ। এই জন্য ইহাকে 'প্রজ্ঞা'ও বলা যায়। দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৭ পৃষ্ঠার টীকা দেখ।

† অখণ্ড সত্তাস্বরূপ ব্রহ্মই সৃষ্টির প্রাক্কালে জগদাকার ধারণ করিবার উন্মুখ হইয়াছিলেন। এই অবস্থার ভেদে তিনি প্রকৃতপক্ষে কোন স্বতন্ত্র বস্তু হইয়া উঠেন নাই।

ব্রহ্মের আত্মভূত ; উহা তাঁহার স্বরূপ হইতে কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহে। জগতের বীজস্বরূপিণী মায়াশক্তিই, কামনা-সংকল্পাদির আধার। কিন্তু এই মায়াশক্তি--ব্রহ্ম-সত্তা হইতে 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু নহে *। ইহা তাঁহারই স্বরূপভূত। ব্রহ্ম—তাঁহার আত্মভূতা এই মায়াশক্তি দ্বারাই জগৎ-সৃষ্টির সংকল্প করেন ;—বহু হইয়া ব্যক্ত হইবার নিমিত্ত কামনা করেন।

সমুদয় নাম-রূপের বীজশক্তিস্বরূপিণী এই মায়া-যোগেই ব্রহ্ম বহুপ্রকারে অভিব্যক্ত হন। ইহা সৃষ্টির প্রাক্কালে আত্ম-সত্তার মধ্যেই অনভিব্যক্ত ভাবে অবস্থিত ছিল। যখন ইহা বিবিধ নাম-রূপে অভিব্যক্ত হইল, তখনও ইহা আত্ম-সত্তাকে পরিত্যাগ করে নাই। ইহা সকল অবস্থাতেই ব্রহ্মসত্তা দ্বারা সত্তাবতী। কোন অবস্থাতেই ইহা ব্রহ্মসত্তাকে ছাড়িয়া স্বতন্ত্র থাকে না।

যাহা নির্বিশেষ ব্রহ্ম-সত্তা, তাহাই সৃষ্টির প্রাক্কালে অভি-ব্যক্ত হইবার উন্মুখাবস্থা ধারণ করে †। এই অবস্থাকেই 'মায়া' বা 'অব্যক্ত' নামে নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। কিন্তু একটী অবস্থান্তর হইলেই যে বস্তু কোন 'স্বতন্ত্র' বস্তু হইয়া

* "সাংখ্যেরা যেমন 'প্রকৃতি'কে স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া মনে করেন ; বেদান্ত ইহাকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া মনে করেন না। স্বতন্ত্র নহে বলিয়াই ব্রহ্মের অদ্বৈতের হানি হয় না।—জ্ঞানামৃত।

† "ব্যাচিকীর্ষিতাবস্থাতোঽন্নাৎ"—শঙ্কর, মুণ্ডক-ভাষ্য।

উঠে, তাহা নহে। উহা পূর্ব্বেও যে ব্রহ্ম-সত্তা, এখনও সেই ব্রহ্ম-সত্তা। ইহাই দেশ-কালে বিভক্ত হইয়া অভিব্যক্ত হয়। অভিব্যক্ত হইবার পরেও ইহা ব্রহ্ম-স্বরূপকে পরিত্যাগ করে না ;—ইহা তখনও ব্রহ্মসত্তা হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্তু হইয়া উঠে না। এইরূপে, এই মায়াশক্তি দ্বারাই * ব্রহ্ম বহুরূপে ব্যক্ত হন।

নাম-রূপের বীজশক্তি—ব্রহ্ম-সত্তা হইতে 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু নহে ; উহা আত্মারই স্বরূপভূত। সূক্ষ্ম স্থূল, দূরস্থ নিকটস্থ, ভূত ভবিষ্যৎ,—কেহই ব্রহ্মসত্তা হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে না। ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুই নাই। সুতরাং ব্রহ্ম সত্তাতেই নাম-রূপের সত্তা। নাম-রূপ, কোন অবস্থাতেই ব্রহ্মসত্তা হইতে স্বতন্ত্র বস্তু হইতে পারে না। সৃষ্টির প্রাক্কালে, সৃষ্টির পরে, সৃষ্টির প্রলয়ে,—সকল অবস্থাতেই, ব্রহ্ম-সত্তাতেই নাম-রূপের সত্তা †। কিন্তু ব্রহ্ম-সত্তা—চিরস্বতন্ত্র, চিরস্বাধীন। কেননা,

* "নামরূপ-শক্ত্যাত্মক-মায়া-পরিণামদ্বারেণ ইত্যর্থঃ"—জ্ঞানামৃত।

† "নহি আত্মনোঽন্যৎ অনাত্মভূতং তৎ...নামরূপে সর্ব্বাবস্থে ব্রহ্মণৈব আত্মবতী। ন ব্রহ্ম তদাত্মকং, তে তৎপ্রত্যাখ্যানে ন স্ত এবেতি তদাত্মকে উচ্যেতে"—ভাষ্যকার। পাঠক শঙ্করের এই স্থলটী বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবেন। এই স্থলই শঙ্করের মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদ বুঝিবার পক্ষে উৎকৃষ্ট স্থল। অজ্ঞ লোকই মায়াশক্তিকে ব্রহ্মসত্তা হইতে স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া মনে করে। তত্ত্বদর্শী জানেন যে, ইহা ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। ব্রহ্মসত্তাই, সৃষ্টিকালে, একটু

নামরূপ অভিব্যক্ত হওয়ার পূর্ব্বেও ব্রহ্মসত্তা স্বতন্ত্রই ছিলেন; আবার, নামরূপ অভিব্যক্ত হওয়ার পরেও, ব্রহ্মসত্তার স্বাতন্ত্র্যের কোন ক্ষতি হয় নাই *।

অবস্থান্তর—বিশেষ-আকার—ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিশেষ একটা অবস্থান্তর গ্রহণ করিলেই বস্তুর স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয় না; উহা একেবারে কোন ভিন্ন বস্তু হইয়া উঠে না। যখন অসংখ্য নামরূপ অভিব্যক্ত হইল, তখনও ত সেই ব্রহ্মসত্তাই উহাতে অনুস্যূত রহিয়াছেন। তত্ত্বদর্শীর অনুভব এইরূপ। ব্রহ্মসত্তা চির-স্বাধীন, চির-স্বতন্ত্র। নামরূপগুলি ব্রহ্মসত্তারই আগন্তুক আকার-বিশেষ মাত্র। আকার-বিশেষ ধারণ করাতে কারণ-সত্তার স্বাতন্ত্র্যের কোন হানি হয় না; কারণ-সত্তা সেই আকারগুলি ধারণ করিয়াই নিঃশেষ হইয়া যায় না। সেই আকারের মধ্যেও সেই কারণ-সত্তা আপন স্বাতন্ত্র্য হারায় না। ঘট-শরাবাদি বিবিধ আকার ধারণ করিয়া, মৃত্তিকার সত্তা আপন স্বাতন্ত্র্য হারায় না। আর দশটা আকার আসিলে বা ঐ আকারগুলি ধ্বংস হইয়া গেলেও সেই কারণ-সত্তা ঠিকই থাকে। কিন্তু কারণ-সত্তাকে উঠাইয়া লও, দেখিবে ঐ আকারগুলিও তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। ব্রহ্ম-সত্তাকে তুলিয়া লইলে, নামরূপ থাকে না। কিন্তু নামরূপকে তুলিয়া লইলেও ব্রহ্মসত্তা ঠিকই থাকেন। "তেনামরূপে তৎপ্রত্যাখ্যানে ন স্ত এব ইতি তদাত্মকে উচ্যেতে"—এই কথা বলিয়া শঙ্কর এই তাৎপর্য্যেরই নির্দেশ করিয়াছেন।

* পাঠক শঙ্করের এই উক্তিগুলি বিশেষভাবে মনে রাখিবেন। দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকা দ্রষ্টব্য।

সৃষ্টির প্রাক্কালে আগত এই কামনা বা জগৎ-সৃষ্টি-বিষয়িণী আলোচনাকে 'তপঃ' শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। তপঃ অর্থ জ্ঞান। ইহা আগন্তুক; সুতরাং ইহা সেই অখণ্ড জ্ঞানেরই অবস্থান্তর-মাত্র। কিন্তু ইহা কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহে। সৃজ্যমান বস্তুনিবহের কর্ম্মানুসারে সৃষ্টিবিষয়ক আলোচনা হইবা-মাত্র, এই জগৎ বিবিধ দেশে, বিবিধ কালে, বিবিধ নামে ও বিবিধরূপে অভিব্যক্ত হইল। একই সত্তা বহু আকারে ব্যক্ত হইল। কারণ-সত্তাই যখন অসংখ্য নামরূপাত্মক কার্য্যবর্গের আকারে অভিব্যক্ত হইল, তখন প্রত্যেক কার্য্যবর্গের মধ্যে সেই কারণ-সত্তাই অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। কারণ-সত্তাতেই কার্য্যবর্গের সত্তা, কার্য্যবর্গের নিজের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। এই প্রকারে সৃষ্ট জগতে সেই চেতন ব্রহ্ম-সত্তা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন।

কার্য্যবর্গের মধ্যে চেতন ব্রহ্মসত্তার প্রবেশ কি প্রকার, তাহা তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি। আমরা ত দেখিতে পাই যে, মৃত্তিকা ঘট-শরাবাদি হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া, তৎপরে, চূর্ণাদি আকার ধারণকরতঃ, ঘট-শরাবাদিতে অনুপ্রবিষ্ট হয়। ব্রহ্ম-বস্তুও কি তদ্রূপ অন্য কোন আকার ধারণ করিয়া কার্য্যজগতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন? কিন্তু মৃত্তিকার ন্যায়, ব্রহ্মবস্তু ত সাবয়ব নহেন। ব্রহ্ম, নিরবয়ব ও এক। সুতরাং তিনি অন্য কোন আকার ধারণ করিয়া কার্য্যবর্গে প্রবিষ্ট হইতে পারেন না।

তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র দেশই বা কোথায় যে, তিনি তন্মধ্যে প্রবেশ করিবেন? জলে যেমন সূর্য্য প্রতিবিম্বিত হয়, সে প্রকার প্রবেশও সম্ভব হয় না। কেননা, ব্রহ্ম নিরবয়ব, অমূর্ত্ত এবং সর্ববব্যাপক। তাঁহা হইতে দূরে এবং তাঁহার আধারভূত বস্তু কোথায় যে, তাহাতে তাঁহার প্রতিবিম্ব প্রবিষ্ট হইবে? তবে ব্রহ্মের কার্য্যবর্গে প্রবেশের অর্থ কি? অন্য কোন কার্য্যবস্তুতে স্পষ্টরূপে তাঁহার সত্তার উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। কেবল বুদ্ধিবৃত্তির—বিবিধ বিজ্ঞানের—সাক্ষীরূপে ব্রহ্মসত্তার উপলব্ধি হইয়া থাকে। তিনি বুদ্ধিগুহায় প্রবিষ্ট বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকেন। তিনি বুদ্ধির প্রকাশক বলিয়াই, বুদ্ধির বিবিধ বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে তদনুগতরূপে তাঁহার অখণ্ড জ্ঞানের ও সত্তার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। বুদ্ধিতে তিনিই মননকর্ত্তা, শ্রোতা, দ্রষ্টা, বিজ্ঞাতারূপে অনুভূত হইয়া থাকেন। এই স্থানেই ব্রহ্মের সত্তা উপলব্ধি-গোচরে আইসে। অন্য কোন প্রকারে তাঁহার সত্তা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। এই বুদ্ধিগুহাতেই তাঁহার সত্তার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়।

কার্য্যবর্গে অনুপ্রবিষ্ট জগৎকারণ ব্রহ্মসত্তার অস্তিত্ব, এই প্রকারেই উপলব্ধির বিষয়ভূত হয়। নির্বিবশেষ ব্রহ্ম-সত্তা মায়াশক্তি-যোগে দুই আকারে বিকাশিত হন। এক, অমূর্ত্ত-আকার; অপর, মূর্ত্ত-আকার *। শক্তির বিকাশের প্রণালীই

* ইহাই প্রাণ ও রয়ি; করণাংশ ও কার্য্যাংশ; অন্নাদ ও

এইরূপ। এক অংশ—অমূর্ত্ত, অবিনাশী। অপর অংশ—মূর্ত্ত, বিনাশী। ইহারাই স্থূল নামরূপাত্মক জগতের বীজ। ইহারা বীজরূপে, অব্যক্ত-ভাবে, আত্মসত্তার মধ্যেই অবস্থিত ছিল। যখন অভিব্যক্ত হইল, তখন হইতেই দুই আকারে ব্যক্ত হইল। শক্তির যেটা করণাংশ,তাহা প্রত্যক্ষের যোগ্য নহে এবং তাহাকে শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করাও যায় না। কিন্তু শক্তির যেটা কার্য্যাংশ, তাহা প্রত্যক্ষ এবং তাহা শব্দদ্বারাও নির্দ্দেশ করার যোগ্য। যাহা দেশ ও কালে বিভক্ত তাহাকে প্রত্যক্ষ (ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য) করা যায়। সমানজাতীয় পদার্থের সঙ্গে তুলনা করিয়া এবং ভিন্ন জাতীয় পদার্থ হইতে পৃথক্ করিয়া লইয়া, যাহাকে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়, তাহাই শক্তির কার্য্যাংশ। কিন্তু করণাংশটাকে এপ্রকারে নির্দ্দেশ করা যায় না (কেননা 'শক্তি' কেবল অনুমান-গম্য বস্তু মাত্র)। এই জন্যই উহাকে 'অনিরুক্ত' এবং কার্য্যাংশকে 'নিরুক্ত' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। শক্তির যাহা করণাংশ, তাহা মূর্ত্ত দ্রব্যের আশ্রয়ে ক্রিয়া করিয়া থাকে; শক্তির যেটা কার্য্যাংশ, তাহা অমূর্ত্ত শক্তির আশ্রয়। চেতন ও অচেতন প্রত্যেক পদার্থে এই দুই অংশ আছে। সকল পদার্থই এই দুই অংশ দ্বারা ঘটিত। প্রত্যেক পদার্থেরই একটা প্রাণাংশ, অপরটা অন্নাংশ। এই প্রাণ ও অন্ন—একত্রে

অন্ন—নামে পরিচিত। আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় ইহাই Motion এবং Matter বলিয়া খ্যাত।

সকল পদার্থকে গড়িয়া তুলিয়াছে *। এই দুই অংশকেই একত্রে 'সত্য' শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। ইহারা অলীক, অসৎ, শূন্য বস্তু নহে। ইহারা সত্য বস্তু। কিন্তু সত্য হইলেও, পরম-সত্য ব্রহ্মবস্তুর তুলনায় ইহাদিগকে 'অসত্য' বলা যাইতে পারে। কিন্তু মৃগ-তৃষ্ণা, শশ-বিষাণ প্রভৃতি অলীক বস্তুর তুলনায় ইহারা 'সত্য' বস্তু। মৃগ-তৃষ্ণা প্রভৃতির ন্যায় ইহারা অলীক নহে। পরমার্থতঃ ইহারা সত্য নহে; কিন্তু ব্যবহারতঃ ইহারা সত্য। কিন্তু ইহারা শশ-বিষাণাদির ন্যায় অলীক নহে †। এই ভাবেই জগৎ 'অসত্য'। ব্রহ্ম-সত্তা—চিরনিত্য, স্বতঃসিদ্ধ, একরূপ। সুতরাং ব্রহ্মবস্তু পরম-সত্য। কিন্তু নামরূপাত্মক বস্তুগুলি পরিণামিনিত্য, চির-পরিবর্ত্তনশীল,

* পাঠকবর্গ লক্ষ্য করিবেন শক্তির বিকাশের এই বিবরণ পড়িতে পড়িতে, আধুনিক বিজ্ঞান শাস্ত্র পড়িতেছি বলিয়া ভ্রম জন্মে। জগদ্ব্যাপক শক্তি বা Force যে Motion এবং Matter রূপে ব্যক্ত হইয়া ধীরে ধীরে জগৎ গড়াইয়া তুলে, তাহা কেমন চমৎকার বর্ণিত হইয়াছে।

† পাঠক দেখিবেন, শঙ্করাচার্য্য অলীক এবং অসত্যে ভেদ স্বীকার করিয়াছেন। জগতের উপাদান-শক্তি যে একেবারে শূন্য, অলীক নহে তাহা শঙ্কর জানিতেন। তিনি জগৎকেও উড়াইয়া দেন নাই, শক্তিকেও উড়াইয়া দেন নাই। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকায় বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। ১২০ পৃষ্ঠা হইতে ১২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

রূপান্তরগ্রহণকারী। সুতরাং ব্রহ্মের ন্যায় 'সত্য' নহে *। মূর্ত্তামূর্ত্ত বিকাশাত্মক জগৎ—এক ব্রহ্মসত্তা হইতেই অভিব্যক্ত; ব্রহ্ম-সত্তাই উহার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট। সুতরাং উহা ব্রহ্ম-সত্তা হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে †। এই জন্যই ব্রহ্মজ্ঞগণ, ব্রহ্ম-সত্তাকেই একমাত্র 'সত্য' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ‡।

---

* পাঠক দেখিবেন, শঙ্কর এই ভাবেই জগৎকে 'অসত্য', 'মিথ্যা', 'কল্পিত', 'ইন্দ্রজালবৎ' বলিয়াছেন। জগতের আকার চিরপরিবর্ত্তন-শীল, নিয়ত অবস্থান্তর ধারণ করিয়া থাকে; এই নিমিত্তই এবং এই অর্থেই জগৎ 'অসত্য'। নতুবা জগৎ অলীক বা শূন্য নহে। বিশাল পরিবর্ত্তন-প্রবাহের মধ্যে কারণ-সত্তা চির-স্থির ও নিত্য; এই জন্যই তাহা 'সত্য', 'পরম-সত্য'। পাঠক শঙ্করের এই উক্তি বিশেষরূপে মনে রাখিবেন। এই অংশটী ভুলিয়া গিয়া, অনেকে শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ, শূন্যবাদী প্রভৃতি বলিয়া উপহাস করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। ফলতঃ জগৎ—অলীক বা শূন্য নহে। জগৎ-কারণ ব্রহ্মসত্তাই জগতে অনুস্যূত আছেন। সেই 'সত্তা' দ্বারাই জগৎ 'সত্য'। তবে, জগতের নামরূপগুলি—আকারগুলি—নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, রূপান্তর গ্রহণ করিতেছে, সুতরাং ইহারা 'অসত্য'।

† "তদ্ব্যতিরেকেণাভাবাৎ নামরূপবিকারস্য। বিকারজাতমেক-মেব সচ্ছব্দবাচ্যং ব্রহ্ম অভবৎ"—ভাষ্যকার।

‡ আকাশাদি তাবৎ বস্তুর 'কারণ' ব্রহ্মসত্তা—কার্য্যবর্গে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছেন। তিনিই হৃদয়গুহায় দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা প্রভৃতিরূপে বিশেষ ভাবে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন।

এ সম্বন্ধে একটী প্রাচীন শ্লোক প্রচলিত আছে, সেই শ্লোকটীতে ইহাই উক্ত হইয়াছে যে—

'জগৎ-সৃষ্টির পূর্ব্বে, যাহা 'অসৎ' রূপে অবস্থিত ছিলেন, জগৎসৃষ্টির পরে তাহাই 'সৎ'রূপে ব্যক্ত হইয়াছেন। 'অসৎ' শব্দের অর্থ এই যে, এখন যেমন নামরূপগুলি দেশ ও কালে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে, সৃষ্টির পূর্ব্বে উহারা অবিভক্তরূপে বীজাকারে অবস্থিত ছিল। অনভিব্যক্ত অবস্থার নামই 'অসৎ'। এই অনভিব্যক্ত নামরূপই, পরে, বিবিধ স্থূল নাম-রূপাকারে ব্যক্ত হইল। বিশেষরূপে অভিব্যক্ত হইবার নামই 'সৎ'-অবস্থা। যাহা অবিভক্ত ছিল, তাহাই বিভক্ত হইয়া বিকাশ পাইল। ব্রহ্ম-সত্তা স্বয়ংই, নিজকে (আত্মাকে) বিবিধ নাম-রূপের আকারে বিকাশিত করিলেন। এই জন্যই ব্রহ্মকে 'সুকৃত' শব্দে নির্দ্দেশ করা যায় *। তিনিই সকলের 'কারণ'।

* দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকার, ১০৬—১০৭ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত টীকাটী দ্রষ্টব্য। বেদান্তদর্শনের ২।১।১৭ সূত্রের ভাষ্যে এই শ্রুতির অংশটী উদ্ধৃত করা হইয়াছে এবং শঙ্কর ইহার অর্থ করিয়াছেন যে, 'এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে, সৎরূপে—সত্তারূপে অবস্থিত ছিল। সেই সত্তাই জগদাকারে পরিণত হইয়াছে। সেই সত্তাকে লক্ষ্য করিয়াই "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" বলা হইয়াছে'। সুতরাং এ স্থলের 'আত্মানং' শব্দের অর্থ 'সদ্ব্রহ্ম'। ব্রহ্মকে শক্তি দ্বারাই 'সদ্ব্রহ্ম' বলা যায়। শক্তি-রহিত নিরুপাধিক ব্রহ্মকে সদ্ব্রহ্ম বলে না। "বীজাত্মকত্বমপরিত্যজ্যৈব ......সৎশব্দবাচ্যতা (শঙ্কর)।" এই বীজশক্তি বস্তুতঃ ব্রহ্ম হইতে 'স্বতন্ত্র' নহে। সুতরাং এ স্থলের 'আত্মা' শব্দের অর্থ 'শক্তি'।

কারণ বলিয়া, তিনিই একমাত্র 'কর্ত্তা'। এই জন্যই তিনি 'সুকৃত'। তিনি 'সুকৃত' বলিয়া,—তিনি সকলের কারণ বলিয়া—তাঁহার যে অস্তিত্ব আছে, সত্তা আছে, তাহাও বুঝিতে পারা যায়। কেননা, কারণসত্তাই কার্য্যাকারে ব্যক্ত হয় ও কার্য্যে অনুপ্রবিষ্ট থাকে। তাঁহাকে 'রস' স্বরূপ বলিয়াও নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। পৃথিবীতে যে সকল সুখ-দুঃখ, হর্ষ-শোকাদি ব্যক্ত হইয়াছে, এই রসস্বরূপ সদ্বস্তুই উহাদের কারণ। এই 'রস'ই সুখ-দুঃখাদির মধ্যে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছেন। সুতরাং 'রস-স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করাতেও, ব্রহ্ম যে সদ্বস্তু তাহাও বুঝা যায়। কেননা, কারণ-সত্তাটী যদি রস-স্বরূপ না হইত, তাহা হইলে কার্য্যবর্গে কদাপি সুখ, আনন্দাদি আসিতে পারিত না। জীবদেহে যে প্রাণ অপানাদিরূপে ঐন্দ্রিয়িক ক্রিয়া হইয়া থাকে, ইহা দ্বারাও ব্রহ্মের সত্তা বুঝিতে পারা যায়। কেননা, দৈহিক ইন্দ্রিয়বর্গের এই যে একই প্রয়োজনার্থ, একত্র মিলিত ভাবে ক্রিয়াশীলতা, ইহা চেতন আত্মসত্তারই নিমিত্ত হইয়া থাকে। একই প্রয়োজন-সাধনার্থ যদি বহুবস্তু মিলিতভাবে ক্রিয়া করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে উহারা অপর কাহারও প্রয়োজন-সাধনার্থ মিলিত-ভাবে ক্রিয়া করিতেছে। ইন্দ্রিয়-বর্গের ক্রিয়া এবং তজ্জনিত সুখানুভব—চেতন আত্মসত্তাকেই সূচিত করিয়া দেয়। চেতন আত্মসত্তা না থাকিলে, ইন্দ্রিয়বর্গ ক্রিয়াশীল হইতে পারিত না'।

সৌম্য! ব্রহ্ম-সম্বন্ধে প্রাচীন গাথাটী শুনিলে। ব্রহ্মবস্তু অদৃশ্য। যাহা দৃশ্য, যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য,—তাহা বিকারী। সুতরাং, অদৃশ্য বলিয়াই তিনি অবিকারী, নির্ব্বিকার। যেহেতু তিনি অদৃশ্য, এই জন্যই তিনি শরীর-বর্জ্জিত। এই জন্যই আবার তিনি অনির্দ্দেশ্য। কোন শব্দাদি দ্বারা তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। কেননা, যাহা সবিশেষ, যাহা দেশকাল-বদ্ধ, যাহা বিকারী,—তাহারই নির্দ্দেশ করা সম্ভব হয়। কিন্তু যাহা নির্ব্বিকার—যাহা সকল বিকারের কারণ—তাহাকে কেমন করিয়া নির্দ্দেশ করা যাইবে? জড়বস্তুর ন্যায়, তিনি কাহারও 'আধার' নহেন। তিনি সকলের 'অধিষ্ঠান'। কার্য্যবর্গের যতপ্রকার ধর্ম্ম আছে, তিনি তাহা হইতে স্বতন্ত্র। যিনি ঈদৃশ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন, যিনি ঈদৃশ ব্রহ্মে আত্ম-ভাব স্থাপন করিতে পারেন, যিনি আপন আত্মার সহিত অভিন্ন-ভাবে ইহাঁর ভাবনা করিতে পারেন, তিনি কদাপি কোন বস্তু হইতে, ভয়-শোক-দুঃখাদি প্রাপ্ত হন না। যতদিন ভেদবুদ্ধি, যতদিন দ্বৈত-বোধ, যতদিন স্বতন্ত্রতার বোধ,—তত-দিনই ভয়াদির সম্ভাবনা। কোন বস্তুকে আপনা হইতে স্বতন্ত্র মনে করিলেই ত, তাহা হইতে ভয় পাইবার কথা। কিন্তু যিনি কোন বস্তুকেই আত্ম-সত্তা হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করেন না, সর্ব্বত্র কেবল এক ব্রহ্মসত্তারই অনুভব করিয়া থাকেন, তিনি ভয় পাইবেন কাহা হইতে? এই জন্যই ঈদৃশ তত্ত্বদর্শীগণ

অভয়পদ লাভ করেন। তত্ত্বজ্ঞগণের এই অভয়প্রাপ্তির দ্বারা, এই অভয়-প্রাপ্তির কারণরূপে, ব্রহ্মেরও অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যায়। অবিদ্যা দ্বারা, ভেদ-বুদ্ধি দ্বারা, বস্তুগুলিকে আত্মসত্তা হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হয়। কিন্তু অবিদ্যার নাশ হইলে, ভেদ-বুদ্ধি চলিয়া গেলে, সর্ব্বত্র এক অদ্বিতীয় সত্তাই জাগরূক হইয়া উঠে। যাহাদের চিত্তে বিন্দুমাত্রও ভেদ-বুদ্ধি থাকে, তাহাদেরই ভয়-শোকাদির সম্ভাবনা। 'আমি ব্রহ্ম-সত্তা হইতে স্বতন্ত্র, ব্রহ্ম আমা হইতে স্বতন্ত্র, বস্তুসকল আত্ম-সত্তা হইতে স্বতন্ত্র,'—এই প্রকার বোধই ভয়ের হেতু। কিন্তু যিনি সর্ব্বত্র একমাত্র সত্তার অনুভব করিতে পারেন, সর্ব্বত্র একমাত্র সত্তা দেখিতে পান, পদার্থ-মধ্যগত সত্তা ও আত্ম-মধ্যগত সত্তায় যিনি কোন ভেদ দেখিতে পান না, তাঁহার ভয়াদি হইতে পারে না। সমগ্র জগৎ সেই ব্রহ্ম-সত্তারই ভয়ে কম্পিত হইয়া স্ব স্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। সুতরাং এতদ্দ্বারা ব্রহ্মসত্তার অস্তিত্বও বুঝা যায়। এ সম্বন্ধেও একটা প্রাচীন গাথা প্রচলিত আছে সেটী এই—

'ইহাঁরই ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। ইহাঁরই শাসন-ভয়ে সূর্য্য উদিত হইয়া প্রতিদিন স্ব-কার্য্য-নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। অগ্নি ও ইন্দ্র ইহাঁরই ভয়ে পৃথিবীর বিবিধ কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। এই চারিটী পদার্থ ব্যতীত, মৃত্যুনামক পদার্থও, ইহাঁরই ভয়ে যথাকালে প্রাণীবর্গকে স্বস্থানে লইয়া

যায়। জগতের কোন ক্রিয়াই তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র-ভাবে ক্রিয়া করিতে পারে না। তাঁহারই ভয়ে, তাঁহারই শাসন ও নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া, সকল পদার্থ স্ব স্ব ক্রিয়া করিয়া থাকে'।

সৌম্য! ব্রহ্মের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে তুমি যে প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা আলোচিত হইল। ব্রহ্ম-সত্তা সম্বন্ধে যাহা বলিয়া দিলাম, বিশেষরূপে তাহা হৃদয়ে অনুভব কর"।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(পঞ্চ-কোষের বিবরণ।)
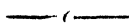
আর একদিন আচার্য্য, সেই শিষ্যটীকে নিকটে ডাকিয়া আনিয়া, সস্নেহে বলিতে লাগিলেন—

"সৌম্য! আমি যে তোমাকে ব্রহ্মের স্বরূপ এবং ব্রহ্ম-সত্তার কথা বলিয়া দিয়াছি, বোধ করি তাহা বুঝিতে পারিয়াছ। অদ্য তোমাকে আর একটী গুরুতর বিষয় বলিব। মনোযোগ দিয়া এই বিষয়টী হৃদয়ে ধারণা করিয়া রাখিবে। তুমি যে আমায় তিনটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহারও অপর দুইটীর উত্তর অদ্যকার আলোচনা হইতেই বুঝিতে পারিবে, আশা করি।

আমি তোমায় সে দিন বলিয়া দিয়াছি যে, এক ব্রহ্ম-সত্তাই প্রথমতঃ সূক্ষ্মরূপে অভিব্যক্ত হইয়া, পরে এই স্থূল বিশ্বাকার ধারণ করিয়াছেন। এক ব্রহ্ম-সত্তাই বিশ্বের তাবৎ পদার্থের মধ্যে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছেন।

ব্রহ্মবস্তুই জগতের কারণ। সৎ, জ্ঞান ও অনন্ত—ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপ। অনন্ত জ্ঞান ও সত্তাস্বরূপ ব্রহ্মবস্তু হইতে

সর্ব্বপ্রথমে আকাশ * অভিব্যক্ত হয়। মহাকাশের একদেশে সূক্ষ্ম স্পন্দনই—সেই ব্রহ্ম-সত্তার প্রথম বিকাশ। এই সূক্ষ্ম-স্পন্দনই, করণাকারে ও কার্য্যাকারে ক্রিয়া করিতে থাকিলে একদিকে বায়ু, আলোক, অগ্ন্যাদির বিকাশ হয় এবং অন্যদিকে সঙ্গে সঙ্গে জলের বিকাশ হয়। জল আরো ঘনীভূত হইলে, পৃথিবীর বিকাশ হয়। প্রাণীরাজ্যেও, স্পন্দনক্রিয়াই একদিকে ইন্দ্রিয়াদির গঠন করে, অন্যদিকে দেহাবয়বের গঠন করে। এ সকল কথা তোমাকে বলিয়া দিয়াছি †।

অদ্য তোমাকে সেই পুরুষদেহের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিব। পৃথিবীতে জাত ওষধি প্রভৃতি 'অন্ন' প্রাণীদ্বারা ভুক্ত হইলে, প্রাণীর দেহ ও ইন্দ্রিয় উভয়ই পুষ্ট হইতে থাকে।

---

* যাহা নিত্য আকাশ তাহার উৎপত্তি বিনাশ নাই। তাহা পরম-ব্যোম বা মহাকাশ নামে শ্রুতিতে পরিচিত। যখন অব্যক্তশক্তি মহাকাশে স্পন্দন বা প্রাণরূপে অভিব্যক্ত হয়, তখন সেই স্পন্দন-শক্তি-বিশিষ্টরূপে আকাশের নাম 'ভূতাকাশ'। ইহাই উৎপন্ন হয়।

† স্পন্দন—করণাকারে (Motion) ও কার্য্যাকারে (Matter) ব্যক্ত হইয়া স্থূল হয়। ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। Matter বা অন্নের আশ্রয়েই, Motion বা প্রাণ—ক্রিয়া করে। এই জন্যই অন্নকে প্রাণের পোষণকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে 'শ্বেতকেতুর উপাখ্যান' দেখ। দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকায়, 'সৃষ্টিতত্ত্বে' ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।

অন্ন-পানাদি দ্বারা পুষ্ট এই দেহকে একটী পক্ষীর আকারে কল্পনা করা যাইতে পারে *। এই মস্তকটীই পক্ষীর মস্তকরূপে বিবেচিত হইতে পারে। আমাদের দক্ষিণ বাহু ও বামবাহুকে দুইটী পক্ষরূপে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।—দেহের মধ্য-ভাগই, সেই পক্ষীরও দেহমধ্যস্থান। নাভি হইতে পাদাগ্র পর্য্যন্ত অংশকে সেই পক্ষীটীর পুচ্ছদেশ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তাহা হইলেই মনুষ্যের অন্নরসময় দেহটী উত্তম একটী পক্ষীর আকারে কল্পিত হইতে পারিতেছে। এই দেহটী অন্নরসদ্বারা গঠিত এবং অন্নরসদ্বারা পুষ্ট। এই অন্ন বা স্থূলাংশ সম্বন্ধে একটী প্রাচীন গাথা প্রচলিত আছে। সেই গাথাটীর অর্থ এই—

'রসাদিরূপে পরিণত 'অন্ন' দ্বারাই, পৃথিবীস্থ স্থাবর-জঙ্গমাদি

* ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, মনুষ্যবর্গ বাহ্য শরীরাদিকেই 'আত্মা' বলিয়া মনে করে। আত্মার স্বাতন্ত্র্যের কথা ভুলিয়া গিয়া, দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন—ইত্যাদিকেই আত্মা বলিয়া মনে করিয়া লয়। আত্মা যে সকল বস্তুরই অন্তরতম এবং সকল বস্তু হইতেই স্বতন্ত্র, এ বোধ সহসা হয় না। কোন একটা বাহ্য অবলম্বন ব্যতীত, সহসা নিরুপাধিক, সর্ব্বাতীত ব্রহ্মবস্তুর ধারণা, প্রথমেই হয় না। এই জন্যই শ্রুতিতে পঞ্চ-কোষের বিচার উপদিষ্ট হইয়াছে। স্থূল হইতে আরম্ভ করিয়া সূক্ষ্মে, তৎপরে আরো সূক্ষ্মে প্রবেশ করিতে করিতে, সর্ব্বশেষে পরম সূক্ষ্ম ব্রহ্মবস্তুর ধারণা সহজলভ্য হয়

পদার্থ সকল উৎপন্ন, গঠিত ও পুষ্ট হইয়া থাকে। অন্ন না থাকিলে প্রাণনক্রিয়াই হইতে পারিত না। উদ্ভিদাদিতে যে রসপরিচালনাদি প্রাণ-ক্রিয়া স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, অন্নই উহার হেতু। প্রাণীবর্গেও, যে প্রাণক্রিয়া ও জীবনধারণ সম্পাদিত হইয়া থাকে, অন্নই তাহার হেতু। অন্নাংশ হইতেই ইন্দ্রিয়াদি পুষ্ট ও ক্রিয়াশীল হয়। গর্ভস্থ ভ্রূণে, অন্নাংশের আশ্রয়েই, প্রাণ প্রথমে অভিব্যক্ত হয়। এই জন্যই, অন্নকে 'জ্যেষ্ঠ' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। অন্নই দেহের ঔষধিস্বরূপ। মৃত্যুসময়ে প্রাণীদেহ অন্নরূপেই পরিণত হইয়া যাইবে। ভূতবর্গ যাহাকে ভক্ষণ বা ভোগ করিয়া থাকে এবং যাহা ভূতবর্গকে ভক্ষণ করিয়া থাকে (অর্থাৎ যাহার আশ্রয়ে ভূতবর্গ সর্ব্বাবস্থায় অবস্থান করে),—তাহারই নাম 'অন্ন' *। যে সকল তত্ত্বজ্ঞ সাধক অন্নে ব্রহ্ম-দৃষ্টি করেন, অন্নকে ব্রহ্ম-বোধে উপাসনা করেন, তিনিই প্রকৃত তত্ত্বদর্শী। দেহের বাহ্য অবয়বগুলি এই অন্নদ্বারাই গঠিত। প্রাণীদেহের ইহাই 'অন্নময়-কোষ' নামে প্রসিদ্ধ'।

এই স্থূল অন্নময়-কোষের অভ্যন্তরে আর একটী কোষ আছে। তাহার নাম 'প্রাণময়-কোষ'। ইহা অন্নময় কোষকে সর্ব্বতোভাবে ব্যাপিয়া রহিয়াছে। অন্নময় কোষ হইতে ইহা

* অন্ন—Matter.

সূক্ষ্ম এবং তাহা হইতে অন্তরতম। প্রাণময় কোষের দ্বারাই অন্নময়-কোষটী পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। গলিত দ্রব ধাতুকে কোন ছাঁচে ঢালিয়া দিলে, উহা যেমন ঐ ছাঁচের আকারে আকারিত হইয়া যায়, প্রাণময় কোষের আকারও অবিকল অন্নময়-কোষের অনুরূপ। অন্নময়-কোষকে পক্ষীর আকারে কল্পনা করিয়া লইতে বলিয়াছি। প্রাণময় কোষকেও তদ্রূপ একটী পক্ষীর আকারে কল্পনা করা যাইতে পারে। প্রাণন-ক্রিয়া আপনাকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া *, দৈহিক সমুদয় ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। সেই পাঁচ ক্রিয়ার নাম—প্রাণক্রিয়া, অপানক্রিয়া, সমানক্রিয়া, ব্যানক্রিয়া, উদানক্রিয়া। প্রাণই † এই প্রাণময়-কোষরূপ পক্ষীর মস্তক। ব্যান ইহার দক্ষিণ-পক্ষ, এবং অপান ইহার বাম-পক্ষ। সমান—এই পক্ষী-দেহের মধ্যাংশ। পৃথিবীকেই এই পক্ষীর পুচ্ছ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কেননা, পৃথিবীকে অবলম্বন করিয়াই প্রাণাদি বায়ু (ক্রিয়া) অবস্থান করিতেছে। নতুবা দেহ, হয় ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইত, নয় গুরুত্ববশতঃ পতিত হইয়া যাইত ‡।

---

* ১১৪-১১৭ পৃষ্ঠা দেখ। সেই স্থলে (প্রশ্নোপনিষদে) এই পাঁচ ক্রিয়ার বিস্তৃত বিবরণ আছে।

† মুখ্যপ্রাণ—মুখ ও নাসিকায় স্বীয় ক্রিয়া করিয়া থাকে, এই জন্য ইহাকে মস্তকস্থানীয় বলা হইয়াছে। দেহমধ্যগত আকাশে সমানের ক্রিয়া হয়, এই জন্য ইহাকে দেহের 'মধ্যাংশ' বলা হইয়াছে।

‡ 'অন্ন' বা জড়াংশ (Matter) ই প্রাণের আশ্রয়। এই জন্যই

এই প্রাণময়-কোষ সম্বন্ধে একটী প্রাচীন গাথা আছে, তাহার তাৎপর্য্য এই—

'অগ্নি-সূর্য্যাদি আধিদৈবিক পদার্থ সকল, প্রাণশক্তি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে এবং প্রাণক্রিয়ারই অনুবর্ত্তন করিয়া স্ব স্ব ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছে। কেননা, প্রাণ—স্পন্দনশক্তি মাত্র। সূর্য্য-অগ্নি প্রভৃতির ক্রিয়াও স্পন্দন হইতে স্বতন্ত্র নহে। চক্ষুরাদি আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়-বর্গও প্রাণ হইতেই উৎপন্ন এবং ইহারা প্রাণক্রিয়ারই অনুবর্ত্তন করিয়া স্ব স্ব ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে *। প্রাণের স্পন্দন না থাকিলে, চক্ষুরাদির কোন ক্রিয়া হইতে পারিত না। সুতরাং প্রাণক্রিয়া হইতে স্বতন্ত্র-ভাবে ইন্দ্রিয়াদির কোন ক্রিয়া নাই †। মনুষ্য, পশু, পক্ষ্যাদি প্রাণীবর্গ প্রাণ-স্পন্দনেরই অনুবর্ত্তন করে। নতুবা ইহারা কোন চেষ্টায়, কোন ব্যাপারে, সমর্থ হইত না। অতএব, সসীম, পরিচ্ছিন্ন, স্থূল অন্নময়-কোষই যে প্রাণীবর্গের স্থিতির একমাত্র কারণ তাহা নহে; অপরিচ্ছিন্ন ও সর্ব্বদেহব্যাপ্ত

পৃথিবীকে প্রাণময়-কোষের 'পুচ্ছ' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। "সৈষা (পৃথিবী) পুরুষস্য অপানমবষ্টভ্য" ইত্যাদি প্রশ্নোপনিষদ্ দেখ।

* 'দেবতাবর্গের কলহ' এবং 'ইন্দ্রিয়বর্গের কলহ'—এই দুই উপাখ্যানে এই তত্ত্ব বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। 'সংবর্গ বিদ্যাতেও' এই তত্ত্ব দৃষ্ট হয়। প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

† প্রাণশক্তি = Motion.

প্রাণময় কোষও উহাদিগের স্থিতির ও ক্রিয়ার কারণ। এই সর্ব্বব্যাপক প্রাণময়-কোষ, মনুষ্য পশু পক্ষ্যাদির দৈহিক ক্রিয়ার মূল কারণ। প্রাণশক্তি—অন্নপানাদি দ্বারা পরিপুষ্ট হইলে, অন্যান্য ইন্দ্রিয়েরও পুষ্টি ও ক্রিয়া-সামর্থ্য জন্মে। এই জন্য প্রাণকে 'আয়ু' শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়-ক্রিয়াগুলি প্রাণেরই অংশমাত্র। যতদিন শরীরে প্রাণ আছে, ততদিনই জীবন। দেহের যাবতীয় চেষ্টার মূল—এই প্রাণ *। যে ব্যক্তি প্রাণে ব্রহ্মদৃষ্টি করতঃ উপাসনা করেন ;—'আমিই প্রাণ'—এইরূপ ভাবনা করেন,—সে ব্যক্তির অকালমৃত্যু হয় না ; শতবৎসর পর্য্যন্ত আয়ুঃ বৃদ্ধি পায়।'

ইহা অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর, অন্তরতর ও ব্যাপকতর একটী কোষ আছে, তাহার নাম 'মনোময়' কোষ ; এই কোষটী প্রাণময়-কোষকে ব্যাপিয়া রহিয়াছে এবং প্রাণময় কোষের অনুরূপ ইহার আকার। ইহাকেও পক্ষীর আকাররূপে কল্পনা করা যাইতে পারে। বৈদিক যজ্ঞে সাধকগণ যে সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞ নির্ব্বাহ করেন, সেই মন্ত্রগুলি প্রধানতঃ তিন প্রকার। পদ্যাত্মক মন্ত্র—ঋক্ ; গদ্যাত্মক মন্ত্র—যজুঃ ; গানাত্মক মন্ত্র—সাম। মন্ত্র বা শব্দমাত্রই মনের সংকল্পের

* "দেহে চেষ্টাত্মক-জীবনহেতুত্বং প্রাণস্যেতি 'আয়ুষ্ট্ব'-নির্দ্দেশঃ"—বেদান্তভাষ্যে রত্নপ্রভা।

অধীন। মনের সংকল্প বা ইচ্ছাদ্বারা প্রেরিত হইয়া, শিরঃ-কণ্ঠাদি স্থানে আহত হইয়াই শব্দ বা মন্ত্র উচ্চারিত বা অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। বর্ণ বা অক্ষর-নিবদ্ধ পদকদম্ব, কোন অর্থ প্রকাশ করিলেই, তাহাকে 'বাক্য' বলা যায়। বাক্যই—শব্দের প্রতিপাদ্য বিষয়। শব্দ-মাত্রই মনেরই বৃত্তি-বিশেষ *। অতএব, যজুঃ-মন্ত্রই এই মনোময় পক্ষীর মস্তকরূপে নির্দ্দেশিত হইতে পারে। সাম এবং ঋক্‌মন্ত্র—ইহার দক্ষিণ ও বাম পক্ষ। বেদের ব্রাহ্মণাদি বিভাগই ইহার দেহ-মধ্যাংশ। কর্ম্ম-প্রধান অথর্ব্বাদি মন্ত্রই ইহার পুচ্ছ-স্থানীয় †। প্রাণীদেহের এই মনোময়-কোষ সম্বন্ধে একটী প্রাচীন গাথা আছে, তাহা এই—

'মনের সহিত বাক্য, ব্রহ্মবস্তুকে না পাইয়া ফিরিয়া আইসে। ব্রহ্মানন্দ অনুভূত হইলে, আর কোন ভয় থাকে না--দ্বৈত-বোধ থাকে না'।

এই মনোময়-কোষ হইতে স্বতন্ত্র এবং উহা হইতে সূক্ষ্মতর,

* "মনোবৃত্ত্যবচ্ছিন্নমাত্মবিজ্ঞানং মন্ত্রাঃ"। "মনোবৃত্তীনাং চিদ্বাপ্ত-ত্বেনৈব সিদ্ধেঃ চিদাত্মতামাহ"।—জ্ঞানামৃত।

† শ্রুতি সাংসারিক কার্য্যের কথা না বলিয়া, যজ্ঞাদি ক্রিয়ার কথাই বলিয়াছেন এবং সাংসারিক শব্দ বা বাক্যের কথা না বলিয়া, যজ্ঞাদি ক্রিয়ায় যে মন্ত্রাদি ব্যবহৃত হয়, তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। মনের সংকল্প—শব্দ দ্বারাই ব্যক্ত হয়। এই জন্যই শব্দকেই মনের অঙ্গ-স্থানীয় বলা হইয়াছে।

ব্যাপকতর ও অন্তরতর আর একটী কোষ আছে। তাহার নাম 'বিজ্ঞানময় কোষ' *। ইহার দ্বারাই পূর্ব্বোক্ত মনোময় কোষ ব্যাপ্ত রহিয়াছে। মনোময় কোষের আকারের অনুরূপ ইহার আকার। সুতরাং বিজ্ঞানময় কোষকেও পক্ষী-দেহরূপে কল্পনা করা যাইতে পারে। যজ্ঞাদি ক্রিয়া, অন্তঃ-করণ দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াই সম্পাদিত হইয়া থাকে। যে কোন কর্ত্তব্যকার্য্য কেহ সম্পাদন করিতে অগ্রসর হউক না কেন, উহা করিবার জন্য স্থির-নিশ্চয় করা প্রথমে আবশ্যক হয়। স্থির-নিশ্চয় করিয়া লওয়ার পর, কর্ত্তব্য-বিষয়ে শ্রদ্ধা উপস্থিত হয়। সুতরাং শ্রদ্ধাকেই এই বিজ্ঞানময় কোষের মস্তকরূপে কল্পনা করা যাইতে পারে। ঋত এবং সত্য—ইহার দক্ষিণ ও বাম পক্ষ। চিত্তের একাগ্রতাই ইহার মধ্যাংশ। যাঁহারা আত্মবান্—যাঁহারা একাগ্রতা-বিশিষ্ট ও মনন-পরায়ণ;—শ্রদ্ধা, ঋত, সত্যাদিই তাঁহার সেই একাগ্রতার অঙ্গস্বরূপ হইয়া থাকে। এই জন্যই চিত্তের একাগ্রতাকে বিজ্ঞানময় কোষের (বুদ্ধির) প্রধান অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। মহত্তত্ত্বকেই—এই বিজ্ঞানময় কোষের পুচ্ছ বা প্রতিষ্ঠা বলিয়া কল্পনা করা যায়। মহত্তত্ত্বই সর্ব্বপ্রথমে অভিব্যক্ত

* অধ্যবসায়াত্মক বুদ্ধিবৃত্তির নাম—'বিজ্ঞান'। এক অন্তঃকরণ নামক দ্রব্যই, বৃত্তি বা ক্রিয়ার ভেদবশতঃ, মন ও বুদ্ধি—এই দুই নামে ব্যবহৃত হয়।

হইয়াছিল এবং ইহাই সকল বিজ্ঞানের মূল-কারণ *। এই কোষ-সম্বন্ধে একটী প্রাচীন গাথা আছে, তাহা এইরূপ—

'প্রাণীদেহে যত প্রকার প্রবৃত্তি বা ক্রিয়া আছে, 'বিজ্ঞানই' তাহার মূল এবং বিজ্ঞানই সর্ব্বপ্রথমে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক-ভাবে যাহা 'বিজ্ঞান', আধিদৈবিক-ভাবে তাহাই 'প্রাণ' বা মহত্তত্ত্ব। বিজ্ঞানই যজ্ঞাদি সকল ক্রিয়ার মূল প্রবর্ত্তক এবং ইহাই (প্রাণরূপে) সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার মূলবীজ। সকল ইন্দ্রিয় (আধ্যাত্মিক) এবং সকল দেবতা (আধিদৈবিক সূর্য্যাদি)—এই বিজ্ঞানেরই ক্রিয়ার অনুগত হইয়া স্ব স্ব ক্রিয়া করিয়া থাকে। যাহারা এই বিজ্ঞানময় কোষে ব্রহ্মদৃষ্টি করিয়া উপাসনা করেন,—'আমিই বিজ্ঞানময় কোষ'—এই ভাবে অভিন্ন-বোধে ভাবনা করেন, তাঁহারা সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া, সর্ব্বপ্রকার কামনার অতীত হইয়া যান। তাঁহারাই 'আত্মকাম' হইতে পারেন। তাঁহাদের আর জড়ীয় শরীরাদিতে আত্মাভিমান থাকে না।'

---

* অব্যক্তশক্তি সর্ব্বপ্রথমে সূক্ষ্ম স্পন্দনরূপে ব্যক্ত হয়। তাহারই নাম 'মহত্তত্ত্ব' বা 'হিরণ্যগর্ভ'। ইহাই পরে Motion (প্রাণক্রিয়া) এবং Matter (অন্ন) রূপে ক্রিয়া করে। সকল বিজ্ঞান, সকল ক্রিয়া,—ইহা হইতেই উদ্ভূত হয়। কেননা, প্রাণীদেহে প্রাণশক্তিই অভিব্যক্ত হইয়া চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের গঠন করে। ইন্দ্রিয়গুলিই শব্দ-স্পর্শাদি বিজ্ঞানের হেতুভূত।

পাঠক লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন যে, অন্নময় কোষ হইতে আরম্ভ করিয়া বিজ্ঞানময় কোষ পর্য্যন্ত, আধ্যাত্মিক কোষগুলির বিবরণ কথিত হইয়াছে। দেহমধ্যে সর্ব্বপ্রথমে প্রাণশক্তির অভিব্যক্তি হয় এবং উহার ক্রিয়ার অভিব্যক্তি ও পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে, অন্ন বা Matter ও অভিব্যক্ত ও পুষ্ট হইতে থাকে। এইরূপে, প্রাণশক্তি হইতে বিবিধ ইন্দ্রিয় বা বিজ্ঞান এবং অন্নাংশ হইতে দেহাবয়বগুলি গঠিত হয়। তবেই পাঠক দেখিতেছেন যে, শ্রুতি-মতে, দেহের দুইটী অংশই প্রধান ; একটী 'প্রাণাংশ' ; অপরটী উহার আশ্রয় ভৌতিক-অংশ বা 'অন্নাংশ'। প্রাণাংশের ক্রিয়াদ্বারাই বিজ্ঞানগুলি ব্যক্ত হয়। শঙ্কর বৃহদারণ্যক-ভাষ্যে বলিয়া দিয়াছেন যে, "বৃত্তেষু তু করণেষু বিজ্ঞানময় উপলভ্যতে"। প্রাণশক্তি যতই চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়রূপে ব্যক্ত হইয়া ক্রিয়া করিতে থাকে, ততই এক অখণ্ড জ্ঞানই (চৈতন্যই) বিবিধ বিজ্ঞানরূপে প্রকাশিত হয়। সুতরাং, বিজ্ঞানময়কোষ ও প্রাণময়কোষ মূলতঃ একই বস্তু। জ্ঞানের বিকাশের দিক্ দিয়া যাহাকে বিজ্ঞানময়-কোষ বলা যায় ; ক্রিয়ার বিকাশের দিক দিয়া উহাই প্রাণময়-কোষ। এই জন্যই বলা হইয়াছে যে—মহত্তত্ত্বই উহাদের উভয়েরই কারণ-বীজ। একই মহত্তত্ত্ব নামক দ্রব্যের জ্ঞানশক্তি ও প্রাণশক্তি—উভয় প্রকার বিকাশ। এই জন্যই শ্রুতি হিরণ্যগর্ভ বা মহত্তত্ত্বকে বিজ্ঞানময়-কোষের 'পুচ্ছ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হিরণ্যগর্ভকে বিশ্বব্যাপিনী শক্তি (Universal Force) বলা যায়। বাহিরে যেমন ইহাই Motion (প্রাণ) ও Matter (অন্ন) রূপে স্থূলভাবে ক্রিয়া করে ; ভিতরেও (প্রাণীদেহে) তদ্রূপ ইহাই প্রাণ ও অন্নরূপে—ইন্দ্রিয় ও দেহাবয়বের গঠন করে। এই প্রকারে ইহাই, স্থূল অন্নময়-কোষরূপে ব্যক্ত

হইয়াছে। পঞ্চকোষ-বিস্তায় শ্রুতি, শক্তির এই মহা একত্বই সূচিত করিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানময়-কোষ হইতেও ব্যাপকতম, অন্তরতম এবং সূক্ষ্মতম 'আনন্দময়-কোষ'* আছে। এই কোষের আকার, বিজ্ঞানময়-কোষের আকারেরই অনুরূপ। আনন্দময় কোষের দ্বারাই বিজ্ঞানময় কোষ সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত ও পূর্ণ রহিয়াছে। ইহাও পক্ষিদেহাকারে পরিকল্পিত হইতে পারে। প্রিয়, মোদ ও প্রমোদ—ইহারা আনন্দের অবয়ব-স্বরূপ এবং আনন্দই—প্রিয়, মোদও প্রমোদাদি সর্ব্বপ্রকার সুখের মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছে। মিত্রদর্শনজন্য সুখকেই 'প্রিয়' নামে অভিহিত করা যায়। এই প্রিয়ই, পক্ষিরূপে কল্পিত এই আনন্দময়-কোষের মস্তক। প্রিয়লাভের উদ্দেশ্যেই লোকে সর্ব্ববিধ বিজ্ঞান ও কর্ম্মের অবলম্বন করিয়া থাকে। অতএব, প্রিয়ই ইহার মস্তক-স্থানীয়। কেন না, আনন্দ-প্রাপ্তিই বিজ্ঞান ও কর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য। প্রিয়লাভ-নিমিত্ত হর্ষ বা 'মোদ' ইহার দক্ষিণ পক্ষ এবং তজ্জনিত প্রকৃষ্ট আহ্লাদ বা 'প্রমোদ' ইহার বাম পক্ষ। নিরুপাধিক ব্রহ্মানন্দই এই পক্ষীটীর পুচ্ছ। চিত্তের তমোভাব

* এই আনন্দ, প্রকৃত নিরুপাধিক আনন্দ নহে। ইহা ব্রহ্মের শক্তি-সংবলিত অবস্থা। এই জন্যই নিরুপাধিক আনন্দকে এই এই আনন্দময় কোষের পুচ্ছরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

অপসারিত হইলে, এই আনন্দময়-কোষই সুখাদি আকারে অন্তঃকরণে ব্যক্ত হইয়া থাকে;—ইহারই নাম বৈষয়িক সুখ। উত্তেজক বিষয়-বর্গের ক্ষণিকত্ব-নিবন্ধন, এই বৈষয়িক আনন্দও ক্ষণিক। বিদ্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধাদির অনুশীলন দ্বারা চিত্তের কলুষতা নাশ করিতে পারিলে, যখন চিত্ত নির্ম্মল ও প্রসন্ন হয়, তখনই আনন্দ বিপুলভাবে অভিব্যক্ত হয়। ইহারই নাম 'রস'। এই রসস্বরূপ আনন্দেরই অংশ-বিশেষ পৃথিবীতে ব্যক্ত হইয়াছে এবং প্রাণীবর্গ তাহারই ভোগ করিয়া থাকে। বৈষয়িক কামনার তৃপ্তিজনিত আনন্দ অপেক্ষা, পরমাত্মমাত্র-কামনাকারী মুমুক্ষুর চিত্তের উৎকর্ষতাজনিত যে আনন্দ, তাহা শতগুণ অধিক *। সাধকের চিত্তের অতিশয় উৎকর্ষ হইলে, তিনি

* এই স্থলে শ্রুতিতে আনন্দের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে মীমাংসা করা হইয়াছে। আমরা এই টীকায় তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া দিলাম। এই ভূলোক অপেক্ষাও আরো কতকগুলি ক্রমোন্নত লোক আছে। সেই সকল লোকে ক্রমোন্নত জীবের ও দেবতার অভিব্যক্তি ও বাস। যে সকল ব্যক্তি উত্তম বিজ্ঞান ও উত্তম কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা 'গন্ধর্ব্ব' লোকে উন্নীত হন, তাঁহারা সেই স্থানে ভূলোকাপেক্ষা শতগুণ আনন্দের অনুভব করেন। গন্ধর্ব্বলোক, ভূলোক অপেক্ষা উন্নত লোক; তথাকার অধিবাসীগণ সূক্ষ্ম দেহেন্দ্রিয়-সম্পন্ন; তাঁহাদের গতির প্রতিরোধ কেহ করিতে পারে না। সুখদুঃখ, শীতগ্রীষ্মাদি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা ইঁহাদের বহু পরিণামে আছে। এতদ্ব্যতীত, পিতৃলোক আছে। ইহা কল্পান্তস্থায়ী। এই লোকে আনন্দের অভিব্যক্তি, গন্ধর্ব্ব-লোকাপেক্ষা শতগুণ অধিক। ইহা অপেক্ষা আরো উন্নত লোক

আর আপনাতে ও ব্রহ্মবস্তুতে কোন ভেদ বা স্বতন্ত্রতা উপলব্ধি করিতে পারেন না। সকল-লোকের সকল প্রকার আনন্দ—

আছে। 'আজানলোক' এবং তদপেক্ষা সমুন্নত 'কর্ম্মদেব-লোক'। যাহারা স্মার্ত্ত কর্ম্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিয়া চিত্তের পবিত্রতা অর্জ্জন করেন, তাঁহারা আজানলোকে গমন করেন। পিতৃলোকাপেক্ষা এই স্থানের জীববর্গ শতগুণ উন্নত এবং তথাকার আনন্দও শতগুণ উৎকৃষ্ট। যাঁহারা বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পবিত্র চিত্ত, তাঁহাদের কর্ম্মদেব-লোকে গতি হইয়া থাকে। এই লোকে আনন্দের অভিব্যক্তি আজান-লোকাপেক্ষা শতগুণ অধিক। এতদপেক্ষা উন্নততর দেবলোক আছে। দেবলোক, পূর্ব্বোক্ত লোকাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। দেবলোকের আনন্দ পূর্ব্বোক্ত লোক অপেক্ষা শতগুণ উৎকৃষ্ট। এই দেবলোক বহুবিধ। এই সকল লোক ক্রমোন্নত-ভাবে অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—প্রজাপতি-লোক বা ব্রহ্মলোক। ইহা উৎকৃষ্টতম লোক। এ লোকে আনন্দের অভিব্যক্তি নিরতিশয়। যে সকল সাধক বৈষয়িক সুখের কামনা করেন না, তৎপরিবর্ত্তে কেবলমাত্র ব্রহ্মপ্রাপ্তিই যাঁহাদের লক্ষ্য, যাঁহাদের কামনা ব্রহ্মবস্তুতে নিবদ্ধ, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত গন্ধর্বলোকাদি লোক সকলের আনন্দের অধিকারী হইয়া থাকেন। চিত্তের যতই উৎকর্ষ হয়, ততই তাঁহারা ব্রহ্মলোকে অভি-ব্যক্ত আনন্দেরও অধিকারী হইয়া থাকেন। ব্রহ্মনিষ্ঠা, নিষ্পাপ, বৈষয়িক-কামনা-শূন্যতা—এই তিনটী ইহার সাধন। ঈদৃশ সাধক ক্রমে নিরুপাধিক আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মলাভে সমর্থ হন। সুদৃঢ় অদ্বৈতা-নন্দের অধিকারী হইয়া থাকেন।

সেই এক নিরতিশয় 'রস'-স্বরূপ ব্রহ্মেই একীভূত হইয়া আছে। সেই প্রস্রবণ হইতেই বিবিধ সুখ-দুঃখাদি নানা আকারে ব্যক্ত হইয়া বিবিধ লোকে বিবিধভাবে অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। এই সকল সুখদুঃখাদি সেই আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মবস্তু হইতে 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু নহে। যিনি প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞ, তিনি এই নিরতিশয় আনন্দলাভে সমর্থ হন।

উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট উপাধিবর্গে একই ব্রহ্মসত্তা অনুস্যূত রহিয়াছেন। অভিব্যক্ত পদার্থ-সমূহের মধ্যে সূর্যাই সর্বোৎকৃষ্ট। এই সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে যে ব্রহ্মসত্তা অনুস্যূত রহিয়াছেন, আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়-বর্গের মধ্যেও সেই ব্রহ্ম-সত্তাই অনুস্যূত। উপাধির ভেদে, উপাধি-মধ্যগত সত্তার ভেদ প্রতীত হইয়া থাকে। কিন্তু স্বরূপতঃ; ব্রহ্মসত্তার কোন ভেদ নাই। যিনি প্রকৃত তত্ত্বদর্শী, তিনি সকল উপাধির মধ্যে—উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট সকল পদার্থের মধ্যে—সেই এক ব্রহ্মসত্তারই অনুসন্ধান করেন, ব্রহ্মসত্তাই দেখিতে পান। তিনি কোন পদার্থকেই সেই সত্তা হইতে 'স্বতন্ত্র' বলিয়া মনে করেন না। তিনি জানেন যে, কোন পদার্থেরই স্বতন্ত্র, স্বাধীন সত্তা নাই। ব্রহ্মসত্তাতেই পদার্থবর্গের সত্তা। তিনি কোন স্থূল পদার্থকেই স্বীয় অন্নময় দেহ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ করেন না। আপনার প্রাণময় কোষ হইতে 'স্বতন্ত্র' বলিয়া, বাহ্য জড়-পদার্থ-মধ্যস্থ শক্তি-গুলিকে অনুভব করেন না। তিনি বুঝিতে পারেন যে, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়

কোষ-সকল হইতে কোন বস্তুই স্বতন্ত্র নহে। একই শক্তি যে বাহিরে ও ভিতরে নানা আকার ধারণ করিয়া রহিয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন। ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত যে সেই শক্তিরও স্বতন্ত্র সত্তা নাই, তাহাও তিনি বুঝিতে পারেন।

ব্রহ্ম-সত্তা হইতে কোন বস্তুই ভিন্ন নহে, স্বতন্ত্র নহে ;—এই প্রকার বোধের নাম 'বিদ্যা'। অবিদ্যার প্রভাবে, ব্রহ্ম-সত্তা হইতে স্বতন্ত্র বলিয়াই সকল বস্তু প্রতিভাত হইয়া থাকে *। অবিদ্যা নাশ হইলে, এই ভেদবুদ্ধি চলিয়া যায় ; সর্ব্বত্র এক ব্রহ্মসত্তার বোধ হইতে থাকে। ভেদবোধ, বিশেষত্ব-বোধ, আর থাকে না। ব্রহ্মসত্তা হইতে 'ঈশ্বর' ভিন্ন বস্তু বা 'জীব' ভিন্ন বস্তু—এ গুলি অবিদ্যাচ্ছন্নের কথা। প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বর বা জীব—কেহই ব্রহ্মসত্তা হইতে ভিন্ন হইতে পারে না। একই সত্তা সর্ব্বত্র অনুস্যূত। কাহারই সেই সত্তা হইতে স্বতন্ত্রসত্তা নাই।

যাঁহারা প্রকৃত তত্ত্বদর্শী, তাঁহারা জাগ্রদবস্থাতে কোন বস্তুকে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ করেন না। অজ্ঞেরাই জাগ্রদবস্থায় পদার্থ-

* "স্বাভাবিক্যা অবিদ্যয়া...নামরূপোপাধি-দৃষ্টিরেব ভবতি স্বাভাবিকী, তদা সর্ব্বোঽয়ং বস্ত্বন্তরাস্তিত্ব-ব্যবহারোঽস্তি। অয়ং বস্ত্বন্তরাস্তিত্বাভিনিবেশস্তু বিবেকিনাং নাস্তি"—বৃহদারণ্যকভাষ্য, ২।৪।১৩—১৪ "অবিদ্যা আত্মনোঽন্যৎ বস্ত্বন্তরং প্রত্যুপস্থাপয়তি"—৪।৩।২০—২১।

রাশিকে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ করিয়া থাকেন। কিন্তু সুষুপ্তিতে সকলেই ব্রহ্ম-স্বরূপকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই জন্য সুষুপ্তিকালে, কি অজ্ঞ কি তত্ত্বদর্শী, কাহারই ভেদবুদ্ধি, বিশেষত্ব-বোধ থাকে না। সুষুপ্তিকালে আত্ম ব্যতিরিক্তরূপে, আত্মসত্তা হইতে স্বতন্ত্ররূপে, বোধ থাকে না। অতএব সুষুপ্তির অবস্থাই আত্মস্বরূপ-প্রাপ্তির অবস্থা। ইহাই স্বাভাবিক অবস্থা। ইহাই অবিকারি, নির্ব্বিশেষ অবস্থা। কেননা, যাহা বিকারী অবস্থা, তাহা অন্যের অধীন; তাহা কোন ক্রিয়া দ্বারা বিকৃত। যাহার স্বরূপ অন্যের অধীন, তাহা কখনও প্রকৃত স্বরূপ হইতে পারে না। সত্তাই প্রকৃত বস্তু। ইহার কদাপি স্বরূপের বিচ্যুতি হয় না। ইহা সর্ব্বদাই স্বতন্ত্র; ইহা কাহারও অধীন নহে। সুতরাং ইহা অবিকারী, নিত্য। সুষুপ্তিকালে, এই আত্মসত্তার সহিত একীভূত হইয়া, জীব অবস্থান করে।

ব্রহ্মসত্তাই সর্ব্বত্র অনুস্যূত রহিয়াছেন। তিনিই সকলের অধিষ্ঠান। সর্ব্বত্র এই অধিষ্ঠান-সত্তা বা কারণ-সত্তার বোধ প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। অন্নময়, প্রাণময় প্রভৃতি কোষে একই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মসত্তা অনুস্যূত রহিয়াছেন। এই বোধই প্রকৃত বোধ। ব্রহ্ম-সত্তার স্বতন্ত্রতার কথা আমরা সর্ব্বদাই ভুলিয়া যাই *। আমরা বাহ্য পদার্থগুলিকেই আত্মা বলিয়া

* এইরূপেই, জগৎ-সত্ত্বেও—অসংখ্য নামরূপ সত্ত্বেও—ব্রহ্ম-সত্তার অদ্বিতীয়ত্বের হানি হয় না। কেন না, ব্রহ্ম-সত্তা স্বতন্ত্র থাকিয়াই,

মনে করি; উহারা ছাড়া যে আত্মার স্বতন্ত্র সত্তা আছে, তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সত্তা আছে;—উহারা ব্যতীত আবার আত্মা কোথায়?—আমরা সর্ব্বদাই এইরূপ বোধ করিয়া থাকি। ইহাই অবিদ্যা। ইহাদের মধ্যে যে আত্মসত্তাই অনুপ্রবিষ্ট; সেই আত্মসত্তা হইতে যে ইহাদের স্বতন্ত্র সত্তা নাই—একথাটা আমরা ভুলিয়া যাই। এই প্রকারে, সর্ব্বত্র এক আত্ম-সত্তার বোধ প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক। সর্ব্বত্র আত্ম-সত্তার বোধ দৃঢ়ীকৃত হইলে, তাহার আর ভয়াদির সম্ভাবনা থাকে না। কেননা, দ্বিতীয় সত্তার প্রতীতি হইলে ত তাহা হইতে ভয়াদি উৎপন্ন হইবে? কিন্তু যাঁহার সর্ব্বত্র এক আত্ম-সত্তার প্রতীতি জন্মিয়া গিয়াছে, তাঁহার আবার ভয় কোথায়? তিনি অভয় পদে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। তিনি ব্রহ্মানন্দ-নিমগ্ন হইয়া যান।

ব্রহ্মানন্দ সম্বন্ধে তোমাকে দুইটী প্রাচীন গাথা শুনাইতেছি—

সকল পদার্থে অনুস্যূত। সকল বিকারেই এই 'সত্তা' অনুগত হইয়া রহিয়াছে। এই সত্তাকে বিকারী বলিয়া মনে করিলে, বিকারবর্গ দ্বারা এই সত্তা 'সংসৃষ্ট"—এইরূপ বোধ করিলেই অজ্ঞানতার কার্য্য হইল। "স্বরূপেণ অকল্পিতস্য সংসৃষ্টরূপেণ কল্পিতত্বমিষ্টম্"—আনন্দগিরি (মাণ্ডুক্য-কারিকা)।

'ব্রহ্ম—সকল কল্পনার অধিষ্ঠান, সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার বীজ, সর্ব্ববিধ বিশেষত্ব-বর্জ্জিত, অসাধারণ-স্বরূপ। যাহার বিশেষত্ব আছে, তাহারই ত সত্তা বা অস্তিত্ব বুঝা যায়। তবে কি ব্রহ্মবস্তু শূন্যপদার্থ? অজ্ঞানান্ধ জীব, নামরূপগুলিরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করে। কিন্তু ইহারা যে ব্রহ্ম-সত্তা-দ্বারাই সত্তাবিশিষ্ট তাহা বুঝিতে পারে না। নামরূপগুলির নিজের কোন সত্তা নাই; ইহাদের মধ্যে যে মহতী সত্তা অনুস্যূত রহিয়াছে, তাহাই প্রকৃত 'সৎ',—তাহারই প্রকৃত অস্তিত্ব আছে। নামরূপগুলির স্বতন্ত্র সত্তা নাই; ব্রহ্মসত্তাই প্রকৃত সত্তা। সকলেরই এই সত্তায় বিশ্বাসস্থাপন করা কর্ত্তব্য *। যাহারা ব্রহ্মের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাহারাই বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মমার্গের অস্তিত্বেও সন্দিগ্ধ হয় এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা সাধন করে এবং সন্মার্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়। ব্রহ্ম-সত্তায় যিনি বিশ্বাস-প্রবণ, তিনি কদাপি সন্মার্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হন না। ব্রহ্ম সর্ব্বপ্রকার বিশেষত্ব-শূন্য হইলেও, তিনি 'সৎ'। তিনি সাধারণ জ্ঞানস্বরূপ, সাধারণ শক্তিস্বরূপ, তিনি অনন্ত।'

বাক্য বা মন এই ব্রহ্মবস্তুকে প্রাপ্ত হইতে পারে না। জ্ঞানেন্দ্রিয়ই হউক্ বা কর্ম্মেন্দ্রিয়ই হউক্,—ব্রহ্মবস্তু ইন্দ্রিয়বর্গের

* ব্রহ্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে, দ্বিতীয়-খণ্ডে, "যম ও নচিকেতার উপাখ্যান", ২৭০ পৃষ্ঠা হইতে ২৭৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।

অগম্য *। যিনি এই ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতে পারেন, তাঁহার আর ভয়-শোক থাকে না। তিনি এই পরমানন্দস্বরূপ ব্রহ্মবস্তু হইতে, কাহাকেও স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ করিতে পারেন না। 'আমি অসাধু আচরণ করিয়াছি', "আমি পাপাচরণ করিয়াছি"—ইত্যাকার অনুতাপ ঈদৃশ সাধকের চিত্তে পীড়া জন্মাইতে পারে না। কেননা, ইনি পুণ্য বা পাপকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া ত অনুভব করেন না। পুণ্য ও পাপের নিজের কোন স্বতন্ত্র স্বরূপ নাই; অদ্বৈত-আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম-সত্তাতেই উহাদের সত্তা। সুতরাং তিনি পুণ্য ও পাপকে আত্ম-ভাবেই দর্শন করিয়া থাকেন †। ঈদৃশ সাধকের সর্ব্বত্র অদ্বৈত আত্ম-ভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। সর্ব্বত্র এক আত্ম-সত্তার অনুভব দৃঢ়তা লাভ করে।

হে সৌম্য! এই আমি তোমার নিকটে পঞ্চকোষের বিবরণ-সহ ব্রহ্মের স্বরূপ এবং সত্তা কীর্ত্তন করিলাম। তুমি এই সকল

* বাক্য—সর্ব্বপ্রকার অভিধেয়ের প্রকাশক। যত কিছু অভিধেয় বা বক্তব্য বিষয় আছে, বাক্যই তাহাদের প্রকাশক। আবার, মনই যাবতীয় বিজ্ঞানের প্রকাশক। কিন্তু ইহারা কেহই ব্রহ্মকে প্রকাশিত করিতে পারে না। ব্রহ্মবস্তুই—ইহাদের প্রকাশক।

† ছান্দোগ্য-উপনিষদেও, অবিকল এইরূপ নির্দ্দেশ আছে। "ননু সর্ব্বাত্মত্বে দুঃখ-সম্বন্ধোপি স্যাদিতি চেৎ, ন। দুঃখস্যাপি আত্মত্বোপগমাৎ অবিরোধঃ"—ইত্যাদি। (৮।১২।৪-৫)।

উপদেশ আত্ম-হৃদয়ে সর্ব্বদা ধারণ করিবে এবং পুনঃ পুনঃ ভাবনা দ্বারা পরিপক্ক করিয়া লইবে"।

এই বলিয়া আচার্য্য নীরব হইলেন। শিষ্যটীও আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া বোধ করিতে লাগিল।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে "পঞ্চকোষের" কথা আলোচিত হইয়াছে। শ্রুতি এই শরীরকে পাঁচটী কোষে বিভক্ত করিয়া লইয়াছেন। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়—এই চারিটী কোষ লইয়াই দেহ গঠিত। এতদ্ব্যতীত একটী আনন্দময় কোষ আছে।

এই শরীরে দুইটী প্রধান অংশ আছে। একটী স্থূলাংশ, অপরটী সূক্ষ্মাংশ। সেই স্থূলাংশই অন্নময় কোষ। অন্ন-পান দ্বারা উপচিত ও পরিপুষ্ট দেহ ও দেহাবয়বগুলি লইয়াই অন্নময় কোষ। এই অন্নময় কোষই—অপর কোষগুলির স্থূল ভূতাত্মক আধার। অপর কোষগুলি সমস্তই সূক্ষ্মাংশ লইয়া। শুক্র-শোণিত-যোগে এই দেহ উৎপন্ন হয়। শির, পাণি, পাদাদি অবয়ব-বিশিষ্ট স্থূল দেহটীই অন্নময় কোষ নামে বিদিত। ইহা প্রধানতঃ অন্ন-পানাদি বিকার হইতে উৎপন্ন ও পুষ্ট হয় বলিয়াই, ইহার তাদৃশ আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। অন্ন (খাদ্যদ্রব্য) প্রাণী দ্বারা ভুক্ত হইলে, রসাদি রূপে পরিণত হয় এবং অবশেষে শুক্র ও শোণিতের আকারে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শিশুদেহ এই অন্ন-পান দ্বারাই ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই কোষে জল ও পৃথিবীর অংশই প্রধান।

এই অন্নময় কোষের অভ্যন্তরে এবং ইহার আশ্রয়ে, প্রাণময় কোষ

অবস্থিত আছে। ইহা প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, এই পাঁচ প্রকারে বিভক্ত হইয়া দেহের সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়া নির্ব্বাহের মূলরূপে অবস্থান করিতেছে। নানা প্রকার কার্য্য-ভেদে, একই শক্তির বিবিধ নাম। দৈহিক সমুদয় চেষ্টার মূলে এই প্রাণশক্তি অবস্থিত: এই প্রাণশক্তি না থাকিলে, একদিকে যেমন নিঃশ্বাস প্রশ্বাস লওয়া যাইত না, তদ্রূপ আবার কথন, গ্রহণ, আদান, ত্যাগ, বিসর্জ্জন প্রভৃতি দৈহিক কোন ক্রিয়া সম্পাদিত হইত না। এই প্রাণশক্তিই ইন্দ্রিয়ের গোলকগুলি (অন্নাংশ দ্বারা) নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া, সেই সকল গোলকের আশ্রয়ে, ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দর্শন, শ্রবণাদি ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতেছে। যাবতীয় ঐন্দ্রিয়িক ক্রিয়া এবং রস-রুধিরাদির চলনাত্মক ক্রিয়ার মূলে প্রাণশক্তির অস্তিত্ব আছে। সুষুপ্তিকালে এই প্রাণশক্তিতেই সকল ঐন্দ্রিয়িক ক্রিয়া বিলীন হইয়া যায় ; পুনরায় জাগরিতকালে সেই প্রাণশক্তি হইতেই ঐন্দ্রিয়িক ক্রিয়াগুলি বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই সকল কথা বুঝাইবার অভিপ্রায়ে কোন কোন উপনিষদে প্রাণ ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের বিবাদের আখ্যায়িকা দৃষ্ট হয়। চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয় না থাকিলেও দেহ রক্ষা হইতে পারে ; কিন্তু প্রাণশক্তির অভাবে দেহ রক্ষিত হইতে পারে না,—সেই আখ্যায়িকায় এই তত্ত্ব ও প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐন্দ্রিয়িক ও দৈহিক যাবতীয় ক্রিয়ার মূল কারণ এবং আশ্রয়—এই প্রাণ-শক্তি।

আমাদের ইন্দ্রিয়বর্গের সম্মুখে কোন বিষয় উপস্থিত হইলে, এক একটী ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসাদি বিজ্ঞান লব্ধ হইয়া থাকে ; সে গুলিকে ইন্দ্রিয়বর্গ অসঙ্কীর্ণ ভাবে মনের নিকট অর্পণ করে। যুগপদুপস্থিত, অসঙ্কীর্ণ এই রাশি রাশি অনুভূতিগুলির (Sensations)

মধ্যে, মনই—একটা শ্রেণীবদ্ধ শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া দেয় ; নতুবা সঙ্কীর্ণ ভাবে, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে,—আমাদের বিষয়-বিজ্ঞান (Perceptions) উৎপন্ন হইতেই পারিত না। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের Attention কতকটা এই 'মনের' অনুরূপ। মনই, সমুদয় ইন্দ্রিয়ের শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়। জার্ম্মাণ দার্শনিক মহামতি Kant যাহাকে Understanding বলিয়াছেন, এই 'মন' কতকটা তাহাই।

এই মন ব্যতীত সূক্ষ্মতর আর একটা শক্তি আছে। ইহা বুদ্ধি। ইহাই শ্রুতির বিজ্ঞানময় কোষ। অধ্যবসায় বা নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানই—'বিজ্ঞান' বা 'বুদ্ধি'নামে পরিচিত। বুদ্ধি-বৃত্তি প্রধান বলিয়া, এই কোষকে 'বিজ্ঞানময়' কোষ বলা হইয়াছে। মন—দেশ-কালে বিভক্ত করিয়া দিয়া যে সকল উপলব্ধি উপস্থিত করিল, বিজ্ঞান বা বুদ্ধি তাহাকে 'জাতির' অন্তর্গত করিয়া লইয়া,—'এটা গো, এটা বৃক্ষ'—ইত্যাকারে নিশ্চয় করে। বিচার-শক্তির (Judgment) প্রভাবে, এই বুদ্ধি দ্বারাই পরিশেষে—এটা অমুক বস্তু, ওটা অমুক বস্তু—এইরূপে বিষয়-বোধ বা পদার্থ-বিজ্ঞান লব্ধ হয়। মন যেমন ব্যক্তি-গত শ্রেণী বিভাগ করে, বুদ্ধি তদ্রূপ জাতি-গত শ্রেণী বিভাগ করে। তবে আমাদের বিষয়-বিজ্ঞান সুসিদ্ধ হয়। আবার, লজ্জা, ভয়, ক্রোধ, বাসনা, দুঃখ, স্মৃতি প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি বুদ্ধিরই বিবিধ বৃত্তি বা ক্রিয়া। মন এবং বুদ্ধি—উভয়কে একত্রে 'অন্তঃকরণ' বলে। একই অন্তঃকরণের কার্য্য-ভেদে দুই নাম,—মন ও বুদ্ধি। ইন্দ্রিয়গুলি—অন্তঃকরণেরই বিষয়োপরক্ত বৃত্তি ব্যতীত অন্য কিছু নহে। বিষয় মাত্রই ইন্দ্রিয়-পথে উপস্থিত হইয়া, ইন্দ্রিয়বর্গের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া উদ্রিক্ত করে। অন্তঃকরণ—সেই সকল ক্রিয়ার উপরে প্রতিক্রিয়া করিলেই, আমাদের

বিষয়-বিজ্ঞান জন্মে। অতএব, অন্তঃকরণই যাবতীয় বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের সাধারণ আশ্রয় বা আধার।

এতদ্ব্যতীত, সুষুপ্তিকালে জীবের অপর এক প্রকার অনুভূতি হইয়া থাকে। গাঢ় নিদ্রা হইতে উত্থিত হইলে, জীবের একটা সাধারণ সুখানুভূতি অস্পষ্টভাবে স্মৃতিতে উদ্রিক্ত হইয়া থাকে। নতুবা নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির—'বড়ই সুখে ঘুমাইতেছিলাম'—এই প্রকার একটা বোধ হইতে পারিত না। এতদ্দ্বারাই শ্রুতি, 'আনন্দময়' কোষের অস্তিত্ব অনুমান করেন। আমাদিগের যাবতীয় সুখ দুঃখ, হর্ষ-বিষাদাদির ভোগ—এই আনন্দময় কোষেরই অংশ।

আত্ম-চৈতন্যের অধিষ্ঠান-বশতঃই এই সকল কোষ স্ব স্ব ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে পারিতেছে। আত্মার অধিষ্ঠান-ব্যতিরেকে, ইহারা ক্রিয়া করিতেও পারিত না, বিজ্ঞানাদি জন্মাইতেও পারিত না। এই কোষগুলি ব্রহ্মের স্বরূপোপলব্ধির দ্বার।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

(ভার্গবী-বিদ্যা।)

পুরাকালে, একদিন ভৃগুনামক একটী বালক, পিতা বরুণের নিকটে উপস্থিত হইয়া, বিনীত-ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—

"ভগবন্ ! আমাকে ব্রহ্মবিদ্যা-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন্ ."

মহর্ষি বরুণ, পুত্রের আগ্রহ বুঝিতে পারিয়া বলিতে লাগিলেন—

"বৎস ! এই শরীর, তদন্তর্ব্বর্ত্তী যাবতীয় ক্রিয়া-নির্ব্বাহক প্রাণশক্তি, এবং চক্ষু, কর্ণ, মন, বাক্য প্রভৃতি জ্ঞান-সাধক ইন্দ্রিয়বর্গ—ইহারা সকলেই আত্মোপলব্ধির দ্বার। এইগুলির সাহায্যে, এইগুলির সাক্ষীস্বরূপ ব্রহ্ম বস্তুকে জানিতে পারা যায়। সমুদয় ভূত, ব্রহ্ম-চৈতন্য হইতেই অভিব্যক্ত হইয়াছে ; সেই ব্রহ্মচৈতন্যেই সমস্ত ভূত স্থিতি করিতেছে এবং প্রলয়-কালে ভূতবর্গ, সেই ব্রহ্ম-চৈতন্যেই শক্তিমাত্ররূপে বিলীন হইয়া অবস্থান করিতে থাকিবে *। উৎপত্তি, স্থিতি, লয়—এই

---

* "প্রলীয়মানমপিচেদং জগৎ শক্ত্যবশেষমেব প্রলীয়তে, শক্তিমূল মেব চ প্রভবতি. ইতরথা আকস্মিকত্ব-প্রসঙ্গাৎ"—বেদান্ত-ভাষ্য, ১।৩।৩০

ত্রিবিধ অবস্থাতেই ভূতবর্গ, যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া রহে, যাঁহাকে ছাড়িয়া উহাদের অবস্থান সম্ভব হয় না, তিনিই ব্রহ্ম। ইহাই ব্রহ্মের লক্ষণ। এই ব্রহ্মবস্তুকেই জানিতে হইবে। শরীর (অন্ন), প্রাণ এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই ব্রহ্ম-পদার্থকে জানিতে পারা যায়। পুত্র! এই লক্ষণ দ্বারা তুমি ব্রহ্মবস্তুকে জানিতে চেষ্টা কর"।

পুত্র ভৃগু, পিতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভাবিতে লাগিল যে—"পিতা ত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ব্রহ্মের স্বরূপ কীর্ত্তন করিলেন না; অন্ন-প্রাণাদি দ্বার-যোগেই ত পিতা ব্রহ্মের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিলেন। সুতরাং সাধন-বিশেষের দ্বারা—ইন্দ্রিয় ও মনের একাগ্রতা দ্বারা—তপশ্চর্য্যা দ্বারা—ব্রহ্ম-বিজ্ঞান লাভ করিতে হইবে, ইহাই বোধ হয় পিতার হৃদ্গত অভিপ্রায়"। ভৃগু মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া, ইন্দ্রিয়বর্গের একাগ্রতা সাধন পূর্ব্বক, নিরন্তর ধ্যান করিতে আরম্ভ করিল। কিছুদিন এইরূপে তপশ্চর্য্যা করিতে করিতে, ভৃগু 'অন্নকে'ই ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে পারিল। ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতই এই স্থূল-দেহের কারণ। ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতকে সমষ্টি-ভাবে * 'অন্ন' বলা যায়।

* পঞ্চ-কোষ-বিদ্যায়—'অন্ন', 'প্রাণা'দির যে বিবরণ পাওয়া যায়, উহা আধ্যাত্মিক, উহা ব্যষ্টিভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু 'ভার্গবী-বিদ্যায়' উপদিষ্ট 'অন্ন', 'প্রাণাদি'—সমষ্টি-ভাবে উক্ত হইয়াছে। পাঠক ইহা ভুলিবেন না।

এই অন্নের অপর নাম—বিরাট্। যতকিছু ভৌতিক পদার্থ আছে, সকলই এই অন্ন হইতে উৎপন্ন, অন্নকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিত এবং প্রলয়ে এই অন্নেই লীন হইয়া যাইবে। সুতরাং বরুণ-কথিত ব্রহ্মের লক্ষণ এই অন্নেই প্রযুক্ত হইতে পারে। সুতরাং ভৃগু এই অন্নকেই ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে পারিল।

কিন্তু কিছুদিন পরে ভৃগুর অন্তঃকরণে সংশয় উপস্থিত হইল। ভৃগু ভাবিয়া দেখিয়া বুঝিতে পারিল যে, এই অন্ন বা বিরাট্—ইহাও ত মূলবস্তু নহে; ইহাও ত উৎপন্ন বস্তু। অন্নেরও ত উৎপত্তি-বীজ দেখা যাইতেছে। স্থূল ভূতমাত্রই ত সূক্ষ্মশক্তি হইতেই প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। যাহা ব্যক্ত, স্থূল বস্থা;—তাহা ত অব্যক্ত, সূক্ষ্ম অবস্থারই পরিণতি। মনে মনে এই চিন্তা করিয়া, ভৃগু পুনরায় পিতার নিকটে উপস্থিত হইল এবং আপন সংশয়ের কথা নিবেদন করিল। পিতা বরুণ উপদেশ করিলেন—

"বৎস! তুমি পুনরায় ইন্দ্রিয়বর্গের ও চিত্তের একাগ্রতা সাধন করতঃ, ধ্যান-যোগে প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও, তবেই ব্রহ্ম-বস্তুকে বুঝিতে পারিবে"। বালকভৃগু, পিতার উপদেশ পাইয়া, তাহাই করিতে আরম্ভ করিল। একাগ্র হইয়া নিয়ত ভাবনা করিতে লাগিল। কিছুদিন এইরূপ আচরণের পরে, ভৃগু বুঝিতে পারিল যে,—"প্রাণ-শক্তিই" ব্রহ্ম-পদার্থ। ভৃগু বুঝিতে পারিল যে—যাহা স্থূলভূত বা 'অন্ন',

তাহা প্রাণশক্তি হইতেই উৎপন্ন, উহা প্রাণশক্তিরই পরিণতি। অন্ন বা জড়ীয় আধার—প্রাণশক্তিরই ঘনীভবনের ফল। প্রাণ-শক্তি যতই তেজ, আলোকাদির আকারে ক্ষয়িত বা বিকীর্ণ হইতে থাকে,—ততই উহার আধার ও (অন্নাংশ) ঘনীভুত হয়। এই ঘনীভবন হইতেই 'জল' উৎপন্ন হয় এবং এই জল—তেজঃ-শক্তি দ্বারা পরিপক্ক হইতে হইতে কঠিন 'পৃথিবী'রূপে পরিণত হয়। সুতরাং প্রাণশক্তির ক্রিয়া হইতেই স্থূলভূত উৎপন্ন হইয়া থাকে *। সমষ্টিভাবে এই প্রাণশক্তিকে 'হিরণ্যগর্ভ' নামে নির্দ্দেশ করা হয়। কেন না, ইহাই যাবতীয় বিজ্ঞানের মূল-বীজ। প্রাণীরাজ্যে মন ও বুদ্ধি—এই প্রাণশক্তি হইতেই বিকাশিত হইয়াছে †। শক্তির ক্রিয়া হইতে হইলেই,

---

* "কারণং ক্রিয়াশক্তি—লক্ষ্যং হিরণ্যগর্ভং—সংকল্পাধ্যবসায়-শক্তিবিশিষ্টতয়া চ মনোবিজ্ঞান-শব্দলক্ষ্যং ব্রহ্মেতি ব্যজ্ঞানাৎ"—টীকাকার জ্ঞানামৃত।

† কেন না, প্রাণশক্তিই চক্ষুরাদি গোলকে ইন্দ্রিয়াদি শক্তিরূপে বিকাশিত হইলে, তবে তদ্দ্বারা বিবিধ বিজ্ঞানের বিকাশ হয়। "ব্যূঢ়েষুতু করণেষু বিজ্ঞানময় উপলভ্যতে "ইত্যাদি।—বৃহদারণ্যকে শঙ্করাচার্য্য। বাহিরে যাহা তেজ-আলোকাদিরূপে ব্যক্ত, তাহাই প্রাণীদেহে ইন্দ্রিয়-রূপে বিকাশিত হয়। "সর্ব্ব-বিষয়বিশেষাণামেব স্বাত্মবিশেষ-প্রকাশ-কত্বেন সংস্থানান্তরাণি করণানি"।—বৃহদারণ্যকে, শঙ্কর-ভাষ্য, ২।৪।১১। ব্যষ্টিভাবে, প্রাণশক্তিই দেহে প্রথম অভিব্যক্ত হয় এবং রসরুধিরাদির

উহার জড়ীয় (ভৌতিক) আশ্রয় আবশ্যক; আবার এই জড়ীয় আশ্রয়টীও—শক্তিরই পরিণতি, শক্তিরই ঘনীভবনের ফল *। অতএব দেহকে অন্ন এবং দেহস্থ প্রাণশক্তিকে অন্নাদ বলা যায়। আবার, জড়ীয় আধা-রটী শক্তিরই রূপান্তর বলিয়া, দেহকে অন্নাদ এবং প্রাণকে অন্নও বলা যায়। ফলতঃ, প্রাণশক্তি ও প্রাণশক্তির আধার অন্ন—এই উভয়ই পরস্পর পরস্পরের অপেক্ষা রাখে। কাহা-কেও ছাড়িয়া, কাহারও কল্পনা করা যায় না। এইরূপ, তেজকে অন্নাদ এবং জলকে অন্ন বলা যাইতে পারে। শক্তি যতই তেজের আকারে বিকীর্ণ হইয়া ক্ষয়িত হইতে থাকে, উহার জড়ীয় অংশও প্রথমে জলীয়ভাবে সংহত হইতে থাকে। অতএব, তেজ এবং জল—উভয়েই উভয়ের অপেক্ষা রাখে; কাহাকেও

চালনা করিয়া, দেহ ও দেহাবয়বগুলির গঠন করে। দেহে প্রাণই ইন্দ্রিয়বর্গের চালক। "নিষেককালাদারভ্য গর্ভং পুষ্যতি প্রাণঃ। নঃ-প্রাণং শুক্রং বিরোহতীতি প্রথমো বৃত্তিলাভঃ প্রাণস্য"—বৃ'ভাং ৬।১।১' "অপানিতি প্রাণতি পুরুষো গর্ভে অন্তরা"—অথর্ব্ববেদ, ১১।২।২৪।

* "প্রাণো বাহ্যভূতাভ্যাং নামরূপাভ্যাং মর্ত্ত্যাভ্যাং ছন্নঃ;—প্রাণেনাত্মনা নামরূপাত্মকং জগৎব্যাপ্তম্"—ঐং আং ভাষ্য। "অন্তঃপ্রাণ উপষ্টম্ভকঃ প্রকাশকোঽমৃতঃ; বাহ্যশ্চ কার্য্যলক্ষণঃ (অন্নঃ) অপ্রকাশকঃ মর্ত্ত্যঃ"—বৃং ভাং। "অন্নেন হি দামস্থানীয়েন প্রাণোবদ্ধঃ, তচ্চান্নং প্রাণস্য স্থিতি-কারণং ভবতি" ঐতরেয় ভাষ্য।

ছাড়িয়া কাহারও ক্রিয়া সম্ভব হয় না। এইরূপে আবার পৃথিবীকে অন্ন এবং আকাশকে (ভূতাকাশ) * অন্নাদ বলা যাইতে পারে। অতএব, প্রাণশক্তির ক্রিয়া-বিকাশ হইতেই পঞ্চভূত বা অন্ন উৎপন্ন হইয়াছে, উহা প্রাণশক্তির আশ্রয়েই বর্ত্তমান রহিয়াছে; আবার প্রলয়ে উহা প্রাণশক্তিরূপেই পরিণত হইবে। বরুণ-কথিত ব্রহ্মের লক্ষণ প্রাণশক্তিতে প্রযুক্ত হইতে পারে; সুতরাং ভৃগু—প্রাণকেই ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে পারিল এবং ধ্যানযোগে এই সত্য হৃদয়ে অনুভব করিল।

কিন্তু কিছুদিন পরে, পুনরায় ভৃগুর অন্তঃকরণে সংশয় উপস্থিত হইল। ভৃগু দেখিল—মন সংকল্প না করিলে, ইন্দ্রিয়াদি কেহই দেহে কোন ক্রিয়া করিতে পারে না। আবার, মনের সংকল্প, বুদ্ধির স্থির-নিশ্চয়তার উপরেই নির্ভর করে। ভৃগু, আর একদিন পিতাকে নিজের এই সংশয়ের কথা নিবেদন করিল। বরুণ—ভৃগুকে পুনরায় একাগ্র হইয়া তপশ্চর্য্যা করিতে উপদেশ করিলেন। ভৃগু পুনরায় তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইল। নিয়ত মননশীল ভৃগুর চিত্তে অবশেষে এই সত্য উদিত হইল যে—ব্যষ্টিভাবে, দৈহিক চেষ্টা ও ইন্দ্রিয়াদির যাবতীয় ক্রিয়া মনেরই সংকল্পের বশবর্ত্তী; মনের সংকল্প আবার বুদ্ধির (বিজ্ঞানের) স্থিরনিশ্চয়তার উপরেই একান্ত নির্ভর করে।

* প্রাণক্রিয়া-(বায়ু)-বিশিষ্ট আকাশকেই ভূতাকাশ বলা যায়

সমষ্টিভাবে, এই মন ও বিজ্ঞানকে—ব্রহ্মের 'সংকল্প' বা ইচ্ছা-শক্তি বলা যায়। সৃষ্টির প্রথমে জ্ঞানকৃত সংকল্প হইতেই বিশ্ব প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। সেই ঐশী কামনা বা সংকল্প—প্রাণরূপে—অনুকম্পনরূপে —বাক্‌রূপে অভিব্যক্ত হইয়া, সমুদয় পদার্থ গড়িয়া তুলিয়াছে। অতএব প্রাণশক্তি—আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মেরই 'সংকল্প' হইতে অভিব্যক্ত। অতএব এই সংকল্প হইতেই প্রাণ অভিব্যক্ত হইয়াছে, এই সংকল্পের আশ্রয়েই উহা অবস্থান করিতেছে ; প্রলয়ে প্রাণশক্তি ব্রহ্ম-সংকল্পেই লীন হইয়া যাইবে। সুতরাং ব্রহ্মের এই লক্ষণ দেখিয়া, ভৃগু সংকল্পকেই ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে পারিল।

কিন্তু কিছুদিন পরে, পুনরায় ভৃগুর চিত্ত সন্দেহ-দোলায় চপল হইতে লাগিল। পিতার আদেশে, পুনরায় ভৃগু তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইল। তপঃপ্রভাবে ভৃগুর চিত্ত প্রকৃত ব্রহ্মধারণক্ষম হইয়া উঠিল। সে বুঝিল যে সংকল্প ও অধ্যবসায়—'আনন্দের' উপরেই নির্ভর করে। অতএব আনন্দই ব্রহ্ম। মায়াশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মই—আনন্দব্রহ্ম। মায়াশক্তি-বিশিষ্ট ব্রহ্মের সংকল্প হইতেই এই বিশ্ব প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। প্রলয়ে এই বিশ্ব সেই মায়াশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মেই বিলীন হইয়া যাইবে *।

* "স্বাতন্ত্র্যে সতি সর্ব্বৈঃ প্রার্থ্যমানতয়া আনন্দশব্দবাচ্যং 'মায়াবিশিষ্টং' ব্রহ্মেতি বিজ্ঞায়, বিশিষ্টস্য বিশিষ্টান্তরাত্মত্বানুপপত্তেঃ কারণোপলক্ষিতং বিশুদ্ধানন্দং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞাতবান্।"—টীকাকার জ্ঞানামৃতযতি।

অতএব আনন্দকেই ভৃগু ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিল। ভৃগু আরো বুঝিল যে, যাহা বিশেষ-সত্তা, তাহার অন্তরালে নির্ব্বিশেষসত্তা নিশ্চয়ই আছে। এই প্রকারে সর্ব্বসাক্ষী, নিরুপাধিক আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম-বস্তুকে ভৃগু বুঝিতে পারিল *। ভৃগু এই প্রকারে ক্রম-সূক্ষ্ম প্রণালী অবলম্বন করিয়া, নিরুপাধিক ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছিল। ইহাই 'ভার্গবী বিদ্যা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

যে ব্যক্তি এই বিদ্যা হৃদয়ে অনুভব করিতে পারে, সেই ব্যক্তির নিকটে, "অন্ন" ও অন্নাদের" তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত থাকে না। যে যাহার পোষণ করে, তাহাই তাহার 'অন্ন' এবং যে সেই অন্ন দ্বারা পুষ্ট হয়—যে সেই অন্নের আশ্রয়ে পুষ্ট হয়—তাহাই সেই অন্নের 'অন্নাদ'। অন্ন—অন্নাদে প্রতিষ্ঠিত; অন্নাদও—অন্নে প্রতিষ্ঠিত। ইহারা পরস্পর পরস্পরের আশ্রয়, পরস্পর পরস্পরের উপকারক। আধার-(অন্ন)-ব্যতীত, শক্তির কল্পনা

* নির্ব্বিশেষ সত্তাই সৃষ্টির প্রাক্কালে সবিশেষ হয়—অভিব্যক্তির উন্মুখাবস্থা ধারণ করে। এই বিশেষ-আকারের নামই 'অব্যক্তশক্তি' বা 'মায়াশক্তি'। ইহা সেই পূর্ণ সাধারণশক্তিস্বরূপ ব্রহ্মেরই একটা বিশেষাবস্থামাত্র। কিন্তু বিশেষ একটা আকার ধারণ করিলেই বস্তুটী, অন্য কোন স্বতন্ত্র বস্তু হইয়া উঠে না। উহা পূর্ব্বেও যা', এখনও তা'। সুতরাং পরমার্থদর্শীর চক্ষে, সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বত্র, এক ব্রহ্মসত্তাই অবস্থিত। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয়খণ্ডের অবতরণিকা দ্রষ্টব্য।

করা যায় না; একটী অন্যটীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না *। অর্থাৎ শক্তি যতই বায়ু, তেজ, আলোকাদিরূপে ক্ষয়িত (বিকীর্ণ) হয়, ততই উহার জড়াংশ ঘনীভূত হইতে হইতে পরিশেষে কঠিন পার্থিব-ভাবে সংহত হয়। অতএব, শক্তি ও অন্ন—উভয়ই উভয়ের অপেক্ষা রাখে। একটীকে ছাড়িয়া অন্যটী থাকিতে পারে না, ক্রিয়া করিতে পারে না। অতএব সিদ্ধ হইল যে, অন্ন—অন্নাদে প্রতিষ্ঠিত এবং অন্নাদ—অন্নে প্রতিষ্ঠিত। এই অন্নাংশই দেহের অবয়বগুলিকে গড়িয়া তুলে এবং প্রাণাংশ সেই দেহাশ্রয়ে থাকিয়া, চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়াকারে বিকাশিত হইয়া ক্রিয়া করে।

অতএব, অন্নকে নিন্দা করিবে না, অন্নকে পরিত্যাগ করিবে না; গৃহে অতিথি উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে প্রচুর অন্ন দিবে। সকল কালে, সকল বয়সেই অন্নদান করিবে। অন্নদান করিলে, নিজেরও অন্নপ্রাপ্তি সিদ্ধ হয়।

ব্রহ্ম—ক্ষেমরূপে বাক্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। যোগ ও ক্ষেম—এই উভয়রূপে ব্রহ্মই—প্রাণও অপানে অবস্থিত রহিয়াছেন †। ব্রহ্মই হস্তদ্বয়ে কর্ম্মরূপে অবস্থিত। ব্রহ্মই পদদ্বয়ে

* অন্ন—Matter. প্রাণ বা অন্নাদ—Motion.

† ক্ষেম—প্রাপ্তদ্রব্যের রক্ষণ।

যোগ—অপ্রাপ্ত দ্রব্যের প্রাপ্তি।

প্রাণাপান ও বাক্‌শক্তি-বিশিষ্ট পুরুষই যোগক্ষেম-যুক্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু এই যোগক্ষেম, ব্রহ্ম হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।—ভাষ্যকার।

গমনশক্তিরূপে এবং পায়ুতে বিসর্জ্জন-ক্রিয়ারূপে অবস্থিত রহিয়াছেন। ইহাই ব্রহ্মের 'আধ্যাত্মিক' বিকাশ।

বৃষ্টি হইতে অন্ন জন্মে ; অন্ন হইতে জীবের তৃপ্তি হয়। সুতরাং, ব্রহ্মই তৃপ্তিরূপে বৃষ্টিতে অবস্থিত। ব্রহ্মই—বলরূপে বিদ্যুতে অবস্থিত। ব্রহ্মই যশরূপে পশুবর্গে অবস্থান করিতেছেন *। ইনি নক্ষত্রমণ্ডলে জ্যোতিরূপে অবস্থান করিতেছেন। ব্রহ্মই—সর্ব্বব্যাপক আকাশরূপে অবস্থিত রহিয়াছেন। ইহাই ব্রহ্মের 'আধিদৈবিক' বিকাশ।

ব্রহ্মকে মহান্‌রূপে, সমুদয় ভোগ্য বস্তুর কেন্দ্ররূপে †, বৃহৎরূপে, ভাবনা করিয়া উপাসনা করিবে। যিনি তাঁহাকে যে ভাবে, যে গুণবিশিষ্টরূপে, ভাবনা করেন, তিনি তাহাই হন, তিনি তাহাই পান।

ব্রহ্মকে—'পরিমর' রূপে—সংহর্ত্তারূপে উপাসনা করিবে। বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, চন্দ্রমা, আদিত্য ও অগ্নি—এই পাঁচটী দেবতা, বায়ু বা প্রাণশক্তিতে বিলীন হইয়া ধ্বংশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। বায়ু বা প্রাণ-স্পন্দনই—তেজাদির লয়স্থান। তেজ আলোক প্রভৃতি

---

* পশু প্রভৃতি দ্রব্য মনুষ্যের ঐশ্বর্য্য সূচিত করে। এই জন্য পশুকে 'যশঃ' বলা হইয়াছে।

† মূলে আছে—'নমঃ ইতি উপাসীত। কাম্যন্তে ইতি কামাঃ ভোগ্য-বিষয়াঃ। নমান্তে প্রহ্বীভবন্তি অস্মৈ কামাঃ ইতি 'নমঃ'।—ভাষ্যকার।

—স্পন্দন হইতেই জাত, স্পন্দনেই বিলীন হয়। সুতরাং আকাশই এই পাঁচ দেবতার লয়স্থান *। ব্রহ্ম—এই স্পন্দন দ্বারাই সকল বস্তুর সংহার-কর্ত্তা। এইরূপে, আকাশে ব্রহ্মদৃষ্টি করিয়া উপাসনা করিবে।

এই প্রকারে, কি আধ্যাত্মিক, কি আধিদৈবিক—সকল কার্য্যের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট ব্রহ্ম-সত্তার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। সূর্য্যমণ্ডলে যে সত্তা অনুপ্রবিষ্ট, আপন ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে সেই সত্তাই অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন। উভয় সত্তাই এক ও অভিন্ন। এই প্রকারে সর্ব্বত্র একমাত্র ব্রহ্মসত্তার বোধ দৃঢ় হইলে, জীবন্মুক্ত হইতে পারা যায়। ঈদৃশ জীবন্মুক্ত সাধক, সকল লোকে বিচরণ করিতে সমর্থ হন। সকল লোকে, সকল পদার্থকে তিনি ব্রহ্মেরই ঐশ্বর্য্যরূপে অনুভব করিয়া বিচরণ করেন। 'আমিই অন্ন, আমিই অন্নাদ, আমিই নিরঞ্জন আত্মা'—এই বলিয়া গান করিতে করিতে ঈদৃশ সাধক মহানন্দে লোক-লোকান্তরে অদ্বৈত সত্তার অনুভব করিয়া, বিচরণ করেন। 'আমিই অন্ন ও অন্নাদের সংহনন-কর্ত্তা,—আমারি প্রয়োজন-সাধনার্থ, অন্ন ও অন্নাদ একত্রিত হইয়া, বিবিধলোকে বিবিধ দেহ গঠিত করিয়াছে'—সাধক এইরূপ গান করিতে করিতে

* আকাশ—বায়ু বা স্পন্দন হইতে স্বতন্ত্র নহে। "বায়ু রাকাশেন অনন্য ইতি আকাশঃ পরিমরঃ'। আকাশং বায়্বাত্মানং ব্রহ্মণঃ পরিমর ইত্যুপাসীত"। ভাষ্যকার।

কোন বস্তুকেই আত্মাতিরিক্ত স্বতন্ত্র প্রয়োজনবিশিষ্ট বলিয়া বোধ করেন না *। ঈদৃশ সাধক আবার এই গীতিও উচ্চারণ করেন যে—"আমিই মূর্ত্তামূর্ত্তাত্মক এই জগতের আদিতে, সর্ব্বপ্রথমে স্পন্দনরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিলাম। আমিই দেবতাদিগের অগ্রবর্ত্তী হিরণ্যগর্ভ। আমিই অমৃতের নাভি। † আমিই অন্ন, আমিই অন্নাদ। এই বিশ্বভুবন আমিই। এ বিশ্বে আমি ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু নাই। আমার সত্তা সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট। কোন বস্তুরই 'স্বতন্ত্র' সত্তা নাই। সুতরাং আমি ছাড়া, কোনই বস্তু নাই। এই যে অন্ন এবং অন্নাদ—ইহাদের একটা 'ব্যবহারিক' সত্তা প্রতীত হয় বটে, কিন্তু, 'পরমার্থ'—সত্তা ব্যতীত উহারা স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে। পরমার্থতঃ, উহারা—অন্ন ও অন্নাদ—কেহই সত্য নহে। কেননা কার্য্যবর্গের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। ব্রহ্ম-ব্যতিরেকে সকল বস্তুই 'অসৎ'—অসত্য ‡।

* যাহা সংহত, যাহার অবয়ব-সমূহ একত্র মিলিত হইয়া একই প্রয়োজন সাধন করে,—বুঝিতে হইবে যে উহাদের নিজের কোন প্রয়োজন নাই। উহারা অপরের প্রয়োজনের জন্যই ক্রিয়াশীল।—বেদান্তের ইহাও একটী প্রধান যুক্তি। মূলে আছে 'শ্লোককৃৎ'। শ্লোক-শব্দের অর্থ—"কার্য্য-করণাত্মক দেহ"।"—শঙ্কর।

† 'অমৃত' অর্থে অবিনাশী কারণ-সত্তা। 'নাভি' শব্দে এই তাৎপর্য্যই সূচিত হইতেছে। যে অবিনশ্বর কারণ-সত্তা আমার মধ্যে, সেই সত্তাই সকল পদার্থে অনুস্যূত রহিয়াছে'।

‡ পাঠক দেখিবেন, এই ভাবেই শঙ্কর জগৎকে 'অসত্য' বলিয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকা দ্রষ্টব্য।

আমিই সমগ্রভুবনকে গ্রাস করিয়া থাকি। আমি আদিত্য-জ্যোতিঃস্বরূপ—সকল বস্তুর অবভাসক। আমি অদ্বয় ব্রহ্ম-বস্তু।”—সাধক সকল-লোকে ইচ্ছামত বিচরণ করিয়া এই প্রকারে সকল বস্তুকেই ব্রহ্মসত্তা হইতে অবিভক্ত-রূপে অনুভব করেন এবং নিত্যানন্দে নিমগ্ন হইয়া মুক্ত হইয়া যান।

ইহাই উপনিষদ্। ইহাই ব্রহ্ম-বিদ্যা।

॥ ওঁ তৎসৎ ॥

আমরা এই অধ্যায়ে ব্রহ্মসম্বন্ধে যে সকল মহোপদেশ পাইয়াছি, এস্থলে তাহার একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হইতেছেঃ—

১। ব্রহ্ম—সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ।

(ক) সত্য, জ্ঞানাদি শব্দ ‘লক্ষণা’ দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপকে বুঝাইয়া থাকে। জগতে অভিব্যক্ত সত্তা ও বিজ্ঞান দ্বারা আমরা এক অখণ্ড সত্তা ও অখণ্ড জ্ঞানের আভাস পাইয়া থাকি।

২। ব্রহ্ম—সত্যস্বরূপ। জগৎ-কারণ বলিয়াই ব্রহ্ম—‘সত্য’। তাঁহারই সত্তা, সকল পদার্থে অনুস্যূত রহিয়াছে।

(ক)। মায়াশক্তি—ব্রহ্মসত্তা হইতে ‘স্বতন্ত্র’ কোন বস্তু নহে। স্বতন্ত্র নহে বলিয়াই, মায়া-সত্ত্বেও ব্রহ্মে—সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত-ভেদ আসিতে পারে না; তাঁহার অদ্বিতীয়ত্বের ব্যাঘাত হয় না; তাঁহার স্বাতন্ত্র্যের হানি হয় না।

(খ)। ব্রহ্ম, এই মায়াশক্তি-যোগেই বিশ্বাকারে অভিব্যক্ত। সৎ

ও অসৎ, সূক্ষ্ম ও স্থূল, অন্ন ও অন্নাদ -রূপে মায়াশক্তির বিকাশ হয়। এই দুই অংশই একত্রে জগৎ গড়িয়া তোলে।

(গ) অভিব্যক্তির পূর্ব্বে, অভিব্যক্তির পরে এবং অভিব্যক্তির প্রলয়ে—কোন অবস্থাতেই 'নাম-রূপ,' ব্রহ্মস্বরূপকে পরিত্যাগ করে না। কোন অবস্থাতেই 'নাম-রূপ'—ব্রহ্ম-সত্তা হইতে স্বতন্ত্র বস্তু নহে।

৩। মনুষ্যদেহের 'পঞ্চ-কোষের' বিবরণ।

৪। স্থূল বস্তুকে অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ সূক্ষ্মে যাইতে যাইতে, পরিশেষে, সকলের সাক্ষীস্বরূপ ব্রহ্মবস্তুর বোধ জন্মে।

৫। ব্রহ্মসত্তাই—পাঁচ কোষে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছেন।

৬। অন্ন ও অন্নাদের তত্ত্ব-নির্ণয়।

(ক)। অব্যক্তশক্তি সূক্ষ্ম স্পন্দনরূপে ব্যক্ত হইয়া, ক্রিয়া করিতে থাকিলে, অন্ন ও অন্নাদরূপে বিকাশিত হয়।

(খ) অন্ন ও অন্নাদ মিলিতভাবে, জগতের আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক পদার্থবর্গকে গড়াইয়াছে।

(গ) অন্ন ও অন্নাদ—উভয়ই স্পন্দনশক্তি হইতে 'স্বতন্ত্র' নহে। আবার, স্পন্দনক্রিয়াও অব্যক্ত-শক্তি হইতে 'স্বতন্ত্র' নহে।

(ঘ) অব্যক্তশক্তি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-সত্তা হইতে 'স্বতন্ত্র' নহে।

৭। এক অদ্বয় ব্রহ্ম-সত্তাই সর্ব্বত্র অনুস্যূত রহিয়াছে। সুতরাং কোন বস্তুরই নিজের স্বাধীন সত্তা নাই। সুতরাং ব্রহ্ম-সত্তা ব্যতীত অন্য কোন বস্তুই নাই।

৮। জীবন্মুক্তের ব্রহ্মানুভব।

সম্পূর্ণ।

গ্রন্থ

সমাপ্ত।

মূল গ্রন্থ ও প্রশংসাপত্র—কলিকাতা, ১৭নং নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেনস্থ, "কালিকা যন্ত্রে" শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়াছে।

শুদ্ধি-পত্র।

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৩৬ ...	৬ ...	তাঁহারা ...	তাঁহার
১৫৬	১২ ...	ওঁ শব্দ ...	ওঁ শব্দ
„ ...	১৮ ...	ওঁকারি ...	ওঁকার
১৬০ ...	১৬ ...	ব্রহ্ম ...	ব্রহ্ম
১৭৭ ...	১৭ ...	ব্যাঘাত হয়...	ব্যাঘাত হয় না।
১৭৬ ...	২১ ...	সৃষ্টির পরে ...	সৃষ্টির পরে, সেই আত্মসত্তাকে আশ্রয় করিয়া কতকগুলি নাম-রূপ আসিয়াছে।

উপনিষদের উপদেশ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক এবং
সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষার পরীক্ষক

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য-

বিদ্যারত্ন, এম্-এ-প্রণীত।

১। প্রথম খণ্ড।—ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক।
বিস্তৃত অবতরণিকা সহিত।
মূল্য ২।০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড।—কঠ ও মুণ্ডক।
বিস্তৃত অবতরণিকা সহিত।
মূল্য ২৲ মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড।—ঈশ, কেন, প্রশ্ন, ঐতরেয় এবং তৈত্তিরীয়।
বিস্তৃত অবতরণিকা সহিত।
মূল্য ২৲ মাত্র।

প্রত্যেক খণ্ডেই শঙ্করভাষ্যের অনুবাদ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা
প্রদত্ত হইয়াছে এবং বহুল টীকা টীপ্পনী আছে।

কলিকাতা, কর্ণওয়ালিশষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের
দোকানে বা কোচবিহারে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

বিজ্ঞাপন।

—o—
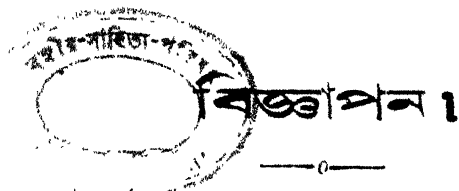
(কঠ ও মুণ্ডক)

উপনিষদের উপদেশ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন, এম্-এ,

প্রণীত।

[গুজ্‌রাটস্থ কাটিওয়ার-নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মানশঙ্কর পীতাম্বর দাস মেটা মহোদয় এই গ্রন্থ গুজ্‌রাটী ভাষায় অনুবাদ করিতেছেন।]

The Director of Public Instruction of Bengal and also of Eastern Bengal & Assam —have patronised this volume by purchasing Several Copies.

His Highness the Maharaja of Cooch Behar and the Honourable Maharaja Manindra Chundra Nundi of Mursidabad have given the Author a reward of Rs 100 each.

H. H. The Maharaja of Tipperah., H. H. The Maharaja of Mayurbhunge, The Maharajadhiraj of Burdwan, The Raja of Gauripur, The Raja of Kakina, and the Raja of Taki—have encouraged the author by purchasing several Copies.

[সংস্কৃতে এম্-এ, পরীক্ষার্থী এবং টোলের দর্শনপাঠার্থী-ছাত্রদিগের বিশেষ উপকারী]

এই সুবৃহৎ গ্রন্থে, কঠ এবং মুণ্ডক নামক দুইখানি উপনিষদ্ প্রকাশিত হইয়াছে। বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য্য সহ শঙ্কর-ভাষ্যের অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। এপ্রকার সরল, প্রাঞ্জল ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা ইতঃপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। প্রায় দুইশত পৃষ্ঠাব্যাপী অবতরণিকায়, বৈদান্তিক অদ্বৈত-বাদ, মায়া-বাদ ও সৃষ্টিতত্ত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও আলোচনা করা হইয়াছে। মায়াবাদের প্রকৃত অর্থ এই অবতরণিকায় যে প্রকারে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা যে কোন ভাষার পক্ষে অমূল্য সম্পত্তিস্বরূপ হইয়াছে। বেদান্তদর্শন বুঝিতে হইলে এই অবতরণিকা পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য। ব্রহ্মবিদ্যা, সগুণনির্গুণবাদ, উপাসনা-প্রণালী ও পরলোক-তত্ত্ব,প্রভৃতি বিষয়ে ভারতীয় উপনিষদে যে উপদেশ আছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, এই গ্রন্থ পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য। সংসার-তাপদগ্ধ জীবের ঐহিক মঙ্গল ও পারলৌকিক কল্যাণ প্রদান করিতে এই উপদেশগুলিই একমাত্র উপায়।

মূল্য অতি সুলভ, ২৲ দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থ-সম্বন্ধে কতিপয় অভিমত।

1. The Hindustan Review of *Allahabad, February, 1909*:—

"Last year we noticed, at some length, a Bengali Book of uncommon merit, entitled *Upanishader Upadesh* vol. I, by Pandit Kokileswar Vidyaratna M. A. of Cooch-Behar. The learned author has just brought out—the second volume of the work which, we are glad to notice, will but enhance his reputation as a thorough master and capable teacher of the *Upanishads*. In this volume, a clear and lucid translation of the text and Sankara-Bhasya of *Katha* and *Mundaka* Upanishads has been given. The easy flow, the charming style and masterly diction of the language, coupled with a very lively and brilliant manner in which the subject-matter has been dealt—with, have made the book a most pleasant reading and this is the best recommendation of a book of this nature. The very sombre nature of the language in which most of the philosophical treatises are generally presented scares away a good many readers at the outset. But in regard to the careful diction and the manner of treatment of the book under review, we can unhesitatingly say that in this respect alone, it can hold its own against the best philosophical works produced in that prolific vernacular literature—Bengali. We repeat our remarks made a year before when we received the first part of the work that the learned author has, by means of this book, opened the door of the knowledge of the Upanishads—the BRAHMA

JNANA to the common people who can read Bengali only—and he has also at the same time enriched his own vernacular literature. The *Introduction* appended to the book *is its most striking feature.* It is a study in itself; and we feel sure it will amply repay a very close and careful perusal. we never came across such an admirable introduction in any book in Bengali or other Indian vernacular. In it the author examines the Vedanta philosophy in all its details, according to the light thrown by the commentaries of the great sankara and he expounds the great *Mayabad* with a clearness nowhere to be found. The *Mayabad* of Sankara has been misunderstood and misinterpreted by many. Even scholars of great eminence—let alone the common people--have thought that Sankara did not acknowledge the existence of the cosmos, holding it to be false and illusory and that his idea of *Brahma* was a sort of *Vacuum*—without consciousness, without power,—something like a cypher—a non-entity. Some have gone so far as to brand that great Acharjya as an atheist, a *Bouddha* at heart. The readers of the Introduction will find how ably and brilliantly the learned author has proved, beyond all possible doubt, that the charges laid at the door of Sankara has been without any foundation and it is owing to ignorance or misunderstanding of the teachings of the great master that such false notions have had their origin. In short, the Pandit Vidyaratna has succeeded in vindicating the name and fame of Sankara and established the claims of

exposition of truths as taught by the *Vedas* in Bengali language. The vedas are to most of us a sealed treasure and known to the schoolboys as "songs of some rude agricultural people of a primitive age". We invite Pandit Kokileswar to open the door of Vedic knowledge to Bengali reading public. Will he not respond to our call?"

4. Pandit *Umapati Datta, Sarma*, B. A., M. A. R. S (*London*); M. R. S. A. (*London*); M. R. A. S. (*Calcutta*), Examiner, Calcutta University &c. &c. &c :—

"It was a matter of great pleasure to me to read the first part of *Upnishader Upadesh* in 1907. In that part you have treated of *Chandogya* and *Brihadaranyaka*—the two most important of the Upanishads or Brahma vidya. To write a treaties on abstruse subjects such as mental science requires not only a complete grasp of the subject but also a simple and elegant style of expression. The Bengali people are fortunate enough to find such a writer in your learned self.

The elucidation of the two other Upanishads—*Katha* and *Mundaka* forms the main portion of the second part. But the novel feature of the part is the valuable Introduction of 183 pages which I regard *indispensible* to every seeker after truth who has an eager desire to know the teachings and principles of Sankaracharja in their true light. You have explained the cardinal points of the Upanishads—the points naturally incomprehensible—as clearly as a human being can do. You have creditably pointed out a complete harmony among the

evidently conflicting systems of Hindu philosophy, tracing the origin to the Vedas. You have gone a step further (and that a very important one in this age) to show the points of agreement between the East and the West. Such books are badly wanted to enrich the vernacular literature of the country".

5. Pandit MANSHANKAR PITAMBARDAS MEHTA, —DEPUTY VAHIRATDAR, UMRALA, KATHIAWAD:—

"I have read your second volume of the UPANISHADER UPADESH and given particular attention to its Introduction. I had never seen before so very explicit exposition of the fundamental doctrines of such an abstruse subject like Vedanta. The language is sweet and simple, at the same time intelligible at once. You have carefully avoided what is called the Khatpat of Ghat-pat. Without making use of any abstruse logical arguments, you have been able enough to make vivid impressions of the most intricate theories of Vedanta philosophy on the mind of a reader. As you have written in the beginning of the introduction, the *Maya-bad* of sri Sankaracharyya has been never understood or rather misunderstood both by his opponents and also by his modern admirers as well. Sankaracharjya has never advocated the extreme unreality (অত্যন্তাভাব) of this phenomenal world ;—what he wanted to say is that it is not so real as perceived through senses. It is quite different from what it appears to be and it is as if the shadow of the reality. You have very successfully brought out the real meaning of the different writings

of Sankaracharjya and expressed it in the most definite terms. * * * I have found you have very ably brought out the fundamental principles of Cosmogony and Psychology which our great teacher —Sankaracharjya—has propounded some centuries ago. Though the modern science claims the originality and novelty of the monastic doctrine of creation and evolution, your have conclusively proved that our sages of the most ancient times knew it all without the external help of scientific instruments. * * * Though you have shown that the thinkers like Herbert Spencer and others have tried to prove that the matter is a developed form of force, as Sri Sankaracharyya has explicitly told us that it has been the overgrowth of Pra'n-shakti. But what Sri Sankaracharyya with his wide intuitive knowledge of this vast universe beyond and this physical world has only with the help of the Upanishads and Vedic Sanhitas explained the nature of Pran and its relation with only one absorbing living Principle which has been generally known as Brahma or Atma, is quite beyond the pale of science * * * I had been a regular subscriber to the "Navya-bharat" some years ago when I read your articles with much interest. I had so much liked your method of explanation of some most abstruse principles of Vedanta in the form of conversational instruction that following that I have written a short article on the state after death as revealed in the Upanishads which has been published in Guzrati monthly called "Sudarsan" &c. &c. &c. &c."

৬। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহোদয়ঃ—

"স্বর্গীয় শাস্ত্ররত্ন মহাশয় ষড়্দর্শনের সমন্বয় করিবার উদ্দেশে সংস্কৃতে নিজে বহুসংখ্যক সূত্রের সৃষ্টি ও নিজে তাহার ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। তাহার অনেক অংশ তিনি আমাকে স্বয়ং শুনাইয়াছিলেন। আমি সে সময়ে তাঁহার অচিন্তনীয় তর্কশক্তিতে অভিভূত হইয়াছিলাম। আজ্ তিনি জগতে নাই, তাঁহার পুস্তকখানিও পর্য্যায়ক্রমে লিপিবদ্ধ পাইতেছিনা। * * * তোমার "উপনিষদের উপদেশ", দ্বিতীয় খণ্ড, অনেকদিন পাইয়াছি। সম্প্রতি আমার একটু জ্বর হইয়াছে; সেই অবসরে তোমার পুস্তকখানি পড়িলাম। পড়িয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি, নিরতিশয় আনন্দ উপভোগ করিতেছি। যে প্রণালীতে শাস্ত্ররত্ন সমন্বয় করিয়াছিলেন, তুমিও সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছ। কোন কোন প্রামাণিক গ্রন্থকার ঋষিপ্রণীত দার্শনিক সূত্রকে স্মৃতি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। স্মৃতি হইলে কখনই মতভেদ থাকিতে পারে না। আপাততঃ শ্রবণ-দশায় মতভেদ বুঝিলেও, অর্থ-দশায় তাহার বিরোধের পরিহার করা কর্ত্তব্য। স্মৃতিশাস্ত্রের এই নিয়ম। ষড়্দর্শনের সমন্বয় হইলে দার্শনিক রঙ্গক্ষেত্রে যে পরস্পর পরস্পরের প্রতি জিগীষা-পরবশ হইয়া কোষোন্মুক্ত তরবারি-হস্তে ধাবিত হয়, তাহাও ঘুচিয়া যায়। মোগল পাঠানের মত শক্রতার বিনিময়ে, সখ্যের আদান-প্রদান হয়; পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করে। যিনি এই কার্য্যের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম, অধ্যবসায়, বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও শাস্ত্রের গভীর আলোচনা করেন, তিনি আমার মত প্রাচীন পণ্ডিতের সাধুবাদ ও আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইবেন, সন্দেহ নাই। আমি প্রীত হইয়াছি,

অনুরক্ত হইয়াছি, তোমার সর্ব্বদর্শনের সমন্বয় দেখিয়া। তুমি এই বীণাকে যে নূতন সুরে বাঁধিলে, এ বীণা সেই সুরে গাইবে, একদিন না একদিন শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করিবে। "উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা, কালো হ্যয়ং নিরবধি বিপুলা পৃথ্বী"।

আর আমার বলিবার কিছু নাই; আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। বঙ্গ-ভাষাকে,বঙ্গভূমিকে এই সমস্ত বহুমূল্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত কর। বগুড়া, সাহিত্য-সম্মিলনে, সভাপতিরূপে আমার অভিভাষণে, তোমার নাম উল্লেখ করিয়াছি" ইত্যাদি।

৭। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত **শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বিদ্যারত্ন এম্-এ,** সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল মহোদয়ঃ—

"আমি আপনার গ্রন্থখানি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি। যতদূর পড়িয়াছি, তাহাতেই অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। দেখিলাম এ গ্রন্থে আমাদের শিখিবার বহু জিনিস আছে। বেদান্তের ন্যায় জটিল বিষয়কেও যে কোমল ভাষায় সাধারণ পাঠকের বোধগম্যকরার যোগ্য করা, এ কেবল সাধারণ ক্ষমতার পরিচয় নহে। বেদান্তদর্শনে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি না থাকিলে, এইরূপ উপনিষদের নিগূঢ় তত্ত্ব সরল-ভাষায় বুঝাইয়া দিতে কেহই সমর্থ হয় না। আমি সমস্ত গ্রন্থখানি অতি আনন্দের সহিত পাঠ করিব। এবং যখন পরীক্ষার সময় (University Intermediate-Examination) সাক্ষাৎ হইবে, তখন আর আর যাহা বক্তব্য তাহা বলিব। শ্রীশ্রীভগবচ্চরণে এই প্রার্থনা করি যে, মহাশয় দীর্ঘজীবী হইয়া উপনিষদের গূঢ় তত্ত্ব প্রকটন কার্য্য শেষ করিয়া দেশের একটী প্রধান মঙ্গল কার্য্য সাধন করুন্" ইত্যাদি।

৮। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত **শ্রীযুক্ত ডাক্তার সতীশ চন্দ্র বিদ্যা-**

ভূষণ এম্ এ, পি, এচ্ ডি, প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক মহোদয়ঃ—

"আপনার অমূল্য গ্রন্থ দ্বারা বাঙ্গলা ভাষার সমৃদ্ধি ও বঙ্গীয় চিন্তার গাম্ভীর্য্য বর্দ্ধিত হইয়াছে—ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। পাশ্চাত্য দর্শনে বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকায় আপনি প্রাচ্য-দর্শনের গূঢ় তাৎপর্য্য সহজে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আপনার গ্রন্থের প্রথম খণ্ড পাইয়া উহার বিস্তৃত সমালোচনা কোন মাসিক পত্রে বাহির করিব, এরূপ মনঃস্থ করিয়াছিলাম। কিন্তু সময়াভাবে উহা ঘটিয়া উঠে নাই। এখনও আমার সে কল্পনা ত্যাগ করি নাই। আপনার সদধ্যবসায়ের সহস্র ধন্যবাদ" ইত্যাদি।

৯। কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্ চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ, ডি, এল্ মহোদয়ঃ—

"আপনার উপনিষদের উপদেশ দ্বিতীয় খণ্ড" প্রায় সমস্তই পাঠ করিয়াছি। ইহার অবতরণিকায় শঙ্করের মতের যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহাতে প্রচুর পাণ্ডিত্যের ও যথেষ্ট যুক্তি-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন এবং আপনার অনেকগুলি কথাই সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। তবে শঙ্করের মায়াবাদের প্রকৃত অর্থ কি, তৎসম্বন্ধে যে মতভেদ থাকিবে, ইহা বিচিত্র নহে" ইত্যাদি।

১০। কলিকাতা নব-বিধান-সমাজের উপাধ্যায়, "গীতা সমন্বয়ভাষ্য", "বেদান্ত সমন্বয়" প্রভৃতি প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌর-গোবিন্দ রায় মহোদয়ঃ—

"আমি যদিও দ্বিতীয় খণ্ড "উপনিষদের উপদেশ" সমগ্র পাঠ করিতে

পারি নাই, তথাপি যতদূর পড়িয়াছি তাহাতে এই বলিতে পারি যে, পূর্ব্বখণ্ডের সম্বন্ধে আমি যাহা বলিয়াছি, এই খণ্ড দ্বারা উহা দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। আপনার মত-বিশ্লেষণ-সামর্থ্য উভয়খণ্ডে এমনই প্রকাশ পাইয়াছে যে, আমি আপনার এই সামর্থ্যের উপরে ভর করিয়া, বৈষ্ণবাচার্য্যগণের উক্তির সত্যাসত্যনির্ণয়ার্থ, স্বয়ং শ্রীমৎ-শঙ্করের মত-বিশ্লেষণে নিবৃত্ত হইয়াছি।”—ইত্যাদি।

১১। বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের লাইব্রেরিয়ান্, “ভাষা-পরিচ্ছেদের” অনুবাদক, সুপ্রসিদ্ধ রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ পরীক্ষোত্তীর্ণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত **রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী, এম্-এ রায় বাহাদুর মহোদয়ঃ—**

“পুস্তকের অবতরণিকার আদ্যন্ত ও পুস্তকাংশের অধিকাংশ-স্থলই পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি। এরূপ পুস্তক বাঙ্গলা ভাষায় বড়ই বিরল। আপনি এই গ্রন্থে যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা সকলই শাস্ত্রানুমোদিত; কোনটীই অপসিদ্ধান্ত বলিয়া আমার মনে হইতেছে না”।—ইত্যাদি।

১২। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের সম্পাদক, “গীতায় ঈশ্বর-বাদ” প্রভৃতি প্রণেতা, পণ্ডিত **শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্-এ, মহোদয়ঃ—**

“অবতরণিকা বিশেষ মনোযোগ সহকারে পড়িতেছি। বিবাদাস্পদ প্রসঙ্গের আলোচনায় মতভেদ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু আপনি যেরূপ ধীরতা ও গভীর শাস্ত্রানুশীলনের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার যথেষ্ট প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। ভগবান্ আপনাকে দীর্ঘজীবী করিয়া, শাস্ত্রচর্চ্চায় অবসর দিন্”—ইত্যাদি।

১৩। উড়িষ্যার বর্ত্তমান মহাকবি ও নানা শাস্ত্রীয় গ্রন্থের অনু-বাদক, বৃদ্ধপণ্ডিত **শ্রীযুক্ত ফকীর মোহন সেনাপতি** মহোদয়ঃ—

"গ্রন্থকার মহাশয় এই মূল্যবান্ গ্রন্থ আমাকে উপহার দিলেন, প্রত্যুপকার করিবার আমার কিছুমাত্র শক্তি নাই। * * পুস্তক প্রাপ্তিমাত্র পাঠ আরম্ভ করিলাম, চিরদিন পড়িব; আমার মৃত্যুশয্যা পর্য্যন্ত সঙ্গে থাকিবে। আমি ইহাকে পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া জ্ঞান করি। আমি উৎকলের প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্রিকায় আলোচনা করিব, যথাসাধ্য ইহার মহিমাবিস্তারের জন্য চেষ্টা করিব।"—ইত্যাদি।

১৪। "একলিপিবিস্তার-পরিষদের" মুখপত্র **দেবনাগর**, দ্বিতীয় বর্ষ, অঙ্ক ৯-১০।

"গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্য এবং গবেষণা-কৌশল, আর গ্রন্থের উপ-যোগিতা সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই (গতবর্ষে) বলিয়াছি। শ্রীমৎশঙ্করা-চার্য্যের বেদান্ত-মতানুসারে, উপনিষৎ-সমূহকে সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করিবার উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থের প্রণয়ণ। প্রথম খণ্ডে ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। এখন দ্বিতীয় খণ্ডে, কঠ ও মুণ্ডক—এই উপনিষদ্-দ্বয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডের মত, এই খণ্ডও স্থূল-কায় – ৩৬৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। আরম্ভে, ১৮৩ পৃষ্ঠ-ব্যাপী একটী বৃহৎ অবতরণিকা দেওয়া হইয়াছে। দুরূহ উপনিষদ্ভাবকে সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করিবার উদ্‌যোগে, বাস্তবিকই গ্রন্থকার মহাশয় সফলীভূত। যাঁহারা পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক-ভাবে বিভোর, তাঁহাদিগকে শঙ্করভাষ্যের দুরূহ তাৎপর্য্য বুঝাইবার জন্য, এ গ্রন্থ একমাত্র উপায় বলিলে অত্যুক্তি হইবেনা। শঙ্কর-ভাষ্যকে অন্যথাভাবে বুঝিয়া যে বেদান্তীগণ অনেক দুর্ভাবনার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার নিরাকরণ বিশেষরূপে অবতরণিকায়

করা হইয়াছে। আমাদের সানুনয় অনুরোধ যে পণ্ডিত কোকিলে শ্বরজী অবশিষ্ট ছয় উপনিষদ্‌গুলিকেও এইরূপ বিবৃত করিয়া সর্ব্বসাধারণের উপকার করিবেন"।

১৫। নব্যভারত, মাঘ, ১৩১৫ :—

"উপনিষদের উপদেশ", প্রথম খণ্ড যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অল্প-সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় খণ্ড প্রাপ্ত হইয়া যে আনন্দলাভ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা প্রথম খণ্ডের সমালোচনায় গ্রন্থে প্রশংসা করিয়াছিলাম; এবার দ্বিতীয় খণ্ড পাঠ করিয়া প্রাণের গভীর আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। একথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, বিদ্যারত্ন কোকিলেশ্বর উপনিষদের উপাখ্যান-সমূহ মধুর ওজস্বিনী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া বঙ্গীয় সর্ব্বসাধারণ পাঠকের নিকট এক নূতনরাজ্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। এতদিন পরে প্রাচীন ঋষিগণের সাধনলব্ধ সম্পত্তি বঙ্গের গৃহে গৃহে বিতরণের আয়োজন হইয়াছে। আমরা আশা করি, বিদ্যারত্ন মহাশয় এইরূপে উপনিষদের সমুদয় উপদেশ, রামায়ণ-মহাভারতের উপদেশ প্রভৃতি প্রচার করিয়া মহাব্রত উদ্‌যাপন করিবেন।"

[এইপ্রকার প্রশংসাপত্র আরো অনেক আছে। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধিভয়ে উদ্ধৃত হইল না।]

বিজ্ঞাপন।